প্রথম প্রকাশ ঃ ১২৯২

নবপত্র প্রকাশ ঃ ২০ শ্রাবণ ১৩৮৮

প্রকাশক ঃ প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক ঃ নিউ এজ প্রিণ্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ ঃ প্রবীর সেন

SEPOY JUDDHER ITIHAS
Vol II
By
RAJANI KANTA GUPTA

সূচী

যুদ্ধের প্রারম্ভ

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

প্রকাশকের নিবেদন

প্রথম খণ্ডেই আমরা আমাদের কথা বলেছি। নতুন করে বলবার কথা অন্যের, আমাদের নয়। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত যে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন তার রক্ষা-ব্যবস্থায় আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আমরা আনন্দিত যে আমাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় নি। প্রথম খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে বিদগ্ধ বাঙালী পাঠকসমাজ যে-ভাবে গ্রন্থটিকে সাদরে গ্রহণ করেছেন এবং প্রায় দেড় হাজার পৃষ্ঠার সমগ্র খণ্ডগুলির জন্য অপেক্ষা করছেন তা শুধুমাত্র আমাদের বিস্মিত করে নি—উৎসাহিত করেছে, উদ্দীপিত করেছে। খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে আমরা দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করলাম এবং সমগ্র খণ্ডগুলি যথাশীঘ্র সম্ভব পাঠকদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হব। পূর্ব ঘোষণামতো এই খণ্ডে নগেন্দ্রনাথ বসুর দুষ্প্রাপ্য 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থ থেকে 'সিপাহী যুদ্ধ' নিবন্ধটি পুনর্প্রকাশ করা হলো।

সিপাহী বিদ্রোহ

নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ একবিংশ খণ্ড

পৃষ্ঠা : (৬১৭-৩২), প্রকাশ কাল ১৩১৭ বঙ্গাব্দ।

সিপাহী বিদ্রোহ বলিলে প্রধানতঃ ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে যে লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হইয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়াছে, তাহাই লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার পূর্বেও কয়েকবার ক্ষুদ্র-বৃহৎ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সংক্ষেপে ঐ যুদ্ধের একটু আভাষ দিয়া, সেই বৃহৎ ব্যাপারের অবতারণা করা যাইবে।

সর্বপ্রথম, ১৭৬৪ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে পাটনায় ইংরেজ ও দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু ঐ বিদ্রোহ গুরুতর আকার ধারণ করিতে-না-করিতেই সেনাধ্যক্ষ মনরো বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে তাহা দমন করেন। এই সময়ে চব্বিশজন বিদ্রোহীকে বন্দুকে উড়াইয়া দেওয়া হয়।

বিশেষ লাভজনক 'ডবল ভাতা'র প্রথা উঠাইয়া দেওয়াতে ১৭৬৬ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে দ্বিতীয়বার বিদ্রোহের সূচনা হয়। কিন্তু লর্ড ক্লাইবের যত্নে এই বিদ্রোহ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।

সৈনিক বিভাগে যে-সকল লাভজনক পদ ছিল, লর্ড কর্নওয়ালিস সেগুলি উঠাইয়া দেন। এই কারণে ১৭৯৫ খ্রীঃ অব্দে বাংলার ইয়ুরোপীয় সৈনিক কর্মচারিগণ প্রকাশ্য-ভাবে বিদ্রোহী হইয়া উঠে, স্যার জন শোরের যত্নে এই বিদ্রোহ আপোষে মিটিয়া যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মান্দ্রাজে ইংরেজ সৈনিক-পুরুষেরা বিরক্তি ও অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ করে। কতিপয় দেশীয় সেনার-দলও তাহাদের সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করে। কিন্তু ইংরেজ কর্মচারিগণের নানারূপ কৌশলে অচিরেই ইহা প্রশমিত হয়।

১৮০৪ খ্রীঃ অব্দে বেল্লুর দুর্গের দেশীয় সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে, তাহারা উর্দ্ধতন সাহেব কর্মচারীদিগকে ও অন্যান্য ইয়ুরোপীয়দিগকে বিনাশ করিয়া প্রথমে ব্যাপার বড় গুরুতর করিয়া তুলে। কিন্তু সেই দিন সন্ধ্যা সমাগত হইবার পূর্বেই বীরবর কর্নেল গীলেস্‌পি অশ্বারোহণে আর্কট হইতে ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হন, ইহাতে বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। টিপু সুলতানের পরিবার বেল্লুরে বাস করিতেছিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহাদেরও হাত আছে, এইরূপ সন্দেহ করিয়া গবর্নমেণ্ট তাঁহাদিগকে বাংলায় [কলকাতার দক্ষিণে টালিগঞ্জে] স্থানান্তরিত করেন।

ইহার পরে কয়েক বৎসর বেশ নির্বিঘ্নে কাটিয়া যায়, কিন্তু ১৮২৪ খ্রীঃ অব্দে আবার দেশীয় সেনাদের মধ্যে অবাধ্যতা উচ্ছৃঙ্খলতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। ব্রহ্মদেশে যাইবার আদেশে পাইয়া বারাকপুরস্থিত কয়েকটি দেশীয় সেনার দল ক্ষেপিয়া উঠে।

কিন্তু কোনো গুরুতর অত্যাচার করিবার পূর্বেই, প্রধান সেনাপতির আদেশে তাহাদের মধ্যে চারশো চল্লিশ জনকে তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হয়।

তুমুল ঝড় বহিবার পূর্বে প্রকৃতি যেমন আপনার সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করিয়া শান্ত ও নিস্তব্ধভাবে অভীষ্ট কার্যের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। ১৮২৪ খ্রীঃ অব্দের বিদ্রোহের পরে সিপাহীরাও অনেক দিন পর্যন্ত সেইভাবেই ছিল, শেষে ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের বিদ্রোহ-বিপ্লবে ইংরেজের আসন সহিত সমগ্র ভারতবর্ষ প্রকম্পিত হইয়া উঠে।

উপরোক্ত ঘটনাগুলি হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, সৈনিক-বিভাগে শাসন ও শৃঙ্খলার যথেষ্ট অভাব ছিল। শুধু দেশীয় নহে, ইংরেজ সৈন্যগণও মধ্যে মধ্যে এরূপ অসন্তোষের লক্ষণ প্রকাশ করিতে থাকে, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার ও দেখিয়া দূর করিবার কষ্ট স্বীকার করিতে প্রায় কোনো কর্তৃপক্ষই প্রস্তুত ছিলেন না। অধিকাংশ কর্তৃপক্ষই মনে করিতেন দেশীয় সৈন্য এরূপই হইয়া থাকে; স্বভাবতঃই তাহারা অবাধ্য ও অদম। খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহানল দমন করিয়াই তাঁহারা যথেষ্ট নিরাপদ হইয়াছেন, ভাবিতেন। দেশীয় সৈন্যদের অন্তঃস্থলে যে অশান্তির আগ্নেয়গিরি ধূমায়িত হইতেছিল, এই খণ্ড বিদ্রোহগুলি তাহার সাময়িক অকাল-বিকাশ মাত্র। তাহা তাঁহারা লক্ষ্য করিতে পারিতেন না এবং কি করা আবশ্যক বিবেচনা করিতেন না।

এই সংক্রামক অশান্তি ও অসন্তোষের বীজাণু কেবল যে দেশীয় সেনাদের মনই কলুষিত করিতেছিল তাহা নহে, সাধারণ লোকের মনের উপরও ভীষণভাবে কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাতেই ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের বিদ্রোহ এরূপ ব্যাপক ও এরূপ ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছিল।

অযোধ্যার রাজ্যচ্যুত নবাব প্রকাশ্যভাবে বলিয়া বেড়াইতেছিলেন যে ইংরেজদিগের হস্তে তাঁহার পরিবার ও পরিজনবর্গের লাঞ্ছনা ও দুর্গতির সীমা নাই। সাধারণ লোকেরাও নানারূপ অভাব-অভিযোগ, অত্যাচার-অবিচারের কথা শতমুখে করিতেছিল। অযোধ্যার তালুকদারেরা যে সকল তালুকে কি তালুকান্তর্গত জমিতে বিধিসঙ্গত দাবী প্রমাণ করিতে পারিতেছিলেন না, সে সকল জমি হইতে তাঁহারা একে একে অপসৃত হইতেছিলেন। ন্যায়সঙ্গত দাবী না থাকিলেও, অনেকদিনের দখলীস্বত্ব বটে। ইংরেজের সভ্য শাসনপ্রণালী প্রবর্তিত হওয়াতে তাঁহাদের ক্ষমতা নানাভাবে খর্ব হইতে লাগিল। দুর্বল প্রতিবেশীর উপর পূর্ববৎ আর নিরাপদে অত্যাচার করা চলে না, ইহাও তাঁহাদের ভাল লাগিল না। এদিকে অনিয়মিত শাসন-প্রথা প্রবর্তিত হওয়াতে যাহারা মুখ্যতঃ উপকৃত হইতেছিল, তাহারাও ব্রিটিশ শাসনের পক্ষপাতী হইল না, ভাবিল, ইংরেজ বিষকুম্ভপয়োমুখ, কি জানি কি উদ্দেশ্যে এ সকল আপাত মধুর কাজ করিতেছেন। রাজার বা নবাবের উর্ধ্বতন, রাজকর্মচারিবর্গের মনস্তুষ্টি করিয়া যাহারা জীবনধারণ করিত, যে সকল বণিক ব্যাপারী দরবারী জীবনের পারিপাট্য ও বিলাসিতার উপকরণ যোগাইয়া স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতেছিল, আজ তাহাদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে, ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখিয়া তাহারা অশান্ত ও মর্মপীড়িত হইয়াছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা ভয়ানক হইয়াছে পূর্বতন রাজন্যবর্গের কর্মচ্যুত ও বিত্রস্ত সৈনিক-দল,

তাহাদের শিক্ষা নাই; সংযম নাই, ন্যায়ান্যায় বিচার নাই; অর্থ নাই, কিন্তু অভাব আছে; ইহারা দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়া সর্বত্র অশান্তির বীজ বপন করিতেছে। অহিফেনের উপর অত্যধিক কর স্থাপিত হওয়াতে দরিদ্র অহিফেনসেবীরা ভয়ানক ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর, যাহারা এতদিন পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে ও নিরাপদে ন্যায় ও ধর্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া দুর্বল প্রতিবেশীদিগকে নানাপ্রকারে ব্যস্ত করিয়াছে, বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে তাহাদেরও অশান্তির পরিসীমা রহিল না।

দেশের যখন এইরূপ অবস্থা, প্রকৃত কারণে বা অকারণে দেশের অধিকাশ লোকই যখন ইংরেজ রাজপুরুষগণের উপর এইরূপ অসন্তুষ্ট ও হতশ্রদ্ধ তখন উচ্চ রাজ-কর্মচারীদিগের যে সর্বপ্রকার বুদ্ধিমত্তা ও তীক্ষ্ন পরিণামদর্শিতার আবশ্যক, তাহার অনেকটা অভাব ছিল। ঊর্ধ্বতন কর্মচারিদিগের মধ্যে অনেকেই আত্মসমর্থনপ্রিয় ছিলেন। সর্বসাধারণের মনের কুসংস্কার দূরীভূত হইয়া যাহাতে প্রতিষ্ঠিত গবর্নমেণ্টের উপর তাহাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি জন্মিতে পারে, এরূপ উদ্দেশ্যে অতি অল্প কয়েকজনই আপনাদিগের দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। অযোধ্যার চিফ্ কমিশনার ম্যাক্‌শন ও আয়-ব্যয় কমিশনার গবিন্স সাহেবদ্বয় ক্ষিপ্ত প্রজাবর্গের ও রাজানুগ্রহীতদের অভাব অভিযোগ দূর করিতে যত্নবান না হইয়া স্ব-স্ব প্রাধান্য স্থাপনের জন্যই অধিকতর ব্যস্ত হইয়া পড়েন। ফলে দেশের অশান্তি উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে লাগিল।

অবশেষে হেন্‌রি লরেন্স অযোধ্যার শাসনকর্তা হইয়া চলিলেন। কিন্তু তাঁহার পৌঁছিবার পূর্বেই, আর এক গুরুতর বিপদের কারণ সংঘটিত হইল। কিছুদিন যাবৎ জনৈক মুসলমান মৌলবী নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বিধর্মীদিগের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ করিবার জন্য মুসলমানদিগকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিতেছিল। যখন সে ফৈজাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন আর উপেক্ষা করা চলে না ভাবিয়া তাহাকে ধরিয়া কারাগারে প্রেরণ করা হইল। কখনো যে ব্রিটিশ-শাসনের ভিত্তি কম্পিত হইতে পারে, এ কথা কখনোই ইংরেজ শাসনকর্তাদিগের মনে হয় নাই। কিন্তু কতিপয় মাস পরে জানা গিয়াছিল যে অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা এই মৌলবির কম নহে। ইংরেজের বিরুদ্ধে সহস্র সহস্র মুসলমান লইয়া সে ভয়ানক একটা ষড়যন্ত্র পাকাইয়া তুলিয়াছিল।

কিন্তু তখনও শাসন-পদ্ধতির যে কোনো পরিবর্তন করা আবশ্যক, দেশীয়দিগের মনে প্রীতি ও শ্রদ্ধার ভাব উদ্রিক্ত করা, দেশীয় সৈন্যদিগকে ইংরেজ-শাসনের প্রতি আকৃষ্ট করা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, এ কথা প্রায় কাহারো মনে হয় নাই। কাজেই অদৃশ্য-অবস্থায় অশান্তি ও অসন্তোষের বীজাণু অধিকতর ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

দেশীয় সৈন্যদের নানারূপ অভাব অভিযোগ ছিল। তাই মনে মনেই তাহারা বিদ্রোহভাব আলোচনা করিয়াছে। যাহাতে ভবিষ্যতে আর তাহারা বিদ্রোহী ও বিপক্ষ না হইতে পারে, সেজন্য কোনো চেষ্টা এ পর্যন্ত করা হয় নাই। গোপনে গোপনে তাহারা ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। অবাধ্য ও অদম্য দেশীয় সৈনিকেরা মধ্যে মধ্যে যত বিদ্রোহের সূচনা করিতে পারে, কিন্তু সে বিদ্রোহ যে

ভারতময় ছড়াইয়া পড়িতে পারে, সে বিদ্রোহে যে সাধারণ লোকও যোগদান করিতে পারে, একথা কেহই মনে করেন নাই। কিন্তু সৈনিকেরা ইহা জানিত, তাহারা সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। পাইতেও বড় বেশি দেরি হইল না।

১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে ব্রহ্মদেশে সৈন্যের অভিযান প্রেরণ করা আবশ্যক হইল। তাহাদিগকে সমুদ্র পার হইতে হইবে না, এই চুক্তিতে হিন্দুগণ সৈনিক-বিভাগে প্রবেশ করিয়াছিল। কজেই গবর্নর জেনেরল চুক্তিভঙ্গ না করিয়া আর বাংলা দেশ হইতে ব্রাহ্মণ সৈন্য পাঠাইতে পারেন না। তাই তিনি মান্দ্রাজের যে দেশীয় সৈন্যদল General Service-এ ভর্তি হইয়াছিল, তাহারা সর্বত্র যাইতেই চুক্তি অনুসারে বাধ্য, তাহাদিগকে পাঠাইতে চাহিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যদল অসন্তুষ্ট হইবে ভাবিয়া মান্দ্রাজের শাসনকর্তা ইহাতে বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করিলেন। ইহাতে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া গবর্নর জেনেরল এক সাধারণ আদেশ (General Order) জারি করিলেন যে, যে-লোক যেখানে আবশ্যক সেখানে যাইতে স্বীকৃত হইবে না, তাহাকে সৈনিক বিভাগে লওয়া হইবে না। তিনি মনে করিলেন এরূপ আদেশে জাতি নাশের আশঙ্কা উত্থাপিত হইবে না। কিন্তু তিনি ভুল বুঝিলেন, যাঁহাদের উপর সেনা সংগ্রহের ভার ছিল, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, উচ্চ বংশের লোক এখন আর সৈনিক-বিভাগে প্রবেশ করিতে রাজী হইতেছে না। পূর্ব-নিযুক্ত সিপাহীরাও বলাবলি করিতে লাগিল, যে এই নিয়ম তাহাদের উপরও বলবৎ হইবে। ইহার উপর আবার কৃপণজনোচিত মিতব্যয়িতা তাহাদিগকে আরও ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। পূর্বে সৈনিকদিগকে চিঠি-পত্রের জন্য ডাক-মাশুল দিতে হইত না। শুধু অধ্যক্ষের নামাঙ্কিত মোহরের ছাপ থাকিলেই হইত। এখন সেই নিয়ম উঠাইয়া দেওয়া হইল। আগে যেমন যে-সকল সৈন্য বিদেশে প্রেরণের (Foreign Service) পক্ষে অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহাদিগকে কর্মাক্ষমের পক্ষে (invalid) পেন্‌সন দিয়া বিদায় করা হইত, এখন আর তাহা করা হইবে না, প্রচার করা হইল। এই সকল সেনাদিগকে এখন গবর্নমেণ্টের সেনা-বিভাগে আসিয়া কাজ করিতে হইবে। ইহাতে ব্যয়-সংক্ষেপ যে বড় বেশি হইল তাহা নহে, সৈন্যগণ খুবই বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে যে-কোনো মিথ্যা কথাও সত্য বলিয়া এখন সহজেই তাহারা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়া রহিল। সুবিধা বুঝিয়া এই কুচক্রী লোকেরাও নানাভাবে অতিরঞ্জিত করিয়া সত্যে ও মিথ্যায় তাহাদের মন কলুষিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। জনরব উঠিল যে, গবর্নমেন্ট শিখ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের উপর আধিপত্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। শুনিবামাত্রই এ কথা তাহারা বিশ্বাস করিল, আরও শুনিল এবং বিশ্বাস করিল যে, তাহাদিগকে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্যই মহারনী ভিক্টোরিয়া লর্ড কানিঙ্‌কে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাদের সর্বত্র গমন করিতে হইবে, এই শর্তে সৈন্য সংগ্রহ করা হইতেছে। লর্ড কানিঙ্ কর্তৃক মিশনারী সম্প্রদায়দিগের উৎসাহ ও সাহায্য দান দেখিয়া এবং দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্য লেডি কানিঙ্-এর উৎসাহ ও আগ্রহ চিন্তা করিয়া এই জনরবে তাহারা আস্থা

স্থাপন করিল। বাংলার অধিবাসিগণ, বিশেষতঃ পাটনার মুসলমানগণ বিশেষরূপে বিচলিত হইয়া উঠিল। এই জনরব অমূলক, বাংলার লেপ্টেনান্ট গবর্নর এইরূপ ঘোষণাপত্র বাহির করিলেও সাধারণ লোকে তাহা বড় গ্রাহ্য করিল না। ভাবিল, ধর্মচ্যুত করাই যাহাদের উদ্দেশ্য মিথ্যা আশ্বাসে আশ্বস্ত করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। হিন্দু বিধবাদিগের পুনর্বিবাহের অনুকূলে আইন প্রণয়ন ও বিধিবদ্ধ করিয়া লর্ড ক্যানিঙ্ এই ধারণা আরও বদ্ধমূল করিয়া তুলিলেন।

এইরূপ অবিশ্বাস আশঙ্কা ও উদ্বেগের ফল যে কেবল সিপাহীদিগের মধ্যেই নিবদ্ধ রহিল তাহা নহে। তাহাদিগের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িল। অযোধ্যার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অধিবাসীবৃন্দ সাধারণতঃই এই ব্রিটিশ শাসনের উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিল। এইরূপ জনরবে তাহারা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। ভাবিল, একবার তাহাদিগকে জাতিভ্রষ্ট করিতে পারিলেই রাজ্যলোলুপ ইংরেজ তাহাদিগকে যথায় ইচ্ছা তথায় লইয়া যাইতে পারিবে। তাহারা সঙ্কল্প করিল, যথাসাধ্য প্রতিকূলতা করিয়া এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবে, অপর স্ফুলিঙ্গও তাহাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, নামমাত্র বেতন পাইয়া এতদিন তাহারা ইংরেজের আনুগত্য করিয়াছে। এখন তাহাদের দিন আসিয়াছে। শীঘ্র হউক কি বিলম্ব হউক, তাহারা স্বধর্মের সম্মানও পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিবে, গ্রাম ও নগর লুণ্ঠন করিয়া অর্থশালী হইবে, রাজা হইয়া রাজকর আদায় করিবে, আর দুই দিনের শিশু ইংরেজকে সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দিবে। আবাব সন্দিগ্ধদিগের সন্দেহ দূর করিবার ও বিশ্বাসীদিগের বিশ্বাস বদ্ধমূল করিবার জন্য এ সময়ে এক হিন্দু-ভবিষ্যদ্বাণীরও অবতারণা করা হইল!—তাহার মর্ম এই, পলাসী যুদ্ধের একশত বৎসর পরেই কোম্পানির রাজত্ব লুপ্ত হইবে।

এইভাবে সিপাহীদিগের মন ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে যথা-অযথা কারণে বিচলিত ও উৎক্ষিপ্ত হইয়া রহিল। ইংরেজের শত্রুগণের প্ররোচনায় তাহাদিগের রচিত নানারূপ মিথ্যা সংবাদ ও জনরবে, সাধারণ লোকের মধ্যে অনেকেই বিশেষরূপে উত্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। একটা বিরাট্ বিদ্রোহের জন্য যাহা-কিছু আবশ্যক, সে সকলই করা হইয়াছে।

কলিকাতার নিকটবর্তী দমদম নামক স্থানে একটি অস্ত্রাগার ছিল। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে একদিন একজন লস্কর জনৈক হিন্দু সিপাহীকে বলিল, 'তোমার লোটাটা দাও না ভাই, একটু জল খাইব'। হিন্দু সিপাহীর লোটায় মুসলমান লস্কর জল খাইবে! সিপাহী বলিল, 'তোমার স্পর্শে আমার লোটা অপবিত্র হইবে।' পূর্ব শিক্ষা বশতঃই হউক কি স্বাভাবিক ক্রোধবশতঃই হউক, লস্করও বলিল যে-জাতের এত বড়াই করিতেছে, সে জাত আর কয়দিন থাকিবে! এই তো সরকার বাহাদুর গরুর ও শুওরের চর্বি দিয়া টোটা তৈয়ারি করিতেছেন—দাঁতে কাটিয়া তবে বন্দুকে পরাইতে হইবে, তখন জাত থাকিবে কোথায়? সিপাহীদিগের মধ্যে অধিকাংশ হিন্দু ও ব্রাহ্মণ। গরুর কি শুওরের চর্বি উভয়ই তাহাদের পক্ষে অস্পৃশ্য! মুসলমানের পক্ষেও শুওর হারাম। এ অবস্থায় এরূপ সংবাদ পাইয়া হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতীয়

সিপাহী একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। সরকার তাহাদের জাতি-ধর্ম নাশ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে, পূর্ব হইতেই তাহাদের মনে এইরূপ একটা সন্দেহ স্থান পাইয়াছিল। এখন তাহাদের উত্তেজিত কল্পনা কোম্পানিকে তাহাদের জাতি, ধর্ম, সম্মান, সামাজিক প্রতিপত্তি—যাহা লইয়া জীবনের সুখ শান্তি, সার্থকতা সে সকল বিনষ্ট করিয়া তাহাদিগকে নিজের স্বার্থ সাধনের সম্মুখে বলি দিতে উদ্যত বলিয়া স্থির করিয়া লইল। চর্বিমিশ্রিত টোটা ব্যবহার করিতে হইবে, এই চিন্তা স্ফুলিঙ্গেই সিপাহী বিদ্রোহের ভীষণ আগুন জ্বলিয়া উঠিল। চর্বিমিশ্রিত টোটার কথাটা কি সম্পূর্ণ মিথ্যা? না, লস্কর ঠিকই বলিয়াছিল, তখন কি তাহার কিছুদিন পূর্ব হইতেই চর্বি মিশ্রিত টোটা প্রস্তুত হইতেছিল। কিন্তু দেশীয় সৈন্যদিগকে ইহা ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে না প্রথমতঃ এইরূপেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু শেষে যদিও দুই-তিন বৎসর হইতে স্থানে স্থানে তাহারা ইহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছিল, তথাপি জানিত না বলিয়া এতদিন কোনো উচ্চবাচ্য করে নাই। আজ লস্করের কথায় তাহাদের মাথা ঘুরিয়া গেল। তাহারা বিদ্রোহী হইল।

টোটার সংবাদ পাইয়াই জাতি ধর্মনাশ ভয়ে ভীত ব্রাহ্মণ দৌড়াইয়া যাইয়া সকলকে এই কথা জানাইল। দাবাগ্নির মতো মুহূর্তের মধ্যেই কথাটা চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ইংরেজের শত্রুপক্ষীয়গণ আরও অতিরঞ্জিত করিয়া ইহা নানাস্থানে প্রেরণ করিতে লাগিল। বাংলার ব্রাহ্মণগণ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও এই সংবাদ প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে উত্তেজিত ও উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। অযোধ্যার রাজ্যচ্যুত নবাবের কর্মচারিগণও এই বিষয়কে অনুকূল ক্রিয়া করিতে ভুলিল না।

অবিলম্বে দাউ দাউ করিয়া বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ২৮শে জানুয়ারি বারাকপুরে প্রথম বিদ্রোহের সূচনা হইল। দেশীয় সৈন্যগণ সরকারী গৃহে ও আপনাদিগের উর্ধ্বতন কর্মচারীদিগের আবাসস্থানে রাত্রিযোগে অগ্নি-প্রদান করিল। তাহাদের ইচ্ছা ছিল, শেষে কলিকাতায় যাইয়া দুর্গ ও কোষাগার অধিকার করিয়া বসিবে। কিন্তু তখনও বিদ্রোহাগ্নি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয় নাই। যথাসময়ে যদি গবর্নমেণ্ট চর্বিমিশ্রিত টোটা সম্বন্ধীয় এই ভীষণ কুসংস্কার দূর করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে ফল বোধহয় এমন ভীষণ হইয়া দাঁড়াইত না।

বিদ্রোহ-বহ্নি যখন জ্বলিয়া উঠিল, গবর্নমেণ্ট তখন কলুষিত দলগুলিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও স্থানান্তরিত করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া বারাকপুরের-দল বহরমপুরে প্রেরণ করিলেন। এখানে ১৯ নম্বরের দেশীয় পদাতিকের-দল তিন সপ্তাহ পূর্বেই উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিল; কিন্তু টোটা সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ যে কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহারা কথঞ্চিৎ শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছিল। বারাকপুরের-দল আসিলে, আবার তাহাদের জাতিনাশের আশঙ্কা নূতনভাবে নূতনতেজে জাগিয়া উঠিল। বন্দুকে Percussion Cap ব্যবহার করিতে তাহারা একেবারেই অস্বীকার করিয়া বসিল। তাহাদিগকে তখনই জবাব দেওয়া হইল, সতেজে, সদর্পে সসরঞ্জামে তাহারা চুঁচুড়ার দিকে ধাবিত হইল। ইহার কিছুদিন পরে বারাকপুর-

স্থিত ৩৪ নং বাংলার দেশীর সৈন্যদলের মধ্যে একটা ভীষণ উত্তেজনার স্রোত আসিয়া পড়িল। ২৯শে মার্চ তারিখে মঙ্গল পাঁড়ে নামক জনৈক সিপাহী প্রকাশ্য বিদ্রোহে যোগদানার্থ তাহার সমব্যবসায়ীদিগকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিতে লাগিল; বহু লোকের সমক্ষে দলেব অধ্যক্ষকে বিনাশ করিল কিন্তু কেহই কোনো উচ্চবাচ্য করিল না। তখনও প্রকাশ্যভাবে যোগদান না করিলেও বুঝিতে বাকী রহিল না যে, মনে মনে সকল দেশীয় সৈন্যই তাহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছে। মঙ্গল পাঁড়ের ফাঁসি হইল। কর্তৃপক্ষের সহায়তা করে নাই বলিয়া আরও কয়েক-জনের শাস্তি হইল। কিন্তু বিদ্রোহের শিখা ক্রমেই লেলিহান হইয়া উঠিতে লাগিল। ইতিপূর্বে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অপর প্রান্তে দেশীয় সেনাদলের মধ্যে জাতি ও ধর্মনাশের আশঙ্কা ভীষণভাবে কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রধান সেনাপতি যখন পরিদর্শন উপলক্ষে মার্চ মাসে অম্বালায় উপস্থিত হন, তখন পরিষ্কাররূপে জানা গেল যে এদেশেও বিরক্তি ও অশান্তির জীবাণু আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। টোটা ব্যবহারে এখানকাব সৈন্যগণ বিশেষ আপত্তি করিতে লাগিল। যখন তাহাদের আপত্তি মিথ্যা ও কুসংস্কার-মূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইল, তখন প্রকৃতই অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হইল, ১৭ই এপ্রিল তারিখে সরকারী গৃহসমূহ ও কতিপয় দিবস পরে আরও কয়েকখানা দেশীয় সেনাবাস ভস্মীভুত হইল।

এইরূপে বিদ্রোহের আগুন ক্রমেই প্রবলতর বেগে জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল, তাহার উপর আবার দুষ্ট কুচক্রী লোকেরা নানারূপ গুজব রটনা করিয়া সৈন্যদের মন আরও উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। জনরব উঠিল যে হিন্দুর জাতিনাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াই সরকার বাহাদুর ঐরূপ টোটা প্রয়োগ করিবার আয়োজন করিয়াছেন; তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহারা আবার গবাস্থিচুর্ণ আটা ও ময়দার সঙ্গে মিশাইবার ও ইঁদারার জলে ফেলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। জাতিধর্ম আর রহিল না।

ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। হতবুদ্ধি ইংরেজ কর্মচারিগণ অবস্থা বুঝিতেছেন, কিন্তু কোনো ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। ক্রমে তাঁহাদের সমস্যা আরও বাড়িয়া গেল। তাঁহারা দেখিলেন সমগ্র উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গ্রাম হইতে গ্রামান্তবে চাপাটি বিতরিত হইতেছে; বুঝিলেন ইহার অর্থ—সরকার ধর্মনাশের চেষ্টা করিতেছেন, এইরূপ আশঙ্কা উদ্রিক্ত করিয়া আপামর সর্বসাধারণকে গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে প্রণোদিত করা। কিন্তু প্রতীকারের তাঁহারা কোনো উপায় নির্ধারণ করিতে পারিলেন না।

ইতিমধ্যে উত্তেজনার স্রোত যাইয়া দিল্লীর জনসংঘকেও নূতন আশার হিল্লোলে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। মোগল-গৌরবের ধ্বংসাবশেষ গায়ে মাখিয়া তখনো বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ ইংরেজের অনুগ্রহে দিল্লীর মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সমগ্র দেশব্যাপী একটা বিপুল বিদ্রোহ শীঘ্রই জ্বলিয়া উঠিবে, আবার হয়তো দিল্লীর নষ্ট-গৌরব পুনরুদ্ধার করা যাইবে, এই আশায় বাহাদুর শাহের অনুচর ও পার্শ্বচরগণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। রুশিয়ার সম্রাট ইংরেজগণকে বিতাড়িত করিবার জন্য সদলবলে ভারতবর্ষের

দিকে ধাবিত হইবেন, এই আশার বাণীও চতুর্দিকে রাষ্ট্র করিয়া দেওয়া হইল। দিল্লীতে গোলা-বারুদ, অস্ত্রশস্ত্রের প্রায় অফুরন্ত একটা ভাণ্ডার ছিল। এই অস্ত্রাগার রাজপ্রাসাদেরই একপ্রকার অন্তর্ভুক্ত। অথচ, যাহাতে ইহা শত্রুহস্তে পতিত না হয় তজ্জন্য গবর্নমেণ্ট কোনো বন্দোবস্ত করেন নাই। এখন দিল্লীর সংবাদ পাইয়া তাঁহারা বড়ই বিচলিত হইয়া উঠিলেন।

এদিকে তাঁহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরও পাকিয়া উঠিতে লাগিল। অনেক দিন হইতে নানা সাহেব গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে ভীষণ প্রতিহিংসা পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। এখন এই সুযোগ দেখিয়া তিনি বীঠুর, কাল্পি, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া দেশীয় রাজন্যবর্গকে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

ব্যাপার বুঝিয়া অযোধ্যার শাসনকর্তা হেনরি লরেন্স অযোধ্যাবাসীদিগকে শান্ত ও আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কর্মচ্যুত দেশীয় সৈনাদিগকে আবার কর্মে নিযুক্ত করিয়া, নবাব ও তাঁহার অধীনস্থদিগের পেন্সন দানের সুব্যবস্থা করিয়া ও হৃত-সম্পত্তি এবং ভুস্বামীদিগের সম্পত্তি ফিরাইয়া দিবার আশা ও আশ্বাস দান করিয়া তিনি অনেক পরিমাণে কৃতকার্যও হইলেন।

কিন্তু গবর্নমেণ্ট একটা ভুল করিয়া বসিলেন। প্রধান সেনাপতি, গবর্নর জেনেরল কেহই বুঝিতে পারেন নাই যে তলে তলে ব্যাপার এমন গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে সকল সৈন্যদলের মধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল, এতদিন পর্যন্ত ইঁহারা তাহাদিগকে কোনো শাস্তিই দেন নাই। যখন শাস্তি প্রদান করিতে অগ্রসর হইলেন, তখনো কোনো কঠিন ব্যবস্থা করিলেন না—শুধু বিদ্রোহীদিগকে কর্মচ্যুত করিলেন। তাহারা যেন স্বাধীন হইয়াছে, এইরূপভাবে সগৌরবে সদর্পে চলিয়া গেল। যে-সকল দেশীয় সৈন্য তখনো প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহী হয় নাই, তাহারা যখন দেখিল যে, অপরাধীদের ফাঁসি নহে, শুধু কর্মচ্যুতি-রূপ শাস্তি ঘটিয়াছে, তখন তাহারা মনে করিল সরকার বাহাদুর ভয় পাইয়াছেন। সরকারের শাস্তির উপর আর তাহাদের বিশেষ কোনো শ্রদ্ধা ভয় রহিল না।

ক্রমেই বিদ্রোহীদের সাহস বাড়িতে লাগিল। গুপ্ত বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া তাহারা প্রকাশ্য শত্রুতা করিতে আরম্ভ করিল। লক্ষ্ণৌয়ের ৪৮নং দেশীয় পদাতিক সৈন্যদলের মধ্যে প্রথমেই বিদ্রোহের সূচনা হইল। ডাক্তারখানায় যাইয়া ডাক্তার ওয়েলস ঔষধের একটা বোতল তুলিয়া লইয়া মুখে ঢালিলেন। হিন্দু রোগীরা শিহরিয়া উঠিল, তাহাদিগকে এইভাবে উচ্ছিষ্ট খাওয়ান হয়। চক্ষুর নিমেষে কথাটা সিপাহীদিগের কানে গেল, আর জাতিনাশ হইতেছে বলিয়া একটা ভীষণ কোলাহল পড়িয়া গেল। তখনই আসিয়া কর্নেল সাহেব তাহাদের সম্মুখে ঔষধের বোতলটা ভাঙিয়া ফেলিলেন, ডাক্তার ওয়েলসকে ভর্ৎসনা করিলেন, কিন্তু অশান্তির বিশেষ কোনো নিবৃত্তি ঘটিল না। কতিপয় দিবস পরেই ওয়েলসের বাঙলা অগ্নিতে ভস্মীভূত হইল। তখন আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে সৈন্য-দল অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু

তখনো প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল না। মে মাস আসিল; নবসংগৃহীত সৈন্যদিগকে টোটা ব্যবহার করিবার আদেশ দান করা হইল। তাহারা অস্বীকার করিল। পরবর্তী দিবস শুধু তাহারা নহে, সমগ্র হিন্দুর-দলই টোটা ব্যবহারে ভীষণ প্রতিবাদ করিতে লাগিল। লরেন্স প্রথমবার মিষ্ট কথায় তাহাদের আপত্তি খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনো ফল হইল না। ৩রা মে, রবিবার দিবস, দেশীয় সৈন্যগণ যেন প্রকাশ্যভাবেই বিদ্রোহিতা করিবে বলিয়া বোধ হইল। লরেন্স শুনিলেন, তাহারা কর্মচারিদিগকে হত্যা করিবে বলিয়া শাসাইয়াছে। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি, যে কয়জন সৈন্য তখনো তাঁহার দিকে ছিল, তাহাদিগকে লইয়া বিদ্রোহীদিগের দিকে ধাবমান হইলেন। যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, তখন উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ হইল। অন্ধকারে শত্রু-সংখ্যা ঠিক করিতে না পারিয়া বিদ্রোহী-দল ভীতচকিত হইয়া চতুর্দিকে সরিয়া পড়িতে লাগিল। যাহারা পলাইতে পারিল না, তাহারা আত্মসমর্পণ করিল। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে, ১৪ই মে তারিখে, মিরাটে প্রকাশ্য বিদ্রোহের অভিনয় সংঘটিত হইল।

বিদ্রোহিগণ জেল ভাঙিয়া কয়েদী খালাস করিল, ছাউনির মধ্যদিয়া প্রচণ্ড বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল; যেখানে ইয়ুরোপীয়দের পাইল, সেখানেই তাহাদিগকে কাটিয়া রক্তনদী প্রবাহিত করিতে লাগিল। শেষে দিল্লীস্থিত দেশীয় সৈন্যবৃন্দকে উত্তেজিত ও উৎক্ষিপ্ত করিবার জন্য দিল্লীর দিকে ধাবমান হইল। অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রান্ত হইয়া ইংরেজ কর্তৃপক্ষগণ দিল্লী রক্ষার কোনো বন্দোবস্ত করিতে পারিলেন না। অনেকেই স্ত্রীলোক, বালক-বালিকা পর্যন্ত বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ হারাইল। শেষে আত্মরক্ষা ও দুর্গরক্ষা উভয়ই অসম্ভব দেখিয়া তাঁহারা অস্ত্রাগার কামান দাগিয়া উড়াইয়া দিয়া যথাসম্ভব সংগোপনে দিল্লী ত্যাগ করিলেন। ক্রমে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সকলগুলি ছাউনিই বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে যোগদান করিল। ইংরেজগণ নানাস্থানে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা শত্রুর হাতে প্রাণ হারাইল। নানা স্থানের বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু দিল্লীই তাহাদের প্রধান কেন্দ্রস্থান হইয়া দাঁড়াইল। পঞ্জাবে দেশীয় সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করিয়া, স্যার জন লরেন্স তাহাদিগকে অনেকটা শাসনে আনিতে সমর্থ হইলেন। এদিকে শিখ এবং আফগান সৈন্যগণও বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে যোগদান করিল না।

অযোধ্যা এবং রোহিলখণ্ডের আপামর সর্বসাধারণই যেন উন্মত্তভাবে বিদ্রোহীদের হাতে ঝম্প প্রদান করিল। বেরিলির নবাব এবং অযোধ্যার বেগমও বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে যোগদান করিলেন। স্যার কলিন ক্যাম্পবেলকে তাহারা দুই-দুইবার বিশেষরূপে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু দিল্লী, কানপুর এবং লক্ষ্ণৌতেই বিদ্রোহের তুমুল কাণ্ড সংঘটিত হইতেছিল। ৬ই জুন তারিখে কানপুরের সৈন্যগণ বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করে। তাহারা পেশবা বাজী রাওয়ের দত্তক পুত্র ধুন্দুপন্থ ডাকনাম নানা সাহেবকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের পেশবা বলিয়া ঘোষণা করিল। বিদ্রোহীদিগের হস্তে নিষ্কৃতি পাইবার কোনোই সম্ভাবনা নাই দেখিয়া কানপুরের ইয়ুরোপীয়গণ

নানা সাহেবের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। কথা থাকে, তাহাদিগকে তিনি জলপথে নিরাপদে এলাহাবাদ পর্যন্ত যাইতে দিবেন। তাঁহার কথায় বিশ্বাশ করিয়া ইংরেজগণ স্ত্রী-পুত্র সমভিব্যহারে নৌকায় যাইয়া আরোহণ করিলেন। আর অমনি তীর হইতে বন্দুকের খেলা চলিতে লাগিল। নিরপরাধ হতভাগ্যদের রক্তে নদীর জল লাল হইয়া উঠিল—একটিমাত্র নৌকায় কয়েকজন মাঝি ব্যতীত এই ভীষণ কাপুরুষোচিত আক্রমণ হইতে কেহই রক্ষা পাইল না। এই ভীষণ বার্তা পাইয়া, এখনও যাহারা কানপুরে নানা সাহেবের হস্তে বন্দী রহিয়াছে, তাহাদিগের লোমহর্ষণ পরিণাম চিন্তা করিয়া সমগ্র ইংরেজ সমাজ ভয়ানক বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ১৫ই জুলাই তারিখে জেনেরল হ্যাভ্‌লক্‌ আসিয়া কানপুরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন নিরুপায় দেখিয়া নিষ্ঠুর মনুষ্যত্বহীন নানা সাহেব একশো পঁচিশজন স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাকে পশুর মতো হত্যা করিলেন।

দিল্লীই বিদ্রোহীদিগের প্রধান আড্ডা, দিল্লী হস্তগত করিতে না পারিলে শীঘ্র বিদ্রোহ দমনের সম্ভাবনা নাই। ৩১শে মে তারিখে জেনেরল বার্নার্ড দিল্লী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ব্রিগেডিয়ার উইলসনের অধীনেও মিরাট হইতে একদল ইংরেজ সৈন্য প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হইয়া দিল্লী অভিমুখে ধাবমান হইল। গাজিউদ্দিন নগর হইতে মাইলখানেক দূরে হিন্দান্‌ নদী প্রবাহিত। বিদ্রোহীরা আসিয়া এই নদীর অপর পারে আক্রমণকারিগণকে প্রতিহত করিবার জন্য ঠিক হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। ইংরেজদিগকে দেখিয়াই তাহারা কামানে অগ্নিসংযোগ করিল। ইংরেজ সৈন্যগণও অবিলম্বেই প্রত্যাহ্বান করিল। ইতিমধ্যে কর্নেল ম্যাকেঞ্জি এবং মেজর টুমস্‌ও আসিয়া বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও যখন বিদ্রোহীরা দেখিল যে আর জয়লাভের সম্ভাবনা নাই। তখন তাহারা হটিতে লাগিল। কিন্তু ইংরেজ সৈন্যের বিপুল বিক্রমে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

শ্রান্ত-ক্লান্ত ও আহত ইংরেজ সৈন্যগণ বিজয়লব্ধ ভূমিতে নিশিযাপন করিলেন। এদিকে পলাতক বিদ্রোহিগণ দিল্লীতে পেঁছিলে, পরাজয়ের জন্য ধিক্কার দিয়া দলবৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে আবার অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হইল। আবার আসিয়া নদীর অপর পার হইতে তাহারা ইংরেজ সৈন্যের প্রতি গুলিগোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। এবারও ভাগ্যলক্ষ্মী তাহাদের উপর তেমনই অপ্রসন্ন রহিলেন। অনেক হতাহত ফেলিয়া বিদ্রোহিগণ রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। ৫ই জুন তারিখে বার্নার্ড আসিয়া উইলসনের বিজয়ী সৈন্যের সঙ্গে যোগদান করিলেন। শেষে সকলে মিলিয়া দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বিদ্রোহী-দল দিল্লীর উত্তর-পশ্চিম কোণে পাঁচ মাইল দূরবর্তী বাদ্‌লিকা সরাই নামক স্থানে সুরক্ষিত হইয়া অবস্থান করিতেছিল। ৮ই জুন তারিখে ইংরেজ সৈন্য আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। অনেক রক্তপাত করিয়া, অনেক জীবন বিনষ্ট করিয়া বিদ্রোহীরা আক্রমণকারীদের শক্তি পরীক্ষা করিল—কিন্তু শেষে আর তাহারা শত্রুর গোলাগুলির সম্মুখে মুহূর্তও তিষ্টিতে পারিল না; যে, যে-পথ পাইল, সে, সেই-পথ দিয়াই

দিল্লী অভিমুখে ধাবমান হইল।

অতিমাত্র আক্রান্ত হইয়া পড়িলেও, শত্রুকে নষ্টশক্তি পুনরুদ্ধার করিবার মতো সময় ও সুযোগ দান করিতে অনিচ্ছুক হইয়া বার্নার্ড তখনই দুইপথে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, অবিলম্বে দুইপক্ষে ভীষণ অগ্নির খেলা চলিতে লাগিল। অবিশ্রান্ত ষোলঘণ্টা হাঁটিয়া ও যুদ্ধ করিয়া বেলা পাঁচটার সময় ইংরেজ সৈন্য অমিতবল শত্রুকে পরাস্ত করিয়া বিজয়োল্লাস করিয়া উঠিলেন। সংখ্যায় অগণিত হইলেও বিদ্রোহীরা আপনার স্থান রক্ষা করিতে পারিল না—পলাইয়া যাইয়া দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় লইল।

তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসে নাই। সমস্ত দিনের অমানুষিক পরিশ্রম, অনাহার ও অবিশ্রামের পরে ইংরেজ সৈন্য দিল্লীর তোরণ দ্বারের সম্মুখে শিবির স্থাপন করিয়া এক রাত্রির মতো বিশ্রাম করিতে প্রস্তুত হইল। তাহাদের মন আজ অনেক পরিমাণে শান্ত ও আশ্বস্ত—বিশ্বাস আছে, অবিলম্বেই তাহারা প্রাচীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পাইবে।

এদিকে, মিরাটে বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়াই উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শাসনকর্তা মিঃ কল্‌ভিন্‌ আগ্রাবাসী ইংরেজদিগকে লইয়া কর্তব্য নির্ধারণের জন্য এক সভা আহ্বান করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সকলে যাইয়া দুর্গে আশ্রয় লইবেন, কিন্তু ইহাতে বিদ্রোহীদিগের সাহস আরও বাড়িয়া যাইবে মনে করিয়া অনেকেই এ প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন। লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর অনেক মিষ্ট কথায় দেশীয় সৈন্যগণকে প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তিনি বুঝিলেন, শুধু যে কয়েকজন ইংরেজ আছেন, তাহাদের শক্তির উপর নির্ভর না করিয়া সিন্ধিয়া হোলকার এবং ভরতপুরের রাজার নিকটও সাহায্য প্রার্থনা করা আবশ্যক। সাহায্য প্রার্থনা করা হইল—তাঁহারাও আনন্দচিত্তে সহায় হইলেন। আগ্রার সম্বন্ধে কল্‌ভিন্‌ অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন।

কিন্তু শীঘ্রই আলিগড়ের বিদ্রোহ-সংবাদ আসিয়া তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। এখানকাব দেশীয় সৈন্যগণ অনেকদিন পর্যন্ত প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়া আসিতেছিল। এমন কি জনৈক ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে বিদ্রোহে লিপ্ত করিবার জন্য উত্তেজিত করিতেছিল বলিয়া তাহারা তাহাকে ধরাইয়াও দিল। কিন্তু বিচারান্তে যখন ব্রাহ্মণের ফাঁসি হইল। তখন তাহার কম্পিত দেহের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া জনৈক সিপাহী চীৎকার করিয়া উঠিল—'ঐ দেখ আমাদের ধর্মরক্ষার জন্যই আজ ব্রাহ্মণের প্রাণ গেল!' অমনি তাহাদের রুদ্ধ রোষ ও ঘৃণা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; কর্তৃপক্ষদিগকে তাহারা প্রাণে মারিল না সত্য, কিন্তু তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া, আপনারা বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে যোগদান করিবার জন্য সদর্পে দিল্লীর অভিমুখে রওনা হইল। এইভাবে স্বধু যে আলিগড়ই কর্তৃপক্ষের হস্তচ্যুত হইল তাহা নহে; মিরাট ও আগ্রার মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের পথও বন্ধ হইল এবং ইহাদের দৃষ্টান্তে উত্তেজিত হইয়া ক্রমে তাহারা বুলন্দ শহর এবং মৈনপুরীও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। আগ্রায় একটা ভীষণ আতঙ্কের প্রবাহ বহিল—গাড়ি-গাড়ি

স্ত্রীলোক, বালক-বালিকা আসবাব-পত্র আনিয়া দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় লইতে লাগিল। নিরস্ত্র ভীত দেশীয় অধিবাসিবৃন্দ যাইয়া যেখানে পারিল, আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রত্যেক ইংরেজ রিভলবার ও তলোয়ার হস্তে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

৩০শে মে তারিখে মথুরায় নিযুক্ত দুর্গরক্ষায় সৈন্যদল বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহাদের দৃষ্টান্তে উত্তেজিত হইয়া ভরতপুরের রাজা যে দল পাঠাইয়াছিলেন এবং যাহাদের উপর এতটা আস্থা স্থাপন করা হইয়াছিল, তাহারাও ক্ষেপিয়া উঠিয়া কর্মচারিদিগকে তাড়াইয়া দিল। চতুর্দিকের অবস্থা দেখিয়া আগ্রার দেশীয় সৈন্য-দিগকে নিরস্ত্র করা হইল—আবার আগ্রাবাসীরা হাঁফ ছাড়িলেন। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। অচিরেই রোহিলখণ্ড হইতে ভীষণ সংবাদ আসিল, মথুরায় বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়াও শাজাহানপুরের সিপাহীগণ কয়েকদিন পর্যন্ত বেশ শান্ত-শিষ্টই ছিল; কিন্তু শেষে যেন আর তাহাদের সহ্য হইল না, ৩১শে তারিখে তাহারাও ক্ষেপিয়া উঠিল। কয়েকজন ইংরেজ বিদ্রোহীদিগের হাতে প্রাণ হারাইল। আর কয়েকজন কোনো প্রকারে পলাইয়া যাইয়া অযোধ্যা প্রদেশের পোবাইন রাজার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিল। রাজা সে আশ্রয় দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন। তখন আশায় বুক বাঁধিয়া, পূর্ণ একটি দিন ও একটি রাত্রি নানা দুঃখ কষ্ট সহিয়া, তাঁহারা অযোধ্যার মোহাম্মদি নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। এখানে দ্বিতীয় একদল ইংরেজের সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। তখন উভয়-দল একত্র হইয়া আরঙ্গবাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ৫ই জুন তারিখে, যখন তাঁহারা আরঙ্গাবাদ হইতে মাত্র অর্ধ মাইল দূরে, তখন পশ্চাদ্ধাবনকারী সিপাহীরা আসিয়া তাঁহাদের উপর অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিল। উপায় নাই দেখিয়া সকলে (দলে স্ত্রীলোক ও বালকের সংখ্যাই অনেক ছিল) মিলিয়া এক বৃক্ষতলে বসিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এমন সময় আততায়ীরা আসিয়া তাঁহাদের রক্তে পৃথিবী রঞ্জিত করিল।

এদিকে রোহিলখণ্ডের রাজধানী বেরিলি লইয়া সরকার বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এখানে কমিশনরের বাসস্থান এবং তিনদল দেশীয় সেন্যও বাস করিয়া থাকে; দমদমের সেই লস্করের কথা শুনিয়া প্রথমতঃ এখানেও বেশ একটু উত্তেজনার লক্ষণ দেখা দিয়াছিল, কিন্তু শেষে যেন সে ভাবটা অনেক পরিমাণে মন্দীভূত হইয়া আসিল। ২৯শে মে পর্যন্ত বেশ কাটিল। কিন্তু সেইদিন শুনা গেল, যে সেইদিনই দেশীয় পদাতিকের দুইটি দলই অস্ত্রধারণ করিবে। বাকী দলটি অশ্বারোহী। কিন্তু সেইদিন কিছুই হইল না। ৩১শে মে তারিখে সংবাদ পাওয়া গেল যে অবিলম্বেই পদাতিকের-দল বিদ্রোহী হইবে। ইংরেজ-দলের নেতা কাপ্তেন ম্যাকেঞ্জি প্রস্তুত হইবার জন্য উঠিলেন। অমনি সংবাদ আসিল, বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার অশ্বারোহীদের উপর তাঁহার বড় ভরসা ছিল; কিন্তু যাইয়া দেখিলেন, তাহারাও বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছে। অনেক বুঝাইলেন, প্রথমতঃ তাহারা ইতস্ততঃ করিল, শেষে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তখন নিরুপায় কাপ্তেন যে তেইশজন সিপাহী এখনও বিশ্বাস রক্ষা

করিতেছিল, তাহাদিগকে লইয়া নৈনিতালের দিকে প্রস্থান করিলেন। হতাবশিষ্ট ইয়ুরোপীয়েরা ইতিপূর্বেই সেইদিকে ছুটিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে বেরিলিতে খান বাহাদুর খান নামক জনৈক গবর্নমেন্টের পেন্সনভোগী মুসলমান আপনাকে রাজ-প্রতিনিধি বলিয়া ঘোষণা করে এবং যে সকল ইয়ুরোপীয়দিগকে হাতে পায় তাহাদিগকে পশুর মতো হত্যা করে।

পরবর্তী দিবস ১লা জুন তারিখে, বুদায়ুনের সিপাহী-দল বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ম্যাজিস্ট্রেট্ উইলিয়াম্ এডওয়ার্ডস্ সেখানে সম্পূর্ণ একাকী ছিলেন, অন্য কোনো ইয়ুরোপীয়ই সেখানে ছিল না। এতদিন পর্যন্ত তিনি অকুতোভয়ে শান্তিরক্ষার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন, এখন চতুর্দিক হইতে বেষ্টিত হইয়া তিনি আর তিষ্টিতে পারিলেন না।

এতদিন পর্যন্ত মুরাদাবাদে অনেক শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল। জজ উইলসনের চরিত্রের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া দেশীয় সৈন্যগণ শুধু যে নীরবে বসিয়াছিল তাহা নহে, তিন তিনবার তাহারা বহির্বিদ্রোহীদের আক্রমণ হইতে মুরাদাবাদ রক্ষাও করিয়াছে। কিন্তু শেষে আর সংক্রামক ব্যাধি হইতে তাহারাও নিস্কৃতি পাইল না। বেরিলির সংবাদ পাইয়া তাহারা বিশেষরূপেই বিচলিত হইয়া উঠিল, এবং ৩রা জুন তারিখে বিদ্রোহের পতাকা তুলিয়া দাঁড়াইল। শহরময় লুটতরাজ পড়িয়া গেল, ইংরেজ কর্মচারিগণ প্রাণ লইয়া পলাইলেন।

মুরাদাবাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই রোহিলখণ্ডের ইংরেজ শাসন বিলুপ্ত হইল। খান্ বাহাদুর খান আপনাকে রাজ-প্রতিনিধি বলিয়া ঘোষিত করিলেও সকলে তাহার শাসন মানিল না। চতুর্দিকে ভীষণ অরাজকতার মহামারী চলিতে লাগিল। মুসলমান হস্তে হিন্দুদিগের লাঞ্ছনা ও দুর্গতির সীমা রহিল না। চতুর্দিকে একটা ভীষণ হাহাকার পড়িয়া গেল।

ফরক্কাবাদে ১০নং দেশীয় পদাতিক প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিশেষ রাজভক্ত না হইলেও তাহারা অনেকদিন পর্যন্ত বাধ্য ও বশীভূত রহিল। ১৬ই জুন তাহারা অধিনায়ককে জানাইল যে সীতাপুরের বিদ্রোহী-দল তাহাদিগকে আপনাদের উর্দ্ধতন কর্মচারীদিগকে হত্যা করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছে। কিন্তু তাহারা বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে যোগদান না করিয়া কোম্পানির জন্যই লড়াই করিবে। কিন্তু দুইদিন যাইতে-না-যাইতেই তাহারা অধ্যক্ষকে জানাইল যে আর তাহারা তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে পারিবে না, এবং তাঁহাকে যাইয়া দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় লইতে পরামর্শ দিল। কর্নেল স্মিথ্ তাহাদের পরামর্শানুযায়ী কার্য করিতে মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব করিলেন না। তাঁহার সঙ্গে প্রায় সত্তর জন যুদ্ধাক্ষম ইংরেজ ছিলেন; ইহার উপর আবার অস্ত্রশস্ত্রেরও শোচনীয়রূপে অভাব ছিল। তথাপি তাঁহারা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিলেন। লুণ্ঠিত দ্রব্যের বিভাগ লইয়া অনেকদিন পর্যন্ত আপনাদিগের মধ্যে মারামারি-কাটাকাটি করিয়া, অবশেষে ২৭শে জুন তারিখে বিদ্রোহীদল দুর্গ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। চারিদিন পর্যন্ত তাহাদের গোলাবর্ষণে দুর্গবাসীদিগের বিশেষ কোনোই অনিষ্ট

হইল না। পঞ্চম দিবসে তাহারা নূতন প্রণালীতে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এবার দুর্গবাসীদিগের অনেকেই হতাহত হইতে লাগিল। এইভাবে আরও কয়েকদিন যুদ্ধ চলিল। অবশেষে যখন কর্নেল স্মিথ বুঝিলেন যে তাঁহার জনবল অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে, রসদাদিও অপ্রতুলতা ঘটিয়াছে, তখন তিনি দুর্গ হইতে পলায়নের পথ খুঁজিতে লাগিলেন।

দুর্গপ্রাকারের নিম্নদেশে তিনখানা নৌকা বাঁধা ছিল। ৩রা জুলাই রাত্রিযোগে দুর্গবাসীগণ যাইয়া ধীরে ধীরে নিঃশব্দে নৌকায় অবতরণ করিলেন। তখন রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়া আসিয়াছে, ঊষার মলিন আলোকে ইংরেজ-শোণিত-লোলুপ সিপাহীরা দেখিতে পাইল, তাহাদের শিকার পলাইয়া যাইতেছে। 'মার, মার', রবে, তাহারা পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল। হঠাৎ একটা নৌকা চড়ায় লাগিয়া গেল। ইহার লোকদিগকে অন্য নৌকায় স্থানান্তরিত করিতে যে সময় লাগিল, তাহাতে সিপাহীগণ আসিয়া পড়িয়া অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিয়া দিল। তাড়াতাড়ি অন্য দুইখানা নৌকা ছুটিয়া চলিয়া সংগ্রামপুর পর্যন্ত যাইয়া পেঁৗছিল।

এখানেও আবার অন্য একখানা নৌকা চড়ায় লাগিয়া গেল। চতুষ্পার্শ্বের অধিবাসীবৃন্দ আসিয়া তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। নৌকায় কয়েকজন সাহসী ইংরেজ-পুরুষ ছিলেন; তীরে লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহারা আক্রমণকারীদিগকে অনেকদূর পর্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া গেলেন, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, নৌকাখানা অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। তাঁহারা হতাশ হইয়া কি করিবেন ভাবিতে লাগিলেন, এমন সময়ে দুই নৌকা বোঝাই সিপাহীর-দল আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। আর উপায় নাই দেখিয়া দলপতি রবার্টসন্ স্ত্রীলোকদিগকে ছেলেপুলে লইয়া নদীতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন। অনেকেই তাহা করিলেন; অবশিষ্টগণ কেহ বা সেখানেই হতাহত হইয়া পড়িয়া রহিলেন, কেহ বা বন্দী হইয়া ফরাক্কাবাদের নবাবের সমীপে উপনীত হইলেন, সেখানে নানা লাঞ্ছনা ভুগিয়া তাঁহারা প্রাণ হারাইলেন। আর বাকী যাহারা, তাহারা স্রোতঃস্বতীর খরস্রোতে ভাসিয়া অতল জলে ডুবিয়া গেলেন।

ফরক্কাবাদের নবাব দেশীয় কর্মচারীদিগকে আপনার অধীনে চাকুরি গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করিলেন ও যেখানে খ্রীস্টান লোক পাইলেন, সেখানেই তাহাদিগকে হত্যা করিয়া আপনার পাশবিক-প্রবৃত্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন।

ফতেগড়ের বিদ্রোহের ফলে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব প্রদেশ হইতে ইংরেজের শাসন একেবারে অন্তর্হিত হইল।

বিদ্রোহের বন্যা ক্রমেই সমস্ত দেশ ছাইয়া ফেলিতে লাগিল। গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া এবং তাঁহার প্রধানমন্ত্রী দিনকর রাও বরাবরই ইংরেজ শাসনের পক্ষপাতী ও বিদ্রোহীদিগের বিপক্ষ ছিলেন। ইংরেজ স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাগণকে তাঁহারা রাজপ্রাসাদে লইয়া গেলেন। ইঁহারা আগ্রায় যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু লেপ্টেনান্ট গবর্নর বলিয়া পাঠাইলেন গোয়ালিয়রে বিদ্রোহ না-ঘটা পর্যন্ত

তাহাদিগকে সেখানেই অপেক্ষা করিতে হইবে। ১৪ই জুন তারিখে সংবাদ আসিল যে ঝান্সীতে বিদ্রোহীরা লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের অভিনয় করিয়াছে। সেই রাত্রি অতিবাহিত হইতে-না-হইতেই গোয়ালিয়রবাসী ইংরেজদিগেরও অদৃষ্ট-আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। রাত্রি নয়টায় তোপ পড়িতে-না-পড়িতেই বংশীধ্বনি হইল ও বন্দুক হস্তে সিপাহীগণ যে যাহার ঘর ছাড়িয়া মহাকোলাহলে বাহির হইয়া পড়িল। অধ্যক্ষগণ শশব্যস্তে সৈন্যশ্রেণীর দিকে ধাবমান হইলেন, কিন্তু আর শান্তি স্থাপন করিতে পারিলেন না। সেখানেই তাঁহাদের চারিজন নিহত হইলেন। বন্দুকের আওয়াজ, আগুনের হুহু শব্দ, উন্মত্ত বিদ্রোহীদের তাণ্ডব চিৎকার শুনিয়াই ইংরেজ পুরুষগণ যে যাহার বাড়ি-ঘর ছাড়িয়া পলাইতে লাগিলেন। কিন্তু পলাইয়া যাইবেন কোথায় ? চতুর্দিক হইতে রক্তলোলুপ সিপাহীগণ আসিয়া তাঁহাদের উপর পড়িতে লাগিল, কল কল রবে রক্তনদী প্রবাহিত হইল। মাত্র কয়েকজন ইংরেজ দুঃসহ দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনা ও তাড়না সহিয়া অবশেষে আগ্রায় যাইয়া প্রাণরক্ষা করেন। পলিটিকাল এজেণ্ট ম্যাক্‌ফারসন্ সাহেবও এইরূপেই রক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু পলায়নের আগে, নিজের প্রাণ উপেক্ষা করিয়া তিনি যাইয়া সিন্ধিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং যাহাতে বিদ্রোহী-দল ও তাঁহার নিজের সৈন্য গোয়ালিয়রের সীমা অতিক্রম করিতে না পারে সেজন্য তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অনুরোধ করিলেন। ইহা না হইলে ভারতবর্ষ রক্ষা করা দুরূহ হইয়া পড়িত। ম্যাক্‌ফারসনের চরিত্রগুণে সিন্ধিয়া মুগ্ধ ছিলেন, সর্বপ্রযত্নে তিনি তাঁহার এই অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার নিজের সমূহ বিপদের আশঙ্কা ছিল, কিন্তু তিনি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। গোয়ালিয়রের বিদ্রোহী-দল ও সৈন্য-সামন্ত যাইয়া যদি ইংরেজ রাজের শত্রুগণের সহিত মিলিত হইত, তবে ভারতে ইংরেজ রাজত্ব রক্ষা করা সুকঠিন হইয়া পড়িত।

রাজপুতনার অবস্থা অনেকটা আশাপ্রদ। এখানকার রাজন্যবর্গ ইংরেজ-শাসনের দিকে অনেক পরিমাণে আকৃষ্ট ছিলেন। বড়লাট গবর্নর জেনেরেলের প্রতিনিধি লরেন্স সাহেবের সৌজন্য ও পরিণাম-দর্শিতায় সহজে যে-কেহ বিদ্রোহাচরণ করিবে, এমত সম্ভাবনাও বড় বেশি ছিল না। রাজপুতনার কেন্দ্রস্বরূপ আজমীরে অর্থপূর্ণ কোষাগার ও অস্ত্রপূর্ণ অস্ত্রাগার ছিল। দেশের যত ধনী মহাজনেরা এইখানেই বসবাস করিতেন। লরেন্স দেখিলেন এরূপ স্থান যদি একবার বিপক্ষগণ দখল করিয়া বসিতে পারে, তবে তাহাদের সঙ্গে সহজে আঁটিয়া ওঠা যাইবে না। তাই তিনি ইহার রক্ষার জন্য কৌশল অবলম্বন করিলেন। এখানে একদল সিপাহী ও একদল মের সৈন্য ছিল। সিপাহীগণ ঘৃণার চক্ষুতে দেখিত বলিয়া মেরগণ তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিত না। লরেন্স কৌশলে সিপাহীদিগকে স্থানান্তরিত করিয়া আর একদল মের সৈন্য আনিয়া আজমীর সুরক্ষিত করিলেন।'

কিন্তু ইহার কতিপয় দিবস পরেই, নাসিকাবাদ নামক স্থানে ইংরেজের যে দেশীয় সৈন্য ছিল, তাহারা ক্ষেপিয়া উঠিল ও গ্রাম নগর লুণ্ঠন করিয়া কর্মচারীদিগের বাঙলা ভস্মীভূত করিয়া তাহারা দিল্লী অভিমুখে রওনা হইল।

ষোল

সংবাদ আসিয়া যথাসময়ে আগ্রায় পৌঁছিল। শাসনকর্তা কল্‌ভিন্‌ আর নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। সমস্ত ইংরেজ বালক-বালিকা-স্ত্রীলোকদিগকে দুর্গাভ্যন্তরে যাইয়া আশ্রয় লইতে আদেশ করিলেন, কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ব্যতীত অন্য কোনো জিনিসই তাহারা দুর্গে লইয়া যাইতে পারিল না।

আগ্রা রক্ষার জন্য একদল ইয়ুরোপীয় সৈন্য ও কোঠার রাজপুত রাজার প্রেরিত একদল এবং নবাব সৈফ্‌ উল্লার চালিত একদল সৈন্য ছিল। ৪ঠা জুলাই-এর পরে সন্দেহ হইল যে, কোটার সৈন্যগণ হয়ত তেমন বিশ্বাসী নাই। পরীক্ষার জন্য তাহাদিগকে বিদ্রোহীদের আক্রমণ করিবার আদেশ দেওয়া হইল। তাহারা যাইয়া বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করিল। সেইদিন রাত্রে নবাব সৈফ্‌ দুল্লাও আসিয়া জানাইলেন যে তাঁহার সৈন্যদিগকে আর বিশ্বাস করা যায় না। কাজেই যাহাতে তাহারা কোনো অনিষ্ট করিতে না পারে এই জন্য তাহাদিগকে কেরোলী নামক স্থানে অপসৃত করা হইল। ৫ই জুলাই প্রাতে সংবাদ পাওয়া গেল যে বিদ্রোহীরা আসিয়া আগ্রা আক্রমণ করিবার উদ্‌যোগ করিতেছে, অধ্যক্ষ পল হুইল্‌ তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার সুযোগ না দিয়া নিজেই যাইয়া আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। আটশত মাত্র ব্রিটিশ সৈন্য তাঁহার অধীনে ছিল। তাহাই লইয়া তিনি অপরাহ্নে শত্রুর দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনমাইল দূরে গ্রামের ভিতরে ও বহির্দেশে শত্রুগণ অবস্থিতি করিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়াই তাহারা কামান দাগিল, তিনিও প্রত্যুত্তর করিলেন। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল। শত্রুগণ সুরক্ষিত—ইংরেজ সৈন্য তাহাদের বিশেষ কোনোই অনিষ্ট করিতে পারিল না। বরং নিজেরাই ক্রমে নিস্তেজ ও দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল।

অবশেষে পল হুইল্‌ যখন দেখিলেন যে শত্রুগণ তাঁহার পলায়নের পথ পর্যন্ত রুদ্ধ করিবার উপক্রম করিতেছে, তখন সৈন্যদিগকে আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। আগ্রা দুর্গাভ্যন্তর-বাহিনীদের দুঃখ-যন্ত্রণার কথা বর্ণনার অতীত। এই যুদ্ধের উপর তাহাদের সকল আশা-ভরসা নির্ভর করিতেছে, জানিয়া তাঁহারা উদ্‌গ্রীব হইয়া কামান-বন্দুকের গর্জন শুনিতেছিলেন। শেষে উৎকণ্ঠা এতই বেশি হইয়া পড়িল যে, তাঁহারা যাইয়া দুর্গদ্বারে দাঁড়াইয়া রণক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অকস্মাৎ দেখিলেন, রুধিরাক্ত কলেবরে শত্রুকর্তৃক তীব্রবেগে অনুসৃত হইয়া, একদল সৈন্য আসিয়া 'তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া গেল' বলিতে বলিতে দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় লইলেন। তাঁহাদের সকল আশা-ভরসা নির্মূল হইল। তখন তাঁহারা আত্মবিস্মৃত হইয়া স্বামী-পুত্রের বিরহ ভুলিয়া, আহতদিগের পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। এই আহতদিগের মধ্যে কাপ্তেন্‌ ডি. অর্লি ছিলেন। তিনি কহিলেন, 'আমার কবরের উপর একখানা পাথরে লিখিয়া রাখিও যে যুদ্ধ করিতে করিতেই আমি প্রাণদান করিয়াছি।'

ইতিমধ্যে সিপাহীদের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আগ্রাবাসী যত গুন্ডা ও বদ্‌মায়েসের দল লুট-তরাজ, গৃহে অগ্নি-প্রয়োগ, ইংরেজ দেখিলেই হত্যা প্রভৃতি লোমহর্ষণকাণ্ড আরম্ভ করিয়া দিল। দুইদিন পর্যন্ত এই অরাজক-কাণ্ড অপ্রতিহতভাবে চলিতে লাগিল।

শেষে ৮ই জুলাই তারিখে কতিপয় ইংরেজ সৈনিক শহরের বাহির হইয়া নিরুদ্বেগে চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেন। অরাজকতা অনেকটা প্রশমিত হইল।

প্রকৃতপক্ষে আবদ্ধ না হইয়াও অনেক দিন পর্যন্ত আগ্রাদুর্গের ইংরেজগণ আবদ্ধের ন্যায় জীবন যাপন করিলেন। শেষে যখন দেখিলেন যে, দিল্লী-জয়ের সংবাদ আর আসিতেছে না, এদিকে এরূপ নিষ্কর্ম নিরানন্দ জীবনও আর বহন করা যায় না, তখন তাঁহারা সশস্ত্র হইয়া পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে পুনরায় কিয়ৎপরিমাণে কোম্পানির প্রভুত্ব স্থাপন করিতে লাগিলেন।

আগ্রা দুর্গবাসিগণ যে এত সহজে নিষ্কৃতি পাইল, সে কেবল ম্যাকফারসনের চেষ্টায় ও বুদ্ধির গুণে। গোয়ালিয়র হইতে পলাইয়া আসিয়াও তিনি সিন্ধিয়া ও দিনকর রাওয়ের সঙ্গে সর্বদা চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান করিতেন। পুনঃ পুনঃ ইংরেজকে পরাজিত হইতে দেখিয়া নিজ সৈন্যদিগের মধ্যে বিরক্তি ও অসন্তুষ্টির স্পষ্ট লক্ষণ দেখিয়াও ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করিয়া রহিলেন, সে কেবল ম্যাকফারসনেরই গুণে। তাঁহার সৈন্যদল যদি একবার গোয়ালিয়রের সীমা পার হইয়া আসিয়া বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করিতে পারিত, তবে যে ভারতবর্ষের ইতিহাস কিরূপ হইয়া দাঁড়াইত তাহা বলা যায় না।

চতুর্দিকে যখন ইংরেজের প্রতিপত্তি ও সম্মান এইভাবে কলঙ্কিত ও খর্ব হইয়া আসিতেছিল, তখন মিরাটের ম্যাজিস্ট্রেট রবার্ট ডানলপ্ যেরূপ বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তা দেখাইয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসা ও অনুকরণীয়। তিনি ছুটি লইয়া হিমালয়-প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন মিরাট ও দিল্লীর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাইয়া তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, একেবারে মিরাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানকার কর্মচারিগণ হতাশভাবে একেবারে হাত-পা গুটাইয়া বসিয়াছিলেন। ডানলপ্ আসিয়া যত রাজভক্ত কর্মচারীদিগকে ডাকিয়া একটা ভলান্টিয়ারের-দল সংগঠিত করিলেন। পুলিসের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট উইলিয়ামসনকে এই দলের নেতৃত্বে বরণ করিলেন। অবিশ্রান্ত শিক্ষা ও উৎসাহ দিয়া তিনদিনের মধ্যেই উইলিয়ামসন্ ইঁহাদিগকে দস্তুরমতো যুদ্ধক্ষম একটি সৈন্যদলে পরিণত করিয়া ফেলিলেন। দুই-এক দিনের মধ্যেই এ দল বিদ্রোহ দমনে বাহির হইল। প্রথম অভিযানেই তাঁহারা বিপক্ষদিগকে পরাস্ত, হতাহত ও বন্দী করিয়া তিনটি গ্রাম পুনরায় ইংরেজের দখলে আনিল। এতদিন রাজস্ব বন্ধ ছিল, এখন আবার তাহাও আদায় হইতে লাগিল। কিন্তু ডানলপ্ ইহাতেও নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হইলেন না। প্রায়ই তিনি সদলবলে সফরে বাহির হইতে লাগিলেন। বিদ্রোহীদিগের অত্যাচারে ভীত ও উৎপীড়িত অধিবাসীদিগকে আশ্বস্ত ও অত্যাচারীদিগকে পরাস্ত করিয়া তিনি চতুর্দিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন।

চতুর্দিকে ইংরেজ ও অন্যান্য ইয়ুরোপীয়গণ যখন বিদ্রোহীদিগের অত্যাচার ও উৎপীড়নের ভয়ে কাতর ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিলেন, লর্ড ক্যানিঙ্ তখনও ধীরগম্ভীর-ভাবে কর্তব্যপথে অগ্রসর হইতেছিলেন। বারাকপুর ও দানাপুরের দেশীয় সৈন্য-বৃন্দকে নিরস্ত্র ও কর্মচ্যুত করিবার জন্য কলিকাতার অধিবাসীবৃন্দ পীড়াপীড়ি

করিলেও, অনেকদিন পর্যন্ত তিনি তাহাদের কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। শেষে যখন দেখিলেন যে ইহাদের প্রভুভক্তি ও সততা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার মতো যথেষ্ট কারণ পাওয়া গিয়াছে, তখনই তিনি তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। কলিকাতার ইয়ুরোপীয় অন্যান্য খ্রীস্টান-সম্প্রদায় 'ভলানটিয়ারে'র কাজ করিতে প্রস্তুত হইলে প্রথমবার তিনি অস্বীকৃত হন, কিন্তু শেষে যখন বুঝিলেন যে স্থানীয় বদমায়েস মুসলমানদিগের ও পার্শ্ববর্তী স্থানের অসন্তুষ্ট সিপাহীদিগের হস্তে কলিকাতায় অত্যাচার সংঘটিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে, তখন ১২ই জুন তারিখে তিনি এই ভলানটিয়ারের দল সংগঠন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। এদিকে নেপালের পলিটিকাল এজেণ্ট রামসের মারফত তত্রত্য প্রধান মন্ত্রী ও সর্বময় কর্তা জঙ্গ বাহাদুরের সঙ্গে সাহায্যের জন্যও কথাবার্তা চালাইতেছিলেন। তদনুসারে হেনরি লরেন্সের সাহায্যার্থ তিন সহস্র গুর্খা সৈন্য ২৩শে জুন তারিখে কাটামুণ্ড হইতে প্রেরিত হইল।

এদিকে তাঁহার মহদভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া সংবাদপত্র সমূহ তাঁহাকে নানাভাবে গালিগালাজ করিতেছিল ; বিশেষতঃ, তাহাদের এরূপ লেখালেখির ফলে জাতিবিদ্বেষ আরও ভয়ানক আকার ধারণ করিয়া ভারতবর্ষকে আরও অশান্তিপূর্ণ করিয়া তুলিবে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ১৩ই জুন তারিখে তিনি একটা act (বিধি) প্রণয়ন করিলেন। সংবাদপত্রওয়ালারা ইহাকে গ্যাগিং ('কণ্ঠরোধ') য়্যাকট্ নামে অভিহিত করিয়াছিল। এই act অনুসারে প্রত্যেক মুদ্রাকরকেই সরকার হইতে লাইসেন্স লইতে হইত, এবং শাসন বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ যে সকল পুস্তক বা প্রবন্ধ আপত্তিজনক মনে করিতেন, তাহাই বাজেয়াপ্ত করিতে পারিতেন।

বারাকপুর ও দানাপুরের দলকে আগেই নিরস্ত্র করা হইয়াছিল। ১৪ই জুন তারিখে দমদম এবং কলিকাতার দলগুলিকেও সেইরূপ করা হইল। এইদিন সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাস একটা চিরস্মরণীয়। জনরব উঠিল যে বারাকপুরের সিপাহীগণ আপনাদের কর্তৃপক্ষদিগকে বিনাশ করিতে পারিলেই কলিকাতার অভিমুখে রওনা হইবে এবং এখানে অযোধ্যার নবাবের যে সকল সশস্ত্র অনুচর আছে, তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া খ্রীস্টানদিগের শোণিতে গঙ্গার জল রঞ্জিত করিবে। এই জনরবে বণিক্ ও ব্যবসায়ীগণ বড় বিশেষ বিচলিত হইলেন না, কিন্তু যে সকল উচ্চ রাজকর্মচারী এতদিন পর্যন্ত বিপদের কথায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছেন, এখন তাঁহারা বাড়িঘর ছাড়িয়া, কোনোমতে প্রাণ লইয়া যাইয়া গঙ্গাবক্ষে জাহাজে চড়িয়া বসিলেন, নিম্নতন কর্মচারী ও ইউরেশিয়ানেরা চৌরঙ্গীর ময়দান পার হইয়া দুর্গদ্বারে আসিয়া প্রবেশের জন্য দুর্গাধ্যক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। দেশীয় লোকেরাও ভয়ে ভয়ে যে যেখানে পারিল, যাইয়া আশ্রয় লইতে লাগিল। সমস্ত দিন এইভাবে গেল—কেহই আসিয়া আক্রমণ করিল না, রাত্রি আসিল—রাত্রি ভোরও হইল। কই বিদ্রোহীরা তো আসিল না ? তখন শহরে অনেক পরিমাণে শান্তি ফিরিয়া আসিল।

পরবর্তী দিবস সোমবারে আবার একটি গুরুতর ঘটনা ঘটিল। অযোধ্যার নবাবের

অনুচরগণ সশস্ত্র। জানিতে পারা গেল, তাহাদের সহানুভূতি বিদ্রোহীদিগের দিকে। শুধু তাহাই নহে, তাহারা দুর্গস্থ সিপাহীদিগকে কলুষিত করিবারও চেষ্টা করিতেছে। এখন আর তাহাদের সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকা যায় না। নবাবকে ও তাঁহার অনুচরবর্গকে আবদ্ধ করিবার জন্য গবর্নর জেনেরল, এডমণ্ডস্টোনকে পাঠাইলেন। চতুর্দিকে পাহারা নিযুক্ত করিয়া ইনি যাইয়া রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান প্রধান পারিষদবর্গকে বন্দী করিয়া তিনি নবাবের সন্নিধানে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শেষে নবাবকে বন্দী করিয়া ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে লইয়া আসিলেন। এইভাবে অযোধ্যার ষড়যন্ত্রকারীর-দল হীনবীর্য হইয়া পড়িল।

কিন্তু দেশময় ষড়যন্ত্র, দেশময় বিদ্রোহ। একদিকে বিদ্রোহীরা পরাজিত ও নিরস্ত্র হইতেছে, অপর দিকে তাহারা দ্বিগুণ উৎসাহে কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতেছে। ২৫শে জুলাই তারিখেই দানাপুরের সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিবার চেষ্টা করা হইল। যখন তাহাদিগকে তাহাদিগের বারুদের ব্যাগ ঢালিয়া ফেলিতে বলা হইল, তাহারা কর্তৃপক্ষের উপরে গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। জেনেরল অনুপস্থিত ছিলেন, তাঁহার আদেশ না পাইয়া ইংরেজ সৈন্য কিছুই করিতে পারিল না ; বিদ্রোহী-দল নির্বিঘ্নে শোণনদী পার হইয়া গেল। ২৭শে জুলাই তারিখে তাহারা আরায় আসিয়া পেঁাছিল। পূর্বেই সংবাদ পাইয়া ইংরেজ সৈন্য ও কর্মচারীগণ প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছিলেন। কারাগার ভাঙিয়া কয়েদীদিগকে খালাস করিয়া ও কোষাগার লুট করিয়া বিদ্রোহী-দল আসিয়া দুর্গ আক্রমণ করিল, কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না। তখন তাহারা দুর্গ অবরোধ করিয়া কামান দাগিয়া দুর্গ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ইংরেজদিগের সৌভাগ্য বশতঃ ২৯শে জুলাই তারিখে একদল ইংরেজ সৈন্য লইয়া ডানবার সাহেব আরার সাহায্যার্থ আসিয়া পেঁাছিলেন। বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হইল। স্বয়ং ডানবার নিহত হইলেন ; অনেক ইংরেজ সৈন্য হতাহত হইল, অনেকে শোন নদীর দিকে পলায়ন করিল। শেষে কোনো প্রকারে দানাপুরে যাইয়া পৌঁছিয়া আত্মরক্ষা করিল। কিন্তু আরার-দল তখনও শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করিলন না।

এদিকে ভিনসেণ্ট আয়ার কলিকাতা হইতে এলাহাবাদে যাইতেছিলেন। ২৮শে জুলাই তারিখে বক্সারে পেঁাছিয়া তিনি শুনিতে পাইলেন যে বিদ্রোহীগণ আরা অবরোধ করিয়াছে। তখন তিনি আরার উদ্ধারার্থ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ১লা আগস্ট তারিখে সন্ধ্যাবেলায় তিনি আরার অনতিদূরবর্তী গুজরাজগঞ্জ নামক গ্রামে আসিয়া পেঁাছিলেন। এইখানে শত্রুসৈন্যেরা সঙ্গে তাঁহার তুমুল যুদ্ধ হইল। অতিকষ্টে তিনি জয়লাভ করিয়া আরা উদ্ধার করিলেন। বিদ্রোহীরা যাইয়া জগদীশপুর নামক স্থানে আশ্রয় লইয়াছিল, তিনি সেখান পর্যন্ত তাহাদিগকে তাড়া করিলেন। ১১ই আগস্ট তারিখে এখানে তুমুল যুদ্ধ হইল। অনেক ইংরেজ ও শিখসৈন্য হতাহত হইল ; কিন্তু পরিণামে ইঁহারাই জয়লাভ করিলেন। আপনার হতাবশিষ্ট সৈন্যসামন্ত লইয়া বিদ্রোহীদলের নেতা বৃদ্ধ কুমার সিং পলায়ন করিল। ১৩ই তারিখে আরায় জগদীশ-

পুরে প্রবেশ করিলেন॥ ২০শে আগষ্ট তিনি আবার এলাহাবাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বারাণসী রক্ষার জন্য গবর্নমেণ্ট বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখানে ষড়যন্ত্রকারীদের একটা প্রধান আড্ডা ছিল। তাই কলিকাতা হইতে একদল ইংরেজ সৈন্য লইয়া জেমস্ নেইল্ ৩রা জুন তারিখে বারাণসী আসিয়া পেঁছিলেন। পরবর্তী দিবস সংবাদ আসিল যে, আজিমগড়ে বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছে। শুনিয়াই তিনি কাশীর দেশীয় সৈন্যগণকে অবিলম্বে নিরস্ত্র করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। আপত্তি না করিয়া তাহারাও অস্ত্র রাখিয়া দিল, কিন্তু হঠাৎ একদল ইংরেজ সৈন্যকে তাহাদের দিকে আসিতে দেখিয়া তাহারা তখনই আবার অস্ত্র তুলিয়া লইল এবং তাহাদের দিকে গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। তুমুল যুদ্ধ হইল কিন্তু পরিণামে নেইল্ই জয়লাভ করিলেন। বিদ্রোহীদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়া ও বেনারসে শান্তি বিধান করিয়া ৯ই জুন তারিখে নেইল্ এলাহাবাদে অভিমুখে রওনা হইলেন।

এলাহাবাদে প্রথমতঃ শান্তি ও শৃংখলা ছিল। ৪ঠা জুন তারিখে যখন বারাণসীর বিদ্রোহের সংবাদ পাওয়া গেল, তখনই বুঝা গেল সে বারাণসী হইতে তাড়িত হইয়া বিদ্রোহী-দল এখানে আসিয়া পেঁছিবে, এবং স্থানীয় সিপাহীরা ও অন্যান্য লোক তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিবে। বাস্তবিক ৬ই জুন তারিখে সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, বারাণসীর দলও আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগদান কবিল। তুমুল সংগ্রাম বাধিল, যে সকল ইংরেজ যাইয়া দুর্গে আশ্রয় লইতে পারে নাই, তাহাবা শত্রুহস্তে প্রাণ হারাইল। অনেক হিন্দুও হতাহত হইল, প্রভূত দ্রব্যজাত লুণ্ঠিত ও অপহৃত হইল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এলাহাবাদে ইংরেজের প্রভুত্ব অস্তগত হইয়া মুসলমানের বিজয়-নিশান উড়িতে লাগিল। দুর্গাভ্যন্তরে বহুসংখ্যক ইয়ুরোপীয় যাইয়া আশ্রয় লইয়াছিল, মুসলমানগণ দুর্গ জয়ের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ১১ই জুন তারিখে নেইল্ আসিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি বিদ্রোহীদিগকে দমন করিয়া এলাহাবাদ ও পার্শ্ববর্তী স্থান ইংরেজ-শাসনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন।

কানপুরে নানা সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে যে লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে, ইতি-পূর্বে তাহার আভাস দিয়াছি। ১৬ই জুলাই তারিখে হত্যাকাণ্ডের চূড়ান্ত সংঘটিত হয়। নিরস্ত্র নির্বিরোধ বালক-বালিকা-স্ত্রীলোকদিগকেও হত্যা করিয়া একটা কূপে ফেলিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে নরশোণিতে আপনার হস্ত কলঙ্কিত করিয়া নানা সাহেব পেশবা হইয়া বসিলেন।

২৩শে মে তারিখে কানপুরে বিদ্রোহ আয়ত্তের সংবাদ লক্ষ্ণৌতে যাইয়া পেঁছে। ৩০শে মে লক্ষ্ণৌর সিপাহীরা ক্ষেপিয়া উঠে। কিন্তু সকল সিপাহী ইহাতে যোগদান করে নাই। লরেন্স বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করিয়া তাড়াইয়া দেন। ৩১শে মে তাহারা আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। এবারও তাহারা পরাজিত হয়। তাহাদের কয়েক জন ইংরেজের হাতে বন্দী হয়। এদিকে অযোধ্যা প্রদেশের নানা স্থানেই বিদ্রোহ আরম্ভ

হয়। ৩রা জুন তারিখে সীতাপুরে কমিশনর সাহেব এবং আরও কয়েকজন ইংরেজ স্ত্রী-পুরুষ ও বালক-বালিকা হত হয়। ইহার পরে চতুর্দিকেই বিদ্রোহের আগুণ জ্বলিয়া উঠে। বহু স্থানে ইয়ুরোপীয়গণ হত ও নানাপ্রকারে উৎপীড়িত হয়। লক্ষ্ণৌ কিন্তু এখনও ইংরেজদিগের হাতেই রহিয়া যায়। মুচি ভবনে বিদ্রোহীদিগকে আনিয়া ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলান হয়; এবং রেসিডেন্সী সুরক্ষিত করিবার জন্য বন্দোবস্ত চলিতে থাকে। আবার নভেম্বর মাসে আসিয়া কাজে ভর্তি হইলেই চলিবে, এই ভরসা দিয়া সিপাহীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া যায়।

২৯শে জুন তারিখে সংবাদ আসিল যে দশমাইল দূরবর্তী চিনহাট নামক স্থানের সন্নিকটে একদল বিদ্রোহী আসিয়া মজুত হইয়াছে, শীঘ্রই তাহারা আসিয়া লক্ষ্ণৌ আক্রমণ করিবে। ৩০শে জুন তারিখে লরেন্স তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য বাহির হইলেন। ভীষণ যুদ্ধে তাঁহার অনেক সৈন্য নিহত হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি সৈন্যদিগকে লক্ষ্ণৌর দিকে পলায়নের আদেশ দিলেন। রেসিডেন্সীতে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল, যে যে-দিকে পারিল পলাইতে লাগিল। শত্রুপক্ষও আসিয়া চারিদিক বেষ্টন করিয়া বসিল। ২রা জুলাই তারিখে স্বয়ং লরেন্স নিহত হইলেন। ক্রমে অবরুদ্ধদের সংখ্যা কমিয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু বিদ্রোহীদের সংখ্যা ও উৎসাহ বাড়িয়া যাইতে লাগিল। অবরুদ্ধদের দুঃখ-যন্ত্রণা, অভাব ও অসুবিধার সীমা রহিল না, তথাপি তাহারা ১৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে কানপুর ও লক্ষ্ণৌর অবরোধ উদ্ধার করিবার ভার বিখ্যাত যোদ্ধা হেনরি হ্যাভ্‌লকের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ৭ই জুলাই-এর অপরাহ্নে তিনি এলাহাবাদ হইতে রওনা হইলেন। ফতেপুরের অনতিদূরে একদল বিদ্রোহীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এই যুদ্ধে একজন ইংরেজও হত হইল না, বিপক্ষেরা অনেক কামান বন্দুক ফেলিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু ১৫ই জুলাই তারিখে তাহারা আবার আরং নামক স্থানে সমবেত হইয়া হ্যাভ্‌লকের গতি রোধ করিবার চেষ্টা করিল। এখানেও পরাজিত হইয়া তাহারা যাইয়া পাণ্ডুনদী নামক স্থানে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। এখানে একটা দুর্লঙ্ঘ্য নদী ছিল, তাহার উপরে একটা সেতু ছিল। শত্রুপক্ষ সেই সেতু উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ক্ষিপ্রগতি অমিতবিক্রম হ্যাভ্‌লক অবিলম্বে যাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। অনেক হতাহত ও অস্ত্রশস্ত্র রাখিয়া তাহারা কানপুরের অভিমুখে পলায়ন করিল।

পরবর্তী দিবস শ্রান্তক্লান্ত সৈন্য লইয়া হ্যাভ্‌লক তেইশ মাইল দূরবর্তী কানপুরের দিকে ধাবিত হইলেন। ষোলো মাইল অতিক্রম করিয়া সংবাদ পাইলেন যে পাঁচ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে নানা সাহেব তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন, অমনি তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বহুক্ষণব্যাপক তুমুল সংগ্রাম চলিল। হ্যাভ্‌লকের রণকৌশলে ও তাঁহার অধীনস্থ সেনাপতি ও সৈন্যদিগের বীরত্ব ও উৎসাহে শত্রুসৈন্য পরাজিত হইয়া কানপুরের দিকে ধাবিত হইল। কিন্তু সহসা আবার তাহারা ফিরিয়া দাঁড়াইল, অনেকক্ষণ ধরিয়া ভীষণ যুদ্ধ চলিল—উভয় পক্ষেই অনেক হতাহত

হইল। শেষে আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া নানা সাহেব সসৈন্য কানপুর ছাড়িয়া একেবারে বিঠুরের দিকে পলায়ন করিল। ইংরেজ আসিতেছে শুনিয়া সহস্র সহস্র নগরবাসীও কানপুর ছাড়িয়া চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল ১৭ই তারিখে হ্যাভ্‌লক যাইয়া কানপুরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু যাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আর পাইলেন না—তাঁহাদের রক্ত মাটিতে জমাট বাঁধিয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

১৮ই জুলাই তিনি যাইয়া অধিকতর সুরক্ষিত নবাবগঞ্জে আড্ডা গাড়িলেন। ২০শে তারিখে আলাহাবাদ হইতে নেইল্ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কানপুরের রক্ষাভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়া ২৫শে তারিখে হ্যাভ্‌লক গঙ্গা পার হইয়া লক্ষ্ণৌ অভিমুখে রওনা হইলেন। ২৯শে তারিখে উনাও শহরের অদূরে একদল শত্রুসৈন্যের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ চলিল, শেষে অস্ত্রশস্ত্র শত্রুর হাতে সমর্পণ করিয়া তাহারা কোনো প্রকারে প্রাণ লইয়া পলাইল। আবার কয়েক মাইল অগ্রসর হইতে-না-হইতেই বসিরৎগঞ্জ নামক স্থানে শত্রুসৈন্যের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। এখানেও হ্যাভ্‌লক জয়লাভ করিলেন।

এদিকে কলেরা, অতিরিক্ত পরিশ্রম, ক্রমাগত সৈন্যক্ষয় প্রভৃতি নানা কারণে তাঁহার দল বড়ই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় আর অধিকদূর অগ্রসর হওয়া সমীচীন বিবেচনা না করিয়া তিনি ৩১শে জুলাই তারিখে মঙ্গলবার নামক স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। নূতন সৈন্যের জন্য কলিকাতায় পত্র লিখিয়া জানিলেন যে দু-তিন মাসের মধ্যে পাইবার কোনোই সম্ভাবনা নাই। তখন ওরূপভাবে বসিয়া থাকা ভাল মনে না করিয়া তিনি আবার লক্ষ্ণৌর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, বসিরৎগঞ্জে শত্রুপক্ষের সঙ্গে তাঁহার আরো দুইবার যুদ্ধ হইল। দুইবারই তাহারা পরাজিত হইল। তথাপি যুদ্ধে ও পীড়ায় ক্রমাগত সৈন্যক্ষয় হওয়াতে তাঁহাকে আবার কানপুরে ফিরিয়া আসিতে হইল। কিন্তু হ্যাভ্‌লক নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। বিঠুরে তান্তিয়া তোপীর অধীনে শত্রুপক্ষ প্রবল হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। ১৬ই আগস্ট তারিখে হ্যাভ্‌লক যাইয়া বিঠুর আক্রমণ করিলেন। উভয় পক্ষেই বহু সৈন্য হতাহত হইবার পরে ইংরেজ সেনাপতি বিঠুর হইতে বিদ্রোহীদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ইহার পরে নূতন বলে বলীয়ান হইয়া হ্যাভ্‌লক ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে লক্ষ্ণৌর দিকে ধাবিত হইলেন। সেই দিনই মঙ্গলবার নামক স্থানে শত্রুসৈন্যের সঙ্গে তাঁহার একবার সংঘর্ষ ঘটিল, স্বচ্ছন্দে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তিনি ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে লক্ষ্ণৌর অদূরবর্তী আলমবাগ নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এদিকে ইংরেজ সৈন্য যাইয়া ৮ই জুন তারিখে দিল্লী অবরোধ করিয়াছিল। শত্রু সংখ্যায় ত্রিশ হাজার, তাহারা আট হাজারের উপর নয়। ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে কয়েকজন মাত্র ইংরেজ সৈন্য যাইয়া দুর্গে আক্রমণ করিল, ভীষণ যুদ্ধের পরে কাশ্মীর-দ্বার অধিকৃত হইল। তখন চারি লাইনে বিভক্ত হইয়া সমস্ত ইংরেজ সৈন্য যাইয়া দিল্লীমুখে প্রবেশ করিল ; কিন্তু শত্রুর সমস্ত সুরক্ষিত স্থান অধিকার করিতে আরও পাঁচদিন সময় লাগিল। ১৪ই হইতে ১৭ই সেপ্টেম্বর ইংরেজদিগের আর বিশ্রাম

ছিল না। কলেজ, কোতোয়ালী, গির্জা, কাছারি, বারুদখানা, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি এই কয়দিনের মধ্যে তাঁহাদিগের হস্তগত হইল। দিল্লীর বৃদ্ধ রাজা সিরাজ উদ্দীন হায়দর শাহগাজী [বাহাদুর শাহ] দুইটি পুত্রের সঙ্গে বন্দী হইলেন। পুত্রদ্বয়কে গুলি করিয়া নিহত করা হইল; রাজাকে বন্দী করিয়া রেঙ্গুনে প্রেরণ করা হইল। এইখানে ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে তিনি মানবলীলা সাঙ্গ করেন। দিল্লীতে পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া বিদ্রোহী-দল আগ্রার দিকে পলায়ন করিল। সসৈন্যে কর্নেল গ্রেট হেড তাহাদিগকে অনুসরণ করিলেন; বুলন্দ শহরে তাহাদের একদলকে পরাস্ত করিয়া মালগড়ের দুর্গ বিধ্বস্ত করিলেন এবং আলিগড়ে যাইয়া আর একদলকে পরাভূত ও নিরস্ত করিলেন। বিদ্রোহী-দল ক্রমেই নিস্তেজ ও হতোৎসাহ হইয়া পড়িতে লাগিল। ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে আউটরাম ও হ্যাভলক্ যাইয়া লক্ষ্ণৌর অবরুদ্ধদিগকে উদ্ধার করিলেন; কিন্তু তখনো শত্রুসংখ্যা প্রবল রহিল। ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দের মার্চ মাসে কলিন্ ক্যাম্পবেল যাইয়া লক্ষ্ণৌতে পেঁছিলেন। সেকেন্দরাবাগে তুমুল যুদ্ধ সংগঠিত হইল। দুই হাজারের উপর বিদ্রোহী রণক্ষেত্রে শয়ন করিল—দক্ষিণ-পূর্ব কোণের উপকণ্ঠগুলিতে আবার ইংরেজের বিজয় নিশান উঠিতে লাগিল। কিন্তু বিদ্রোহী-দল শহরের মধ্যভাগ অধিকার করিয়া রহিল। ক্যাম্পবেল লক্ষ্ণৌ অবরোধ করিলেন। ক্রমাগত আক্রমণ করিয়া তাহাদের পরাজিত ও নিরুৎসাহ করিতে লাগিলেন, অনেকে পলাইয়া যাইয়া প্রাণ বাঁচাইল। অবশেষে ২১শে মার্চ তারিখে লক্ষ্ণৌ একেবারে বিদ্রোহীমুক্ত হইয়া আবার ইংরেজের শাসনাধীন হইল।

বিদ্রোহের বন্যা যাইয়া পশ্চিম ও পূর্ব বিহার, বাংলা এবং ছোটনাগপুরে প্রবেশ করিয়াছিল। এখানে কুমার সিংহের সঙ্গে আলিগড়ে ইংরেজ সৈন্যের যুদ্ধ হয়। ইংরেজগণ জয়লাভ করেন। বাংলা প্রদেশ অনেক পরিমাণে শান্ত ও অবিচলিত ছিল। চট্টগ্রাম ও ঢাকায় বিদ্রোহের সূচনা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা সহজেই দমন করা হইল। ভাগলপুরেও বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাও সহজে নিভিয়া গেল। ছোট নাগপুরের অসভ্য জাতিগুলি ক্ষেপিয়া উঠিয়া কয়েকদিন পর্যন্ত একটু অসুবিধা করিয়াছিল। কিন্তু ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দের প্রারম্ভেই তাহা নরম হইয়া আসিল।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতেও নানা স্থানে ছোটখাট রকমের বিদ্রোহ সংঘঠিত হয়। কিন্তু লর্ড এলফিনস্টোনের তীক্ষ্ণ পরিণাম-দর্শিতা ও সুকৌশলে কোনোও গুরুতর অনিষ্ট ঘটিতে পারে নাই।

কিন্তু মধ্য-ভারতবর্ষ লইয়া কোম্পানিকে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। এখানে এ সময়ে হোলকার রাজ্যে হেন্‌রি ডুরাণ্ড নামে গবর্নমেণ্টের একজন প্রতিনিধি বাস করিতেছিলেন। তিনি প্রথম হইতেই বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিলেন। হোল্‌কারও বরাবরই ইংরেজদিগের প্রতি ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন। ইন্দোর, মালব, ধার প্রভৃতি নানা স্থানে ছোটখাট রকমের অভ্যুত্থান হয়। গোয়ারিয়া নামক স্থানে বিদ্রোহীদিগকে পরাভূত করিয়া ডুরাণ্ড আবার ইন্দোরে ফিরিয়া আসেন।

ঝান্সীতে একটা বিরাট বিদ্রোহের সূচনা হয়; ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাই বিদ্রোহীদের

সঙ্গে যোগদান করেন, ইয়ুরোপীয় স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। ইহার পরে নওগাঁওয়েও সিপাহীরা ক্ষেপিয়া উঠে। নানা প্রকারের অত্যাচার সহ্য করিয়া ইংরেজগণ বান্দা নামক স্থানে পলাইয়া যাইয়া কোনোমতে যোগদান করে। সাগর এবং নর্মদা রাজ্যে ভয়ানক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। সাগরের ইংরেজ অধিবাসীগণ ১লা জুলাই হইতে ১৮ই সেপ্টেম্বর দুর্গে আবদ্ধ হইয়া থাকেন। হায়দরাবাদের নিজাম ইংরেজের অনুরক্ত হইলেও তিনি সকলকে শাসনে রাখিতে পারিলেন না। ১৭ই জুলাই তারিখে একদল রোহিলা যাইয়া ইংরেজের রেসিডেন্সী আক্রমণ করিল। কিন্তু শীঘ্রই বিতাড়িত হইয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতে হইল।

মধ্য-প্রদেশের নানা স্থানে বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া স্যার হিউ রোজ্ বোম্বাই হইতে একদল সৈন্য লইয়া ঝান্সীর পথে কাল্পীর অভিমুখে রওনা হইলেন। ২৬ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি আসিয়া ইন্দোরে পেঁৗছিলেন; রথগড়ে বিদ্রোহীদিগের একটা আড্ডা ছিল, রোজ্ যাইয়া সেই স্থান অবরোধ করিলেন। কয়েকদিন আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়া ২৮শে জানুয়ারি (১৮৫৮ খ্রীঃ অঃ) তারিখে বিদ্রোহীগণ দুর্গ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। ইহার পরে বরোদিয়া নামক স্থানে বিদ্রোহীদিগকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়া তিনি যাইয়া সাগর-প্রদেশে ইংরেজের নষ্ট প্রতিপত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন। বিগত বৎসর ঝান্সীতে যে ভীষণ হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হইয়াছে, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য উন্মত্ত হইয়া রোজ্ তখন ঝান্সীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে শাহগড় নামক স্থানে বিদ্রোহীরা তাঁহার গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিল। এই উপলক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। অবশেষে শত্রুগণ পলায়ন করিল। এবং ১৭ই মার্চ তারিখে ইংরাজ সৈন্য বেতোয়া নদী পার হইয়া ঝান্সীর দিকে চলিতে লাগিল। পর দিবস, সংবাদ আসিল যে, বিদ্রোহীদিগের আর একটি আড্ডা স্থান চন্দেরীও ইংরেজদিগের হস্তগত হইয়াছে।

২১শে মার্চ সকালে সাতটার সময় ইংরেজ-সেন্য আসিয়া ঝান্সীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে চন্দেরীর-দলও আসিয়া পেঁৗছিল। হিউ রোজ্ তখন দুর্গও অবরোধ করিয়া বসিলেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল।—৩০শে ও ৩১শে মার্চ দুর্গবাসিগণ প্রাণপণ করিয়া দুর্গ রক্ষার চেষ্টা করিলেন। এমনকি স্ত্রীলোকেরাও কামান দাগিতে বসিয়া গেলেন। সন্ধ্যা বেলায় সংবাদ আসিল যে ঝান্সী রক্ষার্থ তাঁতিয়া তোপী সসৈন্যে আগমন করিতেছেন। দুর্গবাসিগণের উৎসাহ শতগুণ বর্ধিত হইয়া উঠিল। হতাশ্বাস না হইলেও ইংরেজ-সৈন্য অনেকাংশে উদ্বিগ্ন ও ভীত হইল। একদিকে একজন অপূর্ব বীরাঙ্গনার নেতৃত্বে দুর্গবাসিগণ তাহাদিগের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিতেছে। অপরদিকে তাঁতিয়ার মতো একজন বীর পুরুষের নেতৃত্বে বাইশ হাজার বিদ্রোহী আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। নিশ্চেষ্ট বসিয়া না থাকিয়া রোজ্ যাইয়া কতক সৈন্য লইয়া বেতোয়া নদীর পারে তাঁতিয়াকে আক্রমণ করিলেন। ১লা এপ্রিল তুমুল যুদ্ধের পরে অনেক হতাহত ও আঠাশটি বন্দুক ফেলিয়া তাঁতিয়া নদী পার হইয়া পলাইয়া গেল।

তখন রোজ আসিয়া আবার পূর্ণবেগে ঝান্সী আক্রমণ করিলেন। অবশেষে ৩রা এপ্রিল তারিখে বিপক্ষগণ হটিতে আরম্ভ করায়, একটু একটু করিয়া ইংরেজ-সৈন্য নগর অধিকার করিতে লাগিল। নিরুপায় দেখিয়া রানী ৪ঠা রাত্রে কয়েকজন অনুচর সহ কাল্পী নামক স্থানে পলাইয়া গেলেন। ২৫শে তারিখে হিউ কাল্পীর অভিমুখে রওনা হইলেন, কিন্তু পথিমধ্যে অবগত হইলেন যে তাঁতিয়া তোপী কুঞ্চ নামক স্থানে যাইয়া অবস্থান করিতেছে। এবার তাহার দল পুষ্ট হইয়াছে। তখন তিনি কুঞ্চে আসিয়া বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিলেন (৬ই মে)। অতিরিক্ত পরিশ্রম, তৃষ্ণা ও তাপে অনেক ইংরেজ সৈন্য মারা পড়িল। তথাপি বিদ্রোহীরা তাহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। তাহাদের অনেক হতাহত হইল। তাঁতিয়া পলাইয়া গেল, হতাবশিষ্ট বিদ্রোহীরা কাল্পীতে যাইয়া বান্দার নবাবের আশ্রয় লইল। এখানে নানার একজন ভ্রাতুষ্পুত্র, রাও সাহেব বাস করিতেছিলেন। তিনি এবং রানী ইহাদিগকে খুব উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন।

২২শে মে তারিখে কাল্পীর নিকটবর্তী গলৌলী নামক স্থানে ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে তাহাদের যুদ্ধ ঘটিল,—শেষে পলাইয়া তাহারা প্রাণরক্ষা করিল। কাল্পী ইংরেজের হস্তগত হইল। ঝান্সীর রানী এবং রাওসাহেব গোয়ালিয়রের অদূরবর্তী গোপালপুর নামক স্থানে পলাইয়া গেলেন। অবিলম্বে তাঁতিয়া তোপীও এখানে আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগদান করিল। পরামর্শ হইল, গোয়ালিয়রে যাইয়া তাঁহারা সিন্ধিয়ার সৈন্য-দিগকে ইংরেজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিবেন। যে কয়জন সৈন্য-সামন্ত ছিল, তাহাই ইহারা আসিয়া গোয়ালিয়রের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ১লা জুন সিন্ধিয়া যাইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্য যাইয়া বিপক্ষের সঙ্গে যোগদান করিল। নিরুপায় দেখিয়া তিনি আগ্রার দিকে পলায়ন করিলেন। দুর্গ, কোষাগার ও অস্ত্রাগার প্রভৃতি সকলই বিপক্ষের হস্তগত হইল। নানা সাহেব পেশবা বলিয়া বিঘোষিত হইলেন।

সংবাদ পাইয়া হিউ রোজ্ গোয়ালিয়রের অভিমুখে রওনা হইলেন। গোয়ালিয়রের অনতিদূরে মোরার নামক স্থানে শত্রুসৈন্যের সঙ্গে তাঁহার প্রথম সংঘর্ষ ঘটিল। তাহাদের অনেক হতাহত হইল। বাকি যাহারা তাহারা পলাইয়া গেল (১৬ই জুন)। মোরার ইংরেজের অধিকারে আসিল।

১৮ই জুন তারিখে কোটা-কি-সরাই নামক স্থানে স্মিথের অধীনস্থ ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে গোয়ালিয়রের বিদ্রোহী সৈন্য-দলের তুমুল যুদ্ধ হইল, বিদ্রোহীরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। নিহতদিগের মধ্যে পুরুষবেশে রানীর মৃতদেহও পাওয়া গিয়াছিল।

১৯শে জুন তারিখে হিউ রোজ্ যাইয়া গোয়ালিয়র আক্রমণ করিলেন। তুমুল যুদ্ধের পরে বিপক্ষগণ চতুর্দিকে পলাইতে আরম্ভ করিল। ইংরেজ সৈন্য যাইয়া গোয়ালিয়র অধিকার করিল, কিন্তু দুর্গ তখনও শত্রুর হাতে রহিয়া গেল। ২৩শে জুন ভীষণ সংগ্রামের পরে ইহাও অধিকৃত হইল। সিন্ধিয়া আবার তাঁহার রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

তাঁত্যিয়া ও রাও সাহেব পলাইয়া গিয়াছিলেন—জওরা আলিপুরে ইংরেজ-সৈন্য তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। পরাজিত হইয়া তাঁহারা রাজপুতনায় পলায়ন করিলেন। ইহার পরে নানা স্থানে তাঁত্যিয়ার সঙ্গে ইংরেজদিগের ছোট-বড় রকমের কয়েকটি সংঘর্ষ ঘটে, সকলগুলিতেই তিনি পরাজিত হন। কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা তাঁত্যিয়াকে ধরিতে পারেন নাই। অবশেষে মানসিং নামক তাঁত্যিয়ার একজন অনুচর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ১৪ই এপ্রিল রাত্রিকালে নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহাকে ইংরেজের হাতে ধরাইয়া দেয়। ১৮ই তারিখে তাঁহার ফাঁসি হয়। ইহার পরেই প্রকৃত প্রস্তাবে বিদ্রোহ-বহ্নি নির্বাপিত হইয়া যায়। দুই-এক স্থানে দুই-একটা স্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠিলেও তাহা তখনই নির্বাপিত হইয়াছে। ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দের ৩০শে নভেম্বর তারিখে অবশিষ্ট বিদ্রোহী কতক আত্মসমর্পণ করে এবং কতক নেপালের প্রান্ত-সীমা পার হইয়া চলিয়া যায়। ধুন্ধুপন্থ নানারও আর কোনো সংবাদই পাওয়া যায় নাই।

বিদ্রোহ দমন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মহারানী ভিক্টোরিয়া কোম্পানির হাত হইতে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন ও ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দের ১লা নভেম্বর তারিখে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ঘোষণা-পত্র প্রচার করেন।

যুদ্ধের প্রারম্ভ

প্রথম অধ্যায়

নূতন রাইফল বন্দুক—টোটা—দমদমা ও বারাকপুরে ঘটনা—সিপাহীদিগের আশঙ্কা ও তন্মূলক উত্তেজনা—বহরমপুরের ঘটনা—উনবিংশ রেজিমেণ্টের মধ্যে গোলযোগ।

১৮৫৬ অব্দ সময়ের অনন্ত স্রোতে ভাসিয়া গেল। ১৮৫৭ অব্দ প্রসন্নভাবে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইল। ধীরপ্রকৃতি লর্ড ক্যানিঙের শাসনে থাকিয়া সকলেই সুখ ও শান্তির আশা করিতেছিল. অভিনব ইংরেজি বর্ষের প্রারম্ভে এই সুখ ও শান্তির কোনরূপ বিকার দেখা গেল না। ইংরেজ সেনাপতিরা সিপাহীদিগকে শান্ত ও কর্তব্য-কর্মে অনুরক্ত দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা সৈনিকদিগের কার্যকলাপ পরীক্ষা করিলেন, সৈনিকাশ্রম পরিভ্রমণ করিলেন, কোথাও কোনরূপ বিপ্লবের পূর্বসূচনা দেখিতে পাইলেন না। সিপাহীরা পূর্বের ন্যায় শান্তভাবে কালাতিপাত করিতে লাগিল, এবং পূর্বের ন্যায় শান্তভাবে যুদ্ধবেশে সজ্জিত ও প্রশস্ত-ক্ষেত্রে পরস্পর সমবেত হইয়া, ইংরেজ সেনাপতির সম্মুখে কাওয়াজ করিতে লাগিল। ১৮৫৭ অব্দের শীত-কালের প্রথমাংশ এইরূপে অতীত হইল। সিপাহীদিগের বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের উপর সেনাপতিদিগের কোনরূপ সন্দেহের আবির্ভাব হইল না! সর্বত্রই প্রশান্ত ভাব, এবং সর্বত্রই সন্তোষ ও আমোদের বিকাশ হইতে লাগিল। কিন্তু সহসা এই প্রশান্ত দৃশ্যের পরিবর্ত হইল, সহসা সন্তোষ ও আমোদের রাজ্যে অসন্তোষ ও হিংসার ভয়ঙ্করী মূর্তি প্রকাশ হইল। যে আকাশ প্রথমে নির্মল ও পরিষ্কৃত থাকিয়া লোকলোচনের তৃপ্তি জন্মাইতেছিল, সহসা তাহার একপ্রান্তে একখণ্ড মেঘ উঠিয়া ক্রমে সমস্ত আকাশ ঢাকিয়া ফেলিল। এই করাল কাদম্বিনীর ছায়ায় সকলে ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিয়া মুহূর্তে মুহূর্তে সর্বধ্বংসকরী সংহারমূর্তির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

যাহারা ইংরেজ গবর্নমেণ্টকে ঘৃণা ও বিদ্বেষের চক্ষে চাহিয়া দেখিতেছিল, গবর্নমেণ্টের কার্যকলাপে যাহাদের হৃদয়ে অপরিসীম আশঙ্কার সঞ্চার হইয়াছিল, গবর্নমেণ্টের রাজনীতির মহিমায় যাহারা সম্পত্তি-ভ্রষ্ট ও পদ-ভ্রষ্ট হইয়া সামান্য লোকের ন্যায় কালাতিপাত করিতেছিল, গবর্নমেণ্টের বিচারে যাহারা আপনাদের পূর্বতন স্বত্ব ও পূর্বতন গৌরব বিলুপ্ত হইতে দেখিয়াছিল, তাহারা অকস্মাৎ এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এক কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। তাহাদের এই উদ্দেশ্য মহৎ বা পবিত্র ছিল না, ধীরতা ও বিবেকের অভাবে উহা কলঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহারা নিরস্ত হইল না। তাহারা একটি সুযোগ পাইয়া, সিপাহীদিগের সমক্ষে প্রকাশ করিতে লাগিল যে, খ্রীস্টধর্মাবলম্বী প্রভুগণ তাহাদের ধর্মনাশ ও জাতিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

যাহারা সিপাহীদিগের মধ্যে বিপ্লব জন্মাইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ধ্বংসকামনা করিয়াছিল, এই সুযোগ তাহাদের নিকট একবারে অকার্যকর হয় নাই। প্রায় অর্ধ শতাব্দকাল হিন্দু ও মুসলমান, উভয় শ্রেণীর সিপাহীগণই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুরক্ত ছিল, কখনও কোন বিষয়ে তাহাদের মধ্যে কোনরূপ অসন্তোষের আবির্ভাব দেখা যায় নাই। কিন্তু এখন তাহাদের হৃদয় অধীর হইয়া উঠিল, অকস্মাৎ তাহাদের মধ্যে একটি গভীর আতঙ্কজনক সংবাদ প্রচারিত হইল। সাধারণে বলিতে লাগিল গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় সৈনিকদিগের ব্যবহারের জন্য বসা-মিশ্রিত টোটা প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রকৃত ঘটনা হইতেই এই জনরবের উৎপত্তি হইয়াছিল।

সৈনিকগণ এতদিন 'ব্রাউন বেস' নামক বন্দুক ব্যবহার করিতে ছিল। কিন্তু এখন এই বন্দুকের আদর কমিয়া আসিল। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বন্দুক প্রাচীন 'ব্রাউন বেসে'র স্থান পরিগ্রহ করিল। 'ব্রাউন বেস' বন্দুকের গুলি যতদূর যাইত, নূতন বন্দুকের গুলি তাহা অপেক্ষা অধিক দূরে যাইয়া পড়িত। সুতরাং শত্রুপক্ষ অধিক দূরে থাকিলেও এই বন্দুকের সাহায্যে তাহাদের উপর গুলিবৃষ্টি করা সুসাধ্য হইত। এই নূতন বন্দুক প্রচলিত হইবে শুনিয়া, সিপাহীরা কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হইল না, বরং সামরিক অস্ত্রের উৎকর্ষে তাহারা সন্তোষপ্রকাশ করিতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট যে, তাহাদিগকে এইরূপ উৎকৃষ্ট অস্ত্রে সজ্জিত ও শিক্ষিত করিয়া রণস্থলে তাহাদের পারদর্শিতাপ্রকাশের সুযোগ করিয়া দিতেছেন, এজন্য তাহারা গবর্ণমেণ্টের প্রশংসা করিতে লাগিল। ইহার পর যখন তাহারা শুনিতে পাইল, অভিনব-বন্দুকের ব্যবহার-প্রণালী শিখাইবার বন্দোবস্ত হইতেছে, তখন তাহাদের আহ্লাদের অবধি রহিল না। প্রতি সৈনিকাশ্রমে এ সম্বন্ধে আন্দোলন হইতে লাগিল, প্রতি সৈনিক পুরুষই অভিনব বন্দুক ব্যবহার করিতে পাইবে ভাবিয়া, একই আহ্লাদ ও আমোদের তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিল। কিন্তু বসামিশ্রিত টোটা ব্যতিরেকে এই নূতন বন্দুক ভরা যাইত না। এই টোটাই সমুদয় অনর্থের মূল হইল। উহা দাঁতে কাটিয়া বন্দুকে দিতে হইত। সিপাহীরা এতক্ষণ যে উৎসবে মাতিয়া আনন্দপ্রকাশ করিতেছিল, তাহা দূর হইল; বিষাদ ও নৈরাশ্য তাহাদের হৃদয়ে কালিমা বিস্তার করিল। তাহারা গভীর আতঙ্ক ও দুঃখের সহিত শুনিতে পাইল, এই টোটা মুসলমানদের অস্পৃশ্য শূকর এবং হিন্দুদের আরাধ্য গাভীর চর্বিতে প্রস্তুত হইয়াছে।

কিরূপে এই সংবাদ প্রথমে প্রচারিত হইল, কিরূপে এই সংবাদ শুনিয়া সিপাহীরা উদ্বেগে ও আশঙ্কায় অধীর হইয়া উঠিল, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। কলিকাতার আট মাইল উত্তরে—দমদমায় একটি সৈনিক নিবাস আছে। বহুকাল এই স্থান বঙ্গীয় কামানরক্ষকদিগের প্রধান আড্ডা ছিল। এইস্থানে সৈনিকপুরুষগণ ব্যবসায়ের উপযোগী অস্ত্র-বিদ্যা শিখিতেন এবং অধিকাংশ-রণপণ্ডিত বীরপুরুষ এই স্থানে তাঁহাদের জীবনের মধ্যে পরম সুখময় সময় অতিবাহিত করিতেন। কিন্তু শেষে এই স্থান যে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য নির্ধারিত হইয়াছিল, তাহার উপযোগী বোধ হইল না। বাংলার কামানাগার মীরাটে স্থানান্তরিত হইল। সৈনিকদিগের বারিক

ও অফিসরদিগের গৃহগুলিতে অপর অধিবাসীরা বাস করিতে লাগিল। যে-সকল গৃহ অস্ত্রশস্ত্রে শোভিত থাকিত, তাহা সামান্য কারখানা বা গুদামে পরিণত হইল। দমদমার সৈনিকনিবাসের এইরূপ অবস্থান্তর ঘটিল বটে, কিন্তু উহা অন্য একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের শিক্ষার স্থান হইল। প্রাচীন 'ব্রাউন বেস'র পরিবর্তে যে নূতন বন্দুকের আমদানি হইয়াছিল, তাহার ব্যবহার-প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য গবর্নমেণ্ট স্থানে স্থানে যে তিনটি শিক্ষাগার স্থাপন করেন, তাহার মধ্যে দমদমার সৈনিক-নিবাস একটি। এই সৈনিক-নিবাসে জানুয়ারি মাসের একদিন একজন নীচজাতীয় লস্কর জলপান করিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ সিপাহীর নিকট তাহার লোটা চায়, সিপাহী ইহাতে বিরক্ত হইয়া উঠে, এবং আপনাদের জাতির শ্রেষ্ঠত্ব জানাইয়া, লস্করকে লোটা দিতে অস্বীকার করে। লস্কর বিদ্রূপের সহিত হাসিয়া কহে, 'উচ্চজাতি ও নীচজাতি, বস্তুতঃ কিছুই নহে, সমস্তই এক হইয়া যাইবে, যেহেতু টোটা গোরু শূকরের চর্বিতে প্রস্তুত হইতেছে; এই টোটা সিপাহীদিগের সকলকেই ব্যবহার করিতে হইবে। সুতরাং কোম্পানীর রাজ্যে আর জাতি-বিচার থাকিবে না।'

ব্রাহ্মণ অধীরহৃদয়ে লস্করের নিকট হইতে চলিয়া গেল, অধীরহৃদয়ে তাহার দলস্থ লোকদিগের নিকট লস্করের কথা কহিল। অবিলম্বে দমদমার প্রত্যেক সিপাহী এই কথা শুনিতে পাইল। ঘোরতর বিপৎপাতের আশঙ্কায় সকলেই চমকিত হইয়া উঠিল, সকলেই বিষণ্নচিত্তে আপনাদের জীবনের শোচনীয় পরিণামের বিষয় ভাবিতে লাগিল। টোটা, গোরু ও শূকরের চর্বিতে প্রস্তুত হইতেছে, এই টোটা দাঁতে কাটিতে হইবে। ইংরেজ গবর্নমেণ্ট সমুদয় একাকার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। হা জগদীশ্বর! শেষে এই ঘটিল, কোম্পানির রাজ্যে সকলের জাতিনাশ, ধর্মনাশের উপক্রম হইল সকলে এইরূপ ভাবনা ও এইরূপ কল্পনায় অধীর হইল, অধীরহৃদয়ে সকলে এইরূপ কল্পনায় উন্মত্ত হইয়া ইংরেজ গবর্নমেণ্টকে ঘোরতর বিদ্বেষের চক্ষে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। এই কথার কোনরূপ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইল না। অতিরঞ্জিত করিয়া উহা অধিকতর ভয়জনক করিবারও আবশ্যকতা দেখা গেল না। সামান্যভাবে সামান্য ভাষায় ব্যক্ত হইয়া এইকথা সিপাহীদিগের হৃদয় এমন উত্তেজিত করিয়া তুলিল যে, সকলেই ইংরেজ গবর্নমেণ্টকে আপনাদের ভয়ঙ্কর শত্রু বলিয়া মনে করিতে লাগিল। কাওয়াজের সময় গোল টুপি পরিবার প্রথা প্রবর্তিত হওয়াতে বেলোরের হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীরা যেমন বিরক্ত হইয়াছিল, উপস্থিত কথাতেও সিপাহীদিগের হৃদয়ে সেইরূপ বিরক্তি ও উদ্বেগের সঞ্চার হইল। কিন্তু টুপি পরিবার কথা ও বসাযুক্ত টোটার কাহিনী বিরাগ উৎপাদনের পক্ষে একরূপ কারণের মধ্যে পরিগণিত হইলেও শেষোক্তটি সিপাহীদিগের অধিকতর ঘৃণা, অধিকতর আশঙ্কা ও অধিকতর ক্রোধের উদ্দীপক হইয়াছিল।

ইংরেজেরা বাহুবলে বা রাজনীতির মহিমায় ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিলেও ভারতবর্ষীয়দিগের মনের ভাব ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তাঁহারা ভারতবর্ষীয়দিগের বাহ্যভঙ্গী দেখিয়া যাহা-কিছু আয়ত্ত করিতে পারেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া আপনাদের চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত

অনেক সময়েই প্রকৃত ঘটনার উপর স্থাপিত হয় না। যাহার কিছু আভাস দেখিতে পাওয়া যায় না, অনেক সময়ে তাঁহারা তাহা প্রকৃত বলিয়া মনে করেন; অথবা যাহা প্রমাণ করিতে পারেন না, তাঁহারা তাহাতে বিশ্বাসস্থাপন করিয়া থাকেন। আবার যাহার শেষফল ভবিষ্যতে গুরুতর বা ভয়ঙ্কর হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাঁহারা হয় তো প্রথমে তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। কোন কোন কথা তড়িৎগতিতে ভারতবর্ষের এক স্থান হইতে আর এক স্থানে—এক প্রদেশ হইতে আর এক প্রদেশে—এক বাজার হইতে আর এক বাজারে উপস্থিত হয়। কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হওয়ার পূর্বেই এই-রূপ কাহিনী লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া, সাধারণের মধ্যে এরূপ তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করে যে, সকলেই উহার অনির্বচনীয় দ্রুতগতি ও সম্প্রসারণ-গুণ দেখিয়া বিস্মিত হন*। সাধারণে কহিয়া থাকে, এইরূপ জনশ্রুতি বাতাসের উপর ভর করিয়া সকল স্থানে উড়িয়া বেড়ায়। ইহা অত্যুক্তি-পূর্ণ নহে। ফলতঃ বাজারগুজব সকল দেখিতে দেখিতে বাতাসের সঙ্গে চারিদিক ব্যাপিয়া পড়ে। কেহই উহার গতি-রোধ করিতে পারে না, কেহই উহার কার্যকারিতার শক্তি একবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলিতে সমর্থ হয় না। টোটার কথা যখন বাজারে বাজারে প্রকাশ হইয়া পড়ে, সৈনিক-নিবাসে সৈনিক-নিবাসে যখন ইহার সম্বন্ধে আন্দোলন হইতে থাকে, তখনও কর্তৃপক্ষের চৈতন্য হয় নাই। তাঁহারা এই জনরবে প্রথমে বিশ্বাসস্থাপন করেন নাই, যেহেতু পূর্বে এ সম্বন্ধে কোনো কথা তাঁহারা শুনিতে পান নাই। ভাবতবর্ষীয়-দিগের মনোগত-ভাব আয়ত্ত করিতে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ছিল না। ভাবতবর্ষীয়দিগের ধর্মানুশাসন ও জাত্যভিমানের ক্ষমতাবধারণে তাঁহাদের দূরদর্শিতা ছিল না। তাঁহারা অমূলকবিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া, সকল বিষয়ই অমূলকভাবে দেখিতেছিলেন। সুতরাং উপস্থিত জনরবের অপরিসীম শক্তির বিষয় তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। কিন্তু জনরব যথার্থ ছিল, মুহূর্তে মুহূর্তে উহার অসাধারণ ক্ষমতার বিকাশ দেখা যাইতেছিল। যখন শ্বেতপুরুষগণ অবিশ্বাসের সহিত মাথা নাড়িয়া উহার প্রতি উপেক্ষা দেখাইতে-ছিলেন, তখনও উহা বিদ্যুৎবেগে সহস্র সহস্র মাইল পরিভ্রমণ করিয়া সিপাহীদিগকে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ও দলবদ্ধ করিয়া তুলিতেছিল।

এই জনরব কাহাদের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল, কে কে ইহার উদ্দীপনী শক্তি প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার নির্ণয় করা সহজ নহে। গবর্নমেণ্টের পূর্বতন রাজনীতিতে যাহারা সম্পত্তিভ্রষ্ট হইয়াছিল, যাহারা আপনাদের পুরুষানুগত স্বত্ব ও সম্মান হইতে বিচ্যুত হইয়া স্থানান্তরে শোচনীয়ভাবে আপনাদের শোচনীয়

* ১৮৪১ অব্দে কাবুলের গোলযোগ ও ইংরেজদের হত্যার সংবাদ প্রধানতম গবর্ন্মেণ্টের কর্ণগোচর হওয়ার কয়েক দিন পূর্বে মিরাট ও কর্ণালের বাজারে প্রকাশ হইয়া, কলিকাতায় পৌছে। যে-সকল সিপাহী ব্রহ্মদেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহারা বারাকপুরের বিপ্লবের সংবাদ ইংরেজ সেনাপতিদিগের জানিবার পূর্বে শুনিতে পায়। —*Kaye, Sepoy War, Vol I, p. 491, note.*

জীবনের শেষ-অংশ অতিবাহিত করিতেছিল, তাহারা এ সময়ে সাধারণের মনে বিরাগ জন্মাইতে উদাসীন থাকে নাই। কলিকাতার অদূরে মুচিখোলায় অযোধ্যার পদচ্যুত নবাব ওয়াজিদ আলি কুপোষ্যসম্প্রদায়ে পরিবেষ্টিত থাকিয়া কালাতিপাত করিতেছিলেন। তাঁহার ধনসম্পত্তি-পূর্ণ বিস্তৃত রাজ্য এখন 'কোম্পানির মুল্লুক' বলিয়া সাধারণের নিকটে পরিচিত হইতেছিল। নবাব ওয়াজিদ আলি সাধারণকে গবর্ন-মেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে না পারেন, বসাযুক্ত টোটার কথা অতিরঞ্জিত করিয়া সিপাহীদিগের আতঙ্কবৃদ্ধি করিতে না পারেন, কিন্তু তিনি উত্তেজনার একটি প্রধান কারণ-স্বরূপ বর্তমান ছিলেন। যাহারা তাঁহার পক্ষপাতী ছিল, তিনি অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিলে, যাহারা আপনাদের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবে বলিয়া আশা করিয়াছিল, তাহারা এখন তাঁহাকে কলিকাতার দক্ষিণ-প্রান্তে কারাবদ্ধ দেখিল। ইংরেজ গবর্নমেণ্টের এই সকল শত্রু এ সময়ে ওয়াজিদ আলির দুর্গতি দেখাইয়া সিপাহীদিগের হৃদয় অধিকতর তরঙ্গায়িত করিতে লাগিল। সিপাহীরা ভাবিল, গবর্নমেণ্ট দেশের একজন প্রধান রাজাকে রাজ্যভ্রষ্ট ও স্থানান্তরে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, এখন সাধারণের জাতিনাশ ও ধর্মনাশে উদ্যত হইয়াছেন। কিছু দিনের মধ্যেই সমস্ত একাকার হইয়া যাইবে, সকলেই ফিরিঙ্গীর আচার ও ফিরিঙ্গীর পরিচ্ছদ পরিগ্রহ করিবে। কালে সমস্ত দেশই ফিরিঙ্গীময় হইয়া পড়িবে। এই ভাবনায় সিপাহীদিগের শান্তি দূর হইল; যে আশা তাহাদের সম্মুখে সুখের, সন্তোষের ও তৃপ্তির রাজ্য বিস্তার করিতে-ছিল, তাহা কোথায় যেন মিশিয়া গেল। নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকার—বিষাদের মলিন ছবি এখন তাহাদের হৃদয় কালিময় করিল। গবর্নমেণ্টের বিপক্ষ-সম্প্রদায় পূর্বেই প্রস্তুত ছিল; পাছে কর্তৃপক্ষ অভয় দিয়া, প্ররোচনা দিয়া বা আপনাদের ভ্রম স্বীকার করিয়া সিপাহীদিগকে অনুরক্ত রাখেন, এই আশঙ্কায় বিপক্ষগণ পূর্বেই সিপাহীদিগের মনে ঘোর আতঙ্ক জন্মাইয়া দিয়াছিল। সুতরাং টোটার কথা প্রথম হইতেই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছিল, প্রথম হইতেই সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল যে, হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েরই জাতিনাশ ও ধর্মনাশ করিতে ইংরেজদিগের বহুকাল হইতেই ইচ্ছা ছিল, এখন সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহারা সিপাহীদিগের ব্যবহার্য টোটা শূকর ও গাভীর চর্বিতে প্রস্তুত করিতেছেন।

আগুন ধীরে ধীরে জমিয়া একটি সামান্য ফুৎকার পাইলে যেমন একবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, টোটার কথারূপ ফুৎকারে সাধারণের হৃদয়-সঞ্চিত আগুন সেইরূপ জ্বলিয়া উঠিবার উপক্রম হইল। লর্ড ডালহৌসী যে অনিষ্টের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা এখন ধীরে ধীরে অংকুরিত হইতে লাগিল। লোকে উদ্বেগ ও আশঙ্কার সহিত একে একে ভারতবর্ষের প্রধান স্বাধীন রাজ্যগুলি ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকৃত হইতে দেখিয়াছিল। কোম্পানির এইরূপ অধিকার-বিস্তারে সাধারণে সন্তুষ্ট হয় নাই। সাধারণে ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজাদিগের চিরন্তন-স্বত্ব ও অধিকার অক্ষুন্ন দেখিতে ইচ্ছা করিয়া-ছিল, কিন্তু তাহাদের এই ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই। রাজ্যের অধিপতিগণ যেমন আপনাদের রাজকীয় অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন, সেইরূপ অনেকে আপনাদের

ভূসম্পত্তিও পরহস্তগত হইতে দেখিয়াছিল। ইহাতে সাধারণের ক্রমেই অসন্তোষ বৃদ্ধি হইতে থাকে। সাধারণে ইহাতে ক্রমেই ক্ষোভে ও বিরাগে মর্মাহত হইয়া কোম্পানির কার্য-প্রণালীর উপর দোষারোপ করিতে থাকে। ইহার পর টোটার কথা যখন চারিদিকে প্রচারিত হইল, নগরে নগরে বাজারে বাজারে যখন উহার সম্বন্ধে আন্দোলন হইতে লাগিল, তখন সাধারণে স্থির থাকিতে পারিল না। টোটার আন্দোলনে তাহাদের হৃদয়ের উত্তেজনা বৃদ্ধি হইয়া পূর্ব-সঞ্চিত অসন্তোষ বাহির করিয়া দিল। যে অগ্নি হৃদয়ের স্তরে স্তরে অলক্ষ্যভাবে ছিল, তাহা এখন এই আন্দোলনে প্রজ্বলিত হইয়া ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত করিল।

দমদমার কয়েক মাইল উত্তরে—ভাগীরথীর তীরবর্তী বারাকপুরে একটি প্রসিদ্ধ সৈনিক-নিবাস আছে। বাংলার সিপাহী সৈন্যের অধিকাংশ এই স্থানে বাস করিয়া থাকে। এই সৈনিক-নিবাস একটি সুরম্য ও সুবিস্তৃত বৃক্ষবাটিকায় পরিশোভিত। প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য-বৈভব এবং মানবের শিল্প-চাতুরী, উভয়ই একত্র হইয়া এই স্থানটিকে পরম রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। পবিত্রসলিলা ভাগীরথীর তটদেশ হইতে চিরহরিৎ বৃক্ষশ্রেণীর অপূর্ব শোভা দেখিলে হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়। মনোহর বৃক্ষবাটিকার প্রান্তভাগে—ভাগীরথীর তটভূমিতে গবর্নর জেনেরেলের সুদৃশ্য আবাস-গৃহ আছে। নগরের কোলাহল পরিহার করিয়া, সমগ্র ভারতের শাসন-কর্তা সময়ে সময়ে এইস্থানে আসিয়া বাস করেন। বারাকপুর রাজপুরুষদিগের চিত্তবিনোদনের একটি প্রধান স্থান। অনেকে এই সুরম্য স্থানে বিশ্রাম-সুখে সময় অতিবাহিত করে, এবং অনেকে কলিকাতার লোকারণ্য হইতে ঐ স্থানে যাইয়া শান্তির পবিত্রতা দেখিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন।

১৮৫৭ অব্দের প্রারম্ভে বারাকপুরে চারিদল ভারতবর্ষীয় পদাতিক সৈন্য ছিল। এই চারিদলের মধ্যে দ্বিতীয় এবং ত্রিচত্বারিংশ রেজিমেণ্ট কান্দাহার রক্ষায় সেনাপতি নটের সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিল এবং কাবুলের সেই ভীষণ যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া বিজয়শ্রীতে শোভিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট চতুস্ত্রিংশ এবং সপ্তদশ রেজিমেণ্টের মধ্যে প্রথমোক্ত দল এক সময়ে অবাধ্যতা প্রদর্শন জন্য সৈন্য-শ্রেণী হইতে দূরীভূত হইয়াছিল। এবং নূতন আর একদল তাহাদের স্থানপরিগ্রহ করিয়াছিল, শেষোক্ত দল দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধে আপনাদের পরাক্রম দেখাইয়া গবর্নমেণ্টের পরিতোষ জন্মাইয়াছিল। কর্নেল হুইলর ৩৪ সংখ্যক দলের সেনাপতি ছিলেন। ইনি অন্য দল হইতে আসিয়া অল্পদিন মাত্র এই দলের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৪৩ সংখ্যক দলের কর্তৃত্ব-ভার কর্নেল কেনেডির উপর সমর্পিত ছিল। ইনিও অল্প দিন মাত্র এই দলের অধ্যক্ষতা করিতেছিলেন। সপ্তদশ ও দ্বিতীয় দলের অধ্যক্ষেরা আপন আপন সৈন্য শ্রেণীর মধ্যে দীর্ঘকাল কার্য করিয়া আসিতেছিলেন, এবং দীর্ঘকাল হইতে আপনাদের দলের লোকদিগের মধ্যে সুপরিচিত ছিলেন। সৈনিক-নিবাসের কর্তৃত্ব চার্লস্ গ্রাণ্টের উপর ছিল। জন হিয়ারসে সমস্ত সৈনিক বিভাগের সেনাপতি ছিলেন।

সেনাপতি হিয়ারসে ২৮শে জানুয়ারি আডজুটাণ্ট জেনেরেলের কার্যালয়ে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, 'বারাকপুরের সিপাহীরা ক্রমেই বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে, ক্রমেই তাহাদের

হৃদয়ে বিদ্বেষ-বুদ্ধির আবির্ভাব দেখা যাইতেছে। কতিপয় চক্রান্তকারী—সম্ভবতঃ কলিকাতার ব্রাহ্মণ এইরূপ গুজব তুলিয়া দিয়াছে যে, সিপাহীদিগকে বলপূর্বক খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করা হইবে। বোধ হয়, কলিকাতার যে সকল হিন্দু বিধবা-বিবাহের বিরোধী, বিধবা-বিবাহের সপক্ষে আইন বিধিবদ্ধ হইল দেখিয়া, তাহারা এই বলিয়া সৈনিক শ্রেণীর অদূরদর্শী ব্যক্তিদিগের মনে বিরাগ জন্মাইয়া দিতেছে যে, সমস্ত ধর্মসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ বলপূর্বক উঠাইয়া দেওয়া হইবে এবং বলপূর্বক সকলকে খ্রীস্টীয়ধর্মে দীক্ষিত করা হইবে। এইরূপে গবর্নমেণ্টের প্রতি বিশ্বাস কমাইয়া, সিপাহীদিগকে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করাই ইহারা আপনাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপায় মনে করিতেছে।' এই সময়ে বসাযুক্ত টোটার কথা সকলের মুখেই শুনা যাইতেছিল। বারাকপুরের সকল সিপাহীই এই বিষয় জানিতে পারিয়াছিল। গভীর আশঙ্কা, গভীর অবিশ্বাস সকলকেই সমানভাবে অস্থির ও অসন্তুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। ইংরেজেরা যে সিপাহীদিগের ধর্মনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, ইহাতে তখন সিপাহীদিগের মধ্যে অতি অল্প লোকেই অবিশ্বাস করিত। অনেকে আপনা হইতেই বিশ্বাস করিয়াছিল, এবং অনেকের পরের কথায় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, গো-খাদক, শূকর-ভক্ষক ফিরিঙ্গীরা সকলকেই অপবিত্র করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। ইহারা তাহাদের দেশ আপনাদের অধিকারে রাখিয়াছে. এবং শেষে তাহাদের স্বদেশীয়গণের ধর্ম নষ্ট করিতে প্রয়াস পাইতেছে।

সিপাহীরা এখন আপনাদের বিদ্বেষ-বুদ্ধি বিকাশ করিতে উদ্যত হইল। যে হিংসা ও ক্রোধ তাহাদের হৃদয় অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা এখন পরিস্ফুট হইতে লাগিল। তাহারা এখন ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিয়া আপনাদের বিদ্বেষ-বুদ্ধির পরিতর্পণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। দমদমায় টোটার কথা প্রকাশ হওয়ার কয়েক দিন পরেই বারাকপুরের টেলিগ্রাফ স্টেশন পুড়িয়া গেল। এই অগ্নিকাণ্ড শীঘ্র শীঘ্র থামিল না। এক রাত্রির পর আর এক রাত্রি আসিতে লাগিল, প্রতি রাত্রিতেই ইংরেজ অফিসারদিগের বাংলার খড়ের চালে প্রজ্বলিত আগুন-যুক্ত তীর নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। কেবল বারাকপুরেই এইরূপ করাল অনল-শিখার তরঙ্গ-রঙ্গ দেখা গেল না। বারাকপুরের বহুদূরবর্তী রানীগঞ্জে দ্বিতীয় রেজিমেণ্টের এক শাখা অবস্থিত করিতেছিল, সেখানেও ঠিক এই উপায়ে ঘরে ঘরে আগুন দেওয়া হইতে লাগিল। ইহার পর রাত্রিকালে সিপাহীদিগের মধ্যে সভার অধিবেশন আরম্ভ হইল। প্রতি রাত্রিতে সকলে একত্র হইয়া ক্রোধের সহিত তীব্র ভাষায় ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের অত্যাচারের কথা প্রকাশ করিতে লাগিল। গবর্নমেণ্ট যে সকলের ধর্মনাশে উদ্যত হইয়াছেন, চিরন্তন জাতি-ভেদ-প্রথা রহিত করিয়া সকলকে ফিরিঙ্গীর ধর্মে দীক্ষিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা লইয়া এই নৈশ-সমিতিতে তুমুল আন্দোলন হইতে লাগিল। সিপাহীরা কেবল সভা করিয়াই নিরস্ত হইল না। তাহাদের স্বাক্ষরিত অনেক চিঠি কলিকাতা ও বারাকপুরের ডাকঘর হইতে ভিন্ন ভিন্ন সৈনিক-নিবাসে যাইতে লাগিল। সকল সিপাহীই এই নৈশ-সমিতিতে একত্র হয় নাই, সকলেই এই পত্রে আপনাদের নাম স্বাক্ষর করে নাই। এই মাত্র জানা গিয়াছে, সিপাহীরা নৈশ-সমিতিতে একত্র হইত, এবং অপরাপর সিপাহীদিগকে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত

করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চিঠি পাঠাইত। এই উপায়ে প্রতি সৈনিক-নিবাসে বসাযুক্ত টোটার কথা প্রকাশ হইল, প্রতি সৈনিক-নিবাসের সিপাহীরা এই কথায় ভীত, সন্ত্রস্ত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

বারাকপুর হইতে প্রায় একশত মাইল উত্তরে—ভাগীরথীর তীরবর্তী বহরমপুরে একটি সৈনিক-নিবাস আছে। এই সৈনিক-নিবাসটি প্রকৃতির অতি-রমণীয় স্থানে অবস্থিত। পবিত্র-সলিলা ভাগীরথী ইহার পাদদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। যে সকল নবাব এক সময়ে দিল্লীর বাদশাহের নামমাত্র অধীন থাকিয়া সমগ্র বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেন, তাঁহাদের সুরম্য বাসভবন ইহার অদূরে শোভা বিকাশ করিতেছে। উপস্থিত সময়ে মুর্শিদাবাদের নবাবের সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ক্ষমতা ও গৌরব বিচ্যুত হইয়াছিল। নবাব নাজিম এখন প্রভূত ধন-সম্পত্তির অধিকারী হইয়া বহুসংখ্যক দাস-দাসীর সহিত ভোগ-বিলাসী ধনীর ন্যায় আপনার অপূর্ব প্রাসাদে কালাতিপাত করিতেছিলেন। লোকে ইংরেজের রাজ্যে তাঁহার এইরূপ শোচনীয় অবস্থা চাহিয়া দেখিতেছিল। বহরমপুরে কোনো ইউরোপীয় সৈন্য ছিল না। উহার নিকটবর্তী কোনো স্থানেও ইউরোপীয় সৈনিকেরা অবস্থিতি করিত না। ১৯ সংখ্যক এতদ্দেশীয় একদল পদাতিক, একদল অশ্বারোহী এবং কতিপয় কামান-রক্ষী বহরমপুরের সৈনিক-নিবাসে অবস্থান করিতেছিল। এই সকল সিপাহী যদি হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিত এবং মুর্শিদাবাদের লোকেরা যদি নবাবের নাম করিয়া, ইহাদের পোষকতা করিত, তাহা হইলে ইংরেজেরা নিঃসন্দেহ সাতিশয় বিপদগ্রস্ত হইতেন। কিন্তু স্থানীয় লোকের হৃদয়ে কখনো এরূপ ভয়ঙ্কর ভাবের আবির্ভাব হয় নাই, কখনো কেহই উত্তেজনার তরঙ্গে অধীর হইয়া রাজদ্রোহিতার পরিচয় দেয় নাই।

যখন সাধারণের হৃদয়ে অসন্তোষ বদ্ধমূল হয়, অসন্তোষের সঙ্গে সঙ্গে যখন প্রতিহিংসার আবির্ভাব হইতে থাকে তখন পূর্বে সাবধান না হইলে সেই অসন্তোষ ও হিংসার গতিরোধ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। উপস্থিত সময়ে কর্তৃপক্ষের প্রবর্তিত একটি নিয়ম সিপাহী-দিগের অসন্তোষ, উত্তেজনার কথা প্রচারের পক্ষে সবিশেষ অনুকূল হইয়াছিল। যখন বারাকপুরের সিপাহীরা উত্তেজিত হয়, তখন সেই উত্তেজিত সিপাহীদিগকে কার্যানুরোধে স্থানে স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। প্রথমে ৩৪ সংখ্যক সৈনিক দল হইতে কতিপয় লোক কতকগুলি ঘোড়ার রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া এক স্থানে যায়, ইহার এক সপ্তাহ পরে সেই দলের আর কতকগুলি লোক অন্য কার্যের জন্য সেইদিকে গমন করে। ইহাদের সকলের বহরমপুর পর্যন্ত যাইবার কথা থাকে। বহরমপুরের সিপাহীরা ইহাদের কার্যভার গ্রহণ করিলে ইহারা আবার আপনাদের আড্ডায় ফিরিয়া আসিবার অনুমতি পায়। সুতরাং ইহাতে অসন্তুষ্ট সিপাহীরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইয়া অপরাপর সিপাহীকে অসন্তুষ্ট ও উত্তেজিত করিবার বিলক্ষণ সুবিধা পাইয়াছিল। বারাকপুরে কি কি কাণ্ড ঘটিয়াছে, বারাকপুরের সিপাহীরা কি জন্য গবর্নমেন্টের বিপক্ষে দলবদ্ধ হইয়াছে এবং কি উপায়ে অপরাপর সিপাহীদিগকে আপনাদের দলে আনিবার চেষ্টা পাইতেছে, তাহা এইরূপে বহরমপুরের ১৯ সংখ্যক সৈনিক দলের জানিবার সুযোগ হইয়াছিল।

যখন ৩৪ সংখ্যক সৈনিক দলের সিপাহীরা বহরমপুরে পেঁাছিল, তখন বহরমপুরের সিপাহীরা তাহাদিগকে আহ্লাদ ও প্রীতির সহিত গ্রহণ করিল। লক্ষ্ণৌতে ইহারা সকলেই একত্র অবস্থিতি করিত, সুতরাং সকলেই পরস্পরের প্রাচীন বন্ধু ছিল, এবং পূর্বতন সদ্ভাব সকলকেই এক প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিল। এখন এই প্রাচীন বন্ধুদিগকে পাইয়া ১৯ সংখ্যক সিপাহী দলের সকলেই আগ্রহসহকারে বসা-মিশ্রিত টোটার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। এইকথা এখন আর নূতন ছিল না। ডাকেই হউক বা কাসিদ (সংবাদবাহক) দ্বারাই হউক, এই সংবাদ বারাকপুরের সিপাহীদিগের উপস্থিতির দুই সপ্তাহ পূর্বেই বহরমপুরের সৈনিক-নিবাসে পেঁাছিয়াছিল।* সংবাদ পেঁাছিবামাত্র সকল সিপাহী ইহা শুনিতে পাইয়াছিল, সকলের মুখেই কেবল এই গুরুতর কাহিনীর আন্দোলন অভিব্যক্ত হইতেছিল। কিন্তু এই কথায় বহরমপুরের সিপাহীদিগের কোনোরূপ বিকার দেখা যায় নাই, কেহই তখন আপনাদের জাতিনাশ ও ধর্মনাশের আশঙ্কায় ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠে নাই। সিপাহীরা সংবাদ পাইয়া সেনাপতিকে জানায়। সেনাপতি দৃঢ়তার সহিত তাহাদিগকে কহেন, যদি তাহাদের মনে কোনোরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহারা আপনাদের ব্যবহার্য টোটার বসা স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে। সেনাপতির এইরূপ আশ্বাসে ও সান্ত্বনায় ১৯ সংখ্যক সৈনিক-দল শান্তভাব অবলম্বন করে, এবং শান্তভাবে থাকিয়া আপনাদের কর্তব্যসম্পাদনে যত্নশীল হয়। কিন্তু যখন ৩৪ সংখ্যক দলের সিপাহীরা বারাকপুর হইতে আসিয়া তত্রত্য সিপাহীদিগের মনোগত ভাব প্রকাশ করে, যখন তাহারা দৃঢ়তার সহিত কহে, রাজধানীর সিপাহীদিগের স্থির বিশ্বাস যে, গবর্নমেণ্ট তাহাদিগকে অপবিত্র করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাদের চিরন্তন ধর্মনাশের জন্য অবৈধ উপায় অবলম্বন করিতেছেন, তখন বহরমপুরের সিপাহীরা স্থিরভাবে গভীর বিশ্বাস ও আশঙ্কার সহিত তাহাদের কথা শুনিতে থাকে। তাহাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, এইসকল কথা বেদবাক্যের ন্যায় অভ্রান্ত ও অত্যুক্তিরহিত। তাহাদের বারাকপুরস্থ সহযোগিগণ রাজধানীর অতি নিকটে বাস করিয়া থাকে, গবর্নমেণ্টের নিগূঢ় অভিসন্ধি তাহারা ভালরূপে জানিতে পারে, সুতরাং তাহাদের কথা কখনো ভ্রমপূর্ণ হইতে পারে না, গবর্নমেণ্ট অবশ্যই এইরূপ দূষিত উপায়ে সকলের ধর্মনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন,

* ৩৪ সংখ্যক রেজিমেণ্টের যে দুই ক্ষুদ্র দল ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বহরমপুরের দিকে যাত্রা করে, তাহার প্রথম দল ১৮ই ফেব্রুয়ারি বহরমপুরে উপস্থিত হয়, দ্বিতীয় দল ২৫শে ফেব্রুয়ারি আসিয়া পেঁাছে। বহরমপুরের সৈনিক-দলের অধিনায়ক কর্নেল মিচেল ১৬ই ফেব্রুয়ারি লিখেন যে, ইহার পনেরো দিন পূর্বে একজন ব্রাহ্মণ হাবিলদার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, সকলের মুখেই শুনা যাইতেছে গবর্নমেণ্ট ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের জন্য শূকর ও গরুর চর্বিতে টোটা প্রস্তুত করিতেছেন, এ ব্যাপারটা কি? এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, এই সংবাদ অবশ্য ফেব্রুয়ারি মাসের প্রারম্ভে বহরমপুরে পেঁাছিয়াছিল।

এবং অবশ্যই অপবিত্র বস্তুদ্বারা পবিত্র জাতীয় বন্ধন উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। বহরমপুরের সিপাহীরাও এইরূপ আতঙ্কময় চিন্তার প্রবল তরঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে পারিল না, দুশ্চিন্তার অনন্ত প্রবাহে তাহাদের হৃদয় আলোড়িত হইল, শান্তি দূরে পলায়ন করিল, বিশ্বাস ও প্রভুভক্তি আশঙ্কা ও অবিশ্বাসের প্রবলবেগে অবনত হইয়া পড়িল। তাহারা এখন ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টকে ঘোরতর শত্রু বলিয়া মনে করিতে লাগিল, এবং এই ঘোরতর শত্রুর আক্রমণ হইতে আপনাদের পবিত্র ধর্ম রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল।

যে দিন বারাকপুরের সিপাহীরা আসিয়া পেঁছে, তাহার পর দিন ১৯ সংখ্যক সৈনিক-দলের মধ্যে এই আদেশ প্রচারিত হয় যে তাহাদিগকে আগামী প্রাতঃকালে কাওয়াজ করিতে হইবে। আদেশ প্রচারের দিন প্রাতঃকালে সিপাহীদিগের মধ্যে কোনোরূপ বিরাগের চিহ্ন দেখা যায় নাই। তাহাদের সকলেরই বাহ্যভঙ্গী শান্তিময় বোধ হইয়াছিল। কিন্তু সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেনাপতি মিচেলের সহকারী, সিপাহীদের মধ্যে সাতিশয় বিরাগ ও অসন্তোষের চিহ্ন দেখিতে পাইয়া সেনাপতিকে জানাইলেন যে, সৈনিক-দল বড় বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রাতঃকালের কাওয়াজের জন্য তাহাদিগকে বন্দুকের 'ক্যাপ্' দেওয়া হয়, কিন্তু তাহারা তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হয় নাই। যেহেতু টোটা অপবিত্র করা হইয়াছে বলিয়া তাহাদের মনে গভীর সন্দেহ জন্মিয়াছে। সহকারী অধ্যক্ষ ধীরভাবে সেনাপতি মিচেলকে এই সকল কথা কহিলেন। এস্থলে উল্লেখ করা কর্তব্য যে, প্রাতঃকালিক কাওয়াজের পূর্বে সৈন্যদিগের মধ্যে টোটা বিতরণ করার রীতি ছিল না। কিন্তু সাধারণতঃ সৈন্যদিগের ব্যবহারের জন্য যে সকল টোটা বারুদাগার হইতে বাহির করা হইয়াছিল, তৎসমুদয় ১৯ সংখ্যক দলের সিপাহীদিগের কেহ কেহ দেখিতে পাইয়াছিল। যে কাগজে এই টোটা প্রস্তুত হইয়াছিল, হঠাৎ দেখিলে তাহা দুই রকম বলিয়া বোধ হইত। সুতরাং সিপাহীরা টোটা দেখিয়া, উহা দুই রকম বলিয়া মনে করিল। তাহারা পূর্বে শুনিয়াছিল যে, কলিকাতা হইতে নূতন টোটা আসিয়াছে। সুতরাং তাহাদের গভীর সন্দেহ অধিকতর গভীর হইল। তাহারা এখন স্থির সিদ্ধান্ত করিল যে, পুরাতন টোটার সহিত অপবিত্র নূতন টোটা একত্র করা হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের অধঃপতনের আর বড় বিলম্ব নাই, গবর্নমেণ্ট শীঘ্রই তাহাদের পবিত্র ধর্মের সম্মান বিনষ্ট করিবেন, শীঘ্রই অবৈধ উপায়ে তাহাদিগকে চিরকালের জন্য পতিত করিয়া রাখিবেন।

সেনাপতি মিচেল, সহকারীর নিকট সিপাহীদিগের বিরাগের সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ সৈনিক-নিবাসের দিকে যাত্রা করিলেন, এবং যথাস্থানে উপনীত হইয়া এতদ্দেশীয় অফিসারদিগকে আপনার নিকটে আসিতে আদেশ দিলেন, এই সময়ে ধীরতাপ্রদর্শন এবং তৎসঙ্গে-সঙ্গে বিশিষ্ট দৃঢ়তা প্রকাশের প্রয়োজন হইয়াছিল। ন্যায়পরায়ণ গবর্নমেণ্টের সম্মানিত নামে ধীরতার সহিত সকলকে আশ্বাস দিলে, এবং উপস্থিত সন্দেহ যে, অমূলক ধীরতার সহিত তাহা সপ্রমাণ করিলে অফিসারেরা সন্তুষ্ট হইতেন। অফিসারদিগের সঙ্গে সঙ্গে সিপাহীরাও দুশ্চিন্তার বিসর্জন দিয়া, সুস্থির হইত। কিন্তু ধীরতার এরূপ প্রয়োজন এস্থলে উপেক্ষিত হইল। সেনাপতি আপনার

হৃদয়ের আবেগ সংযত রাখিতে পারিলেন না। ক্রোধের উত্তেজনায় তিনি অধীরতার পরিচয় দিলেন এবং অফিসারদিগের সন্দেহ দূর করিতে চেষ্টা না করিয়া অধীরভাবে তাঁহাদিগকে ভয় দেখাইতে উদ্যত হইলেন। কর্নেল মিচেল ক্রোধের সহিত কহিলেন, টোটা এক বৎসর হইল প্রস্তুত হইয়াছে, অফিসারদের আশঙ্কার কোনও কারণ নাই, যদি এ কথার পরেও কেহ ইহার ব্যবহারে অসম্মত হয়, তাহা হইলে সমস্ত রেজিমেণ্ট ব্রহ্মদেশ কিংবা চীনে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে, সেখানে মৃত্যু ভিন্ন ইহাদের অদৃষ্টে আর কিছুই ঘটিবে না। যাহারা গবর্নমেণ্টের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তাহাদিগকে গুরুতর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। সেনাপতি মিচেলের এইরূপ কঠোর কথায় দেশীয় অফিসার-দিগের সন্দেহ দূর হইল না। তাঁহারা আপনাদের কর্নেলের মুখে সকল কথা পরিষ্কার-রূপে শুনিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সে ইচ্ছাঅতৃপ্ত রহিল। কর্নেলকে অধীরতা ও ক্রোধ প্রকাশ করিতে দেখিয়া তাঁহারা তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। বরং ইহাতে তাঁহাদের পূর্বতন সংস্কার বদ্ধমূল হইল। তাঁহাদের বিশ্বাস জন্মিল, অবশ্য টোটা অপবিত্র করা হইয়াছে, নচেৎ সেনাপতি কখনও এরূপ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া, সকলকে উহা ব্যবহার করিতে বলিতেন না। অফিসারেরা অতঃপর আপনাদের আবেদনও ঠিক এই যুক্তির সহিত স্বীয় মত সমর্থন করিয়াছিলেন, এই আবেদনে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল, 'তিনি (কর্নেল মিচেল) এরূপ ক্রুদ্ধভাবে আদেশ দিলেন যে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, টোটা সকল বাস্তবিকই বসা-মিশ্রিত করা হইয়াছে ; অন্যথা তিনি কখনও এরূপ উগ্রতা প্রকাশ করিতেন না।' অফিসারেরা সেনাপতিকে উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ দেখিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া আপনাদের পবিত্র ধর্মের সম্মান রক্ষার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

সেনাপতি মিচেল উত্তেজিতহৃদয়ে ক্রোধ-গম্ভীর-স্বরে বক্তৃতা করিয়া নীরব হইলেন, অফিসারেরা অধিকতর সন্দেহাকুলচিত্তে অধিকতর শঙ্কিত ও সন্ত্রস্তভাবে নীরবে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। সেনাপতিও উদ্বেগের সহিত নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে আপনার বাস-গৃহের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সময়ে সন্ধ্যা অতীত হইয়াছিল, রাত্রির অন্ধকার ধীরে ধীরে চারিদিক কালিময় করিয়া তুলিয়াছিল। সেনাপতির গাড়ি এই অন্ধকার ভেদ করিয়া যাইতে লাগিল। সেনাপতির পার্শ্বে তদীয় সহকারী উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু মিচেল এ অবস্থাতে সুস্থির থাকিতে পারিলেন না। মুহূর্তে মুহূর্তে তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত হইতে লাগিল, মুহূর্তে মুহূর্তে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, বাতাসের সঙ্গে যেন বিপদ খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, উহা শীঘ্রই তাঁহাদের মাথায় আসিয়া পড়িবে। এই অবশ্যম্ভাবী বিপদ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কোনো উপায় করা উচিত হইতেছে। কিন্তু উপস্থিত সময়ে ১৯ সংখ্যক রেজিমেণ্ট কেবল ভারতবর্ষীয় সৈন্যেই সংগঠিত হইয়াছিল। এই সৈনিক-দল ব্যতীত একদল অশ্বারোহী এবং কয়েকটি কামানের সহিত একদল কামানরক্ষী ছিল। মিচেল এই অশ্বারোহী ও কামানরক্ষকগণের সাহায্যে পদাতিক দলের আক্রমণ নিরস্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন কি না, জানা যায় নাই। কিন্তু ভয় দেখান তাঁহার একটি

প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তিনি ভয় দেখাইয়া সমস্ত বিঘ্ন-বিপত্তি দূর করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহার আর যে-কোন অভিসন্ধিই থাকুক না কেন, তিনি অশ্বারোহী ও কামান রক্ষকদিগকেও প্রাতঃকালের কাওয়াজের স্থলে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ প্রচার করিলেন।

এই আদেশ প্রচার করিয়া সেনাপতি মিচেল রাত্রি দশটার সময়ে শয়ন করিলেন। কিন্তু তাঁহার নিদ্রা হইল না। একটির পর আর-একটি চিন্তার তরঙ্গে তাঁহার হৃদয় নিয়ত আন্দোলিত হইতে লাগিল। তিনি নানাবিধ দুশ্চিন্তার স্রোতে পড়িয়া ভাসিতে লাগিলেন। এই সময়ে সৈনিক-নিবাসের দিকে জয়ঢাকের শব্দ ও বহুসংখ্যক লোকের কণ্ঠধ্বনি একত্র মিশ্রিত হওয়াতে কোলাহল সমুত্থিত হইল। কোলাহল নিশীথের শান্তিভঙ্গ করিয়া মিচেলের হৃদয়ে গভীর আশঙ্কার সঞ্চার করিল। জয়ঢাকের শব্দে ও বহুসংখ্যক লোকের ভয়ঙ্কর চীৎকারধ্বনিতে সৈনিক-নিবাস আন্দোলিত হইয়া উঠিল। এই ভয়ঙ্কর কোলাহলে সেনাপতি মিচেল স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, সিপাহীরা দলবদ্ধ হইয়া বিপদ বাধাইবার চেষ্টা কবিতেছে। অফিসারেরা কর্নেল মিচেলের নিকট হইতে চলিয়া গেলে, সিপাহীদিগের উত্তেজনা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহার পর যখন তাহারা শুনিতে পাইল, অশ্বারোহী ও কামান রক্ষকদিগকে সজ্জিত হইতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, ইহারা সকলেই প্রাতঃকালের কাওয়াজের সময়ে উপস্থিত হইবে, তখন তাহাদের গভীর আশঙ্কা গভীরতর হইয়া উঠিল ; তাহাদের সন্দেহ তখন দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইল , তাহারা তখন ভাবিল, কাওয়াজের সময়ে অপবিত্র টোটা বলপূর্বক তাহাদের হাতে দেওয়া হইবে, অশ্বারোহী ও কামানরক্ষকেরা এই সর্বনাশকর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। তাহারা এইরূপ গভীর আশঙ্কা ও চিন্তার আবেগের গতিরোধে সমর্থ হইল না। ক্ষোভে, বিরাগে ও রোষে তাহারা আপনাদের সনাতন ধর্ম রক্ষা করিতে সমুত্থিত হইল। প্রথমে কিরূপে সকলকে এক সময়ে একত্র দলবদ্ধ হইতে ইঙ্গিত করা হইয়াছিল, তাহা স্পষ্ট জানা যায় নাই। এরূপ সময়ে এবিষয়ে সূক্ষ্মরূপে অবধারণ করা একরূপ অসাধ্য। উত্তেজনার সময়ে অতি অল্প আয়াসে ও অতি অল্প কৌশলেই সকলকে একক্ষেত্রে দলবদ্ধ করা যাইতে পারে। বহরমপুরের সিপাহীরা একসময়ে সকলেই গভীর আশঙ্কা ও গভীর উদ্বেগে অধীর হইয়াছিল, সকলেই আপনাদের ধর্মহানি হইবে বলিয়া একরূপ উন্মত্তভাবে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। সকলেই অস্থির, সকলের কার্য-প্রণালীই শৃঙ্খলা-শূন্য। এই উন্মত্ত সিপাহী-দলের মধ্যে কেহ কেহ বন্দুক ভরিতে উদ্যত হইল, কেহ কেহ 'ছোড়' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, এবং কেহ কেহ যেখানে সকল অনিষ্টের মূল ভয়ঙ্কর টোটা ছিল, সেই স্থান অধিকার করিতে চলিল। গভীর নিশীথে বহরমপুরের সৈনিক-নিবাস এইরূপ ভয়ঙ্কর দৃশ্যের ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়া উঠিল।

সেনাপতি মিচেল এই কোলাহল শুনিয়াই মুহূর্ত মধ্যে শয্যা হইতে উঠিলেন, এবং মুহূর্তে মধ্যে যুদ্ধ-বেশে সজ্জিত হইয়া সৈনিক-নিবাসের দিকে গমন করিলেন। সিপাহীরা গভীর আশঙ্কায় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, কি প্রকৃতপক্ষে গবর্নমেন্টের

বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে, সেনাপতি প্রথমে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। যাহা হউক তিনি কিছুমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া অশ্বারোহীদিগকে শীঘ্র শীঘ্র সজ্জিত হইতে আদেশ দিলেন, কামান-রক্ষকদিগকেও আপনাদের কামানগুলি যথোপযুক্ত স্থলে লইয়া যাইতে কহিলেন। সেনাপতির আদেশ প্রতিপালিত হইল। অশ্বারোহী সৈনিক-দল সজ্জিত হইয়া অশ্বে আরোহণ করিল। অন্ধকারময় নিশীথে মশালের আলোকে কামান-রক্ষকেরা আপনাদের কামানসকল সিপাহীদিগের দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। সিপাহীরা দূরে কামানের চাকার শব্দ শুনিতে পাইল, প্রজ্বলিত মশালের আলোকে সুসজ্জিত অশ্বারোহীদিগকে আপনাদের অভিমুখে আসিতে দেখিল। এ দৃশ্যে তাহাদের হৃদয় অধিকতর তরঙ্গায়িত হইল; তাহারা অধিকতর শঙ্কান্বিত হইয়া আপনাদের স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল, কেহই পলাইল না, অথচ কেহই যুদ্ধের উদ্যোগ করিল না। অনেকের হাতে গুলিভরা বন্দুক ছিল, কিন্তু কেহই তাহা ছুঁড়িল না।

রাত্রি দুই প্রহর অতিবাহিত হইয়াছে। গাঢ় অন্ধকার পূর্বাপেক্ষা গাঢ়তর হইয়া সমুদয় এক করিয়া ফেলিয়াছে। সেনাপতি মিচেল এই সময়ে ইউরোপীয় অফিসারদিগকে শয্যা হইতে উঠাইয়া কামান সঙ্গে করিয়া কাওয়াজের প্রশস্তক্ষেত্র উপনীত হইলেন। সিপাহীদিগের হাতে বন্দুক ছিল, কিন্তু তাহাদের কেহই সামরিক পরিচ্ছদ পরিগ্রহ করে নাই। এ সময়েও সেনাপতির বিশিষ্ট ধীরতা দেখান উচিত ছিল। সেনাপতি এ সময়েও শান্তভাবে শান্তিময় কথায় সকলকে সন্তোষিত করিতে পারিতেন। কিন্তু মিচেল সিপাহীদিগের আতঙ্কের বিষয় বুঝিতে পারিলেন না; তিনি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর কঠোরতা দেখাইয়া উপস্থিত গোলযোগ দূর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার আদেশে কামান ভরা হইল এবং অশ্বারোহীরা কামানের নিকটে সন্নিবেশিত রহিল। মিচেল অতঃপর এতদ্দেশীয় অফিসারদিগকে একত্র হইবার জন্য আদেশ প্রচার করিলেন। আদেশানুসারে কার্য হইল। অফিসারেরা আবার সেনাপতির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, আবার তাঁহার মুখে সেই ক্রোধাবেগপূর্ণ—সেই উত্তেজনাময় কথা শুনিতে লাগিলেন। এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে সেনাপতি মিচেলের মুখ হইতে যে-সকল কথা বাহির হইয়াছিল, তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ হয় নাই, সুতরাং এখন তৎসমুদয় উদ্ধৃত করা অসম্ভব। কিন্তু মিচেল যাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া জলদ-গম্ভীর-স্বরে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাঁহারা তখন ইহাই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সেনাপতি সমস্ত অবাধ্য সিপাহীকেই কামানে উড়াইয়া দিবেন; তিনি ইহার জন্য আত্মবিসর্জনেও প্রস্তুত আছেন। এতদ্দেশীয় অফিসারেরা ধীরভাবে সেনাপতি মিচেলের কথা শুনিলেন, ধীরভাবে বিনয়নম্রতার সহিত তাঁহাকে কহিলেন, উপস্থিত সময়ে এরূপ উগ্র বা ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নহে। সিপাহীরা অনভিজ্ঞ ও সন্দিগ্ধ। তাহারা কেবল ভয়প্রযুক্ত এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, অশ্বারোহী সৈন্য ও কামান সকল তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবার জন্য আনা হইয়াছে। তাহারা এখন উত্তেজনায় উন্মত্ত এবং কার্যকারণের পরিজ্ঞানে অসমর্থ। যদি সেনাপতি এই অশ্বারোহী সৈন্য

ও কামান সকল এখান হইতে তাহাদের নির্দিষ্ট স্থানে পাঠাইয়া দেন, তাহাহইলে সিপাহীরা অস্ত্রপরিত্যাগপূর্বক শান্তভাবে আপনাদের কার্যে মনোনিবেশ করিবে।

অফিসারেরা নীরব হইলেন। নীরবে সেনাপতির দিকে চাহিয়া শান্তিময় আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এখন কি করিতে হইবে, সেনাপতি মিচেল তাহা সহসা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি বুঝিলেন, সিপাহীরা ঘোরতর আশঙ্কায় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, ইচ্ছা করিয়া গবর্নমেণ্টকে বিপদাপন্ন করিতে অগ্রসর হয় নাই। এ অবস্থায় অশ্বারোহী সৈন্য ও কামান সকল তাহাদের সম্মুখে আনা যার-পর-নাই অবিবেচনার কার্য হইয়াছিল। সেনাপতি মিচেল যদি অশ্বারোহীদিগকে আপনাদের স্থানে প্রস্তুত থাকিতে কহিয়া, প্রথমে সিপাহীদিগকে শান্তভাবে বশীভূত করিবার চেষ্টা পাইতেন, তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে ধীরতা ও বিবেকের সম্মান রক্ষিত হইত। উত্তেজিত সিপাহিরা মিষ্টকথায় শান্ত না হইলে সেনাপতি অনায়াসে অশ্বারোহীদিগকে তাহাদের সম্মুখে আনিতে পারিতেন। কিন্তু সেনাপতি মিচেল ইহা করেন নাই। তিনি সবিশেষ বিবেচনা না করিয়াই একবারে সমুদয় অশ্বারোহী সৈন্য ও কামান সিপাহীদিগের সম্মুখে আনিয়া ফেলিয়াছেন, এখন সিপাহীদিগের আনুগত্য স্বীকারের পূর্বে ইহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিতে পারিলেন না। সেনাপতি কিছু গোলযোগে পড়িলেন, এ সময়ে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, হঠাৎ ঠিক করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি এতদ্দেশীয় অফিসারদিগকে কহিলেন, অশ্বারোহী ও কামান-রক্ষকদিগকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দেওয়া হইতেছে, কিন্তু প্রাতঃকালের কাওয়াজের স্থলে সকলকেই উপস্থিত হইতে হইবে। অফিসারেরা আবার ধীরভাবে বিনয়নম্রতার সহিত সেনাপতিকে কহিলেন, এরূপ করিলে সিপাহীরা আশ্বস্ত হইবে না, তাহাদের আশঙ্কাও দূর হইবে না, কাওয়াজের সময়ে কামান ও অশ্বারোহীদিগকে আপনাদের সম্মুখে দেখিলে তাহারা আবার নানাপ্রকার সন্দেহতরঙ্গে দোলায়িত হইতে থাকিবে। সুতরাং এখন অশ্বারোহী সৈন্য ও কামান-রক্ষকদিগকে তাহাদের আপন আপন স্থানে ফিরিয়া যাইতে বলা কর্তব্য, এবং প্রাতঃকালের কাওয়াজ বন্ধ রাখা বিধেয়। সেনাপতি অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না। ক্রমে অশ্বারোহী ও কামান-রক্ষকগণ আপনাদের বাসস্থানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, ক্রমে মশাল সকল সিপাহী-দিগের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইল। সিপাহীরা তখন আশ্বস্ত হইল, মশালের সঙ্গে সঙ্গে অশ্বারোহী সৈনিক-দল ও কামান সকল স্থানান্তরিত হইতে দেখিয়া, তাহারা আপনাদিগকে নিরাপদ ভাবিতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে ১৯ সংখ্যক সৈনিক-দল কাওয়াজের স্থলে উপনীত হইল, এবার তাহাদের মধ্যে সেরূপ অবাধ্যতা বা সেরূপ উদ্বেগের সঞ্চার দেখা গেল না। তাহারা কোনরূপ আপত্তি না করিয়া, যথানিয়মে আপনাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিল। সহসা উত্তেজনার তরঙ্গে অধীর হওয়াতে তাহাদের মনে অনুশোচনা জন্মিয়াছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ইহাতেও নীরবে রহিলেন না, তাহাদিগকে পুনর্বার কর্তব্যকর্মে অভিনিবিষ্ট দেখিয়াও, তাঁহারা স্থির থাকিতে পারিলেন না। কি কারণে

তাহারা সেনাপতির আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছিল, কি কারণে তাহাদের মধ্যে বিরাগের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। অনেক দিন, এই অনুসন্ধান চলিতে লাগিল, অনেক দিন, এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় অফিসারদিগের সাক্ষ্য গৃহীত হইতে লাগিল। সিপাহীরা ইহার পর আর কোনরূপ উত্তেজনা বা অবাধ্যতার লক্ষণ দেখাইল না। তাহারা যথানিয়মে আপনাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিল। মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম এই সময়ে সাধারণের মধ্যে শান্তিরক্ষা করিতে সবিশেষ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কর্নেল জর্জ ম্যাকগ্রেগর নামক সৈনিক পুরুষের সহিত পরামর্শ করিয়া, তিনি শান্তি অব্যাহত রাখিতে যত্নশীল হইলেন। নবাব নাজিমের প্রয়াস সফল হইল। মুর্শিদাবাদের কেহই কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিল না, সকলেই শান্তভাবে থাকিয়া শান্তিময়-পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

যাঁহারা সৈনিকদলের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করেন, রণ-নিপুণ পুরুষগণ প্রতি মুহূর্তে প্রত্যেক কার্যে যাঁহাদের অনুমতির প্রতীক্ষা করিয়া থাকে; তাঁহাদের সকল সময়েই ধীরতা ও বিবেকের অনুবর্তী হইয়া চলা উচিত। সঙ্কটাপন্ন সময়ে অধীরভাবে কোন কার্যের অনুষ্ঠান করিলে বা অবিবেকের মন্ত্রণায় অকর্তব্যসাধনে উদ্যত হইলে ফল বড় ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়ায়। যাহারা বীরত্বে উন্নত, সাহসে অবিচলিত ও কর্তব্য-প্রতিপালনে অনলস, তাহারা আপনাদের অধিনায়ককে সকল সময়ে প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায়, ধীর, গম্ভীর এবং উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কার্যের অনুষ্ঠানকারী দেখিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সেনাপতি মিচেল ১৯ সংখ্যক সৈনিক-দলের নিকট এইরূপ ধীরতা বা গাম্ভীর্যের পরিচয় দিতে পারেন নাই। সেনাপতির দোষে অনেক সময়ে অনেক অকার্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। উপস্থিত সময়েও সেনাপতি মিচেলের বিবেচনার দোষে নিঃসন্দেহ অকার্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। কর্নেল মিচেল উগ্রতা ও অধীরতা না দেখাইলে বোধহয়, সিপাহীরা উত্তেজিত হইয়া উঠিত না, এবং মিচেল অসময়ে ক্রোধপ্রকাশ না করিলে বোধহয়, এতদ্দেশীয় অফিসারেরা সিপাহীদিগকে নিরস্ত করিতে উদাসীন থাকিতেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গবর্ণমেণ্টের সময়োচিত কার্যনির্বাহে বিলম্ব হওয়ার কারণ—গবর্নমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন শাসন-সংক্রান্ত বিভাগ—বসাযুক্ত টোটার বিষয়ের অনুসন্ধান—বারাকপুরের সিপাহীদিগের মধ্যে অসন্তোষের বৃদ্ধি—সিপাহী মঙ্গল পাঁড়ে—৩৪ সংখ্যক সিপাহীদলের মধ্যে গোলযোগ—১৯ সংখ্যক সিপাহীদলের নিরস্ত্রীকরণ।

সকল দেশে এবং সকল শাসন-প্রণালীর মধ্যেই দেখা যায়, যে বিপদে রাজ্যের সমূহ অমঙ্গল সাধিত হয়, তাহা এমন অলক্ষ্যভাবে আপনার গতিবিস্তার করে যে, সেই বিপদ ফলোন্মুখ হওয়ার পূর্বে রাজ্যাধিপতি উহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারেন না। বিপদ এইরূপে সময় পাইয়া, ধীরে ধীরে শক্তিসংগ্রহ পূর্বক রাজকীয় শাসনের বিরুদ্ধে এমন তুমুল কাণ্ড উপস্থিত করে যে, শেষে উহার গতিরোধ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। ভারতবর্ষের ন্যায় বিস্তৃত রাজ্যে এরূপ অবশ্যম্ভাবী বিপদের সংবাদ জানিতে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের অধিক সময় লাগিয়া থাকে। ভারতবর্ষীয়েরা ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত। ইহাদের ভাষা বিভিন্ন, আচার-ব্যবহার বিভিন্ন এবং ধর্মানুশাসন বিভিন্ন। গবর্নমেণ্ট এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মনোগত ভাব সর্বাংশে আয়ত্ত রাখিতে পারেন না, ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর—সকল ধর্মানুশাসনের লোকেও সকল সময়ে গবর্নমেণ্টের অভিসন্ধি বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং রাজা-প্রজা অনেক সময়ে অন্ধকারে থাকিয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। শাসন-বিভাগের যে-সকল অধস্তন কর্মচারী সাধারণের মধ্যে অবস্থান করেন, তাঁহারা সহসা কোনো বিপদের আভাস পাইলে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া থাকেন। কিন্তু এই সংবাদ শাসনবিভাগের কুটিল-পথ অতিক্রম করিয়া প্রধানতম শাসনকর্তার কর্ণগোচর হইতে-না-হইতেই বিপদ ভয়ঙ্কর ও দুর্নিবার্য হইয়া উঠে।

ভারত সাম্রাজ্যের সৈন্যসংক্রান্ত সমস্ত কার্যের ভার প্রধানতম সেনাপতির উপর সমর্পিত আছে। কিন্তু গবর্নর-জেনেরলের হস্তে সমুদয় বিষয়ের শাসন-ভার থাকাতে সৈনিক বিভাগের কার্যও গবর্নর-জেনেরলকে সুনিয়মিত রাখিতে হয়। গবর্নর-জেনেরল আপনার দায়িত্ব বুঝিয়া সৈনিক-বিভাগের কার্যে প্রধানতম সেনাপতির উপরেই নির্ভর করিয়া থাকেন। শাসন-বিভাগের এই দুইজন প্রধানতম রাজপুরুষ একস্থানে থাকিলে গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা হইতে অধিক বিলম্ব বা অসুবিধা হয় না। কিন্তু অনেক সময়ে এরূপ ঘটে যে, গবর্নর-জেনরেল তাঁহার সেক্রেটারির সহিত রাজ্যের একস্থানে অবস্থান করেন, এবং প্রধান সেনাপতি রাজ্যের আর একস্থানে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ১৮৫৭ অব্দের প্রারম্ভে এইরূপ ঘটিয়াছিল। লর্ড ক্যানিঙ্ কলিকাতায় ছিলেন, প্রধান

সেনাপতি আনসনের কার্যালয় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ছিল*। সেনাপতি স্বয়ং বাংলায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। আড্‌জুটাণ্ট জেনেরল মিরাটে ছিলেন। আড্‌জুটাণ্ট জেনেরলের কার্যালয় কলিকাতায় ছিল। বসাযুক্ত টোটার বিষয়ের অনুসন্ধানপূর্বক কর্তব্যের অবধারণ করা ইঁহাদের সকলেরই কার্য ছিল। কিন্তু সকলে একস্থানে ছিলেন না, সকলের কার্যালয়ও একস্থানে ছিল না। এজন্য যথোচিত সময়ে যথোচিত উপায় অবলম্বিত হয় নাই। এইরূপ বিলম্ব পরিশেষে অনিষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

প্রধানতম রাজপুরুষগণ স্থানান্তরে থাকাতেই কেবল বিলম্ব হয় নাই, রাজকীয় শাসন-বিভাগের কার্য-প্রণালী অনুসারেও বিস্তর বিলম্ব ঘটিয়াছিল। প্রতি বিভাগেই বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অনেকগুলি রাজপুরুষ রাজকীয় শাসন-প্রণালী সুব্যবস্থিত রাখিবার জন্য নিয়োজিত রহিয়াছেন। কোনো প্রাসাদে উঠিতে হইলে যেমন স্তরে স্তরে সজ্জিত সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিতে হয়, কোনো বিষয় প্রধানতম রাজপুরুষের গোচর করিতে হইলেও সেইরূপ বিভাগীয় রাজপুরুষদিগের শ্রেণী, একটির পর আর একটি করিয়া, অতিক্রম করিতে হইয়া থাকে। কোনো গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে, অধস্তন রাজপুরুষ, তাঁহার অব্যবহিত উপরে যিনি থাকেন, তাঁহাকে জানাইতে বাধ্য হন। এই উপরওয়ালা আবার তাঁহার অব্যবহিত উপরের কর্মচারীকে জানান। এইরূপে বিষয়টি রাজকীয় শাসন-বিভাগের স্তরের-পর-স্তর অতিক্রম করিয়া প্রধানতম শাসনকর্তার সমক্ষে পেঁাছিয়া থাকে। ২২শে জানুয়ারি দমদমাস্থিত ৭ সংখ্যক সিপাহী-দলের অধ্যক্ষ লেফ্‌টেনেণ্ট রাইট বসাযুক্ত টোটা ও তন্নিবন্ধন সিপাহীদিগের মধ্যে যে উত্তেজনা হইয়াছে, তাহার কথা অস্ত্রাগারের অধ্যক্ষকে জানান। অধ্যক্ষ মেজর বোনটেন উহা তৎপর দিন দমদমার সৈনিক-নিবাসের অধ্যক্ষের গোচর করেন। এই অধ্যক্ষ আবার উহার বিষয় বারাকপুরের সেনাপতির নিকট লিখিয়া পাঠান। কর্নেল হিয়ারসের নিকট হইতে এই বিষয় কলিকাতায় আডজুটাণ্ট জেনেরলেব কার্যালয়ে উপস্থিত হয়। বিষয়টি গুরুতর ছিল। শীঘ্র শীঘ্র এ সম্বন্ধে যথোপযুক্ত কার্য-পদ্ধতির অবলম্বন করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। সেনাপতি হিয়ারসে এজন্য উপস্থিত বিষয়, শীঘ্র ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টে পাঠাইবার জন্য, আডজুটাণ্ট জেনেরলের কার্যালয়ে লিখিলেন, এবং সেই সঙ্গে প্রস্তাব করিলেন যে, সিপাহীদিগকে যেন তাহাদের আপন আপন টোটা তৈলাক্ত করিবার অধিকার দেওয়া হয়। সেনাপতি হিয়ারসের পত্র ২৪শে জানুয়ারি আডজুটাণ্ট জেনেরলের কার্যালয়ে পেঁাছিল। সে দিনও সময় না থাকাতে এ সম্বন্ধে কিছু করা হইল না। তৎপর দিন রবিবার, সুতরাং সে দিনও হিয়ারসের লিখিত 'অতি প্রয়োজনীয়' পত্র আডজুটাণ্ট জেনেরলের কার্যালয়ে পড়িয়া রহিল। ২৬শে জানুয়ারি আডজুটাণ্ট জেনেরল ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের সৈনিক বিভাগের সেক্রেটরীর নিকটে

* ঠিক এই সময়ে সেনাপতি আনসনের স্ত্রী ইংলণ্ডে যাইতে প্রস্তুত হন। সেনাপতি সহধর্মিণীকে স্বদেশে পাঠাইয়া দিতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সেনাপতির কলিকাতায় অবস্থিতি-সময়েই সিপাহীরা বসাযুক্ত টোটার কথায় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু টোটার বিষয়ে সেনাপতির তখন মনোযোগ দেওয়ার সুবিধা ঘটে নাই।

সেনাপতি হিয়ারসের পত্র পাঠাইলেন। পরদিন গবর্নমেণ্ট হিয়ারসের প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া, আডজুটাণ্ট জেনেরলের কার্যালয়ে পত্র লিখিলেন। ২৮শে গবর্নমেণ্টের অনুমতি সেনাপতি হিয়ারসের নিকটে পেঁাছিল। সেনাপতি অনুমতিপত্র পাইয়া বারাকপুরের সমুদয় সিপাহীকে উহা জানাইতে আদেশ দিলেন। কিন্তু এই কার্য বড় বিলম্বে হইল। ইহার পূর্বদিন একজন এতদ্দেশীয় অফিসার, কাওয়াজের সময়, টোটার সম্বন্ধে গবর্নমেণ্ট হইতে কোনো আদেশ আসিয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু সে দিন কোনও অনুমতি আসে নাই। সুতরাং অফিসারকে, কোনো আদেশ পাওয়া যায় নাই বলিয়া, উত্তর দিতে হয়। যদি প্রধানতম শাসনকর্তা ও সেনাপতি হিয়ারসের মধ্যে আডজুটাণ্ট জেনেরলের কার্যালয় না থাকিত, তাহা হইলে সেনাপতি চারিদিন পূর্বে আপনার পত্রের উত্তর পাইতেন। যখন কর্তৃপক্ষ টোটার সম্বন্ধে আপনাদের মধ্যে পত্র লেখালেখি করিতেছিলেন, তখন গবর্নমেণ্টের বিরোধিগণ সাহস পাইয়া, ভয়ঙ্কর কার্যসাধনের জন্য ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র করিতেছিল।

এই গুরুতর বিষয় ক্রমে বাংলা অতিক্রম করিয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে উপনীত হইল। প্রথমে বাহিরে উহা কাহারও নিকট ভয়ঙ্কর ভাবের পরিচয় দিল না, অলক্ষিতভাবে গতি প্রসারিত করিয়া, উহা সকলকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে লাগিল। গবর্নমেণ্ট এই বিষয় অতি অকিঞ্চিৎকর ভাবিয়াছিলেন, আশা করিয়াছিলেন, সিপাহীদিগকে শান্তভাবে সান্ত্বনা করিলেই তাহাদের সমস্ত বিরাগ অন্তর্হিত হইবে। এই বিষয় হইতে যে, শেষে ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত হইবে, তাহা প্রথমে তাঁহাদের বোধগম্য হয় নাই। কিন্তু বিপদ অলক্ষিতভাবে শক্তিসংগ্রহ করিতেছিল; অলক্ষিতভাবে ক্রমে ভয়ঙ্কর হইতেও ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করিতেছিল; মহামতি লর্ড ক্যানিঙ্ অল্প দিন মাত্র গবর্নর জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি সূক্ষ্মরূপে সকল বিভাগের কার্য-প্রণালীর অনুসন্ধান করিবার সময় পান নাই। তাঁহাকে অনেক সময়ে অনেক বিষয়ে সেক্রেটরিদের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইত। ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের সৈনিক বিভাগের সেক্রেটরি উপস্থিত বিষয়ে দায়ী ছিলেন। কোনো গোলযোগ উপস্থিত হইলে গবর্নর জেনেরলকে সৎপরামর্শ দেওয়া তাঁহারই কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। কর্নেল রিচার্ড বার্চ এই সময়ে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের সৈনিক বিভাগের সেক্রেটরি ছিলেন, তাঁহার চরিত্র ও কর্তব্য-নিষ্ঠার উপর সকলেরই শ্রদ্ধা ছিল। কর্নেল বার্চ যখন শুনিলেন, দমদমার সিপাহীরা ক্রমে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে; তখন তিনি কালবিলম্ব না করিয়া উপস্থিত বিষয়ের অনুসন্ধান জন্য দমদমায় যাত্রা করিলেন।

দমদমায় উপস্থিত হইয়া কর্নেল বার্চ শুনিলেন যে, যদিও বসামিশ্রিত টোটা প্রস্তুত হইয়াছে, তথাপি উহার একটিও দমদমা বা প্রেসিডেন্সি বিভাগের কোন সিপাহীকে ব্যবহার করিতে হয় নাই। যাহা হউক, কর্নেল বার্চ সিপাহীদিগের উত্তেজনা নিবারণ করিতে সবিশেষ যত্নশীল হইলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, দমদমায় যাহা ঘটিয়াছে, অন্যান্য সৈনিক-নিবাসেও তাহা ঘটিতে পারে। যে-যে স্থানে নূতন রাইফল বন্দুকের ব্যবহার-প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, সেই-সেই স্থানেই অভিনব

টোটার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ গোলযোগ উপস্থিত হইবে। সুতরাং যত শীঘ্র হউক, এই গোলযোগ নিবারণের উপায় করা কর্তব্য হইতেছে।

কর্নেল বার্চ এইরূপ স্থির করিয়া, একেবারে গবর্নর জেনেরলের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার নিকট, সিপাহীদিগের হৃদয় আশ্বস্ত ও শান্ত করিবার জন্য কোনরূপ উপায় অবলম্বনের অনুমতি চাহিলেন। প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল। অবিলম্বে দমদমা ও মিরাটে এই আদেশ প্রচারিত হইল যে, কোনরূপ বসাযুক্ত টোটা সিপাহীদিগকে দেওয়া হইবে না। সিপাহীরা ইচ্ছানুসারে আপনাদের হাতে টোটায় কোনরূপ তৈলাক্ত পদার্থ দিতে পারিবে। আম্বালা ও শ্যালকোটে এইরূপ আদেশ প্রচারিত হইল। বসাযুক্ত টোটা সিপাহীদিগকে দেওয়া হইবে না; সিপাহীরা যে-কোনো তৈলাক্ত পদার্থ উপযুক্ত মনে করে, তাহাই আপনাদের টোটায় ব্যবহার করিতে পারিবে; প্রধানতম সেনাপতি দ্বারা এইরূপ কোনো সাধারণ আদেশ প্রচারের জন্য কর্নেল বার্চ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তি করিবার কারণ ছিল না। কিন্তু মিরাটে সহসা আপত্তি উত্থাপিত হইল। তথাকার সৈনিক কর্মচারী কলিকাতায় এই সংবাদ পাঠাইলেন যে, সিপাহীরা কয়েক বৎসর হইল, বসাযুক্ত টোটা ব্যবহার করিতেছে, এই টোটায় মেষের চর্বি দেওয়া হইয়া থাকে। কলিকাতার কর্তৃপক্ষ কোনোরূপ আপত্তি করিলেন না। তাঁহারা আদেশ দিলেন, যদি মেষের চর্বি বা মোম টোটায় দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহা ব্যবহৃত হইতে পারে।

সত্য বটে, কলিকাতার দুর্গে ও মিরাটে টোটা সকল অপবিত্র ও অস্পৃশ্য বসায় প্রস্তুত হইয়াছিল, সত্য বটে, ১৮৫৬ অব্দের অক্টোবর মাসে এইরূপ অনেক টোটা আম্বালা ও শ্যালকোটের সৈনিক-নিবাসে প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু এই টোটা সিপাহীদিগকে ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় নাই। সিপাহীরা তখন নূতন বন্দুকের ব্যবহার-প্রণালী মাত্র শিখিতেছিল। কিরূপে উহা ধরিতে হয়, কিরূপে উহা দ্বারা দূরবর্তী স্থান হইতে লক্ষ্যনির্দেশ করিতে হয়; উহার গঠন-প্রণালী ও উহার গুণ কিরূপ, ইহাই তাহাদের শিক্ষার বিষয় ছিল। কয়েক সপ্তাহ কাল, সিপাহীরা এই সকল বিষয় শিখিতে লাগিল, কয়েক সপ্তাহ কাল, এই অভিনব অস্ত্রের অভিনব ব্যবহার-প্রণালী শিক্ষার আমোদেই তাহারা আসক্ত রহিল। শেষে যখন টোটার প্রয়োজন উপস্থিত হইল, তখন তাহারা তৈলাক্ত বা মোমযুক্ত টোটা ব্যবহার করিতে লাগিল।

সিপাহীদিগের হৃদয় ইহাতেও আশ্বস্ত হইল না। যে গভীর আতঙ্কে, যে গভীর সন্ত্রাসে তাহারা অধীর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা দূর হইল না। প্রথমে এক সৈনিক-নিবাস হইতে আর-এক সৈনিক-নিবাসে যে জনরব প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে সিপাহীদিগের হৃদয় ক্রমে ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। এই অন্ধকার দূর করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। ঘৃণিত ও অপবিত্র বসা স্পর্শ করিতে হইবে বলিয়াই যে, সিপাহীরা বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা নহে। মিরাটে ব্রাহ্মণ বালকেরা পর্যন্ত বসাযুক্ত টোটার নির্মাণে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু ইহাতে কেহই কোনো আপত্তি করে নাই। সিপাহীদিগকে টোটা দাঁতে কাটিয়া বন্দুকে দিতে হইত। কর্তৃপক্ষ মনে

করিলেন যে, কেবল এই জন্যই ঘোরতর অসন্তোষের সূত্রপাত হইয়াছে। সুতরাং মেজর বণ্টন নামক একজন সৈনিক-পুরুষের পরামর্শে এই রীতির পরিবর্তন হইল। কর্তৃপক্ষ আদেশ দিলেন, সিপাহীরা অভিনব টোটা দাঁতে না কাটিয়া, হাতে ছিঁড়িয়া বন্দুকে দিবে। কিন্তু সিপাহী ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না। গাঢ় অন্ধকারের গভীর কালিমা তাহার হৃদয় হইতে অপসারিত হইল না। সে কহিতে লাগিল, টোটা দাঁতে কাটিয়া বন্দুকে দেওয়াই তাহার অভ্যাস হইয়াছে। বিশেষতঃ সত্বরতার সময়ে, এই অভ্যাস অনুসারেই কার্য করিতে হইবে। সুতরাং উপস্থিত পরিবর্তনে সিপাহীর সন্তোষ জন্মিল না। সিপাহী পূর্বের ন্যায় বিষন্ন, পূর্বের ন্যায় অসন্তুষ্ট ও পূর্বের ন্যায় আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া রহিল।

১৮৫৭ অব্দের প্রারম্ভে সেনাপতি হিয়ারসে, ব্যারাকপুর হইতে লিখিলেন, 'কিছু দিন আমি এখানকার সিপাহীদিগের মনোগত ভাব দেখিয়া আসিতেছি। কতকগুলি দুষ্ট লোকের কুমন্ত্রণায় তাহারা অধীর হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল দুষ্ট লোক, তাহাদের মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছে যে, গবর্নমেণ্ট, তাহাদের জাতি ও তাহাদের ধর্মসংস্কারের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া, শীঘ্রই তাহাদিগকে খ্রীস্টীয়ধর্মে দীক্ষিত করিবেন।' সেনাপতির এই কথা অযথার্থ হয় নাই। একদিনের পর আর-এক-দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু সিপাহীরা শান্ত বা সন্তুষ্ট হইল না। প্রতি নূতন দিন নূতন অশান্তি, নূতন অসন্তোষ সংগ্রহ করিয়া তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইতে লাগিল। বারাকপুরের সকল সিপাহীই এইরূপ গভীর আশঙ্কায় উত্তেজিত হইয়াছিল। সেনাপতিরা তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, তাহাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করিতে গবর্নমেণ্টের কোনরূপ ইচ্ছা নাই। তাহাদিগকে কোনরূপ বসাযুক্ত টোটা ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় নাই। তাহারা ইচ্ছা করিলে, আপনাদের টোটায় তৈল বা মোম মিশাইয়া লইতে পারে। কিন্তু সিপাহীরা এরূপ সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহারা কিছুতেই সেনাপতিদের কথায় বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিল না। তাহারা সন্দেহ করিতে লাগিল যে, টোটার কাগজ অস্পৃশ্য ও অপবিত্র পশুর বসায় প্রস্তুত হইয়াছে। এই কাগজের উপরিভাগ তৈলাক্ত বলিয়া বোধ হইত, সুতরাং তাহাদের সন্দেহ সহজেই বদ্ধমূল হইল। ইহার পর তাহারা যখন দেখিল, এই কাগজ আগুনে দিলে চট্‌চটে শব্দ হয়, এবং চর্বি পোড়ার ন্যায় এক প্রকার গন্ধ অনুভূত হইতে থাকে, তখন তাহাদের সন্দেহ গভীরতর হইল এবং জাতিনাশ, ধর্মনাশের আশঙ্কা প্রতিদিন ঘোরতর হইয়া উঠিতে লাগিল।

সেনাপতি হিয়ারসে, সন্ত্রস্ত ও সন্দিগ্ধ সিপাহীদিগকে শান্ত করিতে উদাসীন হন নাই। সিপাহীদিগের উপর তাঁহার যথোচিত সমবেদনা ছিল। তিনি সিপাহীদিগের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। হিয়ারসে দেখিলেন, সিপাহীরা গভীর আশঙ্কায় জ্ঞানশূন্য হইয়াছে। বসাযুক্ত টোটার জন্য হিন্দু ও মুসলমান, উভয়ের মধ্যেই জাতিনাশ ও ধর্মনাশের আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এ সময়ে

ধীরভাবে সিপাহীদিগের এই আশঙ্কা দূর করা একান্ত আবশ্যক। কঠোর শাস্তি প্রদান অপেক্ষা সস্নেহ ও সদয় ব্যবহারে সিপাহীদিগকে শান্ত করাই উচিত। ইহা ভাবিয়া হিয়ারসে কাওয়াজের সময়ে হিন্দুস্থানী ভাষায় সিপাহীদিগকে কহিলেন যে; তাহারা অমূলক আশঙ্কায় অধীর হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা যে গবর্নমেণ্টের কার্যে নিয়োজিত রহিয়াছে, যে সেনাপতিগণের অধীনে পরিচালিত হইতেছে, সে গবর্নমেণ্ট, বা সে সেনাপতিগণ ভ্রমেও তাহাদের চিরন্তন ধর্মসংস্কার বা জাতির উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। তাহারা খ্রীস্টীয়ধর্মে দীক্ষিত হইবে, এরূপ আশঙ্কা কিছুতেই তাহাদের মনে স্থান দেওয়া উচিত নহে। ইংরেজেরা ধর্মপ্রচারে জ্ঞানশূন্য হন না। তাঁহারা যাহাকে তাহাকে আপনাদের ধর্মে দীক্ষিত করিয়া, অধীরতা বা অবিবেচনার পরিচয় দেন না। যাহারা খ্রীষ্টীয়ধর্মগ্রন্থ পড়িতে ও বুঝিতে পারে, তাহারা যদি ইচ্ছাপূর্বক ঐ ধর্ম অবলম্বন করিতে চাহে, তাহা হইলেই তাহাদিগকে উক্ত ধর্মে যথারীতি দীক্ষিত করা হয়। কিন্তু দীক্ষার পূর্বে, তাহারা সমস্ত ধর্মানুশাসন বুঝিতে পারিয়াছে কি না, সে বিষয়ে তাহাদিগের পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। ধর্মানুশাসনে শিক্ষা না হইলে ও ধর্মপরিগ্রহে ইচ্ছাশী থাকিলে, কেহই ঐ ধর্মে দীক্ষিত হইতে পারে না। ধীরভাবে ইহা কহিয়া, সেনাপতি সিপাহীদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, যে, তাহারা তাঁহার সমস্ত কথা বুঝিতে পারিয়াছে কি না? তাহারা নীরবে মাথা নাড়িয়া সম্মতি প্রকাশ করিল। সেনাপতি সন্তুষ্ট হইলেন, ভাবিলেন, তাহাদের হৃদয় শান্ত হইয়াছে। আশঙ্কার গভীর আবেগ দূরে অপসারিত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু বক্তৃতার মোহিনী শক্তি, তেজস্বিনী ভাষার অপূর্ব উচ্ছ্বাস সিপাহীদিগকে দীর্ঘকাল শান্তভাবে রাখিতে পারিল না। বারাকপুরের যে উত্তেজিত সৈনিকদল কাওয়াজের ভূমিতে সেনাপতি হিয়ারসের বক্তৃতা শুনিয়াছিল, তাহাদের হৃদয় আবার গভীর আশঙ্কার তরঙ্গে দুলিতে লাগিল। দিনের-পর-সপ্তাহ অতীত হইতে লাগিল, তথাপি গবর্নমেণ্ট কোনরূপ উপায় অবলম্বন করিলেন না। বারাকপুরের সিপাহীরা নীরবে আপনাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিল; কিন্তু সন্তোষ ও শান্তির সম্মোহন দৃশ্য তাহাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল, সে দৃশ্য আর তাহাদের সম্মুখে আসিল না। প্রীতি ও তৃপ্তির সহিত আর তাহারা আপনাদের জীবনের সুখময় চিত্র আঁকিতে পারিল না। যে গভীর আশঙ্কায় তাহাদের হৃদয় আন্দোলিত হইয়াছিল, তাহা আর অপসারিত হইল না। তাহারা কহিতে লাগিল, তাহাদের পতনের সময় সম্মুখবর্তী হইয়াছে, বহু সংখ্যক ইউরোপীয় সৈন্য ও বহু সংখ্যক ইউরোপীয় কামানরক্ষী তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে অগ্রসর হইতেছে*।

* এ বিষয়ে বারাকপুরের একজন ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষ তাঁহার কোন বন্ধুকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রে লিখিত ছিল, '৮ই মার্চ আমার সেনাদলের একজন নায়ক আসিয়া কহে যে, সিপাহীদিগের মধ্যে প্রচার হইয়াছে, গবর্নমেণ্ট হাবড়ায় পাঁচ হাজার ইউরোপীয় সৈন্য একত্র করিয়াছেন, ইহারা দুইখানি জাহাজে আসিয়াছে। দোলের দিন ইহারা এইখানে পেঁছিবে। এই সংবাদ শুনিয়া সিপাহীরা সেই রাত্রিতে নিদ্রিত হয় নাই।'

এই বিশ্বাস অতিরঞ্জিত হইতে পারে, কিন্তু ইহা একেবারে অমূলক হয় নাই। যখন বারাকপুরের সিপাহীদিগের উত্তেজনার কথা কলিকাতায় পেঁছিছে, তখন গবর্নর জেনেরল ভয়ঙ্কর বিপদের আভাস স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ভারতের আকাশতলে ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই মেঘের গভীর কালিমা ক্রমেই গভীরতর হইয়া উঠিতেছিল। ভারতের সৈনিকদল যখন গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধাচারী হইয়াছে, তখন গবর্নমেণ্টকে নিরাপদ করিবার জন্য সবিশেষ সত্বরতার সহিত কোনরূপ উপায়ের অবলম্বন আবশ্যক হইয়াছিল। এই সময়ে বাংলায় বেশী ইউরোপীয় সৈন্য ছিল না। কলিকাতা ও দানাপুরের মধ্যে কেবল একদল মাত্র ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। বহরমপুরের সিপাহীদিগের হাঙ্গামার একসপ্তাহ পরে কর্নেল মিচেল, উত্তেজিত সৈনিকদলকে নিরস্ত্র করিবার জন্য বারাকপুরে আনিতে আদেশ পাইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে রেঙ্গুন হইতে একদল ইউরোপীয় সৈন্য আনিবার জন্য একখানি জাহাজ প্রেরিত হইয়াছিল। বারাকপুরের সেনাপতিরা ইহার কিছুই জানিতেন না। অধিক কি, এই সংবাদ সেনাপতি হিয়ারসের নিকটেও উপস্থিত হয় নাই। সেনাপতি সিপাহীদিগের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, সিপাহীরা কল্পনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, সকল বিষয়ই অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু শেষে তাহার মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন সিপাহীরা তাঁহাদের অপেক্ষাও অনেক বিষয় জানে। জাহাজ রেঙ্গুন হইতে ইউরোপীয় সৈন্য লইয়া, কলিকাতায় আসিয়া পেঁছিল। কলিকাতার ইউরোপীয় প্রবাসীরা অসময়ে সহায়-সম্পন্ন হওয়াতে প্রফুল্লহৃদয়ে আমোদ করিতে লাগিল।

এই সময়ে সিপাহীদিগের ন্যায় গবর্নমেণ্টও সাতিশয় শঙ্কাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। সিপাহীদিগের বিরাগ, সিপাহীদিগের উত্তেজনা, ইহার উপর সিপাহীদিগের অবাধ্যতা দেখিয়া, গবর্নমেণ্টের আশঙ্কা ক্রমে গভীরতর হইয়া ছিল। এই আশঙ্কার সময়ে গবর্নমেণ্ট সবিশেষ ধীরতার সহিত কার্য করিতে পারেন নাই। প্রধান প্রধান ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষদিগের অজ্ঞাতসারে গবর্নমেণ্ট আত্মরক্ষার চেষ্টা পাইতেছিলেন। কিন্তু সিপাহীরা সকল স্থান হইতেই সংবাদ সংগ্রহ করিত। নগরে নগরে যাহা হইত, কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হওয়ার পূর্বে, তাহা সিপাহীদিগের বিদিত হইত। রেঙ্গুন হইতে ইউরোপীয় সৈন্যের আগমন-সংবাদ সেনাপতি হিয়ারসে পূর্বে জানিতে পারেন নাই। এ-দিকে প্রতি সৈনিক-নিবাসে এ সম্বন্ধে আন্দোলন হইতেছিল। সিপাহীরা গবর্নমেণ্টের অভিসন্ধির উপর সন্দেহ করিয়া, ক্রমেই পূর্বাপেক্ষা অধিকতর বিরক্ত, অধিকতর শংকান্বিত ও অধিকতর অবাধ্য হইয়া উঠিতেছিল।

বারাকপুরের সিপাহীরা কিছুকাল শান্তভাবে রহিল; নীরবে আপনাদের জাতি, বংশমর্যাদা ও সকলের অপেক্ষা প্রিয়তর ধর্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ঘটনা ক্রমে সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতার সিপাহীরাও বারাকপুরের সিপাহীদিগের ন্যায় ভীত ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। গবর্নর জেনেরল ১৫ই মার্চ প্রধান সেনাপতিকে লিখিলেন, '৪৩ গণিত সিপাহীদল ২ গণিতদলের সিপাহীদিগের সহিত ভোজন করিতে

সম্মত হয় নাই। অধিকন্তু ৭০ গণিত সিপাহীদলের কেহ কেহ ২ গণিত সিপাহীদলের লোকদিগকে টোটা কাটিতে নিষেধ করিয়াছে।' লর্ড কানিঙ্, সিপাহীদিগের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়াই এরূপ নির্দেশ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ সিপাহীদিগের উত্তেজনা ক্রমে বাড়িয়া উঠিতেছিল। বারাকপুরের সিপাহীরা প্রধানতঃ কলিকাতার দুর্গ ও অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানের পাহারার কার্যে নিযুক্ত থাকিত। ১০ই মার্চ সন্ধ্যার সময়ে ২ গণিত সৈনিকদলের কয়েক জন দুর্গে পাহারা দিতেছিল। ঠিক এই সময়ে টাঁকশালার পাহারার ভার ৩৪ গণিত সিপাহীদিগের উপর সমর্পিত ছিল। সন্ধ্যার সময়ে ২ গণিত দলের দুইজন সিপাহী টাঁকশালার দ্বারে আসিয়া সুবাদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিল। সুবাদার আলোকের নিকট বসিয়া আপনাদের কার্যসংক্রান্ত একখানি বহি দেখিতেছিলেন, এই সময়ে দুইজন সিপাহী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। ইহাদের একজন কহিল যে, তাহারা কেল্লা হইতে আসিয়াছে। রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে কলিকাতার সিপাহীরা কেল্লার সান্ত্রীদিগের সহিত একত্র হইবে। সুবাদার যদি এই সময়ে আপনার দল লইয়া তাহাদের সহিত মিলিত হন, তাহা হইলে গবর্নমেণ্টের ক্ষমতা পর্যুদস্ত করা সুসাধ্য হইয়া উঠিবে। সুবাদার এই কথা শুনিয়া তাহাদিগকে বন্দী করিতে আদেশ দিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল। পরদিন প্রাতঃকালে সুবাদার এই দুইজন সিপাহীকে বন্দীভাবে দুর্গে পাঠাইলেন। বিচারে ইহাদের প্রত্যেকের চৌদ্দ বৎসর করিয়া কারাবাস দণ্ড হইল।

এইরূপ সামান্য বিষয় হইতে পরিশেষে ভয়ঙ্কর ঘটনার উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নহে, সেনাপতি হিয়ারসে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং এই সামান্য বিষয়ও হিয়ারসের নিকট উপেক্ষার যোগ্য বলিয়া বোধ হইল না। হিয়ারসে আবার উপস্থিত আশঙ্কার মূলোৎপাটনে যত্নশীল হইলেন। তাঁহার প্রথম বক্তৃতা সিপাহীরা মনোযোগের সহিত শুনিয়াছিল। হিয়ারসে ইহাতে আশ্বস্ত হইয়া দ্বিতীয়বার বক্তৃতা করিতে ইচ্ছা করিলেন। মহামতি লর্ড ক্যানিঙ্ হিয়ারসের প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন না। হিয়ারসে গবর্নর জেনেরলের সহিত পরামর্শ করিয়া, বারাকপুরের সিপাহীদিগকে ১৭ই মার্চ প্রাতঃকালে কাওয়াজের স্থলে উপস্থিত হইতে আদেশ দিলেন।

নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইল। নির্দিষ্ট সময়ে সিপাহীরা কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে সমবেত হইতে লাগিল। হিয়ারসে অশ্বারোহণে সিপাহীদিগের সম্মুখে আসিয়া আবার গম্ভীরস্বরে কহিতে লাগিলেন যে, গবর্নমেণ্টের শত্রুপক্ষ অকারণে তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছে, অকারণে তাহাদিগকে জাতিনাশ ও ধর্মনাশের ভয় দেখাইতেছে। বিশ্বস্ত সিপাহীরা যেন এই শত্রুপক্ষ হইতে সর্বদা দূরে থাকে। তাহারা কোম্পানির অধীনে কাজ করিয়া পরম সুখে দিনপাত করিতেছে ; শত্রুপক্ষ যেন এই সুখের কোনোরূপ ব্যাঘাত না জন্মায়। ইহার পর হিয়ারসে টোটার কাগজের সম্বন্ধে কহিলেন যে, ভাল কাগজ মাত্রেরই উপরিভাগ এইরূপ চকচকে দেখা যায়। ভারতবর্ষের রাজারা সর্বদা এইরূপ কাগজ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহার প্রমাণার্থ হিয়ারসে কাশ্মীরের মহারাজ গোলাপ সিংহের একখানি পত্র বাহির করিলেন। এই পত্র মহারাজ গোলাপ সিংহ

সেনাপতি হিয়ারসেকে লিখিয়াছিলেন। হিয়ারসে পত্রখানি এতদ্দেশীয় অফিসারদিগের হাতে দিয়া কহিলেন, এই কাগজ টোটার কাগজ অপেক্ষাও চকচকে দেখা যাইতেছে। সিপাহীরা এই চিঠির কাগজ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে পারে। অনন্তর হিয়ারসে কহিলেন যে, যদি তাহারা এই কথায় বিশ্বাস না করে, তাহা হইলে সকলে শ্রীরামপুরে যাইয়া কাগজের প্রস্তুত করিবার প্রণালী দেখিয়া আসিতে পারে। অতঃপর যে ১৯ গণিত সিপাহীদল ঘোরতর অবাধ্যতা দেখাইয়াছিল, হিয়ারসে তাহাদের সম্বন্ধে কহিলেন, ১৯ গণিত সিপাহীরা ঘোরতর অপরাধে লিপ্ত হইয়াছে। গবর্নমেন্ট এ জন্য সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। বোধহয় গবর্নমেন্ট তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিতে আদেশ দিবেন। যদি তিনি এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় সমস্ত পদাতি, অশ্বারোহী ও কামান-রক্ষক সৈন্যকে এই আদেশ যেরূপে কার্যে পরিণত হয়, তাহা দেখিবার জন্য একত্র হইতে হইবে। ইহার পর সেনাপতি কহিলেন, 'তোমাদের শত্রুগণ এই কথা বলিয়া বেড়াইতেছে যে, বহুসংখ্যক অশ্বারোহী ও কামান-রক্ষক হঠাৎ আসিয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে। তোমরা এই অলীক কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ভীত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছ। কিন্তু আমার অনুমতি না পাইলে কোনো ইউরোপীয় সৈন্য বারাকপুরে আসিতে পারিবে না। আমি যথাসময়ে ইহাদের আগমন-সংবাদ তোমাদিগকে জানাইব। তোমরা কোনো অপরাধ কর নাই, তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো বিষয় সপ্রমাণ হয় নাই, সুতরাং তোমাদের ভয়ের কোনো কারণ দেখা যাইতেছে না। অফিসারেরা তোমাদের আপত্তি ও তোমাদের অভিযোগ মনোযোগের সহিত শুনিবেন। তোমাদের জাতি ও ধর্মানুশাসনের কোনোরূপ ব্যাঘাত উপস্থিত হইবে না। কিন্তু যদি তোমরা কোনোরূপ অবাধ্যতা দেখাও, তাহা হইলে তোমাদিগকে গুরুতর শাস্তিভোগ করিতে হইবে।'

হিয়ারসে গম্ভীরস্বরে এইরূপ বলিয়া নীরব হইলেন। সিপাহীরা নীরবে গম্ভীরভাবে কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্র হইতে আপনাদের স্থানে চলিয়া গেল। কিন্তু তাহাদের ভয় দূর হইল না, সুখ ও শান্তির আশা তাহাদের হৃদয়ের আবেগ নিরোধ করিতে পারিল না। সেনাপতি হিয়ারসে এই দ্বিতীয় বক্তৃতাতেও অকৃতকার্য হইলেন। এ সময়ে সকল দিক দেখিয়া, সবিশেষ বিবেচনা করিয়া কথা বলা উচিত ছিল। মনের আবেগে হঠাৎ কোনো কথা বলিয়া ফেলিলে যে, উদ্দেশ্য-সিদ্ধির ব্যাঘাত হইতে পারে, বক্তার সে-দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক ছিল। হিয়ারসে গভীর উত্তেজনায় অধীর হইয়া, পাছে সিপাহীদিগের বিরাগ অধিকতর বর্ধিত করিয়া দেন, লর্ড ক্যানিঙ এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন। ক্যানিঙ যাহার আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। ১৯ গণিত সিপাহীদিগকে বারাকপুরে আনিয়া নিরস্ত্র করা হইবে। নিরস্ত্রীকরণের সময়ে সকলেই তথায় উপস্থিত থাকিবে। সেনাপতি হিয়ারসে গম্ভীরস্বরে ইহা সমবেত সিপাহীদিগকে কহিয়াছিলেন। যাহাদের সম্মুখে বক্তৃতা হইতেছিল তাহারা এই কথার কিরূপ অর্থপরিগ্রহ করিবে, বক্তা তাহা অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই। ১৯ গণিত দলের সিপাহীদিগকে যে নিরস্ত্র করা হইবে, সে বিষয় পূর্বে সাধারণকে জানানো হয় নাই। গবর্নর জেনেরল এই সময়ে প্রধান

সেনাপতিকে লিখিয়াছিলেন, '১৯ গণিত দলের সিপাহীরা শীঘ্র শীঘ্র আসিতেছে। ৩০শে মার্চ প্রাতঃকালে, বোধহয়, তাহারা বারাকপুরে আসিয়া পেঁছিবে। তাহাদিগকে যে, নিরস্ত্র ও সৈনিকদল হইতে নিষ্কাশিত করা হইবে, ইহা তাহারা নিশ্চিত জানে না। আমার বিবেচনায়, ইহা তাহাদিগকে না বলাই ভাল।' কিন্তু সেনাপতি হিয়ারসে সবিশেষ বিবেচনা না করিয়া, ইহা বারাকপুরের সিপাহীদিগকে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, এখন এই অবিবেচনায় ফল ফলিল। শান্তিময়ী বক্তৃতার ভাষা পরিণামে অমৃতের বিনিময়ে হলাহলের উদ্‌গীরণ করিল। যখন সিপাহীরা আপনাদের অধিনায়কের মুখে শুনিল, তাহাদের সহযোগীদিগকে নিরস্ত্র করা হইবে, তখন তাহারা আবার ক্ষোভে, রোষে ও বিরাগে অধীর হইয়া উঠিল। তাহারা ভাবিল ক্রমে সকলকেই এইরূপে নিরস্ত্র করা হইবে। সাগর-পার হইতে একদল ইউরোপীয় সৈন্য আনা হইয়াছে, ক্রমে আরও সৈন্য আসিবে। ক্রমে সকল সিপাহীর হাতেই বলপূর্বক অপবিত্র বসাযুক্ত টোটা দেওয়া হইবে। বারাকপুরের সিপাহীরা গভীর মর্মবেদনায় উন্মত্তপ্রায় হইল। সকলেই অস্থির, সকলেই চিরন্তন জাতিমর্যাদা, চিরন্তন ধর্মানুশাসনের রক্ষার জন্য ব্যস্ত। সকলের মুখেই—'গোরা লোক আয়া' গোরা সৈন্য আসিতেছে, কেবল এই কথা। সিপাহীরা মুহূর্তে মুহূর্তে আপনাদিগকে এক জাতিচ্যুত, ধর্মচ্যুত ও বিনষ্টসর্বস্ব ভাবিতে লাগিল এবং মুহূর্তে মুহূর্তে ইউরোপীয় সৈন্যের আক্রমণের বিভীষিকা দেখিতে লাগিল। হৃদয়ের যে আগুন এতদিন অলক্ষিতভাবে গতি প্রসারিত করিতেছিল, তাহা এখন জ্বলিয়া উঠিল।

সেনাপতি মিচেল ১৯ গণিত সিপাহীদল সঙ্গে লইয়া ২০শে মার্চ বহরমপুর হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন॥ এই সৈনিকদল অতঃপর কোনরূপ উত্তেজনা দেখায় নাই, পথে সেনাপতির আদেশ লঙ্ঘন করিয়া কোনরূপ গোলযোগের সূত্রপাত করে নাই। ইহারা সেনাপতির আদেশের অনুবর্তী হইয়া, ধীরভাবে বারাকপুরের অভিমুখে আসিতেছিল। মিচেল সৈনিক-দলের সহিত ৩০শে মার্চ বারাকপুরে উপনীত হইয়া, গবর্নমেণ্টের আদেশের প্রতীক্ষায় রহিলেন। ইহার মধ্যে তাঁহার নিকট সংবাদ আসিল; বারাপুরের সিপাহীরা সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। পূর্বদিন (২৯শে মার্চ) একজন ইউরোপীয় অফিসর উত্তেজিত সিপাহীর অসের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছেন।

এই সংবাদ মিথ্যা হয় নাই। ২৯শে মার্চ বৈকালে বারাকপুরের সিপাহীদিগেব মধ্যে বড় গোলযোগ উপস্থিত হয়। এইদিন সৈনিক-নিবাসে সহসা এই সংবাদ প্রচারিত হয় যে, কতকগুলি ইউরোপীয় সৈন্য জাহাজে কলিকাতার আসিয়াছে। তাহারা এখন জাহাজ হইতে নামিতেছে, শীঘ্রই বারাকপুরে পেঁছিবে। ক্রমে বারাকপুরের সৈনিক-নিবাস গোরা সৈন্যে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। সংবাদ কতদূর সত্য, তাহা কেহই বিচার করিয়া দেখে নাই, কিন্তু সংবাদ পাইয়াই সকলে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠে। এইদিন রবিবার। ইউরোপীয় অফিসার ও সেনাপতিরা আপনাদের পবিত্র বিশ্রামদিনে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছিলেন; সিপাহীদিগের

মধ্যে কি ঘটিতেছে কেহই তাহার অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই। সৈনিক-দলের মধ্যে মঙ্গল পাঁড়ে নামক একজন সিপাহী ছিল। মঙ্গল পাঁড়ে বলিষ্ঠ ও তরুণবয়স্ক। তাহার চরিত্র ভাল ছিল; সাত বৎসর কাল, সে প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় গবর্নমেণ্টের কার্য করিতেছিল। সেনাপতিগণ এই তরুণবয়স্ক সিপাহীর চরিত্রে কখনও কুটিলতা বা বিশ্বাসঘাতকতার আভাস পান নাই। ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুর ন্যায় মঙ্গল পাঁড়ে সর্বদা আপনার ধর্মানুগত অনুশাসনের অনুবর্তী হইয়া চলিত। উপস্থিত দিনে মঙ্গল পাঁড়ে ভাঙের নেশায় উত্তেজিত ছিল, এমন সময়ে ইউরোপীয় সৈন্যের আগমন-সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইল। মঙ্গল পাঁড়ে আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে ভাবিল, ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত হইয়াছে। সকলেরই জাতিনাশ হইবে, ফিরিঙ্গীর হাতে চিরন্তন ধর্ম, চিরাচরিত আচার-ব্যবহার সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। উত্তেজনায় তরুণবয়স্ক সিপাহী যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইল এবং তরবার ও গুলিভরা পিস্তল হাতে করিয়া আবাসগৃহ হইতে বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিয়াই মঙ্গল পাঁড়ে স্বশ্রেণীর সকলকে তাহার অনুবর্তী হইতে বলিল, সকলকেই কহিতে লাগিল, কেহই যেন অপবিত্র টোটা স্পর্শ না করে, কেহই যেন উহা দাঁতে কাটিয়া আপনাদের পরলোকের সুখে জলাঞ্জলি না দেয়। যুদ্ধের সময় যাহারা ভেরীধ্বনি করিয়া সকলকে সমবেত করিয়া থাকে, তাহাদের এক-জন নিকটে ছিল। মঙ্গল পাঁড়ে তাহাকে ভেরীধ্বনি করিয়া সকলকে একত্র করিতে আদেশ দিল। আদেশ প্রতিপালিত হইল না। কিন্তু সিপাহী যুবক বড় উত্তেজিত হইয়াছিল, সে শান্ত না হইয়া ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য উন্মত্তভাবে সৈনিক-নিবাসের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই সময়ে একজন ইউরোপীয় অফিসার সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, মঙ্গল পাঁড়ে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুঁড়িল। কিন্তু ইহাতে অফিসারের কোনো অনিষ্ট হইল না। গুলি তাঁহার গাত্রভেদ না করিয়া স্থানান্তরে পতিত হইল।

এই সময়ে ৩৪ গণিত দলের সিপাহীরা নিকটে ছিল, তাহারা মঙ্গল পাঁড়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই, অথচ মঙ্গল পাঁড়েকে নিরস্ত্র করিতেও প্রয়াস পায় নাই; ইহার মধ্যে একজন হাবিলদার আডজুটাণ্টের গৃহে যাইয়া সংবাদ দেয়। লেপ্‌টেনেণ্ট বগ নামক একজন সৈনিক-পুরুষ ৩৪ গণিত সিপাহীদলের আডজুটাণ্টের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। লেপ্‌টেনেণ্ট বগ সংবাদ পাওয়ামাত্র যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইলেন, তাঁহার কটিদেশে অসি লম্বমান হইল, হস্তে গুলিভরা পিস্তল রহিল। বগ অশ্বারোহণে তীরবেগে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াই গম্ভীরস্বরে কহিলেন, 'কোথায় সে, কোথায় সে?' নিকটে একটি কামান ছিল। মঙ্গল পাঁড়ে এই কামানের পশ্চাদ্দেশ হইতে অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল। গুলি অশ্বারোহীর কোনো অনিষ্ট করিল না; কিন্তু উহার আঘাতে তাঁহার বাহন ভুতলশায়ী হইল। ঘোটকের সঙ্গে সঙ্গে লেপ্টেনেণ্ট বগও ভূতলে পড়িয়া গেলেন। বগ নিমিষমধ্যে উঠিয়া আক্রমণ-কারীর দিকে পিস্তল ছুঁড়িলেন। কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। বগ তখন অসি নিষ্কোশিত করিলেন; এই সময়ে আর একজন সৈনিক-পুরুষ অসিহস্তে করিয়া

তাঁহার সাহায্যার্থে সমাগত হইলেন। সিপাহী যুবকও অসি লইয়া নির্ভীকচিত্তে ইঁহাদের সম্মুখে আসিল। অসিতে অসিতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। একদিকে মঙ্গল পাঁড়ে, অপরদিকে যুদ্ধকুশল দুইজন ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ ; তিনজনের হাতেই শাণিত অসি, তিনজনেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে যুদ্ধক্ষেত্রে অনন্ত নিদ্রায় শায়িত করিবার জন্য যত্নশীল ; ইহাদের চারিদিকে চারিশত সিপাহী দণ্ডায়মান ছিল, কিন্তু কেহই কোনো পক্ষ অবলম্বন করে নাই। সকলেই নীরবে গম্ভীরভাবে উপস্থিত ঘটনা চাহিয়া দেখিতেছিল। মঙ্গল পাঁড়ে অসীমসাহসে অসিচালনা করিতে লাগিল, অসীমসাহসে প্রতিদ্বন্দ্বীর দেহ অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিল। তেজস্বী সৈনিক পুরুষদ্বয় ইহার আক্রমণ নিরস্ত করিতে পারিলেন না। উন্মত্ত সিপাহী যুবকের অসিচালনা-কৌশলে লেপ্টেনেণ্ট বগ ও তাঁহার সহকারী উভয়েরই জীবন সঙ্কটাপন্ন হইল। ইহার মধ্যে একজন মুসলমান সৈনিক-পুরুষ সাহসে ভর করিয়া, ইঁহাদের প্রাণ রক্ষার জন্য ঘটনাস্থলে আসিল। এই সৈনিক-পুরুষের নাম সেখ পল্টু। মঙ্গল পাঁড়ে লেপ্টেনেণ্ট বগকে লক্ষ্য করিয়া, তরবারি উঠাইয়াছিল, এমন সময়ে পল্টু ত্বরিতগতিতে আসিয়া দক্ষিণ বাহুদ্বারা তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। পল্টু নিরস্ত্র ছিল, তাহার বাম বাহু সিপাহী-যুবকের উত্তোলিত অসির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি পল্টু মঙ্গল পাঁড়েকে ছাড়িয়া দিল না। লেপ্টেনেণ্ট বগ ও তাঁহার সহকারীর প্রাণ রক্ষা হইল। সেখ পল্টু এইরূপ সাহসের অগ্রসর না হইলে সিপাহী যুবকের অস্ত্রাঘাতে উভয়েই অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইতেন।

লেপ্টেনেণ্ট বগ ও তাঁহার সহকারী প্রতিদ্বন্দ্বীর অসির আঘাতে কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের দেহের আহত স্থান হইতে অনর্গল শোণিতধারা বহিতেছিল। ইঁহারা উভয়েই শোণিত-লিপ্ত দেহে কাঁপিতে কাঁপিতে আপনাদের আবাস-গৃহে গমন করিলেন। যাইবার সময় সেনাপতি বগ, সমবেত সিপাহীদিগকে কহিলেন, 'ভীরু নরাধম, পাষণ্ড! তোমরা সম্মুখে একজন অফিসারকে অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইতে দেখিলে, কেহই তাঁহার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইলে না।' সিপাহীরা কেহই কোনো উত্তর দিল না। লেপ্টেনেণ্ট বগ আপনার সৈনিক-দলের মধ্যে তাদৃশ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন না। নিজের গুণগরিমায় তিনি কোনও সিপাহীর প্রিয়পাত্র হইতে পারেন নাই। সুতরাং সিপাহীরা তাঁহার প্রতি দৃকপাত করিল না, তাঁহার কথারও কোনো উত্তর দিল না। তাহারা নীরবে, ধীরে ধীরে পূর্বের ন্যায় গম্ভীরভাবে ঘটনাস্থলের সম্মুখভাগে পদচারণা করিতে লাগিল। লেপ্টেনেণ্ট বগ চলিয়া গেলে সিপাহীরা মঙ্গল পাঁড়েকে ছাড়িয়া দিবার জন্য পল্টুর উপর পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। পল্টু আর কোনো কথা না বলিয়া ছাড়িয়া দিল। সিপাহীরা ইহার পূর্বেই মঙ্গল পাঁড়েকে ছাড়িয়া দিতে কহিয়াছিল। কেহ কেহ তীব্রভাবে পল্টুকে এই বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিল যে, যদি মঙ্গল পাঁড়েকে ছাড়িয়া দেওয়া না হয়, তাহা হইলে তাহাকে গুলি করা হইবে। কিন্তু পল্টু ইহাতেও ভীত হয় নাই, যে পর্যন্ত আহত সৈনিক পুরুষদ্বয় নিরাপদ স্থানে না গিয়াছেন, সে পর্যন্ত পল্টু, পাঁড়েকে ছাড়িয়া দেয় নাই। পল্টুর বিশ্বস্ততা ও

সাহসের বলেই ইঁহাদের প্রাণরক্ষা হইয়াছে। কথিত আছে, ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষ-দ্বয় আহত হইয়া, ভূতলশায়ী হইলে, কোনো কোনো সিপাহী আপনাদের বন্দুকের বাঁট দ্বারা তাঁহাদিগকে আঘাত করিতেও ত্রুটি করে নাই। এই সময়ে একজন সুবাদার ও কুড়িজন সিপাহী পাহারার কার্যে নিয়োজিত ছিল। ইহারা কেহই মঙ্গল পাঁড়েকে ধরিতে চেষ্টা করে নাই। সিপাহীরা যে, জাতিনাশ ও ধর্মনাশের আশঙ্কায় সাতিশয় অধীর হইয়া উঠিয়াছিল, গভীর বিরাগে যে, ইউরোপীয়দিগের শত্রুভাবে চাহিয়া দেখিতেছিল, কর্তব্যকার্যে এই উদাসীনতাই তাহার প্রমাণ। কর্তব্যকার্য অবহেলা করাতে, বীরধর্মে জলাঞ্জলি দেওয়াতে সিপাহীরা ইতিহাসের নিকট দোষী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু সেনাপতি যদি সময়ের গতি বুঝিয়া কার্য করিতেন, যদি সিপাহীদিগকে শান্তভাবে শান্তিময়-পথে আনিতে যত্নশীল হইতেন, আর গবর্নমেণ্ট যদি ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রাজনীতির পরিচালনা করিতেন, তাহা হইলে সম-সাময়িক ইতিহাসের পত্র এ শোণিতময়ী ঘটনার বর্ণনায় পরিপূর্ণ হইত না। অদূরদর্শী অনভিজ্ঞ ও অবিবেকী সৈনিক পুরুষেরা কৌতূহল প্রযুক্ত অপরের কুপরামর্শে পরিচালিত হইলেও তাহাদের দোষ মার্জনীয় হইতে পারে, কিন্তু যে সুসভ্য গবর্নমেণ্টের অধীনে তাহারা কার্য করে, যে অভিজ্ঞ সেনাপতির তত্ত্বাবধানে তাহারা পরিচালিত হয়, সে গবর্নমেণ্ট বা সে সেনাপতির অদূরদর্শিতা কখনও মার্জনার যোগ্য হইতে পারে না।

উপস্থিত গোলযোগের সংবাদ ক্রমে সেনাপতি হিয়ারসের নিকট পেঁছিল। সেনাপতির দুইটি পুত্র সিপাহী সৈন্য-দলে অফিসারের কার্য করিতেন। পুত্রদ্বয় পিতার নিকটে ছিলেন, এমন সময়ে একজন সৈনিক-পুরুষ তাঁহাদিগকে সাংঘাতিক সংবাদ জানাইল। সংবাদ পাওয়ামাত্র সেনাপতি যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া, অশ্বে আরোহণ করিলেন। পুত্রদ্বয়ও সামরিক পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া, অশ্বারোহণে পিতার অনুগামী হইলেন। সকলে কাওয়াজের ক্ষেত্রে যাইয়া শুনিলেন, সিপাহী যুবক পূর্বের ন্যায় উন্মত্তভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পূর্বের ন্যায় উন্মত্তভাবে আপনাদের পবিত্র ধর্ম, আপনাদের চিরন্তন জাতিমর্যাদা ও আপনাদের কুলক্রমাগত আচার-ব্যবহার রক্ষার জন্য অপরাপর সিপাহীকে তাহার অনুগামী হইতে কহিতেছে। চারিদিকে অনেক সিপাহী, কেহ সামরিক বেশে, কেহ অনাবৃত গাত্রে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কেহই উত্তেজিত যুবকের কথার কোনো উত্তর দিতেছে না, কিংবা উত্তেজিত যুবককে ধরিবার কোনো চেষ্টা করিতেছে না। তাহারা যে গবর্নমেণ্টের কার্যে নিয়োজিত রহিয়াছে, গবর্নমেণ্টকে সর্বদা নিরাপদ রাখিবার জন্য যে, পবিত্র ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছে, এখন সে বিষয় তাহাদের মনে হইতেছে না, সনাতন ধর্মের অবমাননার আশঙ্কায় এখন তাহারা গবর্নমেণ্টকে শত্রুভাবে চাহিয়া দেখিতেছে। গবর্নমেণ্টের রাজনীতির দোষে এখন তাহাদের সে পবিত্র প্রতিজ্ঞা, সে পবিত্র ব্রত, সে পবিত্র বীরোচিত গুণের বিষয়, সমস্তই স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

সিপাহীরা বিরক্ত ও উত্তেজিত হইলেও, সে সময়ে মঙ্গল পাঁড়ের ন্যায় প্রকাশ্যভাবে

যুদ্ধ-ঘোষণা করেন নাই, কিংবা মঙ্গল পাঁড়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া, ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষদিগের শোণিতে আপনাদের বিদ্বেষভাবের পরিতর্পণে উদ্যত হয় নাই। মঙ্গল পাঁড়ে তাহাদিগকে ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া ভৎসনা করিতেছিল, আপনাদের ধর্মহন্তা ফিরিঙ্গীদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করাতে, তাহাদিগকে পরলোকে অনন্ত শাস্তির ভয় দেখাইতেছিল, কিন্তু সিপাহীরা, তখন কি করিতে হইবে, কিছুই ঠিক করিতে পারে পাই। গভীর বিরাগে তাহাদের অন্তঃকরণ বিচলিত হইয়াছিল, গভীর মর্মবেদনায় তাহাদের হৃদয়গ্রন্থি ছিন্নপ্রায় হইতেছিল, কিন্তু সে সময়ে এই বিরাগ ও এই মর্মবেদনা কোনো ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত করে নাই। সিপাহীরা পূর্বে যেমন নীরবে ও গম্ভীরভাবে ছিল, এখনও সেইরূপ নীরবে ও গম্ভীরভাবে রহিল। এই নিস্তব্ধতা, শান্তির নিস্তব্ধতা নহে, এ ঔদাসীন্যও গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধ-কার্যে ঔদাসীন্য নহে। ইহা অবশ্যম্ভাবী প্রলয়কাণ্ডের পূর্বসূচনা। ভীষণ ঝটিকার পূর্বে প্রকৃতিব যেরূপ নিস্তব্ধতা দেখা যায়, এ নিস্তব্ধতাও সেইরূপ।

সেনাপতি হিয়ারুসে ঘটনাস্থলে উপনীত হইলেন। উপস্থিত বিপদ নিবারণের জন্য তাঁহার দুইটি পুত্রও সাহসসহকারে পিতার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। সকলেই যুদ্ধবেশে সজ্জিত ছিলেন, সকলের হাতেই গুলিভরা পিস্তল ছিল। উত্তেজিত সিপাহী যুবককে এখনও কেহ অবরোধ করে নাই কেন, সেনাপতি অফিসারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। অফিসারেরা কহিলেন, 'জমাদার তাঁহাদের আদেশ পালন করে নাই।' সেনাপতি সক্রোধে তীব্রস্বরে আপনার পিস্তল উঠাইয়া কহিলেন, 'কি ? আদেশ পালন করে নাই ? আমি কহিতেছি, যে আমার সহিত অগ্রসর না হইবে, এই পিস্তলের গুলিতে তাহার প্রাণ যাইবে।' একজন অফিসার সেনাপতি হিয়ারুসেকে কহিলেন, 'আপনি সাবধান হইবেন। উন্মত্ত সিপাহীর হাতে গুলিভরা বন্দুক রহিয়াছে।' সেনাপতি ভয়শূন্য, নির্ভীকচিত্তে গম্ভীরস্বরে কহিলেন, 'দূর হউক, তাহার বন্দুক।' অফিসার নীরব হইলেন। সেনাপতি মঙ্গল পাঁড়ের অভিমুখে অশ্ব ধাবিত করিলেন। তাঁহার দুইটি পুত্র ও মেজর রস নামক একজন সৈনিক-পুরুষ সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

সেনাপতি হিয়ারুসে যেরূপ নির্ভীকতা ও যেরূপ তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে জমাদার ও অন্যান্য সিপাহীরা স্তম্ভিত হইয়াছিল। সেনাপতির সম্মুখে জমাদার আর কোনরূপ অবাধ্যতার পরিচয় দিল না, যে সকল সিপাহী পাহারায় নিযুক্ত ছিল, তাহারাও কোনরূপ বিরুদ্ধভাব দেখাইল না, সকলেই নীরবে ও উদ্বিগ্নচিত্তে সেনাপতির অনুগমন করিল। মঙ্গল পাঁড়ে বন্দুক হাতে করিয়া অধীরতার সহিত পদচারণা করিতেছিল, এমন সময়ে সকলে তাহার নিকট উপনীত হইলেন। মঙ্গল পাঁড়েকে বন্দুক উঠাইতে দেখিয়া, হিয়ারুসের অন্যতম তনয় জন হিয়ারুসে কহিলেন, 'বাবা ! উন্মত্ত সিপাহী আপনাকে লক্ষ্য করিতেছে।' সেনাপতি পুত্রের দিকে চাহিয়া, নির্ভয়ে বলিলেন, 'জন ! আমার যদি মৃত্যু হয়, তুমি যাইয়া বিদ্রোহীর প্রাণনাশ করিও।' কিন্তু মঙ্গল পাঁড়ে তাঁহাকে লক্ষ্য করিল না। সে দেখিল, তাহার সতীর্থেরা তাহার সহিত সম্মিলিত হইল না, কেহই আপনাদের ধর্মরক্ষার জন্য

ফিরিঙ্গীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল না, তখন সে বিরাগে হতাশ্বাসে আপনার বন্দুক আপনার দিকে ধরিয়া পা দিয়া ঘোড়া ফেলিয়া দিল। গুলি সবেগে তাহার শরীরে প্রবেশ করিল। মঙ্গল পাঁড়ে আহত ও হতজ্ঞান হইয়া, ভুতলশায়ী হইল।

সেনাপতি দেখিলেন, মঙ্গল পাঁড়ে তাঁহার প্রাণনাশ না করিয়া, আপনার প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করিল। তখন তিনি কালবিলম্ব না করিয়া চিকিৎসক ডাকিয়া পাঠাইলেন। ক্ষতস্থান পরীক্ষার পর আহত সিপাহীকে চিকিৎসালয়ে পাঠান হইল। অনন্তর হিয়ারুসে সিপাহীদিগের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে অশ্বচালনা করিতে করিতে তাহাদিগকে পূর্বের ন্যায় কহিতে লাগিলেন যে, তাহারা অকারণে ভীত হইয়া উঠিয়াছে। গবর্নমেণ্ট তাহাদের ধর্মের উপর কখনও হস্তক্ষেপ করিবেন না। এক ব্যক্তি যখন প্রকাশ্যভাবে গবর্নমেন্টের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে, ইউরোপীয় অফিসারদিগের হত্যায় উদ্যত হইয়াছে, তখন তাহার অবরোধ করা হয় নাই। সিপাহীদিগের কর্তব্যকার্যে এইরূপ ঔদাসীন্য দেখিয়া, তিনি যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছেন। সেনাপতির এই কথায় সিপাহীরা কহিল, 'সে পাগল হইয়াছিল, ভাঙের নেশায় উত্তেজিত ছিল।' সেনাপতি বলিলেন, 'যদি তাই হয়, তাহা হইলে পাগল হাতি বা পাগল কুকুর তোমাদিগকে আক্রমণ করিলে তোমরা যেমন উহাকে গুলি কর, সেইরূপ তাহাকে গুলি করিলে না কেন?' কেহ কেহ উত্তর করিল, তাহার হাতে গুলিভরা বন্দুক ছিল। সেনাপতির মুখ গম্ভীর হইল। ঘৃণায় ও বিরাগে সেনাপতি সিপাহীদিগকে কহিলেন, 'কি? তোমরা গুলিভরা বন্দুক দেখিয়া ভয় পাও?' সিপাহীরা নীরব হইল। সেনাপতি পূর্বের ন্যায় ঘৃণা ও বিরাগের সহিত সে স্থান ত্যাগ করিলেন। এক্ষণে তাঁহার স্পষ্ট বোধ হইল, সিপাহীরা গবর্নমেন্টের উপর বিরক্ত হইয়া, বীরধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। এখন আর তাহারা সেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সেই বিশ্বস্ত, সেই সাহসসম্পন্ন সৈনিক পুরুষ নয়।

সেনাপতি সন্ধ্যার সময়ে আপনার আবাস-গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। চিন্তার-পর-চিন্তার প্রবাহ আসিয়া, তাঁহাকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। কিন্তু চিন্তার আবেগে তিনি আপনার কর্তব্যকার্যে জ্ঞানশূন্য হইলেন না। ১৯ গণিত সিপাহীদিগের নিরস্ত্রী-করণ দণ্ডের বিষয় সকল সৈন্যের মধ্যে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। হিয়ারুসে এই দণ্ডাদেশ কার্যে পরিণত করিতে অনুমতি পাইয়াছিলেন। ৩১শে মার্চ মঙ্গলবার প্রাতঃকালে সমস্ত ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় সৈন্যের সম্মুখে বহরমপুরের এই সৈনিকদল আপনাদের চির পবিত্র ব্রত হইতে স্খলিত হইবে, বীরবেশ, বীরচিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া জগতের সমক্ষে আপনাদের ক্ষুদ্রতা ও নীচতার পরিচয় দিবে, হয় তো এই সময়ে দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত সৈনিক-দল আপনাদের অস্ত্রের পরিত্যাগে অসম্মত হইতে পারে, হয় তো এই সময়ে প্রেসিডেন্সি বিভাগের সিপাহীরা তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া, ইউরোপীয়দিগকে বাধা দিতে পারে। বারাকপুরের ইউরোপীয়েরা এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও বিশ্বাস জন্মিল, নিরস্ত্রীকরণের পূর্বদিন (সোমবার) সমুদয় সিপাহী গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবে।

উত্তেজিত সিপাহীরা সমস্ত ইউরোপীয় আফিসার ও তাহাদের পরিবারবর্গকে বধ করিবে। বারাকপুরের সৈনিক-নিবাস ইউরোপীয় শোণিতে রঞ্জিত হইয়াছিল। ইউরোপীয় আফিসার, মঙ্গল পাঁড়ের অসির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিলেন। সুতরাং অনেকের ভয় প্রবল হইল। অনেক ইংরেজ মহিলা এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে কিছু দিনের জন্য ব্যারাকপুর ছাড়িয়া, কলিকাতায় যাইয়া, বাস করিলেন।

৩০শে মার্চ ১৯ গণিত সৈনিক-দল যখন বারাসতে অবস্থিতি করিতেছিল, কথিত আছে, তখন বারাকপুরের সিপাহীদিগের কতিপয় গুপ্তচর তাহাদের নিকট উপস্থিত হয়। চরেরা এই সকল প্রাচীন বন্ধুকে আগ্রহসহকারে তাহাদের সহকারী হইতে অনুরোধ করে। তাহারা কহে যে, যদি তাহাদের এই প্রাচীন বন্ধুগণ আপনাদের ধর্মের জন্য আত্মপ্রাণের উৎসর্গ করে, আপনাদের অফিসারদিগকে বধ করিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে বারাকপুরের ও কলিকাতার ইউরোপীয় সৈন্যের পরাজয় সুসাধ্য হইয়া উঠিবে। কিন্তু বহরমপুরের সিপাহীরা এই প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। তাহারা বারাকপুরের সৈনিক-দলের চরদিগকে কহিয়াছিল যে, পূর্বকৃত কার্যের জন্য তাহাদের বড় অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা আপনাদের রাজভক্তি দেখাইবার জন্য পৃথিবীর যে-কোনো স্থানে যুদ্ধ করিতে যাইতে প্রস্তুত আছে। তাহাদের হৃদয় অন্নদাতা প্রতিপালকের অনিষ্টচিন্তায় অধীর হয় নাই, তাহারা কখনও ইচ্ছা করিয়া, গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধ-পক্ষ অবলম্বন করে নাই। তাহারা যাহাদের লুণ খাইয়াছে, যাহাদের প্রদত্ত সামরিক পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছে, যাহাদের শিক্ষাবলে বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয় হইয়াছে, যাহাদের অস্ত্র-শস্ত্রের মহিমায় সমরে বিজয়লক্ষ্মীর সম্বর্ধনা করিতে পারিয়াছে, এখন তাহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবে না। বারাকপুরের চর নীরবে তাহাদের কথা শুনিল, নীরবে—নিরাপদে তাহাদের নিকট হইতে আপনাদের দলে আসিল। ১৯ গণিত সিপাহীদলের সহিত বারাকপুরের সিপাহীদের বন্ধুতা ছিল। এই বন্ধুতার অনুরোধে বহরমপুরের সিপাহীরা বারাকপুরের সিপাহীদিগের গুপ্ত অভিসন্ধি প্রকাশ করিল না। তাহারা ধীরভাবে আপনাদের দণ্ডগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল। গবর্নমেণ্ট অধীরতাসহকারে এই বিশ্বস্ত সৈনিকদলকে নিরস্ত্র করিয়া আপনাদের অবশ্যম্ভাবী বিপদের পথ প্রস্তুত করিয়া তুলিলেন।

৩০শে মার্চ অতীত হইল। মধুর বসন্তকালের ঊষা বাসন্ত আমোদে উৎফুল্ল হইয়া, অপরাধী সৈনিকদলের নিকটে আসিল। কিন্তু প্রফুল্ল প্রকৃতির এই কমনীয় শোভায় সিপাহীরা সুখানুভব করিল না, প্রভাতের কোমল আলোকে তাহাদের হৃদয়ের গাঢ় অন্ধকার অপসারিত হইল না। তাহারা শান্তভাবে সেনাপতির আদেশে এই শেষবার সামরিকবেশে বারাকপুরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাদের হৃদয় গভীর দুঃখের আবেগে অধীর হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা বাহিরে কোনরূপ অধীরতার পরিচয় দিল না। চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রমের জন্য অনুতপ্তহৃদয়ে, গুরুতর দণ্ডের জন্য ভীতচিত্তে, এই সৈনিক-দল তাহাদের নির্দিষ্ট স্থানে যাইতে লাগিল। বারাকপুরের একমাইল দূরে সেনাপতি হিয়ারসে তাহাদের অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাহারা

আসিলে হিয়ারসে তাহাদের পুরোবর্তী হইয়া কাওয়াজের ক্ষেত্রের দিকে যাইতে লাগিলেন। এই স্থানে প্রেসিডেন্সি বিভাগের সমস্ত ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় সৈন্য দণ্ডায়মান ছিল। দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত সৈনিক-দল এই প্রশস্ত ভূমিতে আসিয়া নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইল। তাহাদের সম্মুখে কামানসকল স্থাপিত ছিল, কামানের পার্শ্বে ইউরোপীয় সৈন্য যুদ্ধবেশে সজ্জিত থাকিয়া, ভয়ঙ্কর সময়ের ভয়ঙ্করত্ব প্রতিপন্ন করিতেছিল। নিরস্ত্রীকরণের সময়ে যদি কেহ অবাধ্যতা দেখায়, তাহা হইলে তাহাকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য ঐ কামান সকল সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু সিপাহীরা অবাধ্যতা দেখাইল না, তাহাদের বীরোচিত সম্মানের এই অধোগতির সময়েও তাহারা সেনাপতির আদেশ পালনে বিমুখ হইল না। তাহারা নীরবে সেনাপতির বক্তৃতা ও গবর্নমেন্টের আদেশ শুনিল, নীরবে আপনাদের দেহ হইতে সামরিক চিহ্নসকল উন্মোচিত করিতে লাগিল, এবং নীরবে সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র সম্মুখে রাখিয়া, আপনাদের সৈনিক ধর্মে বিসর্জন দিল। অদূরে ৩৪ গণিত সিপাহীদল দণ্ডায়মান ছিল। তাহারাও নীরবে আপনাদের প্রাচীন বন্ধুদের এই অধোগতি চাইয়া দেখিল। দুই দিন পূর্বে এই সৈনিকদল সেনাপতিদের নিকটে অবিশ্বস্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল, দুইদিন পূর্বে এই দলের মঙ্গল পাঁড়ে নিষ্কোশিত অসি লইয়া ভয়ঙ্কর কার্যসাধনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। উপস্থিত সময়ে এই সকল সিপাহী পাছে কোনরূপ অনর্থ ঘটায়, এই আশঙ্কায় কেহ কেহ সেনাপতি হিয়ারসেকে যথোচিত উপায়ের অবলম্বনের পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইল না। সমুদয় কার্য শান্তভাবে সমাহিত হইল। দণ্ডিত সিপাহীরা অস্ত্রপরিত্যাগ করিয়া পূর্বের ন্যায় নীরবে বিষণ্ণভাবে দণ্ডায়মান ছিল। সেনাপতি তাহাদিগকে সদয়ভাবে, স্নেহসহকারে কহিলেন যে, গবর্নমেন্টের আদেশে তাহারা সৈনিকশ্রেণী হইতে নিষ্কাশিত হইল বটে, কিন্তু তাহাদিগকে যে সকল পরিচ্ছদ দেওয়া হইয়াছে, তৎসমুদয় তাহাদের গাত্র হইতে তুলিয়া লওয়া হইবে না। তাহারা আপনাদের সেনাপতির আদেশের অনুবর্তী হইয়া ধীরভাবে বহরমপুর হইতে বারাকপুরে আসিয়াছে। এই ধীরতার পুরস্কার স্বরূপ গবর্নমেণ্ট নিজব্যয়ে তাহাদিগকে তাহাদের আপন আপন বাড়িতে পাঠাইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। সেনাপতির এই শেষ বাক্য নিরস্ত্র সিপাহীদিগের মর্মে প্রবেশ করিল। সকলেই এই দয়া ও শিষ্টতার জন্য সেনাপতিকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল, সকলেই ঈশ্বরের নিকট তাঁহার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিতে লাগিল, সেনাপতি অবনতমস্তকে তাহাদের আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। অপরের প্ররোচনায় গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধাচরণ করাতে যে, তাহাদের দণ্ড হইয়াছে, ইহা তাহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে লাগিল। সকলেই এই অনিষ্টের মূল ৩৪ গণিত সৈনিক-দলকে শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর হইল। ইহাদের মধ্যে একজন অগ্রসর সেনাপতিকে কহিল, 'আমাদিগকে অন্ততঃ দশ মিনিটের জন্য পুনর্বার অস্ত্র ধারণ করিতে আদেশ প্রদান করুন, আমরা ৩৪ গণিত সিপাহীদলের সহিত উপস্থিত বিষয়ের সমুচিত মীমাংসা করিয়া লই।'

১৯ গণিত সিপাহী দল নিরস্ত্র হইলে, সেনাপতি হিয়ারসে অপারাপর সিপাহী-

দিগকে কহিলেন যে, এই সৈনিকদলের মধ্যে চারিশত ব্রাহ্মণ ও দেড়শত রাজপুত, সকলেই আপনাদের বাড়ি যাইতে অনুমতি পাইল। ইহারা সকলেই ইচ্ছানুসারে আপনাদের পবিত্র তীর্থস্থানে যাইতে পারিবে, ইহাদের পূর্বপুরুষেরা যে সকল দেবতার উপাসনা করিয়াছেন, ইহারাও সেই সকল দেবতার উপাসনা করিতে পারিবে। গবর্নমেণ্ট ইহাদের চিরন্তন ধর্মের, চিরাচরিত আচার-ব্যবহারের উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। গবর্নমেণ্ট সকলের ধর্মনাশে উদ্যত হইয়াছেন বলিয়া, যে জনরব প্রচারিত হইয়াছে, ইহাতে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সমবেত সিপাহীরা নীরবে ও ধীরভাবে সেনাপতির কথা শুনিল। যখন তাহাদিগকে আবাসগৃহে যাইতে অনুমতি দেওয়া হইল, তখন তাহারা নীরবে ও ধীরভাবে স্ব স্ব স্থানে যাইতে লাগিল। বেলা প্রায় ৯টার সময়ে সমুদয় কার্য সম্পন্ন হইল। ইউরোপীয় রক্ষকের অধীন হইয়া, নিরস্ত্র সৈনিকদল বারাকপুর হইতে যাত্রা করিল। যাইবার সময়ে তাহারা আবার প্রাচীন সেনাপতিকে আশীর্বাদ করিয়া গেল। সেনাপতি হিয়ারসে দুঃখিতহৃদয়ে আবাসগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ৩১শে মার্চ প্রাতঃকালে তাঁহাকে যে কার্যসম্পাদন করিতে হইল, আপনার জীবনে তিনি আর কখনও তাহা অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় কার্যে ব্যাপৃত হন নাই। এই দিনে তাঁহাকে একটি অনুরক্ত প্রাচীন সৈনিকদলকে নিরস্ত্র ও সৈন্য-শ্রেণী হইতে নিষ্কাশিত করিতে হইল। কিন্তু এই শোচনীয় ঘটনা যে, নির্বিঘ্নে নির্বিবাদে সম্পন্ন হইল, তজ্জন্য সেনাপতি সর্বান্তঃকরণে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

গবর্নমেণ্ট অবশ্য গুরুতর বিপদের নিবারণ জন্য এই সৈনিকদলকে নিরস্ত্র করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে যে, গুরুতর বিপদ নিবারিত হয় নাই, পরবর্তী ঘটনায় তাহা সপ্রমাণ হইবে। এই সকল সিপাহী অপরের প্ররোচনায় অংশতঃ সেনাপতির ত্রুটিতে ক্ষণস্থায়ী বিরাগে উত্তেজিত হইয়াছিল মাত্র। এই উত্তেজনার গতি শেষে মন্দীভূত হইয়া গিয়াছিল। শান্তভাবে শান্তিময় কথায় উপদেশ দিলে, ইহারা বিপদের সময়ে গবর্নমেণ্টের অদ্বিতীয় বন্ধু বলিয়া পরিগণিত হইত। লেপ্টেনেণ্ট কর্নেল মাক্‌গ্রেগর নামক একজন সৈনিক-পুরুষ ইহাদের সহিত কয়েক মাস বহরমপুরে ছিলেন। এই সৈনিক-পুরুষ স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন যে, তিনি ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বস্ত, অধিকতর অনুরক্ত ও অধিকতর শান্ত সৈনিকদল আর কখনও দেখেন নাই*। ইহাদিগকে যখন নিরস্ত্র করিতে বহরমপুর হইতে বারাকপুরে আনা হয় তখন পথে ইহারা আপনাদের সেনাপতির বিরোধী হয় নাই। যখন ৩৪ গণিত সিপাহীদলের চর বারাসতে যাইয়া, আগ্রহসহকারে ইহাদিগকে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইতে অনুরোধ করে, তখনও ইহারা আপনাদের অন্নদাতা প্রতিপালনকর্তা গবর্নমেণ্টের অনিষ্ট কামনা করে নাই, যখন ইহারা আপনাদের গুরুতর দণ্ডের সংবাদ শুনিতে পায়, তখনও ইহারা ৩৪ গণিত সিপাহীদলের সহিত সম্মিলিত হইয়া, আপনাদের বিদ্বেষভাবের পরিচয় দেয় নাই, যখন বারাকপুরের প্রশস্তক্ষেত্রে ইহাদিগকে আপন আপন যুদ্ধাস্ত্র

* *Marin, Empire in India, Vol II, p. 132.*

সকল পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেওয়া হয়, তখনও ইহারা নীরবে ও ধীরভাবে সেই আদেশ প্রতিপালন করিতে বিমুখ হয় নাই। ইহারা সৈনিকশ্রেণী হইতে বিচ্যুত হইলেও ধীরতার পরিচয় দিয়াছিল, অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেও ইংরেজ সেনাপতির প্রতি আশীর্বাদ করিয়াছিল এবং গবর্নমেণ্টের আদেশে গুরুতররূপে দণ্ডিত হইলেও মন্ত্রণা-দাতা বন্ধুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ইহা অপেক্ষা বিশ্বস্ততা বা ইহা অপেক্ষা অনুরক্তির প্রমাণ আর সম্ভবে না। অনেকে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, হয় তো নিরস্ত্রীকৃত সৈন্যদল বাড়ি যাইবার সময় পথ-পার্শ্ববর্তী গ্রাম সকল লুঠিয়া লইবে। কিন্তু এই আশঙ্কা শেষে অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। ইহারা যাইবার সময়ে কাহারও সুখ ও শান্তির কোনরূপ ব্যাঘাত করে নাই। আর বাংলার ও উত্তর-পশ্চিমের সিপাহীদল যখন একে একে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তখনও এই নিরস্ত্রীকৃত সৈনিকেরা আপনাদের বিশ্বস্ততার সম্মান অক্ষত রাখিয়াছিল। ইহারা যুদ্ধ-প্রবৃত্ত সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া ইংরেজ সম্প্রদায়ের শোণিত-পাত করে নাই*।

* *Mead, Sepoy Revolt, p. 62.*

তৃতীয় অধ্যায়

মঙ্গল পাঁড়ে ও জমাদারের প্রাণদণ্ড—অন্যান্য সিপাহীদলের আশঙ্কা-বৃদ্ধি—আম্বলার ঘটনা—প্রধান সেনাপতি আনসনের বক্তৃতা—মিরাটের ঘটনা—গবর্নর জেনেরলের সহিত প্রধানতম সেনাপতির মতভেদ—অস্থি-চূর্ণ-মিশ্রিত ময়দা—চাপাটি—নানা সাহেব—লক্ষ্ণৌর ঘটনা।

নিরাপদে নির্বিবাদে বারাকপুরের গুরুতর কার্য সম্পন্ন হইয়াছে, ১৯ গণিত সিপাহী-দল বিনা গোলযোগে, বিনা বাধায় আপনাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছে, লর্ড কানিঙ্ এই সংবাদ পাইয়া সন্তুষ্ট ও সুস্থির হইলেন। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র তিনি এই বিষয় প্রধানতম সেনাপতির নিকটে টেলিগ্রাফ করিলেন। সমস্ত নগরেও এই সংবাদ ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল। নগরের ইউরোপীয় অধিবাসীরা সংবাদ পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহারা প্রতি মুহূর্তে আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন বোধ করিতেছিলেন, প্রতি মুহূর্তে সশস্ত্র সিপাহী-কর্তৃক নিহত হওয়ার বিভীষিকা দেখিতেছিলেন, এখন শান্তিময় সংবাদে তাঁহাদের হৃদয় শান্ত এবং তাঁহাদের আশঙ্কা ও উদ্বেগ দূরে অপসারিত হইল।

একটি গুরুতর কার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল, এখন গবর্নমেণ্ট আর-একটি গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার অবসর পাইলেন। বহরমপুরের সিপাহীরা শান্তভাবে আপনাদের সেনাপতির সম্মুখে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সৈনিক-ব্রত হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, শান্তভাবে বারাকপুর হইতে আপনাদের নির্দিষ্ট স্থানে গমন করিয়াছে, ভবিষ্যৎ বিপদের নিবারণ জন্য গবর্নমেণ্ট একদল বীরপুরুষকে এইরূপে তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, কিন্তু ৩৪ গণিত সৈনিকদলের বিষয় বিচার করিরা দেখেন নাই। গবর্নমেণ্ট এখন এই কার্যে ব্যাপৃত হইলেন। ৬ই এপ্রিল মঙ্গল পাঁড়ের বিচার হইল। বিচারপতিগণ ফাঁসীর দণ্ডাদেশ দিলেন। মঙ্গল পাঁড়ের ক্ষতস্থান ক্রমে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। এই ক্ষত ভাল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সিপাহী-যুবক গুলির আঘাতে নিপীড়িত হইলেও ধীরভাবে, অবিকারচিত্তে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইল। সে এই অন্তিম সময়েও সতীর্থগণের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে নাই। ৮ই তারিখে বারাকপুরের সমুদয় সৈন্যের সম্মুখে ফাঁসীকাষ্ঠে সিপাহী-যুবকের প্রাণবিয়োগ হয়। ১০ই তারিখে জমাদারের বিচারের আরম্ভ হইয়া ১১ই তারিখে শেষ হইয়া যায়। ৩৪ গণিত সিপাহীদলের জমাদার ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষদিগকে মঙ্গল পাঁড়ের অস্ত্রাঘাতে কাতর দেখিয়াও সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় নাই, এই অপরাধে বিচারপতিগণ তাহারও প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। এই সময়ে প্রধান সেনাপতি সিমলার শীতল সমীরণ সেবন করিতেছিলেন। সেনাপতি হিয়ারসেকে জমাদারের প্রাণদণ্ড করিবার ভার দেওয়া, তাঁহারই কর্তব্য ছিল। প্রধান সেনাপতি প্রথমে এই ভার দিতে সম্মত হন নাই। শেষে তাঁহার মত পরিবর্তিত হয়। তিনি ২০শে তারিখে হিয়ারসেকে দণ্ডাদেশ কার্যে

পরিণত করিতে আদেশ দেন*। এজন্য জমাদারের প্রাণদণ্ড ২১শে পর্যন্ত স্থগিত থাকে। যে মুসলমান আর্দালি মঙ্গল পাঁড়ের আক্রমণ হইতে লেপ্টেনেণ্ট বগ ও তাঁহার সহকারীকে রক্ষা করিয়াছিল, তাহার পদোন্নতি হয়। সেখ পল্টু হাবিলদারের শ্রেণীতে নিবেশিত হয়**।

এ পর্যন্ত ৩৪ গণিত সিপাহীদলের সম্বন্ধে কিছুই করা হয় নাই। সেনাপতি-দিগের মতে এই সৈনিক সম্প্রদায় ১৯ গণিত সিপাহীদল অপেক্ষাও অধিকতর অপরাধী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। ইহারা ধীরভাবে মঙ্গল পাঁড়ের আক্রমণ চাহিয়া দেখিয়াছিল, অবজ্ঞার সহিত লেপ্টেনেণ্ট বগের কথায় অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছিল, এজন্য সেনাপতিরা ইহাদের উপর সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বারাকপুরের ইউরোপীয়দিগের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে ৩৪ গণিত সৈনিকদল সশস্ত্র থাকিলে পদে পদে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এই এই সৈনিকদলকে এখনও নিরস্ত্র করা হয় নাই। ইহারা পূর্বের ন্যায় সামরিক পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া, বারাকপুরের সৈনিক নিবাসে অবস্থান করিতেছিল, পূর্বের ন্যায় অস্ত্রে-শস্ত্রে শোভিত হইয়া, কাওয়াজের প্রশস্তক্ষেত্রে বেড়াইতেছিল, সুতরাং ইউরোপীয়দিগের আশঙ্কা বা উদ্বেগ অপসারিত হয় নাই। ফাঁসীকাষ্ঠে দুর্দান্ত মঙ্গল পাঁড়ে ও অবাধ্য জমাদারের প্রাণবায়ুর অবসান হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের অন্যান্য বন্ধুগণ এখনও বন্দুক ও তরবারি লইয়া বীরোচিত গর্বের পরিচয় দিতেছিল, বারাকপুরের ইউরোপীয়গণ এজন্য মুহূর্তে মুহূর্তে নানারূপ বিপদের আশঙ্কা করিতেছিলেন। অফিসারেরাও এই আশঙ্কা হইতে অব্যাহতি পান নাই। তাঁহারা যখন সন্ধ্যাকালে স্থানান্তরে যাইতেন, নিশীথে যখন আপনাদের কর্তব্য-কার্যে অভিনিবিষ্ট হইতেন, তখন তাঁহাদের ভয় হইত যে, তাঁহাদের অধীন সিপাহীরাই হয় তো তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া, লেপ্টেনেণ্ট বগের ন্যায় দুর্দশাগ্রস্ত করিবে। সুতরাং রাত্রিকালে বারাকপুরের ইউরোপীয়েরা কেহ কোনো স্থানে যাইতে সাহস পাইতেন না। সন্ধ্যা-সমাগমে তাঁহারা মহিলাগোষ্ঠীতে যাইয়া যে আমোদ উপভোগ করিতেন, এখন তাঁহাদিগকে সে আমোদে জলাঞ্জলি দিতে হইল। শীঘ্র শীঘ্র এই সৈনিকদলের বিচার না হওয়াতে, তাঁহারা ক্রমে গবর্নমেণ্টের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। কিন্তু উপস্থিত সময়ে গবর্নর জেনেরল সবিশেষ বিবেচনা না করিয়া, এ সম্বন্ধে কোনো কার্য করিতে সাহসী হন নাই। হঠাৎ কোন-রূপ গুরুতর দণ্ডাদেশ প্রচার করিলে, পাছে সমস্ত সিপাহী বিরক্ত হইয়া উঠে, গবর্নর জেনেরলের এই আশঙ্কা প্রবল ছিল। এজন্য তিনি ৩৪ গণিত সিপাহীদলের

* *Appendix to Parl. Papers on the Mutinies, 1857, pp. 104-107. Comp. Martin, Empire in India, Vol II, p. 133.*

** সেনাপতি হিয়ারসের আদেশে এই পদোন্নতি হয়। হিয়ারসে এ অংশে আপনার ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য করাতে গবর্নর জেনেরলের মন্ত্রিসভা কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। *Martin, Empire in India, Vol. II, p. 133.*

উত্তেজনার কারণের সূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সুতরাং এপ্রিল মাস এই সিপাহীরা পূর্বের ন্যায় সশস্ত্র ও পূর্বের ন্যায় গবর্নমেণ্টের কার্যে নিযুক্ত রহিল। যাঁহারা ইহাদের বিষয়ের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, ইহাদের বিরাগ, ইহাদের উত্তেজনা ও ইহাদের অবাধ্যতার প্রকৃত কারণনির্দেশে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহারা অবশেষে এই মত প্রকাশ করিলেন, যে, ৩৪ গণিত সিপাহীদলের শিখ ও মুসলমান-সৈন্য বিশ্বাসী, কিন্তু এই দলের হিন্দু-সৈন্য তাদৃশ বিশ্বাসী নহে। বিচারকগণ আপনাদের সূক্ষ্ম বিচার-নৈপুণ্য দেখাইতে গিয়া অতি বুদ্ধির পরিচয় দিতেও বিমুখ হন নাই। কলিকাতার টাঁকশালার যে সুবাদার কেল্লার দুইজন উত্তেজিত সিপাহীকে অবরুদ্ধ করিয়া, আপনার বিশ্বস্ততার পরিচয় দেন, বিচারকগণ তাঁহাকেও ঘোরতর অবিশ্বাসী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন*। ৩৪ গণিত সিপাহীদিগের কেহ কেহ স্থানান্তরে গিয়াছিল, ইহারা ২৯শে মার্চের ঘটনার সময়ে বারাকপুরে উপস্থিত ছিল না**। সুতরাং যাহারা গবর্নমেণ্টের প্রতি বিশ্বাসী ও অনুরক্ত ছিল, যাহারা গবর্নমেণ্টের কার্য-সাধন জন্য স্থানান্তরে গিয়াছিল, অথবা যাহারা গবর্নমেণ্টের সম্মুখে আপনাদের বিশ্বাস ও প্রভুভক্তির পরিচয় দিতেছিল, গবর্নর জেনেরল তাহাদিগকে বাদ দিয়া, অবশিষ্ট সৈন্যের নিরস্ত্রীকরণ-দণ্ডের বিষয়ে বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

এই দণ্ডাদেশ প্রচারের পূর্বে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সিপাহীদিগের মধ্যেও বিরাগ ও উত্তেজনার চিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিত। গবর্নর জেনেরল চিন্তিত হইলেন। বহরমপুর ও বারাকপুরের সিপাহীদিগের আচরণে তাঁহার হৃদয় যে আশঙ্কাতরঙ্গে আন্দোলিত হইয়াছিল, তাহা ক্রমে গভীর হইয়া উঠিল। তিনি শান্ত, বিবেচক ও দূরদর্শী ছিলেন। কিন্তু এই শান্তভাব, এই বিবেচনা ও এই দূরদর্শিতার বলেও প্রতিকূল ঘটনা-স্রোত সহসা নিরুদ্ধ হইল না। জানুয়ারি মাসের প্রারম্ভে যে ক্ষুদ্র মেঘ-খণ্ডের উদয় হইয়াছিল, এপ্রিলে তাহা চারিদিকে প্রসারিত হইল। বারাকপুরের ঘটনা-শেষ হইতে না হইতে, মঙ্গল পাঁড়ে ও জমাদারের মানবলীলার শেষদৃশ্য স্মৃতিপট হইতে অন্তর্ধান করিতে-না-করিতে, সুদূরবর্তী হিমালয়ের পাদদেশ হইতে আতঙ্ক-জনক সংবাদ প্রচারিত হইল। এই দূরতর ভূখণ্ড ও কলিকাতার মধ্যে যে সকল সৈনিক-নিবাস ছিল, তৎসমুদয় গভীর বিরাগের বিকাশ ক্ষেত্র হইয়া উঠিল। সকল সৈনিক-

* *Kaye, Sepoy War, Vol. I, p. 531, note.*

** ৩৪ গণিত সৈনিক-সম্প্রদায় হইতে তিনদল লোক চট্টগ্রামে প্রেরিত হইয়াছিল। গবর্নমেণ্ট ইহাদের রাজভক্তির উপর সন্দিহান হন নাই। ইহারা বারাকপুরের ঘটনার কথা শুনিয়া, একখানি আবেদন-পত্র পাঠাইয়া দেয়। এই অবেদনে লিখিত ছিল যে, মঙ্গল পাঁড়ের অন্যায় ব্যবহারের কথা শুনিয়া, তাহারা সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছে। তাহারা নিশ্চিত জানে যে, গবর্নমেণ্ট তাহাদের ধর্মে কখনও হস্তক্ষেপ করিবেন না। তাহারা চিরকাল বিশ্বস্তভাবে কাজ করিবে —*Kaye, Sepoy War, Tol. I, p. 531. note*

নিবাসের সিপাহীই গবর্ণমেণ্টের কার্য-প্রণালীর উপর দোষ দিতে লাগিল এবং সকল সৈনিক-নিবাসের সিপাহীই অভিনব বন্দুক ও বসাযুক্ত টোটা লইয়া ঘোরতর আন্দোলনে ব্যাপৃত হইল।

কলিকাতা হইতে হাজার মাইল দূরে—সুদূর-বিস্তৃত সমুন্নত পর্বত-মালার সন্নিহিত ভূখণ্ডে আম্বালা নামে একটি নগর আছে। ইহার পূর্বতন নাম অম্বালয়। পাণ্ডব-জননী কুন্তী এইস্থানে অবস্থিতি করাতে ইহা প্রাচীন ভারতে এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। অম্বালয় এখন সাধারণের নিকট আম্বালা নামে পরিচিত হইতেছে। আম্বালার পূর্বপ্রান্তে সুবিস্তৃত কুরুক্ষেত্র,—যে ক্ষেত্রে কুরু-পাণ্ডবের ভয়াবহ সমরে জ্ঞাতি-বিরোধের মীমাংসা হইয়াছিল, পৃথ্বীরাজ সমরসিংহের প্রাণ-বায়ুর সহিত ভারতের সৌভাগ্য-রবি অন্তর্ধান করিয়াছিল, মারহাট্টারা আপনাদের জন্মভূমির রত্ন-সিংহাসন লাভের আশায় বিসর্জন দিয়াছিল, যে ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান, বিজেতা ও বিজিত, উভয়েই একত্র অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়া সাম্যের অপার মহিমার পরিচয় দিয়াছিল, আম্বালার প্রান্ত ভাগ হইতে তাহার ভয়ানক অথচ শান্তরসাস্পদ দৃশ্য দর্শকের নেত্র-পথবর্তী হইয়া থাকে। ইদানীন্তন সভ্যতার প্রসূতি ইউরোপ-ভূমি যখন হিংস্র-পশু-পূর্ণ জঙ্গলে সমাবৃত ছিল, ইংলণ্ড বা রুষিয়া, জর্মনি বা অস্ট্রিয়ার নিরক্ষর অধিবাসিগণ যখন আপনাদের আরণ্য ভূখণ্ডে মৃগয়ার আমোদে পরিতৃপ্ত হইতেছিল, ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে তখনও আম্বালার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। উপস্থিত সময়ে আম্বালায় গবর্ণমেণ্টের সৈন্যের প্রধান আড্ডা ছিল। প্রধান সেনাপতি আনসন্ মার্চ মাসের মধ্যভাগে এইখানে আসিয়া, সিমলার শীতল সমীরণ সেবন করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, এমন সময় সিপাহীদিগের বিরাগ ও অসন্তোষের বিষয় তাঁহার গোচর হইল। আম্বালায় বিভিন্ন সৈনিকদলকে অভিনব বন্দুকের বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত। এই সকল দলের লোক তাদৃশ অভিজ্ঞ বা বিষয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন। ইহারা সামান্যভাবে সামান্য অবস্থায় সৈনিকব্রত গ্রহণ করিয়া এতদ্দেশীয় রণনিপুণ অফিসারদিগের অধীনে পরিচালিত হইত। অভিনব টোটায় ইহাদের অন্তঃকরণ সহজেই বিচলিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। টোটার চাকচিক্যশালী কাগজ দেখিয়া, যদি ইহারা সন্দেহাকুল হয়, জাতিচ্যুত, ধর্মচ্যুত ও আপনাদের আত্মীয়গণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ার আশঙ্কায়, যদি ইহারা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ-পক্ষ অবলম্বন করে, তাহা হইলে সবিশেষ সাবধানে সবিশেষ সতর্কতার সহিত ইহাদিগকে শান্ত করিবার চেষ্টা করা উচিত ছিল।

এতদ্দেশীয় ৩৬ গণিত পদাতিক সৈন্য প্রধান সেনাপতির সঙ্গে আম্বালায় উপনীত হইয়াছিল। এই সৈনিকদলের দুইজন অফিসার ইহার পূর্বে আম্বালায় আসিয়াছিলেন, এক্ষণে ৩৬ গণিত সিপাহীরা উপস্থিত হইলে ইঁহারা একদিন তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। অফিসারদ্বয় সিপাহীদিগের তাম্বুতে উপস্থিত হইলে একজন সুবাদার তাঁহাদের অভিনন্দন না করিয়া ঘৃণা ও বিরাগের সহিত নির্দেশ করেন যে, তাঁহারা সিপাহীদিগকে খ্রীস্টীয় ধর্মে দীক্ষিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অপবিত্র টোটা দ্বারা সকলের জাতি ও সকলের ধর্ম নষ্ট করিবার প্রয়াস পাইতেছেন।

এই সময়ে লেপ্টেনেন্ট মার্টিনো নামক একজন সৈনিক-পুরুষ আম্বালার সিপাহীদিগকে অভিনব বন্দুকের ব্যবহার-প্রণালী শিক্ষা দিতেন। অফিসারদ্বয় অবিলম্বে তাঁহাকে এই সংবাদ জানান, ইহার মধ্যে সিপাহীদিগের একজন বালকের ন্যায় চীৎকার করিয়া মার্টিনোকে কহে যে, সে জাতিচ্যুত হইয়াছে। তাহার দলের কেহই তাহার সহিত ভোজন করিতে সম্মত হইতেছে না। মার্টিনো উদ্বিগ্ন হইলেন। আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তার প্রবাহ একটির-পর-একটি করিয়া, তাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিতে লাগিল। তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, আম্বালার শিক্ষাগারের সকল সিপাহীই অপবিত্র বসাযুক্ত টোটা ব্যবহার করিতে হইবে বলিয়া, ভীত হইয়া উঠিয়াছে। কেহ কেহ ভাবিতেছে যে, হয় তো তাহারা এই টোটা ব্যবহার করিয়াছে, বাড়িতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, তাহাদের আত্মীয়গণ নিসন্দেহে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে; সকলেই ভীত, সকলেই চঞ্চল, সকলেই পুরুষানুক্রমিক ধর্মানুশাসন রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত। মার্টিনো সিপাহীদিগের এইরূপ চাঞ্চল্য ও এইরূপ আশঙ্কা দেখিয়া সমস্ত বিষয় প্রধান সেনাপতিকে জানাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তিনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রধান সেনাপতিকে কোন কথা জানাইতে সমর্থ ছিলেন না। গবর্নমেণ্টের কার্য-বিভাগের রীতিঅনুসারে তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা সহকারী আডজুটাণ্ট জেনেরলের নিকট লিখিয়া পাঠাইতে হইল। প্রধান সেনাপতি পূর্বেই উপস্থিত বিষয় অবগত হইয়াছিলেন, পূর্বেই সিপাহীদিগের চাঞ্চল্যদর্শনে কোনরূপ কার্য-পদ্ধতি অবলম্বন করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন। ২৩শে মার্চ তিনি অস্ত্র-শিক্ষাগার পরিদর্শন করিলেন। ইহার পূর্বদিন অপরাহ্নে তাঁহার নিকট সংবাদ আসিল যে, সিপাহীরা তাঁহাকে আপনাদের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছে। প্রধান সেনাপতি এজন্য সিপাহীদিগকে একত্র করিয়া তাহাদের সম্মুখে আপনার মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলেন। এই জন্য সিপাহীদিগকে সমবেত করা হইল। এতদ্দেশীয় অফিসারগণ প্রধান সেনাপতির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। সেনাপতি আনসন্ হিয়ারসের ন্যায় হিন্দুস্থানী ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারিতেন না, এজন্য লেপ্টেনেণ্ট মার্টিনো তাঁহার কথা হিন্দুস্থানীতে বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বক্তৃতার সময় প্রধান সেনাপতি এক একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য কহিয়া থামিতে লাগিলেন, মার্টিনো হিন্দুস্থানীতে সেই বাক্যটির অনুবাদ করিয়া সমবেত শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে শুনাইতে লাগিলেন। অনন্তর প্রধান সেনাপতি, সকলে ইহার ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিয়া, আবার বলিতে লাগিলেন। বক্তৃতার মর্ম এই—

'সৈনিক পুরুষদিগকে অভিনব বন্দুকের ব্যবহার-প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য এখানে যে শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে যে সকল সিপাহী অফিসার সমবেত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছি। আপনাদের কর্তব্যকার্যে পারদর্শিতার জন্যই অফিসারগণ স্ব-স্ব পদে নিয়োজিত হইয়াছেন, এ জন্য আমার আশা আছে যে, তাঁহারা উপস্থিত সময়ে এই পারদর্শিতার পরিচয় দিবেন, এবং তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে যে সকল লোক আছে, তাহাদের ও সমস্ত ভারতীয় সৈন্যের

উপকারার্থ আপনাদের ক্ষমতা ও আপনাদের কার্য-তৎপরতা দেখাইবেন। তাঁহারা যে গবর্নমেণ্টের কার্য করিতেছেন, সেই গবর্নমেণ্টের উপর অযথা সন্দেহ করিয়া আপনাদের মন অস্থির করা, তাঁহাদের উচিত হইতেছে না। এখন সৈন্যদিগকে পূর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বন্দুক ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছে। এই উৎকৃষ্ট বন্দুকের জন্য পূর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট টোটা প্রচলিত করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। টোটা যে কাগজে প্রস্তুত হইতেছে, তাহা দেখিয়া সকল সিপাহীই এই আশঙ্কা করিতেছে যে গবর্নমেণ্ট তাহাদের চির-সম্মানিত জাতি ও চির-পবিত্র ধর্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

'এই আশঙ্কা যে, কতদূর অমূলক ও কতদূর অসঙ্গত, তাহা মুহূর্তকাল চিন্তা করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। এই উপায়ে সকলের জাতি নষ্ট করিলে গবর্নমেণ্টের কি লাভ হইবে ? গবর্নমেণ্ট কি উদ্দেশ্য সাধনের-জন্য সকলকে ধর্মচ্যুত করিবেন, ইহা কি কেহ পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিতে পারেন ? আমি স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিতেছি যে, ভারতবর্ষীয়দিগের চিরাচরিত আচার-ব্যবহারে বাধা দিতে অথবা ভারতের বিভিন্ন জাতির ক্রিয়াকলাপের বিঘ্ন জন্মাইতে, গবর্নমেণ্ট কখনও ইচ্ছা করেন নাই। আমার বিশ্বাস আছে, সকলই এই অমূলক সন্দেহ আপনাদের হৃদয় হইতে অপসারিত করিবেন।

'যে সকল টোটার সম্বন্ধে সিপাহীরা যুক্তিসঙ্গত আপত্তি উত্থাপন করিবে, তৎসমুদয় সিপাহীদিগকে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে না, সেনাপতিরা এরূপ নির্দেশ করিলেও সৈনিকদলের অনেকে তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে নাই ; প্রত্যুত তাহারা এরূপ কার্য করিয়াছে যে, প্রকৃত সৈনিক-পুরুষ বলিয়া, তাহাদের বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। আপনাদের প্রতিপালক গবর্নমেণ্টের ও আপনাদের উপরিতন কর্তৃপক্ষের আদেশ পালন করাই প্রকৃত সৈনিক-পুরুষের প্রধান কর্তব্য। এইরূপ অবাধ্যতার জন্য কিরূপ কার্য-প্রণালী অবলম্বন করা উচিত, তাহা গবর্নমেণ্ট বিশেষরূপে জানেন। আমি অকুণ্ঠিতচিত্তে, ও অম্লানভাবে কহিতেছি যে, এই সকল অবাধ্য সৈনিক-পুরুষেরা কঠোরতম শাস্তি ভোগ করিবে।

'কিন্তু কেবল ভয়প্রদর্শন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। যাহাদের বক্ষোদেশ সাহস ও তৎকার্যের পরিচয়সূচক চিহ্নে শোভিত রহিয়াছে, তাহাদিগকে তাহাদের কর্তব্যের বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া যে, অনাবশ্যক তাহা আমি বেশ বুঝিতেছি। আমি তাহাদিগকে এখন নিশ্চিতরূপে জানাইতেছি যে, গবর্নমেণ্ট এই সুবিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিবাসীগণের কাহারও আচার-ব্যবহার বা জাতির উপর হস্তক্ষেপ করেন না। ভবিষ্যতেও গবর্নমেণ্ট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সর্বদা বিরত থাকিবেন। যে-সকল এতদ্দেশীয় অফিসার এখানে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের উপর আমার বিশ্বাস আছে। আমি আশা করি, তাঁহারা এই বিষয়ে তাঁহাদের অধীন লোকদিগকে বুঝাইয়া বলিবেন। আমার বিশ্বাস যে, তাঁহারা পবিত্র সৈনিকধর্মের কলঙ্কমোচন করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিবেন এবং এতদিন সৈনিকশ্রেণীতে থাকিয়া আপনাদের যে উন্নত চরিত্রের পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন, এখনও সেই উন্নত চরিত্রের গৌরব অব্যাহত রাখিবেন।'

প্রধান সেনাপতি নীরব হইলেন। হিয়ারসে সিপাহীদিগের মাতৃভাষায় বারাকপুরে যে তেজস্বিনী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন ফল হয় নাই। সিপাহীরা আপনাদেরসেনাপতির মুখে অনর্গল হিন্দুস্থানীতে নানা প্রকার সান্ত্বনা-বাক্য শুনিয়াও শান্ত, সন্তুষ্ট বা গবর্নমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত হয় নাই। এখন প্রধান সেনাপতির বক্তৃতার অনুবাদে যে, তাহারা সন্তুষ্ট হইবে, তাহা সম্ভাবিত নহে। যে সকল অফিসার প্রধান সেনাপতির সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন, উপস্থিত বক্তৃতা কেবল তাঁহাদেরই শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। বক্তৃতা শেষ হইলে তাঁহাদের দুই তিনজন মার্টিনোর নিকটে যাইয়া, তাঁহাকে কহেন যে, প্রধান সেনাপতি বক্তৃতার সময় তাঁহাদের প্রতি যেরূপ সম্মান দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা সাতিশয় সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। যদিও তাঁহারা গবর্নমেণ্টের কোন অনিষ্টসাধনে উদ্যত হইবেন না, যদিও গবর্নমেণ্টের সদভিপ্রায়ের উপর তাঁহাদের সবিশেষ আস্থা আছে, তথাপি তাঁহারা দুঃখের সহিত বলিতেছেন যে টোটার সম্বন্ধে এখন যাহা বলা হইতেছে, তাহাতে যদি একজনের বিশ্বাস না জন্মে, তাহা হইলেও আর দশহাজার লোকের সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছে। গবর্নমেণ্ট টোটা দ্বারা সকলের ধর্মনাশে উদ্যত হইয়াছেন ; এই বিশ্বাস এখন সার্বজনীন হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের দলস্থ সৈনিক-পুরুষদিগের কেবল এইরূপ বিশ্বাস জন্মে নাই, প্রত্যুত তাঁহাদের বাস-গ্রামের সকলেরও উহাতে প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। সৈনিকগণ অভিনব টোটা ব্যবহার করিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু এই আদেশ পালন করিলে তাহাদিগকে যে সামাজিক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখার জন্য তাহারা তাহাদের পিতৃস্থানীয় প্রধান সেনাপতির নিকট প্রার্থনা করিতেছে। তাহারা ইহাতে চিরকাল জাতিচ্যুত হইয়া থাকিবে, তাহাদের আত্মীয়গণ ইহাতে তাহাদিগকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিবেন। গবর্নমেণ্টের আদেশ প্রতিপালনের জন্য, আপনাদের সেনাপতিগণের বশবর্তী হওয়ার নিমিত্ত, তাহারা জাতিভ্রষ্ট, ধর্মভ্রষ্ট ও স্বজন-পরিত্যক্ত হইয়া সংসারে চিরকাল কষ্টভোগ করিতে থাকিবে। মার্টিনো অফিসারগণের এই সকল কথা প্রধান সেনাপতিকে জানাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তিনি আপনার প্রতিশ্রুতিপালনে বিমুখ হন নাই। তাঁহার লিখিত পত্র আডজুট্যাণ্ট জেনেরলের কার্যালয়ে পৌঁছিল। মার্টিনো স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিলেন, 'সৈনিকদলে অনেক বুদ্ধিমান ও বিশ্বস্ত লোক আছে। এই সকল সৈনিক-পুরুষ কহিতেছে যে, তাহারা আপনাদের সেনাপতিগণের আদেশ প্রতিপালন করিবে। কিন্তু ঈদৃশী বশবর্তিতার জন্য তাহাদিগকে সমাজে বিস্তর কষ্ট ও বিস্তর নিগ্রহ সহ্য করিতে হইবে। আমি উপস্থিত সময়ে ভারতবর্ষীয়দিগের মনোগত ভাব যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, তাহাদের এই সকল কথা অত্যুক্তিপূর্ণ নহে। ভারতবর্ষীয়দিগের হৃদয় সহজেই ধর্ম-নাশের আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া উঠে। তাহাদের কল্পনা প্রায়ই অনেক বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখাইয়া তাহাদিগকে ক্রমে অধীর ও উন্মত্তপ্রায় করিতে থাকে। তাহাদের কল্পিত বিষয় সর্বাংশে যুক্তি বহির্ভূত ও অসম্ভাবিত হইলেও, তাহারা উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে

অণুমাত্রও সঙ্কুচিত হয় না। উপস্থিত সময়ে এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিবাসীরা কি কারণে এত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আমি ঠিক করিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, অভিনব টোটাসকল গরু ও শূকরের চর্বিতে অপবিত্র করা হইয়াছে বলিয়া, যে জনরব উঠিয়াছে, তাহা এই উত্তেজনা ও আশঙ্কার প্রধান কারণ নহে। অপবিত্র বসাযুক্ত টোটা আমার মতে ইহার গৌণ কারণ বলিয়াই পরিগণিত হওয়া উচিত।' লেপ্টেনেণ্ট মার্টিনোর এইপত্র আড্‌জুট্যাণ্ট জেনেরলের কার্যালয় হইতে প্রধান সেনাপতির নিকটে গেল। সেনাপতি আনসন্ গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। তিনি সেই দিনই গবর্নর জেনেরলকে লিখিলেন, 'শিক্ষাগারে সৈনিকদল যে, সন্তুষ্ট আছে, এবং তাহারা যে সুস্থির হইবে, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহারা আপনাদের সহযোগিগণ কর্তৃক কি ভাবে পরিগৃহীত হইবে, আমি তাহাই ভাবিতেছি।' এখন উপস্থিত বিষয়ে কি করিতে হইবে? কিরূপে সমুদয় সৈন্য পূর্বের ন্যায় অনুরক্ত রাখা যাইবে? আনসন্ আবার গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন; তিনি সহসা কোন সদুপায় ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বক্তৃতা করিয়া বা ভয় দেখাইয়া, এখন তাহাদিগকে পূর্বের ন্যায় অনুরক্ত রাখার প্রয়াস পাওয়া নিষ্ফল। এরূপ করিলে তাহাদের হৃদয় পূর্বাপেক্ষা অধিকতর বিচলিত হইবে, তাহারা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর অসন্তুষ্ট হইয়া গবর্নমেণ্টকে আপনাদের ধর্মহন্তা শত্রু বলিয়া মনে করিতে থাকিবে। আনসন্ একবার অভিনব বন্দুকের শিক্ষালয় উঠাইয়া দিবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু এরূপ করিলে পাছে কাপুরুষতার পরিচয় দেওয়া হয়, তাঁহার ইহাই আশঙ্কা হইতে লাগিল। অবশেষে আনসন্ এই স্থির করিলেন যে, টোটার যে সকল কাগজের উপর সন্দেহ করা হইয়াছে, যে সকল কাগজের সম্বন্ধে যে পর্যন্ত মিরাট হইতে কোন সংবাদ না আসে, সে পর্যন্ত আম্বালার শিক্ষাগারে টোটার ব্যবহার স্থগিত রাখা উচিত।

এদিকে গবর্নর জেনেরল কলিকাতার প্রশস্ত প্রাসাদে থাকিয়া আম্বালার শিক্ষাগারের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। শিক্ষাগারের কার্য স্থগিত রাখা তাঁহার নিকট সঙ্গত বোধ হইল না। তিনি প্রধান সেনাপতির নিকট এই মর্মে পত্র লিখিলেন—'আম্বালার শিক্ষাগারে যাহারা অভিনব বন্দুকের ব্যবহার-প্রণালীর অভ্যাস করিতেছে, তাহারা বোধহয়, টোটা ব্যবহার করিতে কোনোরূপ আপত্তি উত্থাপন করিবে না। টোটার কাগজ সর্বাংশে বিশুদ্ধ। সিপাহীদিগের জাতি নষ্ট হইতে পারে, এই কাগজে এমন কোনো পদার্থ নাই। এখন যদি আমরা টোটা ব্যবহার করা স্থগিত রাখি, শিক্ষার্থী সৈনিক পুরুষেরা যদি আপনাদের শিক্ষা সমাপ্ত না করিয়া, নির্দিষ্ট স্থানে চলিয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের উদ্দেশ্য নষ্ট হইবে; ইহাতে সিপাহীরা ভাবিবে, টোটায় অবশ্য কোনোরূপ অস্পৃশ্য পদার্থ ছিল। গবর্নমেণ্ট না বুঝিয়া অবৈধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, এখন আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া উহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা গবর্নমেণ্টের শক্তি ও গবর্নমেণ্টের দৃঢ়তার হানি হইবে। এজন্য আমার মতে আম্বালার শিক্ষাগারে টোটা ব্যবহার করিতে দেওয়াই উচিত। ইহাতে শিক্ষার্থিদিগের

চিরন্তন সংস্কারের কোনো ব্যতিক্রম ঘটিবে না, যেহেতু তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে যে, টোটার কাগজে তাহাদের ধর্ম ও জাতির অনিষ্টকারক কোনো পদার্থ বর্তমান নাই। তাহাদের এইরূপ বিশ্বাস দেখিয়া অপরাপর সিপাহীরাও ক্রমে বুঝিতে পারিবে যে, অভিনব টোটার কোনোরূপ অস্পৃশ্য বা অপবিত্র পদার্থ দেওয়া হয় নাই। কিন্তু যদি টোটার ব্যবহার সহসা স্থগিত রাখা যায়, তাহা হইলে সিপাহীরা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সন্দেহাকুল ও গবর্নমেণ্টের উপর পূর্বাপেক্ষা অধিকতর শ্রদ্ধাশূন্য হইবে। তাহাদের এই সন্দেহ ও এই অশ্রদ্ধা দূরকরা ভবিষ্যতে অসাধ্য হইয়া উঠিতে পারে।' গবর্নর জেনেরল এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া আম্বালার শিক্ষাগারে টোটা ব্যবহার করিতে আদেশ দিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, টোটার ব্যবহার স্থগিত রাখিলে গবর্নমেণ্টের পক্ষে কাপুরুষতার পরিচয় দেওয়া হইবে। কাপুরুষতার পরিবর্তে দৃঢ়তার পরিচয় দিলে বিপদের আশঙ্কা ক্রমে অপসারিত হইতে থাকিবে। সুতরাং আম্বালার শিক্ষাগারে টোটার ব্যবহার বন্ধ রাখা হইল না। উহা পূর্বের ন্যায় শিক্ষার্থিদিগকে দিবার আদেশ প্রচারিত হইল।

গবর্নর জেনেরলের পত্র আম্বালায় পেঁছিতে-না-পেঁছিতেই প্রধান সেনাপতি সিমলায় যাত্রা করিয়াছিলেন। হিমগিরির শীতল সমীর সেবনে ও চারিদিকে প্রকৃতির অপূর্ব গাম্ভীর্যময়ী শোভা সন্দর্শনে তাঁহার বড় সুখবোধ হইতেছিল। তিনি এই সুখের আবেশে গবর্নর জেনেরলকে লিখিলেন, 'সিমলার দৃশ্য এখন বড় রমণীয়। ইহার জলবায়ুও এখন বড় উৎকৃষ্ট, আমি সর্বান্তঃকরণে ইচ্ছা করি আপনি এইখানে আসিয়া ইহার উৎকৃষ্ট জলবায়ুতে আপনার স্বাস্থ্য-সুখ বৃদ্ধি করিবেন।' কিন্তু এখন স্বাস্থ্য-সুখ বৃদ্ধি করার সময় ছিল না। হিমগিরির শোভা সন্দর্শনে আনন্দ উপভোগ করিবারও অবকাশ ছিল না। পঞ্চনদের সমুন্নত ক্ষেত্র হইতে বাংলার সম-ধরাতল পর্যন্ত সকল স্থান ঘোর অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত হইতেছিল সকল স্থান হইতেই আতঙ্কজনক সংবাদ প্রচারিত হইয়া গবর্নর জেনেরলকে শঙ্কিত, বিচলিত ও চিন্তিত করিয়া তুলিতেছিল। সিপাহীদিগের অবাধ্যতার পূর্বে বারাকপুরে যেমন অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, এখন অন্যান্য স্থানেও সেইরূপ অগ্নিকাণ্ড হইতে লাগিল। এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে আম্বালায় এই ঘটনা সর্বদা ঘটিতে লাগিল। গবর্নমেণ্ট টোটা ব্যবহার করার সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহা আম্বালার শিক্ষালয়ের শিক্ষার্থিগণের গোচর হইয়াছিল। শিক্ষার্থিগণ আপনাদের টোটা মোম বা ঘৃত দ্বারা সিক্ত করিয়া লইতেছিল। টোটার ব্যবহার স্থগিত না হওয়াতে তাহারা কোনোরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই, গবর্নমেণ্ট যে তাহাদের ধর্মনাশের জন্য দুরভিসন্ধি করিয়াছেন, তদ্বিষয়েও তাহাদের কোনোরূপ সন্দেহ হয় নাই। তাহারা এইরূপ সন্তুষ্ট ও এইরূপ অসন্দিগ্ধ হইলেও সমাজচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা তাহাদের মনে বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা গবর্নমেণ্টের আদেশে টোটা ব্যবহার করিতেছে, যাহা স্পর্শ করিতে তাহাদের স্বজাতি সমধর্মিগণ ঘোরতর আপত্তি করিয়াছে, তাহারা অবলীলায় ও অসঙ্কোচে বিধর্মী লোকের কথায় তৎসমুদয় স্পর্শ করিতেছে। এজন্য তাহাদিগকে অবশ্য সমাজচ্যুত ও জাতিচ্যুত হইতে

হইবে, আপনাদের দলে উপস্থিত হইলে সকলে তাহাদের প্রতি অবশ্য ঘৃণা প্রকাশ করিবে ! সুখ ও শান্তিলাভের আশায় গরীয়সী জন্মভুমিতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে তাহাদের আত্মীয়গণ অবশ্য তাহাদিগকে অপাঙক্তেয় করিবে। সিপাহীদিগের হৃদয় এইরূপ নানা প্রকার আশঙ্কার তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছিল। এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আম্বালা এখন প্রচণ্ড হুতাশনের রঙ্গভূমি হইয়া উঠিল। রাত্রির-পর-রাত্রি আসিতে লাগিল, প্রতি রাত্রিতেই ইউরোপীয় সৈনিক-নিবাস, মালগুদাম, চিকিৎসালয়, সিপাহী-দিগের আবাস-গৃহ সমস্তই একে একে অগ্নির করালশিখায় পরিবেষ্টিত হইতে লাগিল। আম্বালার কর্তৃপক্ষ চমকিত হইলেন। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের নিশীথে এইরূপ ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া সকলে শঙ্কাকুল হইয়া উঠিতে লাগিলেন। এই আকস্মিক ঘটনায় যাহারা লিপ্ত রহিয়াছে তাহাদিগকে ধরিয়া সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য বিচারকগণ নিয়োজিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইল না। তাঁহারা অনেক আয়াস স্বীকার করিলেন, অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, কিন্তু কাহাকেও অপরাধী বলিয়া নির্দেশ করিতে সমর্থ হইলেন না। ২২শে এপ্রিল সৈনিক বিদ্যালয়ের একজন সিপাহীর আবাস-গৃহ দগ্ধ হয়, তৎপর রাত্রিতে ৬০ গণিত সৈনিকদলের পাঁচখানি গৃহ ভস্মীভূত হইয়া যায়। কথিত আছে মাসের শেষে শিক্ষাগারের একজন শিখ এই সাক্ষ্য দেয় যে, টোটা ব্যবহার করিবার আদেশ প্রচারিত হওয়াতে সিপাহীরা সমুদয় গৃহ ভস্মসাৎ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইযাছে।* কিন্তু বিচারকগণের অনুসন্ধানে কেহই অপরাধী বলিয়া নির্দিষ্ট হয় নাই, কেহই তাঁহাদের সম্মুখে শপথ করিয়া সাক্ষ্য দিতে চায নাই। সাক্ষীদিগকেও প্রকৃত ঘটনা প্রকাশের জন্য কোনোরূপ তাড়না করা হয় নাই।**

প্রধান সেনাপতি দুই বৎসর কাল এদেশে ছিলেন, দুই বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের সৈনিক-পুরুষদিগের আচার-ব্যবহার দেখিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি ভারতবর্ষীয়দিগের মনোগত ভাব বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। প্রধান সেনাপতি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে আম্বালার ঘটনায় তিনি বড় গোলযোগে পড়িয়াছেন। প্রতি রাত্রিতে এতগুলি ঘর পুড়িয়া গেল, অথচ কেহই অপরাধী বলিয়া ধৃত হইল না, ইহাতে তাঁহার বড় বিস্ময়ের উদ্রেক হইয়াছে। এপ্রিল মাসের শেষে তিনি গবর্নর জেনেরলকে লিখিলেন, 'আমরা আম্বালার অগ্নিকাণ্ডের কোনোও অপরাধীকে ধরিতে পারিলাম না। ইহা অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় বলিতে হইবে। দুরাশয় লোকে, যাহা তাহাদের অনিষ্টকর বলিয়া মনে করিতেছে, তাহার প্রতিশোধ দিবার জন্য তলে তলে কিরূপ ষড়যন্ত্র করিয়া পরস্পর দলবদ্ধ হইয়াছে এবং যাহারা উপস্থিত ঘটনা জানিয়াছে, তাহারা উহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেও ইহাদের ভয়ে কতদূর সাহসশূন্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহা এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে।' এই লিখন-ভঙ্গীতেই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে

---

* *Holmes, History of the Indian Mutiny, p. 92.*

** *Kaye, Sepoy War, Vol. I, p 592-663.*

যে, ইংরেজ রাজপুরুষেরা সকল বিষয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ ছিলেন না, ভারতবর্ষীয়দিগের মনোগত ভাবের উন্নয়নে তাঁহাদের কোনো ক্ষমতা ছিল না। তাঁহারা কেবল বাহ্য দৃশ্যেই পরিতৃপ্ত থাকিতেন। অভ্যন্তরীণ ভাবদর্শনে আপনাদের কর্তব্যের অবধারণ করিতে তাঁহাদের চেষ্টা বা একাগ্রতা ছিল না। ভারতবর্ষের সৈনিক-পুরুষেরা ইংরেজদিগের উপর কিরূপ বিশ্বাস শূন্য হইয়াছিল, কিরূপ অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার সহিত ইংরেজদিগকে চাহিয়া দেখিতেছিল তাহাও সেনাপতি আনসনের উল্লিখিত পত্রে পরিস্ফুট হইতেছে। তাহাদের আত্মবিরোধ এখন তিরোহিত হইয়াছিল, তাহাদের অনৈক্য ও অসদ্ভাব এখন দূরে প্রস্থান করিয়াছিল, তাহারা আপনাদের সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদ ভুলিয়া এখন ইংরেজের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিল, পরস্পর দলবদ্ধ হইয়া এখন ইংরেজের অনিষ্ট সাধনের উপায় দেখিতেছিল। তাহাদের সকলের হৃদয়ই ইংরেজ কর্তৃপক্ষের অমঙ্গল-কামনায় পাষাণময় হইয়াছিল এবং সকলের মুখই ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকটে গোপনীয় অভিসন্ধির বিষয় বলিতে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

সময় অতীত হইতে লাগিল। অনন্ত কালস্রোতে দিনের-পর-সপ্তাহ, সপ্তাহের-পর-মাস অতিবাহিত হইল, কিন্তু সিপাহীরা শান্ত ও নিরুদ্বেগ হইল না। যে ঘোর ঘনঘটায় ভারতীয় আকাশ আচ্ছন্ন হইতেছিল, তাহার বিলয় দেখা গেল না। এক হস্ত-পরিমিত নবীন নীরদ পূর্বাপেক্ষা ক্রমে প্রসস্ততর, ক্রমে ঘোরতর হইয়া ইংরেজের প্রসন্ন মূর্তি কালিময় করিয়া ফেলিল। প্রথমে অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন যে, সিপাহী-দলের মধ্যে কেবল হিন্দুগণই উপস্থিত যোগাযোগে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। বারাকপুরে ৩৪ গণিত সৈনিকদলের সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান হয়, তাহাতে বিচারকগণ স্থির করিয়াছিলেন যে, উক্ত দলের শিখ ও মুসলমান সৈনিক-পুরুষেরা কোনোরূপ অবিশ্বাসের কাজ করে নাই। ১৯ গণিত নিরস্ত্রীকৃত সৈনিকদলের কেবল হিন্দুরাই যে গবর্নমেণ্টের উপর সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতেও সকলে বিশ্বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বিশ্বাস সমূলক কিনা, হিন্দু-মুসলমানের ষড়যন্ত্রে ১৮৫৭ অব্দের চিরস্মরণীয় যুদ্ধের উৎপত্তি হইয়াছে কিনা, তদ্বিষয়ের পরে আলোচনা করা যাইবে। উপস্থিত সময়ে ভারতের প্রধানতম শাসনকর্তার নিকট হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই এক শ্রেণীতে নিবেশিত হইয়াছিল। এপ্রিল মাস শেষ হইতে-না-হইতেই গবর্নর জেনেরল বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যে-সকল ভারতবাসী এক সময়ে তাঁহাদের বলবৃদ্ধি করিয়াছে, তাঁহাদের আপদ নিবারণের অবলম্বনস্বরূপ রহিয়াছে, তাহারা সকলেই এখন তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান সকলেই তাঁহাদের অনিষ্টসাধনে সমুদ্যত হইয়াছে।

এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে প্রধান সেনাপতির সবিশেষ ধীরতা ও বিবেচনার সহিত কার্য করা উচিত ছিল। কিন্তু জেনেরল আনসন্ তাদৃশ কার্যপটুতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। ভারতীয় আকাশ ক্রমে চারিদিকে ঘোর-ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইতেছিল—নবীন নীরদ ক্রমে বর্ধিতকলেবর হইয়া মুহূর্তে মুহূর্তে প্রলয়-কাণ্ডের সূচনা করিতেছিল, এ সময়েও প্রধান সেনাপতির চৈতন্য হয় নাই। যাঁহার হস্তে সৈনিকদলের পরিচালনভার সমর্পিত

রহিয়াছে, যিনি সৈনিক বিভাগের সমস্ত কার্যের জন্য দায়ী রহিয়াছেন, তিনি উপস্থিত সময়ে পরম সুখে হিমালয়ের শীতল সমীরণ সেবন করিতেছিলেন। বিপদ ক্রমে ভয়ঙ্কর ভাব পরিগ্রহ করিতেছিল, তথাপি তিনি চিন্তিত হন নাই—এ সময়ে কি করিতে হইবে, উত্তেজিত সিপাহীদিগের হৃদয় শান্ত করিবার জন্য কি উপায়ের অবলম্বন করা উচিত, গবর্নর জেনেরলের মন্ত্রিসভা সর্বদা এই বিষয় লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু প্রধান সেনাপতি এ সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া, সুদূরবর্তী পর্বতমালায় মনোহর সৌন্দর্যে পরিতৃপ্ত হইতেছিলেন। কলিকাতা এ সময়ে স্বাস্থ্যকর ছিল, প্রধান সেনাপতিও কোনরূপ গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হন নাই, তথাপি তিনি এই গোলযোগের সময় নিশ্চিন্ত মনে সিমলায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। গবর্নর জেনেরলের মন্ত্রিসভার সহিত তাঁহার কোনরূপ সংস্রব ছিল না। মন্ত্রিসভার কার্যে ব্যাপৃত না থাকিলেও সেনাপতি আনসন্ আপনার পুরা মাহিনা লইতে বিরত হন নাই। প্রধান সেনাপতির কাজে তিনি বার্ষিক লক্ষ টাকা পাইতেন। এতদ্ব্যতীত গবর্নর জেনেরলের মন্ত্রিসভার কার্যে তাঁহার ষাট হাজার টাকা বেতন নির্ধারিত ছিল। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, সেনাপতি আনসন্ উপস্থিত সময়ে কলিকাতায় ছিলেন না, সুদূরবর্তী হিমালয়ের পার্বত্য-প্রদেশে—শৈলবিহারে চিত্তবিনোদন করিতেছিলেন। সুতরাং ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার কোনও কার্যে তাঁহাকে লিপ্ত হইতে হয় নাই; তথাপি প্রধান সেনাপতি, মন্ত্রিসমাজের কার্যের জন্য তাঁহার নির্দিষ্ট বেতন গ্রহণ করিতেছিলেন*। দরিদ্র ভারতের অর্থ এইরূপ ব্যয় হইয়াছিল। ভারতের দরিদ্র জনসাধারণকে নিরাপদে—সুখ-শান্তিতে রাখিবার জন্য যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, ঘোর বিপত্তি সময়ে—অশান্তির প্রাক্কালে তাহা এইরূপে ভারতের প্রধান শান্তি-রক্ষক—প্রধান সৈনিকপুরুষ অসঙ্কুচিতচিত্তে গ্রহণ করিতেছিলেন।

লর্ড ক্যানিঙ্ যাহার আশঙ্কা করিয়াছিলেন, ক্রমে তাহাই ঘটিল। হিন্দু ও মুসলমান এক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য একত্র সম্বদ্ধ হইয়াছিল, ক্রমে এই সম্মিলনের প্রমাণ পাওয়া গেল। কর্তৃপক্ষের নিকট নূতন রাইফল-বন্দুকই সিপাহীদিগের উত্তেজনার প্রধান কারণ বোধ হইয়াছিল, যেহেতু বসাযুক্ত টোটা ব্যতীত এই বন্দুক ব্যবহার করা যাইত না। হিন্দুগণ যে, এজন্য জাতিনাশ ও ধর্মনাশের আশঙ্কায় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পদাতিক সৈনিকদলে হিন্দুদের সংখ্যা অধিক ছিল, পক্ষান্তরে অশ্বারোহীদলে অধিকসংখ্যক মুসলমান কাজ করিত। সুতরাং পদাতিক দলই কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা ও উদ্বেগের বিষয় ছিল। তাঁহারা এই দলের উপরেই তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। এখন মিরাট হইতে সংবাদ আসিল যে, অশ্বারোহী সৈনিক-দলও গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে।

মিরাট একটি প্রধান সৈনিক-নিবাস। এইখানে ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয়, সকল শ্রেণীর সৈনিক-পুরুষেরই বাস করিত। এইখানে কামান-রক্ষকদিগের একটি প্রধান আড্ডা ছিল। পদাতি ও অশ্বারোহী, উভয় দলের বীরপুরুষেরাই, বীর-ধর্মপালন জন্য

* *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 139.*

এইখানে রণ-নিপুণ সেনাপতিগণের অধীনে আপন কার্যে অভিনিবিষ্ট থাকিত। এইখানে অভিনব টোটা প্রস্তুত করিবার প্রধান কারখানা ছিল। সৈনিক-নিবাস কালিনদীর একটি শাখা দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত। উহা দৈর্ঘ্যে ৫ মাইল, বিস্তারে ২ মাইল। উত্তরদিকে অফিসারদিগের আবাসগৃহ শ্রেণীবদ্ধ ছিল, উহার নিকট ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষেরা বাস করিত। ইউরোপীয় সৈনিক-নিবাসের অনেক দূরে—নদীর অপর পার্শ্বে সিপাহীদিগের বাসগৃহ ছিল। সুতরাং মিরাটে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয়, সৈনিকেরা একস্থলে বাস করিত না। উভয় সৈনিক-নিবাসই উভয়ের বহু দূরে অবস্থিত ছিল। উপস্থিত সময়ে মিরাটে ১,৮৫৩ জন ইউরোপীয়, ২,৯২২ জন ভারতবর্ষীয় সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল।

মিরাটের সিপাহীরা যে, গবর্নমেণ্টের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছে, এ সংবাদ পূর্বেই প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সমুদয় প্রধান সৈনিক-নিবাসের সিপাহীরাই মিরাটের ঘটনা জানিবার নিমিত্ত সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল। সিপাহীদিগের এই আগ্রহ শীঘ্র শীঘ্র দূর হয় নাই। সকলেই পরস্পরকে মিরাটের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছিল—সকলেই দূরাগত আগন্তুকের নিকট, অথবা দূরবর্তী পরিচিতের নিকট মিরাটের সংবাদ জানিতে ঔৎসুক্য দেখাইতেছিল। তাহাদের এই ঔৎসুক্য তিরোহিত হয় নাই—তাহাদের এই কৌতুহলও হৃদয়ে বিলীন হইয়া যায় নাই। এপ্রিল মাসে মিরাটের জনতাপূর্ণ সৈনিক-নিবাসে—বাজারের লোকারণ্যের কোলাহল মধ্যে সকলেই কোনো অবশ্যম্ভাবী ঘটনা—কোনো আকস্মিক সংবাদের প্রতীক্ষা করিতেছিল। প্রতিদিন এই কৌতুহল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, প্রতিদিনই সিপাহীরা ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে এক একটি নূতন কথা শুনিতে লাগিল। সুতরাং তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। ইংরেজেরা যে, তাহাদের ধর্মনাশে উদ্যত হইয়াছে, তাহাদের চিরন্তন আচার-ব্যবহার কলঙ্কিত করিবার চেষ্টা পাইতেছে, এ বিশ্বাস তাহাদের হৃদয়ে ক্রমে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। কথিত আছে, যে-সকল দুষ্ট লোক, জনসাধারণকে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তাহাদের কেহ এই সময়ে যোগী অথবা ফকীরের বেশে মিরাটে অবস্থিতি করিতেছিল। এই ব্যক্তি হাতিতে চড়িয়া বেড়াইত। ইহার সঙ্গে অনেক অনুচর থাকিত। ইহার পর শান্তি-রক্ষকদিগের সন্দেহ জন্মিল। তাঁহারা ইহাকে স্থানান্তরে যাইতে আদেশ দিলেন। সন্দিগ্ধ ব্যক্তি অনুচরদের সহিত আপনার স্থান পরিত্যাগ করিল বটে, কিন্তু মিরাট ছাড়িল না। অনেকে অনুমান করেন যে, মিরাটের কোনো সৈনিকদলে সে মিশিয়া গিয়াছিল।*

মিরাটের ন্যায় আর কোনও স্থলে বসাযুক্ত টোটার সম্বন্ধে গভীর আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই, আর কোনও স্থলে জাতিনাশ ও ধর্মনাশের আশঙ্কায় সাধারণের হৃদয় অধিকতর সন্ত্রস্ত ও অধিকতর অধীর হইয়া উঠে নাই। সপ্তাহের-পর-সপ্তাহে মিরাটের

* *Kaye, Sepoy War; Vol. I, p. 566.*

সিপাহীদিগের অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতেছিল, এখন উহা নিদারুণ শাত্রবভাবে পরিণত হইল। তৃতীয় অশ্বারোহীদল এই সময়ে মিরাটে ছিল। সাহসে ও বীরত্বে এই সৈনিক সম্প্রদায় সবিশেষ প্রসিদ্ধ। লর্ড লেক ইহাদের সমর-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিতেন। লর্ড লেকের অধীনে ইহারা দিল্লীতে, লাসবারীতে ও ভরতপুরে আপনাদের অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল। ইহার পর আফগানিস্তানে, আলিওবলে ও সোব্রাওতে ইহাদের বীরত্ব-গৌরব পরিস্ফুট হয়। এইদলে অপেক্ষাকৃত সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ শ্রেণীর লোক ছিল। তরবারি ইহাদের প্রধান অস্ত্র—কেহ কেহ বন্দুকও ব্যবহার করিত। এপ্রিল মাসের শেষে এই অশ্বারোহীদল প্রথমে আপনাদের অধিনায়কদিগের আদেশ পালনে অসম্মতি প্রকাশ করিল। ইহাদিগকে কোনরূপ অভিনব অস্ত্র দেওয়া হয় নাই। অভিনব অস্ত্রব্যবহারের কোনও অভিনব উপকরণও ইহারা প্রাপ্ত হয় নাই। ইহারা পূর্বতন অস্ত্রই ব্যবহার করিয়া আসিতেছিল। কেবল এতদিন যে টোটা ইহারা দাঁতে কাটিয়া ব্যবহার করিত, তাহা হাতে ছিঁড়িবার পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছিল। যে উদ্দেশ্যে এই রীতি প্রচলিত হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য সেনাপতি কর্নেল স্মাইথ সকলকে কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইতে আদেশ দিয়াছিলেন। ২৪শে এপ্রিল, প্রাতঃকালে সকলে কাওয়াজের স্থলে একত্র হইবে, এইরূপে স্থির হয়। ইহার পূর্বদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সৈনিক-নিবাসে প্রচারিত হইল যে, অশ্বারোহী সৈন্য টোটা স্পর্শ করিতে অসম্মত হইয়াছে। ২৩শে এপ্রিল সেনাপতির আদেশ প্রচারিত হয়। এইদিন হীরাসিংহ নামক একজন প্রাচীন হাবিলদার আপনার দলের কাপ্তেনকে জানান যে, টোটার উপর সকলের গুরুতর সন্দেহ জন্মিয়াছে। এই সময়ে সেনাপতির আদেশ প্রচারিত হওয়াতে সকলেই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, অতএব আপাততঃ কাওয়াজের সময়ে টোটা ব্যবহারের আদেশ স্থগিত রাখা ভাল। কাপ্তেন রাত্রি দশটার সময় এই প্রস্তাব তাঁহার উর্ধ্বতন কর্মচারী—আডজুটাণ্টের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন। পত্রে স্পষ্ট লেখা থাকিল, সিপাহীরা সাতিশয় সন্দিগ্ধ হইয়াছে। এখন সেনাপতির আদেশানুসারে কার্য হইলে সমুদয় সৈন্য গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবে। সেনাপতি কর্নেল স্মাইথ প্রথমে এই প্রস্তাব অনুসারে কাওয়াজ বন্ধ রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু আডজুটাণ্ট তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, এরূপ করিলে আপনাদের কাপুরুষতা প্রকাশ পাইবে। ইহাতে সেনাপতির মত পরিবর্তিত হইল। সুতরাং পূর্বে যে আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার আর কোন পরিবর্তন হইল না। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে সকলে কাওয়াজের স্থলে উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু ৯০ জন সৈনিক পুরুষের মধ্যে বৃদ্ধ হীরাসিংহ প্রভৃতি পাঁচজন মাত্র সেনাপতির আদেশ পালন করিল, ৮৫ জন টোটা স্পর্শ করিল না। কর্নেল স্মাইথ বৃথা তাহাদিগকে এই অভিনব রীতির উপকারিতা বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন, বৃথা গবর্নমেণ্টের সদাশয়তার উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু তাহারা কিছুই শুনিল না, কিছুই বুঝিল না। টোটা দাঁতে কাটার পরিবর্তে হাতে ছিঁড়িবার নিয়ম হইলে যে, তাহাদের সুবিধা হইবে, বিশেষতঃ গবর্নমেন্ট তাহাদের ধর্মগত ও ব্যবহারগত সংস্কার

অব্যাহত রাখার জন্যই যে, এই রীতি প্রবর্তিত করিতেছেন, তাহারা তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিল না। সুতরাং কাওয়াজ স্থগিত হইল। সেনাপতি ৮৫ জন সৈনিক পুরুষের এইরূপ অবাধ্যতার বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য আদেশ দিলেন।

সেনাপতি কর্নেল স্মাইথ্ সময়ের গতি বুঝিয়া কার্য করিতে পারেন নাই। তিনি উদ্ধতপ্রকৃতি ও সাধারণের অপ্রিয় ছিলেন*। সুতরাং তাঁহার কার্যপ্রণালী অনেকস্থলে সাধারণের প্রীতিকর হইত না। তিনি যে অশ্বারোহীদলের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে দলের লোকে এই সময়ে, তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাই, এবং তাঁহার উদ্ধত-প্রকৃতিতে সম্প্রীত হয় নাই। ভারতবর্ষের সৈনিক পুরুষেরা আপনাদের চিরন্তন ধর্ম ও চিরন্তন আচার-ব্যবহারের একান্ত পক্ষপাতী। তাহারা ধীরভাবে আত্মপ্রাণের উৎসর্গ করিতে পারে, তথাপি আপনাদের ধর্ম ও আচার-ব্যবহারের অবমাননা করিতে প্রস্তুত হয় না। যখন তাহাদের ধর্মের বিরুদ্ধে কোন কথা প্রচারিত হয়, তখন তাহারা শঙ্কান্বিত হইয়া উঠে, কৌতূহলপ্রযুক্ত সেই কথায় তাহাদের বিশ্বাস জন্মিয়াও থাকে। উপস্থিত সময়ে তৃতীয় অশ্বারোহীর দল এইরূপে শঙ্কাযুক্ত হইয়াছিল। তাহাদের যথোচিত অভিজ্ঞতা বা দূরদর্শিতা ছিল না। সুতরাং তাহারা উপস্থিত বিষয়ের সূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখে নাই। অনুদার রাজনীতির দোষে যে বিষবৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল, এখন তাহা ফলোন্মুখ হইতেছিল। সিপাহীরা কোম্পানী বাহাদুরকে আপনাদের ধর্মনিহন্তা শত্রু ভাবিতেছিল। কর্নেল স্মাইথ এই সময়ে আপনার সৌম্যভাব দেখাইয়া তৃতীয় অশ্বারোহীদলকে সন্তুষ্ট করেন নাই। তিনি কাপ্তেনের পরামর্শ শুনিলে সিপাহীরা সন্তোষপ্রকাশ করিত। কিন্তু পরের কথায় এই সৎপরামর্শ তাঁহার মনঃপূত হয় নাই। সুতরাং কাওয়াজের সময়ে যখন তিনি টোটা ব্যবহারের অভিনব প্রণালীর বিষয় বুঝাইতে লাগিলেন, তখন অধীন সৈনিক-পুরুষেরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না—তাঁহার আদেশপালনেও উদ্যত হইল না। বিপদ ক্রমে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। তৃতীয় অশ্বারোহীদলের অধীরতা ও উত্তেজনা অপর দলে সংক্রামিত হইতে লাগিল। সেনাপতির ঔদ্ধত্যপ্রযুক্ত অশান্তির পথ এইরূপে প্রশস্ত হইতেছিল—অপ্রিয় ব্যক্তির অধীনতায় সিপাহীদিগের উত্তেজনা এইরূপে বৃদ্ধি পাইতেছিল।

এই সকল ঘটনায় লর্ড কানিঙ্ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, সিপাহীদিগের হৃদয়ে ক্রমে গভীর সন্দেহ বদ্ধমূল হইতেছে, গভীর সন্দেহ ক্রমে গভীরতর হইয়া কোন গুরুতর অনিষ্টের সূত্রপাত করিতেছে। তিনি যদিও সকল সময়ে আপনার ধীরতা রক্ষা করিয়া চলিতেন, যদিও তাঁহার প্রশান্তভাব—তাঁহার প্রসন্নতা সকল সময়ে তদীয় মানসিক শান্তির পরিচয় দিত, তথাপি তিনি উপস্থিত বিষয়ের জন্য সাতিশয় চিন্তিত হইলেন। প্রসন্নতার স্থলে বিষাদের কালিমা তাঁহার মুখে প্রকাশ পাইল, ধীর প্রশান্তভাবের পরিবর্তে দুশ্চিন্তার মলিনতায় তাঁহার হৃদয় আচ্ছন্ন হইল। লর্ড কানিঙ্ চারিদিকে

* *Holmes, Indian Mutiny, p. 100.*

নিদারুণ বিভীষিকার দৃশ্যে চমকিত হইলেন, চমকিত হইয়া, চারিদিকে ঘোরতর অশান্তির বিকাশ দেখিতে লাগিলেন। কেবল সিপাহীদিগের মধ্যেই উত্তেজনার চিহ্ন দেখা যায় নাই, সাধারণের মধ্যেও ওই উত্তেজনার গতি প্রসারিত হইয়াছিল। মিরাটের ন্যায় ভারতবর্ষের আরও অনেক স্থলে সাধারণের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ইংরেজরা, হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়েরই অপবিত্রতাসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, উভয় সম্প্রদায়েরই চিরন্তন ধর্মানুশাসনের অবমাননা করিতে প্রয়াস পাইতেছে। এই অভিপ্রায়ে তাহারা, হিন্দু ও মুসলমানের নিত্য আহার্য সামগ্রীর সহিত অপবিত্র ও অস্পৃশ্য দ্রব্য মিশাইয়া দিতেছে। যখন কোন গুরুতর অনিষ্টের আশঙ্কায় সাধারণের হৃদয় বিচলিত হয়, তখন এক সম্প্রদায়ের কল্পনাশক্তি উদ্দীপিত হইয়া উঠে। এই কল্পনা বলে নানাপ্রকার গল্প প্রচারিত হইয়া, লোকের আশংকা ক্রমে বাড়াইতে থাকে। কোথা হইতে এই সকল গল্প বাহির হয়, কাহার দ্বারা উহা নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইতে থাকে, তাহা কর্তৃপক্ষের গোচর হয় না। এদিকে অজ্ঞেয় স্থানের অদৃশ্য উৎস হইতে নিরন্তর গল্পস্রোত বাহির হইতে থাকে। মুহূর্তে মুহূর্তে উহার শাখাপ্রশাখা বৃদ্ধি হয়, এবং মুহূর্তে মুহূর্তে উহা নগরের-পর-নগর, গ্রামের-পর-গ্রাম অতিক্রম করিয়া, সকলের হৃদয় ভাসাইতে থাকে। উপস্থিত সময়ে সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল যে, ইংরেজরা, কোম্পানী বাহাদুর ও মহারানীর আদেশে বাজারের ময়দা ও লবণের সহিত হাড়ের গুঁড়া মিশাইয়াছে, যে ঘৃত দোকানে বিক্রীত হয়, তাহা অস্পৃশ্য বসা দ্বারা কলঙ্কিত করিয়াছে, এবং সাধারণের ব্যবহার্য চিনির সহিত অস্থিচূর্ণ মিশাইয়া দিয়াছে। তাহারা সকলের জাতিনাশ ও ধর্মনাশের জন্য এই সকল কুকার্য করিয়াই নিরস্ত হয় নাই। অধিকন্তু লোকে যে-সকল কূপের জল পান করে, তৎসমুদয়ে গাভী ও শূকরের মাংস ফেলিয়া দিয়াছে। সুতরাং অবিলম্বে সমুদয় জাতি, সমুদয় সম্প্রদায় ও সমুদয় শ্রেণীর লোকই ধর্মচ্যুত হইবে, সকলেই আপনাদের চিরন্তন আচার-ব্যবহার হইতে স্খলিত হইয়া, ইংরেজের আচার-ব্যবহার অবলম্বন করিবে। বাজারে বাজারে এই সকল গল্প প্রচারিত হইতে লাগিল। বাজারে বাজারে এই সকল গল্প নানাভাবে, নানা ছাঁদে কথিত হইয়া, সকল সময়ে সকল স্থানে ঘোরতর আতঙ্ক ও বিষাদের রাজ্য বিস্তার করিয়া তুলিল। ইহার পর অজ্ঞেয় স্থানের অজ্ঞেয় উৎস হইতে আর একটি অদ্ভুত স্রোত বাহির হইল। এই উত্তেজনার সময়ে সাধারণে শুনিতে পাইল, বড় সাহেবেরা, রাজ্যের সমস্ত রাজা, ধনী সম্ভ্রান্ত লোক, বণিক ও কৃষকদিগকে একত্র করিয়া, ইংরেজের রুটি খাইতে আদেশ দিয়াছেন।

এই সকল গল্পের মধ্যে অস্থিচূর্ণ মিশ্রিত ময়দার কথাতেই জনসাধারণের হৃদয় অধিকতর উত্তেজিত হইয়াছিল। মার্চ মাসে বারাকপুরের সৈনিক নিবাসে এই গল্প প্রচারিত হয়। বর্তমান এপ্রিল মাসের প্রথমে উহা উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশে প্রসারিত হইয়া, ইংরেজদিগকে অধিকতর উদ্বিগ্ন করিয়া তুলে। এই সময়ে কানপুরে আটার মূল্য বড় বেশী হয়। ব্যবসায়ীরা এজন্য মিরাট হইতে কানপুরে আটা আমদানি করিবার জন্য

গবর্নমেন্টের নৌকা ভাড়া করে। মিরাট হইতে প্রথম চালান পৌঁছিলে কানপুরে আটার বাজার অপেক্ষাকৃত নরম হয়, সাধারণে অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে মিরাটের আটা কিনিতে থাকে। কিন্তু অবশিষ্ট চালান মিরাটে পৌঁছিবার পূর্বেই কানপুরে এই সংবাদ প্রচারিত হয় যে, ইউরোপীয়দিগের তত্ত্বাবধানে ইউরোপীয়দিগের কলে এই আটা ভাঙা হইয়াছে, ইংরেজরা সাধারণের ধর্মনাশের জন্য উহাতে গাভীর অস্থিচূর্ণ মিশাইয়া দিয়াছে। সংবাদ বিদ্যুৎবেগে কানপুরের সৈনিক বাজারে ও কানপুরের সৈনিক নিবাসে প্রচারিত হইল। মুহূর্তমধ্যে মিরাটের ময়দা বিক্রয় বন্ধ হইয়া গেল—যেন কোন অসাধারণ শক্তির মহিমায়—অলৌকিক ক্ষমতায় মুহূর্তমধ্যে সাধারণের অভিরুচি পরিবর্তিত হইল। কোনও সিপাহী ঐ ময়দা স্পর্শ করিল না, কোনো শ্রেণীর কোনো লোক উহা ক্রয় করিতে সাহসী হইল না। উহার মূল্য অল্প ছিল, বাজারের অন্যান্য জিনিস অপেক্ষা উহা সুলভমূল্যে পাওয়া যাইত, তথাপি কেহ উহা কিনিতে সম্মত হইল না। নিমেষ মধ্যে এই সংবাদ একস্থান হইতে আর একস্থানে পৌঁছিতে লাগিল, নিমিষ মধ্যে প্রত্যেক স্থানের জনসাধারণ আপনাদের ধর্মনিয়ন্তা ভাবিয়া, ইংরেজদিগকে ঘৃণা ও বিদ্বেষের সহিত চাহিয়া দেখিতে লাগিল। সকলেই ভাবিতে লাগিল, ক্রমে এই অস্থিচূর্ণমিশ্রিত ময়দা বাজারে আরও অনেক আসিবে। ক্রমে সকলেই ইংরেজের রাজ্যে ইংরেজের ধর্মপরিগ্রহ করিবে। বিভীষিকা ঘোর জ্বালাময়ী হইয়া উঠিল। যাহারা মিরাটের ময়দা কিনিয়াছিল, তাহারা উহা ফেলিয়া দিল, যাহারা ঐ ময়দার রুটি প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহারা সেই রুটি পরিত্যাগ করিল, সিপাহী, জমাদার, জনসাধারণ সকলেই আপনাদের মুখের গ্রাস ফেলিয়া পবিত্র হইবার জন্য ব্যাকুল হইল। কানপুরের ময়দা-ব্যবসায়ীরা আপনাদের ময়দা অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া, লাভবান হইবার জন্য এই গল্পের সৃষ্টি করিয়াছিল, কি বসাযুক্ত টোটার প্রসঙ্গে দুষ্টলোকের দুষ্ট কল্পনায় উহা প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহা স্থির হয় নাই। কিন্তু গল্পের মূল যাহাই হউক না কেন, উহা সাধারণের হৃদয়ের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। সাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে ইংরেজেরা যে-কোনো উপায়েই হউক, অপবিত্র বস্তু দ্বারা সকলের ধর্মনাশে উদ্যত হইয়াছে।

এই সময়ে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আর একটি ঘটনার আবির্ভাব হয়। অস্থিচূর্ণ-মিশ্রিত ময়দার গল্পের ন্যায়, ঐ ঘটনার মূল নির্ণয়েও কেহ সমর্থ হন নাই। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লোকে সাধারণতঃ যে রুটি প্রস্তুত করে, তাহা 'চাপাটি' নামে প্রসিদ্ধ। উপস্থিত সময়ে এই চাপাটি এক গ্রাম হইতে আর এক গ্রামে প্রেরিত হইতে থাকে। এক-ব্যক্তি একগ্রামের প্রধান ব্যক্তিকে একখানি চাপাটি দিয়া, উহা অব্যবহিত পরবর্তী গ্রামে পাঠাইতে কহে। অব্যবহিত পরবর্তী গ্রামের প্রধান ব্যক্তি চাপাটিখানি আবার অন্য গ্রামে পাঠাইয়া দেয়। এইরূপে চাপাটি একগ্রাম হইতে আর একগ্রামে যাইতে থাকে। কেহই এই চাপাটি লইতে অসম্মত হয় না, কেহই উহা গ্রামান্তরে পাঠাইয়া দিতে বিলম্ব করে না। লোকের হাতে হাতে রুটিখানি অল্প সময়ের মধ্যে গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে থাকে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পল্লীগ্রামবাসীদের এই ব্যবহার প্রথমে গবর্নমেন্টের গোচর হয় নাই।

গুরুগাঁওর কলেক্টর ফোর্ড সাহেব উহা জানিতে পারিয়া, প্রথমে উক্ত প্রদেশের লেপ্টেনেণ্ট্ গবর্নর কলবিন্ সাহেবের গোচর করেন। লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর প্রত্যেক জেলার মাজিস্ট্রেটকে এই ঘটনার অনুসন্ধান করিতে আদেশ দেন। আদেশ প্রতিপালিত হয়। কিন্তু ঘটনার কারণ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে নানা মত পরিব্যক্ত হইতে থাকে। কেহ উহা কোন অবশ্যম্ভাবী প্রলয়কাণ্ডের পূর্বসূচনা বলিয়া নির্দেশ করেন, কেহ কেহ কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকের কুসংস্কারের নিদর্শন বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেন, কেহ বা উহাতে দুষ্ট লোকের দুষ্ট বুদ্ধির বিকাশ দেখিয়া পূর্ব সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শ দেন। কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তিই এইমত প্রকাশ করেন যে, এই চাপাটি দেশের জনসাধারণকে একসূত্রে গ্রথিত করিতেছে, সকলে একত্র হইয়া, শীঘ্র ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবে। চাপাটি দ্বারা সকলকে এই সমুত্থানের জন্য প্রস্তুত হইতে বলা হইতেছে। একজন প্রধান রাজকর্মচারী গবর্নর জেনেরলকে এ সম্বন্ধে লিখেন, 'চাপাটি সাধারণের খাদ্য-দ্রব্য। লোকে উহা স্থানে স্থানে পাঠাইয়া সাধারণের মনে এই আশঙ্কা জন্মাইয়া দিতেছে যে, তাহাদের জীবন-রক্ষার দ্রব্য শীঘ্র কাড়িয়া লওয়া হইবে। সুতরাং এই খাদ্যসামগ্রী রক্ষার জন্য সাধারণের প্রস্তুত হওয়া উচিত।' কেহ কেহ কহেন যে, কোনো স্থানে মারীভয়ের প্রাদুর্ভাব হইলে লোকে চাপাটি সেইস্থান হইতে আর একস্থানে পাঠাইয়া দেয়। তাহাদের বিশ্বাস যে, চাপাটি পাঠাইলে গ্রামের মড়ক অন্য-স্থানে চলিয়া যাইবে, গ্রাম নিরাপদ হইবে। সুতরাং চাপাটি-প্রেরণ কুসংস্কারের একটি চিহ্ন। উহার সহিত কোনোরূপে ভয়ঙ্কর বা বিপত্তিকর ঘটনার সংশ্রব নাই*। কেহ কেহ নির্দেশ করিতে থাকেন, লোকে চাপাটি পাঠাইয়া সকলকে ইহাই জানাইতেছে যে, ঐ চাপাটিতে অস্থিচূর্ণ আছে। ইংরেজেরা খাদ্যসামগ্রীর সহিত এইরূপ অপবিত্র দ্রব্য মিশাইয়া সকলের ধর্ম নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। কেহ কেহ আবার আপনাদের কল্পনাশক্তির পূর্ণবিকাশ দেখাইতে গিয়া নির্দেশ করেন যে, যে চাপাটি পাঠান হইতেছে, তাহাতে গোপনীয় পত্র আছে। এইপত্রে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রের কথা লিখিত আছে। একগ্রামের লোকে এই পত্র ময়দা দিয়া ঢাকিয়া চাপাটির আকারে অন্য গ্রামে পাঠাইয়া দিতেছে। সেই গ্রামের লোকে উহা পড়িয়া, আবার চাপাটির মতো করিয়া আর একগ্রামে প্রেরণ

* ১৮৫৭ অব্দের প্রারম্ভে এইরূপে চাপাটি বিতরিত হইতে থাকে। কাপ্তেন কীটিঙ্ সাহেব এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, '১৮৫৭ অব্দের প্রারম্ভে নিমারে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুটি উপস্থিত হয়। এই সকল রুটি একগ্রাম হইতে আর একগ্রামে প্রেরিত হইতে থাকে। ক্রমে উত্তর-ভারতবর্ষের অনেক স্থানে উহা বিতরিত হয়। ইন্দোরের দিক হইতে প্রথমে এইরুটি নিমারে পৌঁছিয়াছিল। এইসময়ে ইন্দোরে ওলাউঠা রোগের বড়ই প্রাদুর্ভাব—প্রত্যহ বহুসংখ্যক লোক এই রোগে মরিতেছিল। ইহাতে নিমারের লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ইন্দোরের রোগ অন্যদেশে সংক্রামিত করিবার জন্য এই সকল রুটি পাঠান হইতেছে।' —*Kaye, Sepoy War, Vol. I, p. 572, note.*

করিতেছে।* উপস্থিত বিষয়সম্বন্ধে এইরূপে নানা জনে নানা মত প্রকাশ করিতে থাকেন। কেহ উহার সহিত অনেকগুলি গুরুতর ঘটনার সংযোগ দেখিতে পান, কেহ বা উহা কেবল কল্পনা-সম্ভূত বলিয়া মনে করেন। কোনো সময়ে উহার গূঢ়তত্ত্ব পরিস্ফুট হয় নাই। কোনো সময়ে সকলে উহার সম্বন্ধে একমত প্রকাশ করে নাই। উহা ভিন্ন ভিন্ন লোককে ভিন্ন ভিন্ন পথে পরিচালিত করিয়াছে। উহার প্রকৃত তত্ত্ব যাহাই হউক না কেন উহা যে এক সময়ে জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যে সকল স্থান দিয়া এই রুটি গিয়াছে, সেই সকল স্থানেই উত্তেজনার চিহ্ন পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; ইতিহাস বলিয়া দিতেছে, লোকে এইরুটি এক-স্থান হইতে আর একস্থানে লইয়া গিয়াছিল। একস্থানের অধিবাসীদের হস্ত হইতে আর একস্থানের অধিবাসীদের হস্তে এই রুটি সমর্পিত হইয়াছিল; যে-স্থানে উহা গিয়াছে, সেই স্থানেই অভিনব উত্তেজনার সূত্রপাত হইয়াছে, এবং অভিনব গল্প সাধারণের হৃদয় বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে।

যখন বসাযুক্ত টোটার সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত হয়, অস্থি-চূর্ণ-মিশ্রিত ময়দার বিষয় যখন সাধারণকে উত্তেজিত করিয়া তোলে, অচিন্তপূর্ব, অপরিদৃশ্য ঘটনায় 'চাপাটি' যখন একস্থান হইতে আর একস্থানে যাইতে থাকে, তখন নানা সাহেবের দিকে কাহারও কাহারও দৃষ্টি নিপতিত হয়। পূর্বে লিখিত হইয়াছে, নানা সাহেব কানপুরের নিকটবর্তী বিঠুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। পেশবার সম্মান—পেশবার পদগৌরব এখন অন্তর্হিত হইয়াছিল। নানা সাহেব এখন সমস্ত সম্মান হইতে স্খলিত হইয়া, পৈতৃক বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া, স্বদেশের বহু দূরে শোচনীয়ভাবে কালাতিপাত করিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রচক্রের অধিনেতা পরাক্রমশালী বাজীরাওর উত্তরাধিকারীর অদৃষ্ট এইরূপে পরিবর্তিত হইয়াছিল। যিনি সাহস ও বীরত্বে সকলের বরণীয় ছিলেন, ক্ষমতার মহিমায় দীর্ঘকাল আপনার প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র যখন এইরূপে সামান্যভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ১৮৫৭ অব্দে নানা সাহেব বেড়াইতে বাহির হইয়া প্রথমে যমুনার তীরবর্তী কাল্পীতে উপনীত হন। ইহার পর মোগল সম্রাটের রাজধানী দিল্লী দেখিয়া ১৮ই এপ্রিল লক্ষ্ণৌ নগরের অভিমুখে যাত্রা করেন; এই সময়ে স্যার হেনরি লরেন্স অযোধ্যার প্রধান কমিশনার ছিলেন। অযোধ্যা এখন ব্রিটিশ কোম্পানির রাজ্যমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, ওয়াজিদ আলি এখন রাজ-সম্মান হইতে বিচ্যুত হইয়া কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানে অবরুদ্ধ অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছিলেন। তাঁহার

---

* কয়েদীরা সময়ে সময়ে এই উপায়ে সংবাদ প্রাপ্ত হয়। একজন কয়েদী সশস্ত্র প্রহরী কর্তৃক রক্ষিত হইতেছে। তাহার কাছে কেহই যাইতে পাবে না। কিন্তু কারাগারের লোকে তাহাকে খাদ্যসামগ্রী আনিয়া দিতে পারে; এই লোককে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিয়া চাপাটিতে পত্র ভরিয়া দেওয়া হয়। সেই লোক অন্যান্য খাদ্যসামগ্রীর সহিত উক্ত চাপাটি কয়েদীকে আনিয়া দেয়। —*Kaye, Sepoy War, Vol. I, p. 572, note.*

রাজ্যগ্রহণে—তাঁহার নির্বাসনে অযোধ্যার প্রায় সকলেই ইংরেজদিগের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছিল, অনেকে ইংরেজদিগকে বিদ্বেষভাবে চক্ষে চাহিয়া দেখিতেছিল। ইহার উপর গবর্নমেন্টের কর্মচারীদিগের অনবধানতায় অযোধ্যার অধিবাসিগণ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অযোধ্যার প্রাচীন অট্টালিকা সকল ভাঙিয়া ফেলা হইয়াছিল, গবর্নমেন্টের সম্পত্তি বলিয়া পবিত্র ধর্মমন্দির সকল অধিকার করা হইয়াছিল, এতদ্ব্যতীত কঠোর নিয়মে অতিরিক্তহারে রাজস্ব গৃহীত হইতেছিল।* অনেক তালুকদার আপনাদের ভূ-সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন। সুতরাং অযোধ্যার অধিবাসিগণ ব্রিটিশ শাসনে সন্তুষ্ট হয় নাই। তাহারা নবাবের অধিকারে অনেক পরিমাণে সুখে ও শান্তিতে ছিল। এখন ব্রিটিশ অধিকারে তাহাদের সুখ ও শান্তি তিরোহিত হইল। তাহাদের চিরমান্য অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইতে লাগিল, তাহাদের চিরপূজ্য ধর্মমন্দির অপরের অধিকৃত হইল, তাহাদের চিরাগত ভূ-সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়া গেল এবং তাহাদের চিরন্তন রাজস্ব-গ্রহণ-প্রথা অপরের অধিকারে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিল। এইরূপ কঠোর নিয়মে—মর্মপীড়ক শাসনে তাহারা এতদূর উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, কেহ কেহ ইংরেজ রাজপুরুষদিগকে লক্ষ্য করিয়া ঢিল ছুঁড়িতেও ত্রুটি করে নাই। যেদিন নানা সাহেব লক্ষ্ণৌ যাত্রা করেন, সেইদিন স্যার হেনরি লরেন্স এ সম্বন্ধে গবর্নর জেনেরলকে লিখিয়াছিলেন, 'এই নগরে ৬।৭ লক্ষ লোক বাস করে। ইহার মধ্যে অনেক (গতকল্য শুনিয়াছি, কুড়ি হাজার) নিরস্ত্র সৈন্য আছে। ইহারা সকলেই অন্নের জন্য লালায়িত, অদ্য প্রাতঃকালে বিচার-সংক্রান্ত কমিশনার অমানে সাহেবকে একজন ঢিল মারিয়াছে। প্রধান ইঞ্জিনিয়ার এণ্ডারসন সাহেব যখন গাড়িতে আমার সঙ্গে যাইতেছিলেন, তখন তাঁহাকেও ঢিল মারা হয়।…অট্টালিকা সকল ভাঙিয়া ফেলাতে সকলে বড় অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে। এইরূপ কার্য আরও হইবে শুনিয়া সাধারণে অধিকতর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অধিকন্তু ধর্মমন্দির সকল অধিকার করাতে এই অসন্তোষ গভীরতর হইয়া সকলকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে।…রাজস্ব-গ্রহণ-প্রণালী সন্তোষকর নহে। তালুকদারদিগের নিরতিশয় ক্ষতি হইয়াছে। ফৈজাবাদ বিভাগের কোনো কোনো তালুকদার অর্ধেক, কেহ কেহ বা সমুদয় গ্রামের অধিকারচ্যুত হইয়াছে।'** এই মর্মভেদী অসন্তোষ—এই গভীর উত্তেজনার সময়ে নানা সাহেব লক্ষ্ণৌ নগরে পদার্পণ করেন। কেহ কেহ নির্দেশ করিয়াছেন, নানা সাহেব সম্ভবতঃ উত্তেজিত লোকদিগকে

---

* অযোধ্যার রাজস্ব-সংক্রান্ত কমিশনার গবিন্স্ সাহেব স্বীকার করিয়াছিলেন যে, কোনো কোনো স্থানে অতিশয় বেশিহারে কর গৃহীত হইল।—*Mutinies in Oudh, p 9.*

এইরূপ কঠোর নিয়মেও ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট ১০৪,৮৯,৭৭৫৫ টাকার বেশি রাজস্ব আদায় করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে ওয়াজিদ আলির সময়ে ১৪৮,০৩,৭৩৯ টাকা রাজস্ব আদায় হইত।—*Annual Report on the Administration of the Province of Oudh for 1858-59, p. 32 Comp. Holmes, Indian Mutiny: p. 96, note.*

** *Kaye, Sepoy War, Vol. I, p. 577.*

গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে দলবন্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন*।' কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনো প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। নানা সাহেব প্রসন্নভাবে লক্ষ্ণৌ নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, প্রসন্নভাবে সকলের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন এবং প্রসন্নভাবে নগরের শিল্পচাতুরী ও প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়াছিলেন। এই প্রসন্নতার মধ্যে কোনোরূপ প্রতি-সংহার-কালিমা বিকাশ পায় নাই। ওয়াজিদ আলি পদচ্যুত হওয়াতে অযোধ্যার লোকে উত্তেজিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু নানা সাহেব লক্ষ্ণৌ যাইয়া, এই উত্তেজনার গতি প্রসারিত করিতে চেষ্টা করেন নাই। নানা সাহেব ধীরপ্রশান্তভাবে লক্ষ্ণৌ নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি যে ষড়যন্ত্রে লিপ্তছিলেন, কোনো কোনো ইংরেজ লেখক তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই। কথিত আছে, নানা সাহেব ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সকলকে উত্তেজিত করিবার জন্য ভারতবর্ষের অনেকস্থানে চর পাঠাইয়াছিলেন।** লর্ড ডালহৌসীর দূষণীয় রাজনীতিতে মহারাষ্ট্র চক্রের মর্যাদা নষ্ট হইয়াছিল। সেতারার অধিপতি নাগপুর-রাজ ও পেশবা সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। নানা সাহেব এজন্য আশা করিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁহার প্রধান সহায় হইবেন। ভারতের একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্তে একরাজার দরবার হইতে আর একরাজার দরবারে নানা সাহেবের চর উপস্থিত হইতেছিল। ভারতবর্ষের সমুদয় জাতির সমুদয় ধর্মের রাজা ও সর্দারদিগকে এক উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে একসূত্রে সম্মিলিত করাই ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এরূপ সার্বজনীন অভ্যুত্থানের জন্য নানা সাহেব উপস্থিত সময় হইতেই প্রস্তুত হইতেছিলেন। রঙ্গবাপাজী ও আজিমউল্লা খাঁ, উভয়েই বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। উভয়েই কার্য-পারদর্শী ও মন্ত্রণাকুশল ছিলেন। বিলাতে উভয়ের চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। লর্ড কানিঙের শাসনকালে রঙ্গবাপাজী দাক্ষিণাপথে ও আজিমউল্লা উত্তর ভারতবর্ষে থাকিয়া, অনিষ্টের বীজ রোপন করিতেছিলেন*** ইংরেজ ইতিহাস-লেখক নানা সাহেবের প্রসঙ্গে এই সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন। কথা সত্য হইলে, উপস্থিত বিষয়ে নানা সাহেবের বিবেচনার ত্রুটি হইতে পারে। কিন্তু নানা সাহেব ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের অন্যায়বিচারে যেরূপ মর্মাহত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার এরূপ অভ্যুত্থান চেষ্টা আশ্চর্যের বিষয় নহে। মহারাষ্ট্রীয়গণ চিরকাল স্বাধীনতার উপাসক ও চিরকাল তেজস্বিতার পরিপোষক। প্রাতঃস্মরণীয় শিবজী যেরূপ লোকাতীত বীরত্বের হিন্দুবিজয়ী মুসলমানকে আপনার অধীন করিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রীয়গণ এই মহাবীরের মহামন্ত্রে প্রবল হইয়া, যেরূপ তেজস্বিতার সহিত দাক্ষিণাপথ হইতে আর্যাবর্ত পর্যন্ত, সমস্ত ভূখণ্ডে আপনাদের বিজয়িনী শক্তির পরিচয় দিয়াছিল, তাহা নানা সাহেবের স্মৃতিপট হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। যাহা হউক,

* *Kaye, Sepoy War, Vol I, p. 578. Comp Holmes, Indian Mutiny, p. 95.*

** *Forjett, Our Real Danger in India. Comp. Holmes, Indian Mutiny, y. 95, notc.*

*** Kaye, Sepoy War, Vol. I, p. 578-579,

নানা সাহেব নিগৃহীত হইয়া নিগ্রহকারীর বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হইয়াছিলেন। তিনি প্রশান্তভাবে আপনার প্রনষ্ট অধিকারের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতে পারিতেন, প্রশান্তভাবে পুনর্বার গবর্নমেন্টের সম্মুখে বিচারপ্রার্থী হইতে পারিতেন, প্রশান্তভাবে অভীষ্ট বিষয়ে সুসময়ের প্রতীক্ষায় থাকিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয়নিহিত জ্বালা তাঁহাকে প্রশান্তভাবে থাকিতে দেয় নাই, যে তুষানল অলক্ষ্যভাবে তাঁহার প্রতিশিরায় প্রসারিত হইয়াছিল, তাহা সহজে নির্বাপিত হয় নাই। তিনি মর্মগত তীব্র জ্বালায় অধীর হইয়া, প্রতিহিংসার পরিতর্পণের চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার এইরূপ চেষ্টা সময়োচিত বা সুবুদ্ধির পরিচায়ক হয় নাই।

লক্ষ্ণৌ নগরে নানা সাহেব কোনরূপ গোলযোগের সূত্রপাত করেন নাই। স্যার হেন্‌রি লরেন্স তাঁহাকে আদরসহকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রাজপুরুষদিগকে নানা সাহেবের প্রতি সমুচিত সম্মান দেখাইতে আদেশ দিয়াছিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছিল। কিন্তু নানা সাহেব দীর্ঘকাল লক্ষ্ণৌতে থাকিতে পারিলেন না। প্রয়োজনীয় কার্যের অনুরোধে তাঁহাকে শীঘ্র কানপুরে যাইতে হইল।

চতুর্থ অধ্যায়

ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সাধারণ অবস্থা—রাইফল বন্দুকের কারখানায় সিপাহীদিগের মনোগত ভাব—তৃতীয় অশ্বারোহীদলের সৈনিকদিগের বিচার—৩৪ গণিত সৈনিক-দলের নিরস্ত্রীকরণ—অযোধ্যায় গোলযোগ—মিরাট—দিল্লী।

ধীরে ধীরে চৈত্র মাস অতীত হইল। বাংলার অভিনব বৎসর অভিনব তেজ ও অভিনব জ্যোতি লইয়া, চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্র ও দুরন্ত বায়ুপ্রবাহের সহিত উত্তেজিত সিপাহীরা ক্রমে প্রমত্ত হইতে লাগিল। লর্ড কানিঙের আশা ছিল যে, শীঘ্র সমস্ত গোলোযোগ শেষ হইয়া যাইবে, যে-সকল স্থানে বিপদের আশঙ্কা জন্মিয়াছিল, তৎসমুদয়ে শীঘ্র সুখ ও শান্তির বিকাশ হইবে। লর্ড কানিঙ্, এইরূপ আশায়—এইরূপ বিশ্বাসে কলিকাতায় থাকিয়া, রাজকার্যের আলোচনা করিতে-ছিলেন। সিপাহীদিগের উত্তেজনাসম্বন্ধে তাঁহার নিকটে যে-সকল সংবাদ আসিতেছিল, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের রাজপুরুষেরা তাঁহার নিকটে যে সকল অভিমত লিখিয়া পাঠাইতে-ছিলেন, তৎসমুদয়ের একটির সহিত আর একটির মিল ছিল না। সুতরাং সেই সকল বিষয় হইতে সংক্ষেপরূপে মূলতত্ত্বসংগ্রহ করা দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছিল। যাহাহউক, লর্ড কানিঙ্ সাধারণতঃ সকল বিষয় দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, হিমালয়ের পাদদেশ হইতে বাংলার সমতল ক্ষেত্র পর্যন্ত, সর্বত্র শান্তির রাজ্য অব্যাহত রহিয়াছে। ভারতের গগনতলে যে করাল কাদম্বিনীর আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। বারাকপুরে কোনরূপ গোলযোগ ছিল না। সেখানকার সিপাহীরা ধীরভাবে আপনাদের কার্য করিতেছিল। দমদমার নূতন বন্দুকের শিক্ষাগারে সৈনিক-পুরুষেরা নূতন শিক্ষা-প্রণালীর অনুবর্তী হইতেছিল। বাহিরে তাহাদের কোনরূপ অসন্তোষ প্রকাশ হয় নাই। ইহাতে কর্তৃপক্ষের বোধ হইয়াছিল যে, উত্তেজিত সিপাহীরা তাঁহাদের আশ্বাসে সুস্থির হইয়াছে। উত্তর ভারতের সৈনিক-নিবাসেও আর কোনো গোলযোগের চিহ্ন পরিস্ফুট হয় নাই। শ্যালকোটে সিপাহীরা বিনা গোলযোগে অভিনব বন্দুকের ব্যবহার-প্রণালী শিখিতেছিল॥ স্যার্ জন্ লরেন্স্ মে মাসের প্রারম্ভে এইস্থানের শিক্ষাগার পরিদর্শন করিয়া, গবর্নর জেনেরলকে লিখিয়াছিলেন, 'অভিনব বন্দুক পাইয়া, সিপাহীরা সাতিশয় প্রীত হইয়াছে। পার্বত্য-প্রদেশে যুদ্ধের সময়ে উহা দ্বারা তাহাদের যে, বিশেষ সুবিধা হইবে, তাহা তাহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছে। এই-স্থানের অফিসারেরা বলিয়াছেন যে, সিপাহীরা এ সম্বন্ধে কোনোরূপ সন্দেহপ্রকাশ করে নাই এবং নূতন বন্দুক ব্যবহার করিতেও কোনোরূপ অসম্মতি দেখায় নাই।' আম্বালা হইতে সেনাপতি বার্নাড্ ১লা মে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, 'এই স্থানে যে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছে, তজ্জন্য সিপাহীদিগকে অপরাধী করিবার কোন কারণ দেখা যাইতেছে না।

বাহিরে সিপাহীদিগের কোনরূপ অন্যায় কার্যানুষ্ঠান দেখা যায় নাই, কোনোরূপ অবাধ্যতা প্রকাশ হয় নাই। শিক্ষাগারের কার্য ভাল চলিতেছে। আমি প্রায়ই এইস্থানে উপস্থিত থাকি, এবং স্পষ্ট বলিতে পারি যে, সিপাহীদিগের মধ্যে কোনোরূপ অসন্তোষ বা বিরাগ নাই।'

এইরূপে মে মাসের প্রারম্ভে গবর্নর জেনেরলের নিকটে অনেক স্থান হইতে শান্তির সংবাদ আসিতে লাগিল। গবর্নর জেনেরল ইহাতে বুঝিতে পারিলেন যে, সিপাহীদিগের জাতিনাশ ও ধর্মনাশের আশঙ্কা ক্রমে তিরোহিত হইয়াছে। অভিনব বন্দুকের শিক্ষাগারে যে-সকল গোলযোগ ঘটিয়াছিল, তৎসমুদয়ও দূর হইয়া গিয়াছে। সুতরাং লর্ড কানিঙ্ সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার হৃদয় স্থির হইল। তিনি স্থিরভাবে শাসনাধীন রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উৎকর্ষসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। শান্তির সময়ে শান্তভাবে যে-সকল রাজকার্যের অনুষ্ঠান করিতে পারা যায়, লর্ড কানিঙ্ এখন সেই সকল কার্যসাধনে উদ্যত হইলেন। তিনি বোম্বাইয়ের গবর্নরকে পারশ্য-রাজের সহিত সন্ধি ও পারশ্য-যুদ্ধের ব্যয়ের সম্বন্ধে পত্রাদি লিখিতে লাগিলেন। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনেন্ট গবর্নরের সহিত শিক্ষাবিভাগের সাহায্য ও স্ত্রীশিক্ষার সম্বন্ধে, হায়দরাবাদের রেসিডেন্টের সহিত নিজামের উত্তরাধিকারীর সম্বন্ধে, বরোদার রেসিডেন্টের সহিত গাইকবাড়ের রাজত্ব সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সহসা শান্তির অন্তর্ধান হইল, সহসা ঘটনাস্রোত অন্যদিকে ধাবিত হইল, সহসা করাল কাদম্বিনীর করাল ছায়ায় চারিদিক্ আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

মিরাটের তৃতীয় অশ্বারোহী দলের ৮৫ জন সৈনিক-পুরুষ টোটা স্পর্শ না করাতে কর্নেল স্মাইথ্ উক্ত বিষয় সেনাপতি হিউইটের গোচর করিয়াছিলেন। হিউইট এই সৈনিক-পুরুষদিগের অবাধ্যতার কারণ অনুসন্ধানের আদেশ দেন। অনুসন্ধানে প্রকাশ হয় যে, টোটায় অপবিত্র বস্তুর সংযোগ আছে, কেবল এই আশঙ্কায় তৃতীয় অশ্বারোহীদল উহা স্পর্শ করে নাই; সাধারণের কথায় তৃতীয় অশ্বারোহীদলের চিত্ত বিকৃত হইয়াছে, তাহারা মুহূর্তে মুহূর্তে আপনার ধর্মহানির আশঙ্কা করিতেছে। সাধারণ মতের এইরূপ প্রাধান্যপ্রযুক্তই তাহারা টোটা গ্রহণে সাহসী হয় নাই*। মিরাটের এই ঘটনা প্রধানতম সেনাপতির গোচর করা হয়। উক্ত অশ্বারোহীদলের ইংরেজ অফিসারেরা আগ্রহের সহিত প্রধান সেনাপতির অনুমতির প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। ইহাঁদের সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে, অপরাধী সৈনিকেরা বিনাবিচারে কর্মচ্যুত হইবে। এরূপ হইলে সম্ভবতঃ মিরাটের সমস্ত সিপাহী বিরক্ত হইবে, সকলে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া, ভয়ানক কাণ্ডের অবতারণা করিবে। মিরাটের একজন ইংরেজ এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া ৩০শে এপ্রিল সাহসসহকারে লিখিয়াছিলেন, 'আমরা এখানে ইউরোপীয় সৈন্যকর্তৃক সুরক্ষিত রহিয়াছি। আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আবার সিপাহীদিগকে রাখা আবশ্যক! কি চমৎকার বিবেচনা!'

* *Holmes, Indian Mutiny, p. 101.*

দেখিতে দেখিতে মে মাসের দুইদিন গত হইল, কিন্তু প্রধান সেনাপতির নিকট হইতে কোন আদেশ আসিল না। সিপাহীদিগের আশঙ্কা ও উদ্বেগ ক্রমে মন্দীভূত হইতে লাগিল। ইংরেজ অফিসারেরা পূর্বের ন্যায় আগ্রহের সহিত কর্তৃপক্ষের আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দিনের-পর-দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, কিন্তু তাঁহাদের আগ্রহ তিরোহিত হইল না। অবশেষে তাঁহাদের কৌতূহল শান্ত হইল। প্রধান সেনাপতি উপস্থিতবিষয় সম্বন্ধে আপনার আদেশ পাঠাইলেন। ৬ই মে আডজুটান্ড জেনেরল গবর্নমেন্টের সেক্রেটারির নিকটে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, মিরাটস্থ তৃতীয় অশ্বারোহী-দলের যে ৮৫ জন সৈনিক-পুরুষ টোটা গ্রহণে অসম্মত হইয়াছে, প্রধান সেনাপতি আনসন্ সামরিক বিচারালয়ে তাহাদের বিচার করিতে আদেশ দিয়াছেন। ৬ই মে'র পূর্বেই প্রধান সেনাপতির আদেশ মিরাটে পেঁছিয়াছিল, যেহেতু, ঐ তারিখেই মিরাটে সামরিক বিচারালয়ের অধিবেশন আরম্ভ হয়। পনেরজন বিচারক নিযুক্ত হন। ইহাঁদের মধ্যে ছয়জন মুসলমান ও নয়জন হিন্দু অফিসার। ইহাঁদের উপর একজন ইংরেজ বিচারপতি ছিলেন। বিচার ৬ই মে আরম্ভ হইয়া ৯ই মে শেষ হয়। বিচারে অভিযুক্ত সৈনিক-পুরুষদিগের দশবৎসর করিয়া কঠিন পরিশ্রম সহ কারাবাস দণ্ড হয়।

৯ই মে প্রাতঃকালে সেনাপতি হিউইট সমস্ত সৈন্যের সমক্ষে এই গুরুতর দণ্ডাদেশ কার্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইলেন। ধীরে ধীরে সমস্ত সৈন্য কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে সমবেত হইতে লাগিল। ঐ দিন প্রাতে মিরাটের বিস্তৃত সমর-শিক্ষাভূমিতে নবীন প্রভাকরের প্রভাজাল ছিল না, আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, বায়ু অতিবেগে প্রবাহিত হইয়া ঝড়ের সূচনা করিতেছিল। দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত সিপাহীরা এই দুর্দিনে মেঘাড়ম্বরময় আকাশতলে—ঝটিকাবর্তময় বায়ুপ্রবাহের মধ্যে সেনাপতি হিউইটের সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ হইল। উপরিস্থিত আকাশের ন্যায় তাহাদের হৃদয়ও গভীর কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল; বায়ুপ্রবাহের ন্যায় দুশ্চিন্তার তরঙ্গও তাহাদিগকে মুহুর্মুহুঃ আঘাত করিতেছিল। অদূরে কামান সকল সজ্জিত ছিল। ইউরোপীয় সৈনিকেরা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ঐ সকল কামান ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। কোনো বিষয়ে অবাধ্যতা প্রকাশ হইলেই ঐ সকল কামানে তাহাদিগকে উড়াইয়া দেওয়া হইত। কিন্তু তাহারা অবাধ্যতা প্রকাশ করিল না, গুরুতর দণ্ডগ্রহণের সময় তাহাদের শত্রুতা বা তাহাদের বিদ্বেষভাব পরিস্ফুট হইল না। তাহাদের দলের ইংরেজ অফিসারেরা নীরবে গম্ভীরভাবে এই শোচনীয় ঘটনা চাহিয়া দেখিতেছিলেন, ইঁহাদের অনেকের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। অনেকে সিপাহীদিগের এই দুর্দশায় দুঃখিত হইয়াছিলেন, তথাপি ইঁহারা মুখ ফুটিয়া কোনো কথা বলিতে সাহসী হইলেন না। একজন অফিসার ২৪শে এপ্রিলের কাওয়াজ বন্ধ রাখিবার প্রস্তাব করাতে প্রধান সেনাপতি আনসন্ তাঁহাকে যেরূপ কঠোরভাবে ভৎসনা করিয়াছিলেন, তাহা ইঁহাদের স্মরণ ছিল*। ইঁহারা এখন বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া গভীর আশঙ্কা ও বিস্ময়ের সহিত আপনাদের ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর কার্য দেখিতে

* *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 146.*

লাগিলেন। ধীরে ধীরে একে একে অপরাধী সৈনিকপুরুষদিগের দেহ হইতে সামরিক পরিচ্ছদ খুলিয়া লওয়া হইল, ধীরে ধীরে একে একে তাহাদের হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইল; তাহারা কোনরূপ অবাধ্যতা প্রকাশ করিল না, বিদ্বেষবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া প্রতিহিংসা প্রদর্শনেও অগ্রসর হইল না। এই অমঙ্গলসূচক কার্য—বিরাগের ও উত্তেজনার এই শোচনীয় দৃশ্য শেষ হইতে তিন ঘণ্টা লাগিল। শৃঙ্খলাবদ্ধ সিপাহী-দিগের কেহ কেহ যোড়হাতে সেনাপতি হিউইটের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কিন্তু তাহাদের করুণ রোদনে কোনো ফল হইল না। তাহারা সকলেই এইরূপে আপনাদের অপমানের একশেষ দেখিল—সকলেই অস্ত্রশস্ত্র হইতে বিচ্যুত ও শৃঙ্খলে আবদ্ধ, হইয়া, কারাগারে সাধারণ কয়েদীদিগের সহিত বাস করিবার জন্য কাওয়াজের ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল। সৈনিক কর্মচারীরা আপনাদিগের সামরিক রীতিঅনুসারে সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট প্রায় ১,২০০ কয়েদীর সহিত একত্র বাস করিবার জন্য তাহাদিগকে সাধারণ কারাগৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

যে-সকল সৈনিকেরা এইরূপ দণ্ডিত হইল—আপনাদের চিরব্যবহৃত সামরিক পরিচ্ছদ ও চিরাভ্যস্ত অস্ত্রশস্ত্র হইতে বিচ্যুত হইয়া কারাগারের অন্ধকারময় গৃহে বাস করিতে লাগিল, তাহাদের বিচার কিরূপে হইয়াছিল; এস্থলে সে-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা উচিত। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, সামরিক বিচারালয়ে পনেরজন বিচারক ও একজন বিচারপতি ছিলেন। এই পনেরজন বিচারকের মধ্যে নয়জন হিন্দু ও ছয়-জন মুসলমান। মে মাসের ৬ই, ৭ই ও ৮ই—তিনদিন ধরিয়া বিচার হয়*। কি প্রণালীতে বিচার হইয়াছিল—অভিযুক্ত সিপাহীদিগের অপরাধের বিষয় কি প্রণালীতে মীমাংসিত হইয়াছিল তাহা তখন সাধারণের গোচর হয় নাই। ১৮৫৭ অব্দের মে মাসে বিচার হয়, বিচারের বিবরণ তাহার পরবৎসর ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সাধারণের নিকটে অপ্রকাশিত থাকে। এই বিচার-প্রসঙ্গে সাধারণের হৃদয়ে নানারূপ সন্দেহের আবির্ভাব হয়। অপরাধিগণ যেরূপ কঠোরভাবে দণ্ডিত হয়, তাহাতে অনেকেই বিচার-ব্যবস্থার উপর নানা দোষের আরোপ করিতে থাকেন। ৩ গণিত অশ্বারোহীদলের সৈনিকগণ গুরুতর-অবাধ্যতার জন্য অপরাধী হইয়াছিল। তাহাদের এই অপরাধের সাফাই করিতে কেহই প্রস্তুত নহেন। কিন্তু তাহারা কিজন্য এইরূপ অবাধ্যতা দেখাইয়া-ছিল—কিজন্য অধীর ও কর্তব্যবিমুখ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সূক্ষ্ম বিচারের পর যে দণ্ডপ্রয়োগ করা হইয়াছিল, সে-সম্বন্ধে অনেকেই সন্তোষকর প্রমাণ দেখাইতে পারেন নাই। এ-বিষয়ে যে সরকারী রিপোর্ট বাহির হয়, তাহাতে উল্লখ আছে যে, পনেরজন বিচারকের মধ্যে চোদ্দজন অপাধীদিগকে কঠিন পরিশ্রমসহ দশবৎসর কারাবাস-দণ্ড দিতে সম্মতি প্রকাশ করেন। কিন্তু বিচারকগণ দণ্ডাজ্ঞা-প্রদানকালে, অপরাধীদিগের পূর্বতন সদ্ব্যবহার ও অভিনব টোটার সম্বন্ধে আকস্মিক জনরবের বিষয় লক্ষ্য করিয়া, তাহাদের দয়াপ্রদর্শনের অনুরোধ করেন। সেনাপতি হিউইট বিচারপতিদিগের এই

** *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 244, note*

অনুরোধের সম্বন্ধে নির্দেশ করিয়াছেন যে, তিনি অপরাধীদিগের পূর্বতন ব্যবহার জন্য তাহাদের দণ্ড লঘুতর করিবার কারণ দেখিতে পান না।

তাহাদের বর্তমান অবাধ্যতায় পূর্বতন সদ্ব্যবহার কলঙ্কিত হইয়াছে, তাহারা অমূলক আশঙ্কার বশবর্তী হইয়া কর্তৃপক্ষের আদেশের অবমাননা করিয়াছে, টোটার উপর গভীর সন্দেহ করিয়া তাহারা সৈনিক নিয়মের ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে, ইহাতে তাহারা আপনাদের ভ্রম স্বীকার করে নাই, কোনরূপ ক্ষোভের চিহ্ন দেখায় নাই এবং দয়া প্রার্থনা করিতেও উন্মুখ হয় নাই। সেনাপতি হিউইট এই সকল কারণ দেখাইয়া অবশেষে যাহারা পাঁচ বৎসরের অধিককাল কার্য করে নাই, তাহাদিগকে দশ বৎসরের পরিবর্তে পাঁচ বৎসর কারাগারে রাখিতে সম্মত হন। কিন্তু অধিকাংশ অপরাধী শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া, দশবৎসরকাল কারাগৃহে থাকিতে আদিষ্ট হয়। সেনাপতি হিউইট অপরাধীদিগকে অপরাপর সৈনিক-পুরুষদিগের সমক্ষে, শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। তিনি এইরূপ কঠোরতা দেখাইয়া অনেকের নিকটে নিন্দনীয় হন। এমন কি, ভারতের প্রধান সেনাপতি আনসন্ যখন শুনিতে পাইলেন যে অপরাধীদিগকে কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে, তাহাদের সহযোগিগণের সমক্ষে দুর্বহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হইয়াছে, তখন তিনি এইরূপ কঠোরতাময় অবৈধ কার্যের উপর দোষারোপ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। কিন্তু হিউইট যে, প্রধান সেনাপতির আদেশানুসারেই কার্য করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে বোধহয়, সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই*। উপস্থিত ঘটনার আদ্যোপান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধহয় যে, প্রধান সেনাপতি পূর্বেই অপরাধী সৈনিকদিগের বিচার-প্রণালী নির্ধারিত করিয়া দেন। বিচারের আরম্ভ হওয়ার কয়েক দিন পূর্বেই, বিচারের ফল যেরূপ হইবে, তাহা ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষের গোচর হয়। মিরাটের কমিশনর গ্রিথেড্ সাহেব কোনো সরকারী কার্য উপলক্ষে আলিগড়ে গিয়াছিলেন। ১০ই মে তাঁহার প্রত্যাবর্তনের কথা ছিল। কিন্তু তিনি ইহার একদিন পূর্বেই মিরাটে উপস্থিত হন, যেহেতু তিনি জানিতেন, বিচারে অপরাধীদিগের কারাদণ্ডের আদেশ হইবে, ইহাতে সৈনিকেরা বলপূর্বক কারাগারে প্রবেশ করিয়া, কয়েদীদিগকে বিমুক্ত করিতে পারে। গ্রিথেড্ সাহেব এই আশঙ্কায়, পূর্বেই মিরাটে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, উপস্থিত আশঙ্কা দূর করিবার বন্দোবস্ত করেন**। অপরাধীদিগের বিচার আরম্ভ হওয়ার পূর্বে, যখন ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষ সেই বিচারের ফল অবগত হন, তখন সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে, তাঁহারা অবাধ্য সৈনিকদিগের কঠোরভাবে দণ্ডবিধানেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। বিচারকগণ বোধহয়, কর্তৃপক্ষের এই সঙ্কল্প অনুসারে কার্য করেন। ফলতঃ অবাধ্য সৈনিক-পুরুষদিগের বিচারে বিচারকগণের স্বাধীনতা, বিচারপ্রণালীর সুশৃঙ্খলা বা সমদর্শিতা পরিস্ফুট হয় নাই। উহা কর্তৃপক্ষের আদেশানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং উহার ফলও কর্তৃ-

* *Martin Indian, Empire, Vol. II, p. 145, note.*

** *Ibid, p. 145.*

পক্ষের সঙ্কল্পানুসারে নির্ধারিত হইয়াছিল। উহাতে অসন্তুষ্ট সিপাহীগণ যে অধিকতর অসন্তুষ্ট ও অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিবে কর্তৃপক্ষের হৃদয়ে তাহার উদ্বোধ হয় নাই। যাহারা পবিত্র সৈনিকব্রতে দীক্ষিত হইয়া, জগতের সমক্ষে আপনাদের বীরত্বের পরিচয় দিতেছিল, সাহসের মহিমায় ও বাহুবলের গরিমায় যাহারা একসময়ে বীরেন্দ্রসমাজে বরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের এইরূপ শোচনীয় অধঃপতন হয়, তাহারা এইরূপে বীরব্রত হইতে স্খলিত হইয়া সঙ্কীর্ণ কারাগৃহে সাধারণ কয়েদীদিগের সহিত বাস করিতে থাকে। এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় তাহাদের হৃদয়ে অপরিসীম বিরাগ ও ক্রোধের সঞ্চার হয় এবং বৈর-নির্যাতন-স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠে। ইংরেজের অবিচারে ইংরেজের কঠোরতায়, এখন তাহাদের হৃদয়ে ইংরেজ-বিদ্বেষ অধিকতর বদ্ধমূল হয়। অপরাপর সিপাহীরাও স্বচক্ষে আপনাদিগের সহযোগীগণের এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া, গবর্নমেণ্টের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। কর্তৃপক্ষ যদি এই সময়ে ধীরতা বা সমদর্শিতা দেখাইতেন, তাহা হইলে সিপাহীদিগের উপস্থিত ক্রোধ ও বিরাগের আবেগ সহজেই তিরোহিত হইয়া যাইত। কিন্তু তাঁহারা ধীরতা বা সমদর্শিতার পরিচয় দেন নাই। অপরিসীম কঠোরতায় আত্মপ্রাধান্য অব্যাহত রাখাই তাঁহাদের সঙ্কল্প হইয়াছিল। এই সঙ্কল্প অদূরদর্শিতায় কলঙ্কিত হয়, এবং শেষে উহা গভীর বিপত্তির হেতু হইয়া উঠে। যখন ইংরেজের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রের উৎপত্তি হইতেছিল, ইংরেজের শাসন-নীতির দোষে যখন অনেকে ইংরেজ গবর্নমেণ্টের বিপক্ষ হইয়া উঠিতেছিল, গভীর আশঙ্কায় যখন ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সৈনিকগণ ইংরেজের প্রতিকূল-পক্ষ অবলম্বন করিতে-ছিল, তখন কর্তৃপক্ষের অপরিণাম-দর্শিতা ও অপরিসীম কঠোরতায় অনেকের বিরাগ ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি হয়। এই বিরক্ত ও বিদ্বেষিগণের উৎসাহে ও কার্যপটুতায় বিপদ ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠে।

৩ গণিত অশ্বারোহী সৈদিকদল এইরূপ কঠোরভাবে দণ্ডিত হইল। শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া এইরূপ অবমাননার সহিত সাধারণ কারাগৃহে বাস করিতে লাগিল। প্রায় এই সময়ে আর একদল সৈনিকও অস্ত্রশস্ত্র হইতে বিচ্যুত ও সৈন্যশ্রেণী হইতে নিষ্কাশিত হয়। কর্তৃপক্ষের আদেশে ফাঁসিকাষ্ঠে ৩৪ গণিত সৈনিকদলের মঙ্গল পাঁড়ের প্রাণ-বায়ুর অবসান হইয়াছিল। কিন্তু এইদলের অপরাপর সৈনিকদিগের বিচার হয় নাই। যাহারা মঙ্গল পাঁড়েকে গুলি ছুড়িতে দেখিয়াও নীরবে দণ্ডায়মান ছিল, এখন তাহাদের বিচারের আরম্ভ হইল। লর্ড কানিঙ্ সবিশেষ বিবেচনা না করিয়া কোনো কার্য করিতেন না। ২২শে এপ্রিল বারাকপুরের সমস্ত সৈনিক পুরুষগণের সমক্ষে ৩৪ গণিত সৈনিকদলের জমাদার ঈশ্বর পাঁড়ের ফাঁসি হয়। ফাঁসিমঞ্চে দাঁড়াইয়া ঈশ্বর পাঁড়ে ধীরগম্ভীরস্বরে আপনার সহযোগীদিগকে সাবধান হইতে পরামর্শ দেয়*। ৩৪

* ঈশ্বর পাঁড়ের এই অন্তিম বক্তৃতা অনেকে বিকৃতভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। ঈশ্বর পাঁড়ে ফাঁসি-মঞ্চে দাঁড়াইয়া আপনার সহযোগীগণকে সম্বোধন করিয়া যাহা কহিয়াছিল, তাহার অর্থ এই :—'সিপাহীগণ! শুন, তোমরা আর কেহই এরূপ

গণিত সৈন্যদলের জমাদারের এইরূপ কঠোর শাস্তি দেখিয়া, সেই দলস্থ অপরাপর সৈনিকপুরুষেরা, অতঃপর কর্তৃপক্ষের বশবর্তী থাকিবে কি না, লর্ড কানিঙ্ এখন মনে মনে তাহারই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে এই দলের সকল সৈনিকপুরুষ অবাধ্যতার পরিচয় দেয় নাই। সুতরাং সকলকে তুল্যরূপে দণ্ডিত করা ন্যায়পরতার অনুমোদিত নয়। লর্ড কানিঙ্ ইহা ভাবিয়া এ সম্বন্ধে সকল বিষয়ের সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। যে পর্যন্ত যথোপযুক্ত প্রমাণ সংগৃহীত না হয়, সে পর্যন্ত তিনি উপস্থিত বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত আদেশ দিলেন না। লর্ড কানিঙ্ যখন এইরূপ অনুসন্ধান করিতেছিলেন, গভীর চিন্তারতরঙ্গ যখন তাঁহাকে আন্দোলিত করিয়া তুলিতেছিল, তখন সৈনিকবিভাগের কর্তৃপক্ষ শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিত বিষয়ের মীমাংসা করিতে ইচ্ছা করেন। ইঁহারা সকলেই ৩৪ গণিত সৈনিকদলকে নিরস্ত্র করিবার প্রস্তাব করেন। সেনাপতি হিয়ারসের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, এই সৈন্য যেরূপ গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইয়াছে, তাহাতে ইহাদিগকে নিরস্ত্র না করিলে, ইহাদের যথোপযুক্ত শাস্তি হইবে না, এবং এরূপ না করিলে আশানুরূপ ফললাভেরও সম্ভাবনা থাকিবে না। প্রধান সেনাপতি আনসনও শিমলার শৈল-শিখর হইতে সবিশেষ আগ্রহের সহিত এইরূপ প্রস্তাব করিতে থাকেন। গবর্নর জেনেরলের মন্ত্রিসভায় সমস্ত বিষয়ের তর্ক-বিতর্ক হয়। অবশেষে লর্ড কানিঙ্ ৩০শে এপ্রিল আপনার অভিমত লিপিবদ্ধ করেন। প্রধানতম সৈনিক-পুরুষের প্রস্তাব তাঁহার অনুমোদিত হয়। তিনি আপনার অভিমত-লিপিতে নির্দেশ করেন যে, নিরস্ত্রীকরণ অপেক্ষা অন্য কোন লঘুতর দণ্ড দিলে অপরাধের সমুচিত শাস্তি হইবে না, এবং উহাতেও অপরাপর সৈনিকরাও সাবধান ও সতর্ক হইতে শিখিবে না। কিন্তু এই অভিমত প্রকাশিত হইলেও, কাহাকে কাহাকে দণ্ড হইতে অব্যাহিত দেওয়া হইবে, সে সম্বন্ধে বিচার হইতে থাকে। অবশেষে ৪ঠা মে সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা হয়। এই দিন গবর্নমেণ্ট ৩৪ গণিত সৈনিকদলকে নিরস্ত্র করিবার আদেশ প্রচার করেন*।

এই আদেশ প্রচারের দুই দিন পরে, বারাকপুরের সমস্ত সৈনিকগণের সমক্ষে ৩৪ গণিত সৈনিকদল আপনাদের নির্দিষ্ট দণ্ডগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইল। সূর্যোদয়ের

কার্য করিও না। আমি গবর্নমেণ্টের সহিত যেরূপ দুর্ব্যবহার করিয়াছি, তাহার সমুচিত শাস্তি পাইলাম। সুতরাং সিপাহীগণের কেহই যেন এইরূপ কাজ না করে—করিলে, এইরূপ শাস্তি ভোগ করিবে।' ৩৯ গণিত সেনাদলের অধ্যক্ষ কর্নেল মিচেল ঈশ্বর পাঁড়ের শেষ বক্তৃতার এইরূপ ভাবার্থই প্রকৃত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।—*Kye, Sepoy War, Vol. I, p, 584, note.*

* ৩৪ গণিত সৈনিকদলের যে জমাদার ১০ই মার্চ কলিকাতার টাঁকশালে পাহারা দিবার সময় দুইজন উত্তেজিত সিপাহীকে অবরুদ্ধ করে, তাহাকে বিশ্বস্ত বলিয়া দণ্ড হইতে অব্যহতি দেওয়া উচিত কিনা, তৎসম্বন্ধে তর্কবিতর্ক হইতে থাকে। অবশেষে উক্ত জমাদারকে তাহার পূর্বতন বিশ্বস্ততার জন্য অব্যাহতি দেওয়া হয়।

প্রাক্কালে ইহারা সকলেই সমবেত হইয়া ধীরে ধীরে আপনাদের অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিল, ধীরে ধীরে আপনাদের সামরিক পরিচ্ছদ উন্মোচক পূর্বক, ইউরোপীয় সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া নির্দিষ্টস্থানে যাইতে লাগিল। এইরূপে সৈনিকদলও আপনাদের অভ্যস্ত ব্রত হইতে বিচ্যুত হইল। ইংরেজ গবর্নমেণ্ট সাধারণকে সাবধান করিবার জন্য ইহাদিগকে সৈন্য-শ্রেণী হইতে নিষ্কাশিত করিলেন। এইরূপ নিষ্কাশনে তাঁহারা যে সুফলের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, দুরদৃষ্টক্রমে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। তাঁহারা সাধারণের চিত্ত-বৃত্তির চাঞ্চল্য রোধ করিবার জন্য এইরূপ কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে সাধারণে অধিকতর চঞ্চল হইয়া উঠে। নিরস্ত্রীকৃত সৈনিকদলের ৫০০ শত ব্রাহ্মণ ও রাজপুত আপনাদের দুর্দমনীয় প্রতিহিংসায় পরিচালিত হইয়া, ভয়ঙ্কর কার্য-সাধনে সচেষ্ট থাকে। অযোধ্যা, বাংলার সৈনিকদিগের প্রধান আবাস-ভূমি, বাংলার সিপাহীগণ এই স্থান হইতে আসিয়া গবর্নমেণ্টের অধীনে পবিত্র বীরব্রতে দীক্ষিত হয়, এবং স্বীয় কার্যের অবসানে এইস্থানে যাইয়াই কোম্পানি বাহাদুরের শাসননীতির বর্ণনায় ও আপনাদের বীরত্বময়ী কথায় স্বদেশীয়গণের তৃপ্তিসাধন করে। ১৯ গণিত সৈনিকদল পূর্বে অস্ত্রশস্ত্র হইতে বিচ্যুত হইয়া অযোধ্যায় গিয়াছিল; এখন ৩৪ গণিত সৈনিকদলও গবর্নমেণ্টের সৈন্যশ্রেণী হইতে নিষ্কাশিত হইয়া অযোধ্যায় উপস্থিত হইল। কোম্পানি বাহাদুরের উপর এইসকল নিরস্ত্রীকৃত সৈনিকের কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না। কোম্পানির ধীরতা বা কোম্পানির সদ্বিবেচনার উপর ইহারা কিছুমাত্র আস্থা দেখায় নাই। ইহাদের পূর্বতন রাজভক্তি এখন অন্তর্হিত হইয়াছিল। যে-আশা এক-সময় ইহাদের সম্মুখে অপূর্ব দৃশ্য বিস্তার করিত, তাহা এখন চিরদিনের জন্য দূরীভূত হইয়াছিল। ইহারা এখন আপনাদের অভ্যস্ত ব্রত হইতে বিচ্যুত হইয়া, আপনাদের গৌরবকর পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া এবং আপনাদের চিরব্যবহৃত অস্ত্র দূরে রাখিয়া, বিষণ্ণবদনে, মলিনবেশে স্বদেশে উপস্থিত হইল। ইহাদের প্রতিহিংসা বাড়িয়া উঠিয়াছিল, ইংরেজবিদ্বেষ হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল, ইহারা এখন যে কোনোরূপে হউক, আত্মাবমাননার প্রতিশোধ দিতে উদ্যত হইল। সুতরাং অযোধ্যায় ধীরে ধীরে গুরুতর বিপ্লবের চিহ্ন লক্ষিত হইতে থাকে। উপস্থিত সময়ে, লর্ড ক্যানিঙ্ এই নবাধিকৃত প্রদেশের বিষয় যেরূপ ভাবিতেছিলেন, সমস্ত ভারতের অন্য কোনও প্রদেশের বিষয় সেরূপ ভাবেন নাই। নানা সাহেব লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্যার হেনরি লরেন্সের পত্রসমূহে এ বিষয়ের কোনও উল্লেখ না থাকিলেও, গবর্নর জেনেরল অযোধ্যার সর্বত্র অসন্তোষের সূত্রপাত হইতেছে জানিয়া, অধিকতর চিন্তিত হইলেন। এই সময়ে লক্ষ্ণৌর একদল সিপাহীর উপর কর্তৃপক্ষের সন্দেহ জন্মে, এজন্য ইহা-দিগকে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব হয়। কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, নগরের প্রধান প্রধান অধিবাসীর সহিত এই সৈনিকদলের সংশ্রব আছে, ইহাদিগকে স্থানান্তরিত করিবার সময়ে অধিবাসিগণ নিঃসন্দেহ গোলযোগ উপস্থিত করিবে। কিন্তু এরূপ হইলেও, কর্তৃপক্ষ উক্ত সৈনিকদলকে লক্ষ্ণৌতে রাখিতে সম্মত হন নাই। গবর্নর জেনেরলের নিকটে এইসকল সিপাহীকে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব উপস্থিত হয়।

লর্ড কানিঙ স্যার হেনরি লরেন্সকে এই প্রস্তাব অনুসারে কার্য করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেন। কিন্তু গবর্নর জেনেরলের এই আদেশ পৌঁছিবার পূর্বেই, স্যার হেনরি লরেন্সের মনে আর-একটি গভীর চিন্তার উদয় হয়। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, অন্যান্য সৈনিকদলও ঘটনা বিশেষে গবর্নমেণ্টের উপর সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই অসন্তুষ্ট সৈনিকদলকে স্থানান্তরিত করিলে, তাদৃশ সুফলের সম্ভাবনা নাই, যে-হেতু ইহারা অন্যস্থানে যাইয়া সেই স্থানের অপরাপর সৈনিকদিগকেও গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে পারে। স্যার হেনরি লরেন্স ইহা ভাবিয়া অযোধ্যার কোনো সৈনিকদল স্থানান্তরিত করিলেন না। তিনি অসন্তুষ্ট সৈনিকদিগকে অযোধ্যায় রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। ইহাতে যে, তাঁহার সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও দূরদর্শিতা প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার উল্লেখকরা বাহুল্য মাত্র।

স্যার হেনরি লরেন্স ৪৮ গণিত সিপাহীদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রথমে গবর্নর জেনেরলকে উক্তরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন। এই সৈনিকগণও আপনাদের চিরন্তন জাতি-নাশের গভীর সন্দেহে ইংরেজদিগের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। এপ্রেল মাসের প্রারম্ভে ইহাদের চিকিৎসক ডাক্তার ওয়েলস্ সাহেব অসুস্থ হন। এজন্য তিনি এক-বোতল ঔষধের জন্য চিকিৎসালয়ে গমন করেন। চিকিৎসক ঔষধপান সময়ে, সেই বোতলটি আপনার ওষ্ঠসংলগ্ন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। উক্ত বোতল চিকিৎসালয়ে থাকিলে যে, হিন্দু সিপাহীগণ সেই ঔষধব্যবহারে অসম্মত হইবে, এবং আপনাদের জাতিনাশের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিবে, ইহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। সিপাহীরা যখন ইংরেজ চিকিৎসকের এই কার্যের বিবরণ শুনিল, তখন তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। তাহাদের আশঙ্কা ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিল, জাতিনাশ—ধর্ম-নাশের ভয়ে তাহারা গভীর উত্তেজনার চিহ্ন দেখাইতে লাগিল। তাহাদের সেনাপতি বোতলটি ভাঙিয়া ফেলিলেন এবং সেই কার্যের জন্য চিকিৎসককে তিরস্কার করিলেন। কিন্তু ইহাতেও ৪৮ গণিত সৈনিকদল সন্তুষ্ট হইল না। তাহারা যে আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল, শীঘ্র শীঘ্র তাহা অন্তর্হিত হইল না। ধীরে ধীরে এপ্রেল মাস অতীত হইল, ধীরে ধীরে মে মাস আসিয়া জগতের সমক্ষে আপনার প্রভাব প্রকাশ করিতে লাগিল; কিন্তু দিনের-পর-দিন, মাসের-পর-মাসের পরিবর্তনে, অসন্তুষ্ট সিপাহীরা সন্তুষ্ট হইল না। একমাসের পর আর একমাস আসিতে লাগিল, তাহাদের অসন্তোষও একদল হইতে আর একদলে সংক্রামিত হইয়া সেই দলকে সমান অসন্তুষ্ট, সমান উত্তেজিত ও সমান সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল।

অযোধ্যার ৭ গণিত আর একদল সৈন্য ছিল। মে মাসের প্রথম দিনে ইহারা আপনাদের টোটা স্পর্শ করিতে অবস্মত হয়। তাহারা এই বলিয়া আত্মপক্ষসমর্থন করে যে, তাহাদের উর্ধ্বতন সহযোগিগণ উক্ত টোটা সকল অস্পৃশ্য ও অপবিত্র বসা-সংযুক্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ২রা মে এই সংবাদ স্যার হেনরি লরেন্সের গোচর হইল। প্রথমে তিনি ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন না, কিন্তু শেষে তিনি জানিতে পারিলেন যে উক্ত সংবাদ প্রকৃত ঘটনার উপর স্থাপিত। এই সৈনিকদল লক্ষ্ণৌ হইতে সাত মাইল

দূরে অবস্থিতি করিতেছিল। পনরদিন পূর্বে ইহাদের কোনোরূপ চাঞ্চল্য লক্ষিত হয় নাই। কোনোরূপ আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া ইহারা আপনাদের বিদ্বেষ-বুদ্ধির পরিচয় দেয় নাই। কিন্তু মে মাসের প্রারম্ভে সহসা ইহাদের চিত্তবৃত্তি পরিবর্তিত হয়, সহসা ইহারা ধর্মনাশের গভীর আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। ইহাদের অফিসারেরা বৃথা ইহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, যে-সকল টোটা ব্যবহারের জন্য দেওয়া হইয়াছে, তৎসমুদয়ে কোনো অস্পৃশ্য বস্তুর সংযোগ নাই, বৃথা নানা প্রমাণ দেখাইয়া নির্দেশ করিলেন যে পূর্বে তাহারা যে-সকল টোটা ব্যবহার করিত, বর্তমান টোটাও ঠিক তৎসমুদয়ের অনুরূপ. কিন্তু অফিসারদিগের কথায় কোনো ফল হইল না। সমস্ত সৈনিকদল একবাক্যে টোটা স্পর্শ করিতে অসম্মত হইল এবং একবাক্যে আপনাদের চিরন্তন ধর্মরক্ষার জন্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। ইহারা লক্ষ্ণৌ নগরের ইংরেজ বিদ্বেষী কোনো গুপ্তচর বা নিরস্ত্রীকৃত ১৯ গণিত সৈনিকদলের প্ররোচনায় এইরূপে বিচলিত হইয়াছিল কি না, তৎসম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন, তাঁহাদের সেই সকল কথা কেবল কল্পনার উপর স্থাপিত হইয়াছে।* যাহা হউক, মে মাসের প্রারম্ভে যে, ৭ গণিত সৈনিকদল বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে কিছুই সন্দেহ নাই। তাহারা ৪৮ গণিত সৈনিকদলে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠায় এবং ঐ পত্র দ্বারা সকলকেই আপনাদের ধর্মরক্ষার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকিতে অনুরোধ করে। ২রা মে তাহাদের সেনাপতি অশ্বারোহণে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তাহারা টোটার সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে; কিছুতেই তাহদের সন্দেহ দূর হইতেছে না, এবং কিছুতেই তাহাবা আপনাদের উর্ধ্বতন কর্মচারীর কথায় কর্ণপাত করিতেছে না। ৩রা মে আসিল। কিন্তু তাহাদের অধীরতা দূর হইল না। বরং পূর্বদিন অপেক্ষা তাহারা অধিকতর বিরক্ত ও অধিকতর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিল। স্যার হেনরি লরেন্স যখন শুনিলেন যে ৭ গণিত সৈনিকদলের অসন্তোষ ও অবাধ্যতা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। এখন তাঁহাকে গুরুতর কার্যসাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইল। তিনি অসন্তুষ্ট-অবাধ্য সৈনিকদলকে নিরস্ত্র করিতে উদ্যত হইলেন। নিরস্ত্রীকবণ সময়ে যদি সৈনিকদল কোনোরূপ অবাধ্যতা দেখায়, তাহা হইলে, তাহাদের বিনাশসাধনে তিনি স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। ৩রা মে সায়ংকালে স্যার হেনরি লরেন্স বহুসংখ্যক সুসজ্জিত ও সশস্ত্র সৈন্য এবং কয়েকটি কামান লইয়া ৭ গণিত সৈনিকদলের কাওয়াজের ক্ষেত্রের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। প্রায় তিনঘণ্টায় সাত-

* কথিত আছে, যখন অযোধ্যা ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারভুক্ত হয়, তখন ১৯ গণিত ও ৩৪ গণিত উভয় সৈনিকদলই লক্ষ্ণৌতে অবস্থিতি করিতেছিল। অনেকের বিশ্বাস যে, এইখানে ইংরেজ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে ইহাদের প্রবৃত্তি জন্মে। হেনরি লরেন্স লিখিয়াছেন যে ১৯ গণিত সৈনিকদলে প্রায় সাতশত অযোধ্যাবাসী লোক ছিল। উপস্থিত সময়ে ইহারা প্রায় সকলেই স্বদেশে প্রত্যাগত হয়। অযোধ্যাগ্রহণে কিরূপ বিষময় ফলের উৎপত্তি হইয়াছিল, এতদ্দ্বারা তাহারা স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে। —*Kaye, Sepoy War. Vol. I. p. 588.*

মাইল পথ অতিক্রান্ত হইল। স্যার হেনরি লরেন্স তিন ঘণ্টার মধ্যে সজ্জীভুত সৈন্য ও কামান লইয়া যুদ্ধবেশে কাওয়াজের প্রশস্তভূমিতে উপস্থিত হইলেন।

এই সময়ে সন্ধ্যা অতীত হইয়াছিল। নির্মল আকাশে নির্মল চন্দ্রমা ধীরে ধীরে আপনার স্নিগ্ধকর কিরণজাল বিকাশ পূর্বক চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছিল। তারকা-স্তবক মেঘশূন্য আকাশ-তলে ধীরে ধীরে ফুটিয়া প্রকৃতির অপূর্ব শোভা বিস্তার করিতেছিল। প্রকৃতির এই কমনীয় কান্তিতে মোহিত হইয়াই যেন, সমস্ত জগৎ ধীরে ধীরে আপনার পূর্বতম জীবন্ত ভাব হইতে বিচ্যুত হইতেছিল। ইহা ইংরেজদিগের পবিত্র বিশ্রাম-বারের রাত্রি। ধর্মনিষ্ঠ ইংরেজ এই রাত্রিতে ঈশ্বরের আরাধনায় নিবিষ্ট হইয়া থাকেন, কিন্তু স্যার হেনরি লরেন্সের নিকট এখন আরাধনা অপেক্ষা অবাধ্যতার শাস্তি-দান অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইল। স্যার হেনরি লরেন্স এই রাত্রিতেই অবাধ্য সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিতে অথবা কামানে উড়াইয়া দিতে সৈন্য লইয়া কাওয়াজের ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। নিস্তব্ধ প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল। সৈনিকগণের পদ-ধ্বনিতে, অস্ত্র-শস্ত্রের সঞ্চালনে; অশ্বগণের হেষারবে কাওয়াজের সেই নিস্তব্ধ প্রান্তর আবার জাগ্রত হইয়া উঠিল। ৭ গণিত সৈনিকদল সেই স্থানে আনীত হইল। অকস্মাৎ রাত্রিকালে সেই বিস্তৃত প্রান্তরে সমবেত হইবার উদ্দেশ্য কি, তাহা প্রথমে তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইল না; কিন্তু শেষে যখন তাহারা আপনাদের সমক্ষে ইউরোপীয় অশ্বারোহী, সজ্জীভূত কামান ও সশস্ত্র সৈন্য স্থাপিত দেখিল, তখন তাহাদের আশঙ্কা গভীরতর হইয়া উঠিল। তাহারা বুঝিতে পারিল যে, তাহাদের সর্বনাশের জন্য এইরূপ যুদ্ধোপযোগী আয়োজন হইয়াছে, তাহারা অণুমাত্রও অবাধ্যতা দেখাইলে, এই সকল কামানে তাহা-দিগকে উড়াইয়া দেওয়া হইবে, সুতরাং তাহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। চিন্তার-পর-চিন্তার তরঙ্গ তাহাদের হৃদয়ে অভিঘাত করিতে লাগিল। তাহারা এই অভিঘাতে ভীত ও কর্তব্য-বিমুখ হইয়া নীরবে আপনাদের অধিনায়কগণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের পূর্বতন অবাধ্যতা দূর হইয়াছিল, এখন তাহারা আপনাদের অধিনায়কগণের আদেশ প্রতিপালনে ঔদাসীন্য দেখাইল না। কিন্তু এইসময় একটি আকস্মিক ঘটনায় তাহাদের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাহাদের সম্মুখে স্যার হেনরি লরেন্স সঙ্গিগণের সহিত উপস্থিত ছিলেন। স্যার হেনরি লরেন্সের পশ্চাদ্ভাগে কামান সকল সজ্জিত ছিল। একজন কামান-রক্ষক ভ্রমক্রমে আগুন জ্বালায়। সমস্ত সিপাহীরা ভাবিল যে, ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত হইয়াছে, মুহূর্তমধ্যে কামানের গোলায় তাহাদিগকে বিনষ্ট করা হইবে, সুতরাং তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। প্রথমে একজন পলায়ন করিল, তৎপরে আর একজন তাহার অনুসরণে উদ্যত হইল; এইরূপে কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই সমস্ত সৈন্য-শ্রেণীতে অনেক স্থান শূন্য হইয়া পড়িল। সর্বসমেত ১২০ জন কাওয়াজের ক্ষেত্র ছাড়িয়া গেল। অবশিষ্ট সৈনিকেরা এখন ধীরভাবে ইংরেজ অধিনায়কের আদেশপালনে অগ্রসর হইল। অশ্বারোহীগণ পলায়িত সৈনিকদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। এদিকে ৭ গণিত দলের অবশিষ্ট সৈনিকগণ সেনাপতির আদেশে আপনাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করিল। এইরূপে রাত্রির একার্ধ অতীত হইল। গভীর নিশীথে যখন চারিদিক নিস্তব্ধ ছিল,

লোকে যখন গভীর নিদ্রায় অভিভুত থাকিয়া দিবসের শ্রান্তি দূর করিতেছিল, তখনও সেই প্রশস্ত ক্ষেত্রের সৈনিকেরা আপনাদের গুরুতর কার্যসাধনে বিরত হয় নাই, তখনো ৭ গণিত সৈনিকদলের সিপাহীরা অস্ত্রপরিত্যাগপূর্বক আত্মাবমাননাজনিত গভীর দুঃখে দণ্ডায়মান ছিল। নির্মল চন্দ্র তখনো মেঘশূন্য অনন্ত আকাশের মধ্যভাগে থাকিয়া আপনার কিরণজাল বিকাশ করিতেছিল; সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতি তখনো আপনার অপার সৌন্দর্যে আপনিই মুগ্ধ হইয়া নিঃশব্দে হাসিতেছিল, কিন্তু ৭ গণিত সৈনিকদিগের তখনো শোচনীয় অধঃপতনের অভিনয় শেষ হয় নাই। উক্ত সৈনিকদল তখনো আপনাদের অধিনায়কের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নীরবে বীরব্রতের শোচনীয় পরিণাম দেখিতেছিল। ক্রমে একে একে সকল শেষ হইল, ক্রমে একে একে সকল সৈনিক-পুরুষ আপনাদের অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া সামান্যবেশে দাঁড়াইয়া রহিল। রাত্রি দুই প্রহরের পর স্যার হেনরি লরেন্সের সৈন্য ৭ গণিত সিপাহীদিগের পরিত্যক্ত অস্ত্র লইয়া লক্ষ্ণৌতে ফিরিয়া আসিল। স্যার হেনরি লরেন্স এই সময়ে সকলকে এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন যে যাহারা নিরপরাধ বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে, গবর্নমেণ্ট তাহাদিগকে পুনর্বার সৈনিক-শ্রেণীতে গ্রহণ করিতে সংকুচিত হইবেন না। লরেন্সের এইরূপ আশ্বাস-বাক্যে নিরস্ত্রীকৃত সৈনিকেরা সন্তুষ্ট হইল। তাহারা ধীরভাবে আপনাদের পলায়িত সহযোগিগণের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। পলায়িতগণ তাহাদের কথায় আবার আপনাদের আবাস-স্থানে ফিরিয়া আসিল। পরদিন বেলা দুই প্রহরের সময়, সমস্ত সৈনিকদলে আবার ৭ গণিত সৈনিক-নিবাস পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

এইদিন স্যার হেনরি লরেন্স গবর্নর জেনেরলকে লিখিলেন যে, ৭ গণিত সৈনিক-দলের সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা করা গিয়াছিল, তাহাতে অনেক ফল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি অনেকের নিকট শুনিয়াছি গত রাত্রিতে ৪৮ গণিত দলের সিপাহীগণ ৭ গণিত সিপাহীদিগকে পলায়নের জন্য তিরস্কার করিয়াছিল। তাহারা কহিয়াছিল; ৭ গণিত দলের সিপাহীরা যদি দৃঢ়তার সহিত দণ্ডায়মান থাকিত তাহা হইলে, তাহারা ইংরেজদিগের উপর গুলি চালাইতে সঙ্কুচিত হইত না। কিন্তু আমি এই সকল কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি নাই। যাহা হউক, উপস্থিত সময়ে সিপাহীদিগের মধ্যে যেরূপ গভীর উত্তেজনার চিহ্ন দেখা যাইতেছিল, সাধারণে নানাকথা নানাভাবে রঞ্জিত করিয়া আপনাদিগের কল্পনা-শক্তির পরিচয় দিতেছিল, তাহাতে হেনরি লরেন্স সবিশেষ ধীরতার সহিত সমস্ত বিষয়ের পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন। বিপদ যে ক্রমে বাড়িয়া উঠিতেছে, ইহা তাঁহার স্পষ্ট বোধ হইল। সময় যত অতিবাহিত হইতে লাগিল, ততই এই বিরাগের চিহ্ন স্পষ্টীকৃত হইয়া উঠিল। ৭ গণিত সিপাহীদিগের পঞ্চাশজন প্রধান ষড়যন্ত্রকারীকে কারারুদ্ধ করা হইল। গোলযোগের কারণের অনুসন্ধান জন্য একটি সমিতি বসিল। কিন্তু কার্যে কিছুই হইল না। সমিতি কোনও কারণ বাহির করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের সকল চেষ্টা সকল উদ্যম বিফল হইল। উপস্থিত সময়ে সিপাহীদিগের মুখ নিরুদ্ধ ছিল, তাহারা কখনও কোনো কথা কহিয়া আপনাদের ষড়যন্ত্রের চিহ্ন প্রকাশ করিত না। কিন্তু যখন উপযুক্ত সময় সম্মুখবর্তী হইত, তখন

সকলেই একপ্রাণে এক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সম্মুখিত হইয়া উঠিত। ৭ই মে ৪৮ গণিত দলের সৈনিক-নিবাস পুড়িয়া যায়। এই দলের যে সুবাদার ৭ গণিত দলের পত্র কর্তৃপক্ষের নিকট সমর্পণ করিয়াছিল প্রথমে তাহারই গৃহে আগুন লাগে। পরদিন হেনরি লরেন্স এই দগ্ধ সৈনিক-নিবাস পরিদর্শন করেন। সিপাহীরা সকলেই তাঁহার নিকট যথোচিত ধীরতা ও সৌজন্যের পরিচয় দেয়, এবং আপনাদের সম্পত্তি বিনাশ হেতু সকলেই গভীর দুঃখপ্রকাশ করে। এই সময়ে সকলে অযোধ্যার সিপাহীদিগের মনোগত ভাব বুঝিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু হেনরি লরেন্স এই সকলের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন না। তিনি আপনার দূরদর্শিতা ও ধীরতায় অনেক বিষয় সুক্ষরূপে বুঝিয়া উঠিতেন। তাঁহার সদ্বিবেচনায় ও তাঁহার বিচার-দক্ষতায় এই সময়ে অনেক সুফলের উৎপত্তি হইয়াছিল। তিনি সকলের সহিত মিশিয়া, সকলের সহিত আলাপ করিয়া, অবশেষে স্থির করিলেন যে, সিপাহীরা গভীর আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। বসাযুক্ত টোটার গল্পে এই আশঙ্কা তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে, এবং উহা ক্রমে প্রবল হইয়া তাহাদিগকে নানারূপ অবাধ্যতার চিহ্ন দেখাইতে প্রবর্তিত করিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে হেনরি লরেন্সের সহিত সিপাহীদিগের যে সকল কথা হইয়াছিল, হেনরি লরেন্স তাহার কোনো কোনো অংশ স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সে সময় সিপাহীদিগের ভয় কিরূপ প্রবল উঠিয়াছিল, তাহা, লেরেন্সের ঐ লিপিতে স্পষ্ট বুঝা যায়। উক্ত লিপির একাংশ এইস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। হেনরি লরেন্স এইপত্রে ৯ই মে লর্ড কানিঙের নিকট লিখিয়াছেন,—'অযোধ্যায় কামান-রক্ষক সৈনিকদলের একজন জমাদারের সহিত আমার একঘণ্টার অধিককাল আলাপ হয়। জমাদার জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাহার বয়স প্রায় ৪০ বৎসর, চরিত্র উত্তম। এই ব্যক্তির বিশ্বাস যে, শঠতা প্রকাশ পূর্বক গবর্নমেণ্ট গত দশবৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের সকলকে ধর্মচ্যুত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। আমি তাহার এইকথায় চমকিত হইয়া উঠিলাম। তাহার যুক্তি এই, আমরা যেমন চাতুরী করিয়া ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিতেছি, যেমন চাতুরী করিয়া ভরতপুর, লাহোর প্রভৃতি জয় করিয়াছি, তেমনি চাতুরী করিয়া, হিন্দুদিগের যে-সকল খাদ্যসামগ্রী বাজারে বিক্রীত হয়, তৎসমুদয়েও অস্থি-চূর্ণ মিশাইয়া দিতেছি। যখন আমি তাহাকে কহিলাম যে ইউরোপে আমাদের প্রভূত ক্ষমতা আছে, গত রুশ-যুদ্ধে আমরা একবৎসরের মধ্যে আমাদের সৈন্য-সংখ্যা চতুর্গুণ করিয়াছি। আবশ্যক হইলে, আমরা ছয় মাসের মধ্যেও ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক সৈন্য আনিতে পারি; এরূপ হইলে আমাদিগকে আর সিপাহীদিগের উপর কোনো বিষয়ে নির্ভর করিতে হইবে না। তখন সে উত্তর করিল যে, আমরা যে লোকবলে ও অর্থবলে শ্রেষ্ঠ তাহা সে অবগত আছে ; কিন্তু ইউরোপীয় সৈন্য আনা বহু ব্যয়সাধ্য ; এজন্য আমরা হিন্দুদিগের সমুদ্রপারে লইয়া গিয়া পৃথিবী জয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ইহাতে আমি উত্তর করিলাম, যদিও সিপাহীরা স্থলযুদ্ধে ভাল, কিন্তু তাহাদের অসার ও অপকৃষ্ট খাদ্যের জন্য তাহারা জলযুদ্ধে তাদৃশ উৎকৃষ্ট নয়। জমাদার গম্ভীরভাবে আমার এই কথার উত্তর করিল, 'অবশ্য আমাদের খাদ্যসামগ্রীতে তাদৃশ সারভাগ নাই, এইজন্য আপনারা

আমাদিগকে আপনাদের ইচ্ছানুরূপ খাদ্যসামগ্রী দিয়া অধিকতর সবল ও সর্বত্র গমনক্ষম করিতে চাহিতেছেন।' জমাদার পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিল, 'সকলে যাহা বলিয়া থাকে, আমি আপনাকে তাহাই কহিতেছি।' আমি উত্তর করিলাম, 'নির্বোধ ও বিশ্বাসঘাতকেরাই এরূপ কহিয়া থাকে, কিন্তু সাধু ও বিবেচক ব্যক্তি কখনও এরূপ মনে করেন না।' সে এই সকল কথায় বিশ্বাস করে কি না, তাহা কিছু বলিল না, কেবল এইমাত্র বলিল, 'সকলেই মেষপাল। প্রধান ব্যক্তি যে পথে যাইবে, সকলেই তাহার অনুসরণ করিবে।' আমি তাহাকে কহিলাম, '১৮৪৬ অব্দে আমাদের সৈনিকেরা কাবুলে যে দেড়শত ভারতবর্ষীয় বালক-বালিকা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, আমি তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছি। এই সকল পরিত্যক্ত বালক বালিকাকে খ্রীস্টীয় ধর্মে দীক্ষিত করিতে আমার ইচ্ছা হয় নাই, আমি সকলকেই তাহাদের আত্মীয় ও বন্ধুগণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি।' জমাদার উত্তর করিল, 'হাঁ। এ বিষয়ে আমার বেশ স্মরণ আছে, আমি তখন লাহোরে ছিলাম।' ইহার পর সে কহিল যে দুর্ভিক্ষের সময়ে ইংরেজেরা বালক-বালিকাদিগকে ক্রয় করিয়া খ্রীস্টীয় ধর্মে দীক্ষিত করিয়া থাকেন। 'এই জমাদার কুড়ি বৎসর কাল আমাদের সৈনিকশ্রেণীতে কার্য করিতেছে। পূর্বে কখনো কোনো বিষয়ে ইহার কোনোরূপ সন্দেহ বা বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কুড়ি বৎসর কাল এ ব্যক্তি ধীর ও বিশ্বস্তভাবে আমাদের কার্য করিয়াছে। এই কার্যের পুরস্কারস্বরূপ আমরা ইহাকে সাধারণ সৈনিকগণের মধ্যে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিযাছি, তথাপি এখন এ ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে যে সকল কথা কহিতেছে, যে সকল অভিমত ইহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহাতে ইহাকে ঘোর বিশ্বাসঘাতক বলিয়া বোধহয়।' এইদিন স্যার হেনরি লরেন্স উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর কলবিন সাহেবের নিকট একখানি পত্র লেখেন। এই পত্রে উত্তর ভারতের দুর্গসমূহের উপর দৃষ্টি রাখিতে কলবিন সাহেবকে সবিশেষ অনুরোধ করা হইয়াছিল। স্যার হেনরি লরেন্স পরিণামদর্শী ছিলেন। পরিণামদর্শিতায় তাঁহার অনেক কথা এখন ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। হেনরি লরেন্স যে আশঙ্কায় কলবিন সাহেবকে সাবধান করিয়াছিলেন, সময়ে সেই আশঙ্কায় ফল প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল, সময়ে সমস্ত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল প্রজ্বলিত হুতাশনে পরিব্যাপ্ত হইয়া সাধারণের হৃদয়ে গভীর আশঙ্কা ও উদ্বেগের সঞ্চার করিয়াছিল।

অযোধ্যার প্রধান কমিশনারের উল্লিখিত পত্র যদি লিখিত হওয়া মাত্র গবর্নর জেনেরলের নিকটে উপস্থিত হইত, তাহা হইলে, উহাতে বুঝাইত যে, অবশ্য কোনো গুরুতর বিপদের সূচনা হইতেছে। কিন্তু যখন উক্ত পত্র কলিকাতায় পেঁছে, তখন লিখিত বিষয় অতীত ঘটনার সহিত মিশিয়া গিয়াছিল, সুতরাং উহা তাদৃশ আশঙ্কা বা উদ্বেগের উদ্দীপক হয় নাই। গবর্নর জেনেরলের মন্ত্রিসভার সদস্যগণ অযোধ্যার সিপাহীদিগের অবাধ্যতা ও তৎপ্রযুক্ত তাহাদের শাস্তিদান সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করিতেছিলেন। সিপাহীগণ কি জন্য এরূপ অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, তৎসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সভ্য ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। কিন্তু স্যার হেনরি লরেন্স সিপাহীদিগকে সৈনিকশ্রেণীতে পুনর্গ্রহণের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই একবাক্যে অসঙ্গত বলিয়া নির্দেশ করেন।

অন্যতম সভ্য ডোরিন সাহেব এ সম্বন্ধে আপনার কঠোরতার পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত হন নাই। তিনি লর্ড কানিঙয়ের সদয়তার জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে নিরস্ত্রীকরণ সিপাহীদিগের অবাধ্যতার সমুচিত শাস্তি নয়। তিনি আপনার মন্তব্য-লিপিতে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করেন, 'যত শীঘ্র বিদ্রোহের এইরূপ সংক্রামণশক্তি বিনষ্ট হয়, ততই ভাল। অপেক্ষাকৃত লঘু শাস্তিতে উহা নিরাকৃত হইবে না; কঠোরভাবে কার্যকরণ এখন আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্রোহাপরাধে যত সৈন্য অভিযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের সকলকেই সামরিক আইনের কঠোরতম বিধি অনুসারে শাস্তি দেওয়া উচিত। আমার মত এই, যে সৈনিকদল ভালরূপে পরিচালিত হয় তাহারা কখনও বিদ্রোহী হইয়া উঠে না। যদি ইহা সপ্রমাণ হয় যে ৭ গণিত সিপাহীদলের সকল অফিসারই আপনাদের কর্তব্যকর্মে অবহেলা দেখাইয়াছেন, তাহা হইলে আমার মতে তাঁহাদের সকলকেই তাঁহাদের আপন আপন সৈনিকদলে অবরুদ্ধ রাখা উচিত।' ১৩ই মে ডোরিন সাহেব আপনার এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। তিনি যে ধারণার বশবর্তী হইয়া এইরূপ লিখিয়াছেন, সাধারণেও সেই ধারণার বশবর্তী হইয়া নির্দেশ করিতে পারে যে, যে-দেশ সুশাসিত হয়, সে দেশের অধিবাসিগণ কখনও গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধা-চরণ করে না। সুতরাং এই দারণা অনুসারে সাধারণে ডোরিন সাহেবকে অবরুদ্ধ করিবার প্রস্তাব করিতে পারে; যেহেতু ডোরিন সাহেব এই সময়ে, মন্ত্রিসভার প্রধানতম সদস্য ছিলেন। লর্ড কানিঙের সমক্ষে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঘোর যথেচ্ছাচারী পরিচালক হইয়া উঠিয়াছিলেন।* তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর হইয়াছিল, কিন্তু তিনি এই পরিণত বয়সেও আপনার পরিণত বুদ্ধির পরিচয় দিতে সমর্থ হন নাই। ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোনও দেশে তিনি দীর্ঘকাল অবস্থিতি করেন নাই, সিবিল সার্বিস ব্যতীত আর কোনও কার্যে তিনি লিপ্ত থাকেন নাই, সুতরাং তাঁহার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা অতি সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল। তিনি সময়ে লর্ড কানিঙয়ের ধীরতা দেখিয়া অধীর হইতেন, এবং সময়ে সময়ে কানিঙয়ের সদ্বিবেচনা ও সাধুতার নিন্দাবাদে অগ্রসর হইতেন। ঘোর সঙ্কটাপন্ন সময়ে যখন ব্রিটিশ শাসনের মূলভিত্তি ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া পড়িতেছিল উৎকট নৈরাশ্য, আতঙ্ক ও বিষাদের করাল ছায়া যখন সর্বত্র ধীরে ধীরে প্রসারিত হইতেছিল, ভারতের একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্তে যখন তীব্র তুষানল ধীরে ধীরে অলক্ষ্যভাবে আপনার গতি বিস্তার করিতেছিল, তখন এইরূপ অদূরদর্শী ও অপরিণত বুদ্ধি ব্যক্তি ব্রিটিশ ভারতের সর্বপ্রধান শাসন-সমিতির সর্ব-প্রধান সদস্যের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

যে দিন ডোরিন সাহেবের মন্তব্য লিখিত হয়, সেই দিন অন্যতম সভ্য জেনেরল লো আপনার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। সেনাপতি লো দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে থাকিয়া

Mutiny in the Bengal army: By one who has served under Sir Charles Napier, p. 13. Comp · Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 140,

ভারতবাসীদিগের আচার-ব্যবহারের তত্ত্বজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে সময়ে ভারতবর্ষে তাঁহার ন্যায় পরিণামদর্শী ও অভিজ্ঞ রাজপুরুষ কেহ ছিলেন না। ডোরিন সাহেব সন্দেহযুক্ত টোটা সিপাহীদিগের অবাধ্যতার কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন নাই। তাঁহার মতে উহা সিপাহীদিগের গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধাচারী হওয়ার একটি ছল মাত্র। সিপাহীরা প্রকৃত প্রস্তাবে বিদ্রোহোন্মুখ হইয়াছে। কিন্তু তিনি যদিও তেত্রিশ বৎসর কাল গবর্নমেণ্টের কার্যে লিপ্ত ছিলেন, তথাপি ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা তাঁহার পরিজ্ঞাত হয় নাই। কলিকাতা হইতে পঞ্চাশ মাইল দূরে তিনি কখনও গমন করেন নাই। তাঁহার অভিজ্ঞতা সর্বজনীন ছিল না। তিনি ভারতবাসীদিগের আচার-ব্যবহার ও ভারতবাসীদিগের সামাজিক অবস্থা প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই জানিতেন না।* সেনাপতি লো তাঁহার ন্যায় অদূরদর্শী বা তাঁহার ন্যায় অবিমৃষ্যকারী ছিলেন না। তিনি অযোধ্যার গোলযোগের বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ করেন যে, সিপাহীরা আপনাদের জাতিনাশ ও ধর্মনাশের ভয়েই টোটা স্পর্শ করিতে সম্মত হয় নাই। তাহারা ইচ্ছা করিয়া আপনাদের সেনাপতির সমক্ষে অবাধ্যতা দেখায় নাই; চিরন্তন ধর্মনাশের আশঙ্কায় তাহাদের হৃদয় বিচলিত হইয়াছে। এই আশঙ্কাই তাহাদিগকে গবর্নমেণ্টের নিকট অবাধ্য ও অবিনীত করিয়া তুলিয়াছে।

মন্ত্রিসভার আর-একজন সভ্য—গ্রাণ্ট সাহেবও উপস্থিত বিষয়ে আপনার অভিমত পরিব্যক্ত করেন। তিনি লো সাহেবের সহিত একমত হইয়া নির্দেশ করেন যে, টোটার সম্বন্ধে যে সকল কথা প্রচার হইয়াছে, তাহাতে সিপাহীরা আপনাদের জাতিনাশের আশঙ্কায় ভীত হইয়া উঠিয়াছে। এই ভয়প্রযুক্তই তাহারা আপনাদের সেনাপতির নিকটে অবাধ্যতার পরিচয় দিয়াছে। ১৯ গণিত ও ৩৪ গণিত সিপাহীদিগের সম্বন্ধে যাহা করা হইয়াছে, গ্রাণ্ট সাহেব অযোধ্যার ৭ গণিত সৈনিকদলের সম্বন্ধেও সেইরূপ করিবার পরামর্শ দেন এবং সমস্ত অসৎ লোকদিগকে কর্মচ্যুত করিবার প্রস্তাব করেন।**

এদিকে স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। গবর্নর জেনেরলের মন্ত্রিসভার সদস্যগণ যখন আপনাদের মন্তব্য-লিপিতে নানা যুক্তির বিন্যাস করিতেছিলেন, তখন হেন্‌রি লরেন্স্ অটলভাবে থাকিয়া আপনার কার্যদক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি মন্ত্রি-সভার শেষ বিচারের প্রতীক্ষায় থাকেন নাই, সদস্যগণের প্রত্যেকের যুক্তি ও সিদ্ধান্ত জানিবার জন্যও উন্মুক্ত হইয়া রহেন নাই। তাঁহার কার্যপ্রণালী সুনিয়মিত ছিল। সুনিয়মিত কার্যপ্রণালীর গুণেই অযোধ্যার সমস্ত গোলযোগ আশু নিবারিত হয়। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ সৈনিকদলের সকলকে নিরস্ত্র না করিয়া, সেই দলের এতদ্দেশীয় প্রায় সকল অফিসার ও প্রায় পনেরজন সিপাহীকে পদচ্যুত করেন, অবশিষ্ট সকলের প্রতি

---

* *Mutiny in the Bengal army: By one who has served under Sir Charles Napier, p. 13. Comp. Martin, Indian Empire. Vol. II, p. 141.*

** *Martin, Indian Empire, Vol. II. p. 141.*

ক্ষমা প্রদর্শিত হয়। এতদ্দেশীয় অফিসারদিগের মধ্যে দুই-একজন মাত্র পদচ্যুত থাকেন। এইরূপে প্রায় দুইশত সৈনিক পুরুষ গুরুতর দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়া আবার আপনাদের অবলম্বিত কার্যে প্রবৃত্ত হয়। ইহাতে গবর্নমেণ্টের উপর তাহাদের পূর্বতন অবিশ্বাস অনেকাংশে নিরাকৃত হয়। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ কেবল এইরূপ ক্ষমা প্রদর্শন করিয়াই নিরস্ত থাকেন নাই। যাহারা আপনাদের প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়াছিল, তিনি তাহাদিগের প্রতি যথোচিত অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। এই সকল সিপাহীর পদোন্নতি হয়, এবং ইহারা পুরস্কৃত হইয়া সকলের নিকটে গৌরবান্বিত হইয়া উঠে। পারিতোষিক দান উপলক্ষে একটি সমৃদ্ধ দরবার হয়। এই দরবারে সমস্ত সিবিল ও সৈনিক কর্মচারী, সৈনিকদলের এতদ্দেশীয় অফিসার এবং লক্ষ্ণৌর সমস্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তি উপস্থিত হন। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ ওজস্বিনী ভাষায় একটি বক্তৃতা করিয়া কহেন যে, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট কখনও কাহারও কর্মে হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত নহেন, এ সম্বন্ধে তাঁহারা চিরকাল সমদর্শিতার পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। দিল্লীর মুসলমান অধিপতিগণ হিন্দুদিগকে কিরূপ নির্যাতন করিতেন, তাহা সকলেরই স্মরণ করা উচিত। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট সকল সম্প্রদায় ও সকল জাতিকে সমভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কতকগুলি দুরাশয় ও দুষ্টবুদ্ধি লোক এখানে-ওখানে অল্পসংখ্যক ইউরোপীয় দেখিয়া সাধারণের নিকটে প্রকাশ করে যে, ইংরেজ গবর্নমেণ্টকে অনায়াসেই পর্যুদস্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু যে-শক্তি রুশিয়ার বিরুদ্ধে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য পাঠাইয়া দেয়, তাহা তিনমাসের মধ্যে ভারতবর্ষে উহার দ্বিগুণ সৈন্য একত্র করিতে পারে। স্যার হেন্‌রি লরেন্স্ এইরূপ কহিয়া স্বহস্তে যথোপযুক্ত সৈনিক পুরুষদিগের তরবারি, খেলাত, শাল, সোনার হলকরা কাপড় এবং নগদ টাকা দিয়া তাহাদের হস্ত ধারণ-পূর্বক সাদর-সম্ভাষণ করেন।* অন্যান্য ইউরোপীয় স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের এই মহৎ দৃষ্টান্তের অনুসরণে বিমুখ হন নাই। তাঁহারা সৈনিকদলের ভারতবর্ষীয় অফিসারদিগের সহিত মিশিয়া তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করেন। এইরূপে প্রধান কমিশনরের সদাশয়তায় অযোধ্যায় আপাততঃ সমস্ত গোলযোগের শান্তি হয়। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ এইরূপ দূরদর্শী ও এইরূপ সদাশয় ছিলেন। যখন গবর্নমেণ্ট ৩৪ গণিত সৈনিকদলের নিষ্কাশন-দণ্ড-লিপি ভারতবর্ষের প্রত্যেক সৈনিক-নিবাসে, প্রত্যেক সৈনিকদলের সম্মুখে পড়িতে আদেশ দেন, তখন হেন্‌রি লরেন্স্ সে আদেশ পালনে উদ্যত হন নাই। তাঁহার আশঙ্কা ছিল যে, এইরূপ গুরুতর দণ্ডের বিষয় জানিলে, অযোধ্যার অন্যান্য সৈনিকদলও সন্ত্রস্ত হইয়া গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হইবে। এইরূপ দূরদর্শিতায় হেন্‌রি লরেন্স্ বাংলার সিপাহীদিগের প্রধান আবাস ভূমিতে শান্তি-সুখ কিছুকাল অব্যাহত রাখেন। যদিও অযোধ্যা শেষে করাল অনল-শিখায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, যুদ্ধোন্মত্ত সিপাহীদিগের ভৈরবরবে যদিও শেষে অযোধ্যার শান্তি অন্তর্ধান করিয়াছিল, তথাপি যখন অন্যান্য স্থানে

---

* *The Rev. T. Cave-Browne, Punjab and Delhi, Vol. I, p. 32-36. Comp. Martin, Indian Empire, p. 142.*

ভয়াবহ দৃশ্যের বিকাশ হয়, নরশোণিত-স্রোতে যখন অন্যান্য স্থল রঞ্জিত হইয়া উঠে, তখনও অযোধ্যায় কোনো গুরুতর গোলযোগের আবির্ভাব হয় নাই। কিন্তু ভয়ঙ্কর সময় ক্রমে নিকটবর্তী হইতেছিল। কিছুতেই উহার গতিরোধ হইল না। দেখিতে দেখিতে উহা প্রবলবেগে উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে মিরাট প্রজ্বলিত বহ্নি-শিখায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

মিরাটের ৩ গণিত অশ্বারোহীদলের সৈনিক পুরুষেরা যেরূপ কঠোরভাবে দণ্ডিত হইয়াছিল, যেরূপ কঠোরভাবে লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া কারাগৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। তখন তাহাদের মধ্যে কোনরূপ উত্তেজনার চিহ্ন পরিস্ফুট হয় নাই। কিন্তু তাহারা আপনাদের সহযোগিগণের সম্মুখে যে শোচনীয় দৃশ্য বিকাশ করিয়া দিয়াছিল, তাহা হইতে ক্রমে গুরুতর ঘটনার আবির্ভাব হয়। দণ্ডিত সিপাহীরা নীরবে ধীরভাবে কারাগৃহে গিয়াছিল, তাহাদের সহযোগিগণ নীরবে ধীরভাবে আপনাদের আবাসে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল। ইংরেজগণ সমস্ত গোলযোগের শান্তি হইল বলিয়া আপনাদের প্রমোদ-গৃহে আমোদের তরঙ্গে দোলায়মান হইতেছিলেন। সৈনিক অফিসারেরা সতরঞ্চ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সিবিল অফিসারেরা ৯ই মের ঘটনার প্রসঙ্গে আপনাদের বন্ধুগণের সহিত হাসিতে হাসিতে নানা আলাপ করিতেছিলেন, ইংরেজ-মহিলাগণ গৃহ-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আপনাদের সুখশান্তিতে আপনারাই পরিতৃপ্ত হইতেছিলেন। কিন্তু সিপাহীরা ইঁহাদের ন্যায় আমোদে প্রমত্ত হয় নাই—ইঁহাদের ন্যায় ক্রীড়াকৌতুকে নিবিষ্ট হইয়া শান্তিসুখ অনুভব করে নাই—তাহারের হৃদয়ে গভীর কালিমার সঞ্চার হইয়াছিল। তাহারা ভাবিল, আপনাদের চিরন্তন সামাজিক নিয়ম, আপনাদের চিরন্তন লোকাচার এবং আপনাদের চিরন্তন ধর্ম-প্রণালীর গৌরব রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে এখন ইংরেজের অপূর্ব বিচারে—ইংরেজের কঠোর শাসনে-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া কয়েদীদিগের সহিত সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। সন্দেহযুক্ত টোটাগ্রহণে অসম্মত হওয়াতে পূর্বে অনেককে নিরস্ত্র করা হইয়াছে। এখন তাহারা দেখিল যে, নিরস্ত্রীকরণের পরিবর্তে ইংরেজ গবর্নমেন্ট কঠোর পরিশ্রমসহ কারাবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাদের সহযোগিগণ এখন কারাগারের যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে ; এ দিকে তাহাদের স্ত্রীপুত্রগণ জীবিকা-সংস্থানের অভাবে কষ্টের চরম সীমায় পতিত হইয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে তাহাদের মানসিক স্থিরতা দূর হইল। তাহারা যখন অদূরে আপনাদের সঙ্গীগণের শূন্য গৃহসকল দেখিতে লাগিল, কারাগারের বিকট দৃশ্য যখন তাহাদের স্মৃতিপথে জাগরূক হইল, তখন তাহাদের হৃদয় অধীর হইয়া উঠিল। তাহারা আপনাদের দণ্ডিত সহযোগিদিগের পরিবারবর্গের শোচনীয় অবস্থা ভাবিয়া, ক্রমে মানসিক যন্ত্রণায় দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। তাহাদের শান্তি তিরোহিত হইল সুখের আশা অন্তর্হিত হইল এবং আহ্লাদ ও আমোদের বিচিত্র দৃশ্য দূরে অপসারিত হইয়া গেল। হিন্দু ও মুসলমান, সকলেই তখন গভীর মনোযাতনায় অধীর হইয়া, এই অবৈধ কার্যের প্রতিবিধানে কৃতসঙ্কল্প হইল।

৩গণিত সৈন্যদলের অফিসারেরা কারাগৃহে যাইয়া দণ্ডিত সিপাহীদিগের দেনা-পাওনা ও তাহাদের পারিবারিক অবস্থার বিষয় অনুসন্ধান করেন। এই সময়ে সেই সিপাহীরা আপনাদের পরিজনবর্গের জন্য যেরূপ চিন্তিত হইয়া উঠে, তাহাদের আত্মীয়-স্বজন পাছে জীবিকানির্বাহের অবলম্বন-শূন্য হয়, এই আশঙ্কায় যেরূপ কাতরতা প্রকাশ করে, তাহাতে অফিসারদিগের মনে অপরিসীম কষ্টের সঞ্চার হয়। তিনজন অফিসার এই শোচনীয় দশাগ্রস্ত জীবদিগের পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য চাঁদাসংগ্রহে কৃতসঙ্কল্প হন। কয়েকদিন আপনাদের অবস্থার শোচনীয় পরিণাম ও পরিবারবর্গের দীনতা লক্ষ্য করিয়া কেবল আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছিল, তাহারা অফিসারদিগের নিকটে কোনরূপ উত্তেজনার পরিচয় দেয় নাই। ইংরেজের উপর তাহাদের যে গভীর বিদ্বেষ জন্মিয়াছে, ইংরেজশাসন পর্যুদস্ত করিতে তাহারা যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে, এই সময়ে তাহার কোনো আভাস পাওয়া যায় নাই। তাহাদের মুখে গভীর বিষাদের চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছিল, কিন্তু তাহাতে বিদ্বেষের লক্ষণ পরিস্ফুট হয় নাই, তাহাদের নেত্রদ্বয় নানা দুশ্চিন্তার আবেগে অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে প্রতিহিংসার তীব্র জ্বালা বিকাশ হয় নাই। তাহারা এই সময়ে কেবল আপনাদের স্ত্রীপুত্রের জন্যই ব্যাকুলতা দেখাইতেছিল। এই ব্যাকুলতা দীর্ঘকাল থাকিল না। কয়েদীগণ আপনাদের দীনতা ও হীনতা দেখাইয়া দীর্ঘকাল শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিল না। তাহাদের অবস্থার পরিবর্তন হইল। অবিলম্বে তাহাদের সহযোগিগণ দলবদ্ধ হইয়া, তাহাদিগকে শৃঙ্খল বিমুক্ত করিল, অবিলম্বে তাহারা সেই উন্মত্ত সহযোগিদিগের সহিত উন্মত্তভাবে ভীষণ অনল ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল।

যে-দিন পলাশীর প্রশস্ত ক্ষেত্রে শত্রুর ষড়যন্ত্রে হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলার অধঃপতন হয়, লর্ড ক্লাইভের চাতুরীতে যে-দিন বাংলায় ব্রিটিশ-কোম্পানীর আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়া উঠে, তাহার পর একশত বৎসরের মধ্যে আর কখনও এইরূপ ভয়ঙ্কর ঘটনার আবির্ভাব হয় নাই, আর কখনো ব্রিটিশ শাসনের মূলভিত্তি এইরূপ কম্পিত হয় নাই, ইংরেজগণ আর কখনো এইরূপ বিপদাপন্ন হইয়া মুহূর্তে মুহূর্তে সংহারিণী শক্তির ভৈরবমূর্তি দেখেন নাই। মিরাট হইতে দিল্লী, দিল্লী হইতে সমগ্র উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশ করাল অনল-শিখায় ব্যাপ্ত হইতে থাকে; নরশোণিত স্রোতে চারিদিক রঞ্জিত হইয়া উঠে। এই ঘোর বিপ্লবে—আশঙ্কা ও উদ্বেগের এই ভয়াবহ সময়ে ধীর প্রকৃতি লর্ড ক্যানিঙের ধীরতা কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। ইংরেজি নববর্ষের প্রারম্ভে এক হস্তপরিমিত যে মেঘখণ্ডের আবির্ভাব হয়, তাহা ক্রমে প্রসারিত হইয়া সমস্ত আকাশ ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। লর্ড কানিঙ্ এ সঙ্কটকালেও হতাশ হইয়া পড়েন নাই। তিনি ধীরভাবে কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, ধীরভাবে সমস্ত বিষয়ের শৃঙ্খলা করিতে লাগিলেন এবং ধীরভাবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রধান প্রধান রাজপুরুষের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্তব্যপথ নির্ধারিত করিলেন। তাঁহার সম্মুখে এখন গুরুতর কার্যক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছিল। এই কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তিনি স্খলিতপদ হন নাই। নানা চিন্তার প্রবাহ তাঁহার হৃদয়ে অভিঘাত করিতেছিল, নানা আশঙ্কার তরঙ্গ তাঁহাকে আন্দোলিত

করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে তিনি ধীরতা বা পরিণামদর্শিতা হইতে বিচ্যুত হন নাই। সম্মুখে গুরুতর বিপদের চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। লর্ড কানিঙ্ এই বিপদরাশি অতিক্রম করিয়া, ভারতসাম্রাজ্য রক্ষা করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, বিপদ যেরূপ গুরুতর হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে উহার প্রতিরোধ জন্য যথোচিত আয়োজন করা উচিত। উপস্থিত সময়ে তাঁহার অধীন উপযুক্ত-সংখ্যক ইউরোপীয় সৈন্য ছিল না। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার অধীরতা প্রকাশ হয় নাই, ইহাতেও তিনি ভীত হইয়া কর্তব্যপথ অতিক্রম করেন নাই। সে সময়ে যাঁহারা তাঁহার সম্মুখে ছিলেন, তাঁহারা সকলেই এই অপূর্ব ধীরতা ও কর্তব্যকার্যে দৃঢ়তা দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। লর্ড কানিঙ এখন আপনাদের বলবৃদ্ধি করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, এবং নানা স্থান হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ধীরভাবে উপস্থিত বিপদের প্রতিবিধানে দণ্ডায়মান হইলেন।

এখন অনুশোচনার সময় ছিল না। নচেৎ লর্ড কানিঙ্ এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেন যে, নানা অবিচারে ভারতে ইংরেজরাজ্য বিপদাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ইংরেজ ক্রমাগত রাজ্যবৃদ্ধি করিয়াছেন, কিন্তু সেই অধিকৃত রাজ্যরক্ষার কোনোরূপ সুবন্দোবস্ত করেন নাই। অনুদার ও সঙ্কীর্ণ নীতির বলে ভারতের একরাজ্যের পর আর এক-রাজ্যে ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন হইয়াছে, একরাজ্যের অধিপতির পর আর একরাজ্যের অধিপতি শ্রীভ্রষ্ট হইয়া শোচনীয়ভাবে কালাতিপাত করিতেছেন। ইহাতে জনসাধারণ ক্রমে অসন্তুষ্ট হইতেছিল। ইহার উপর নানা কারণে তাহারা গভীর বিরাগের সহিত ইংরেজ গবর্নমেণ্টের কার্যকলাপ দেখিয়া আসিতেছিল, এদিকে সকল স্থানে যথোপযুক্ত ইউরোপীয় সৈন্য ছিল না। লর্ড কানিঙ্ ভারতবর্ষে ইউরোপীয় সৈন্য রাখিবার জন্য অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। তিনি ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় সৈন্য পাঠাইতে সম্মত হন নাই। এ বিষয়ে চীনের সহিত ভারতবর্ষের কোনও সংশ্রব ছিল না। ভারতবর্ষ হইতে পারশ্যেও অনেক সৈন্য প্রেরিত হয়। লর্ড কানিঙ্ কর্তৃপক্ষের আদেশেই এই সকল করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এখন বিপদ সম্মুখীন হইয়াছিল ; ভারতবর্ষে ইউরোপীয় সৈন্য রাখার সম্বন্ধে লর্ড কানিঙ্ পূর্বে যে সকল কথা কহিয়াছিলেন, তৎসমুদয় এখন ফলবতী হইয়াছিল। কিন্তু এখন অতীত বিষয়ের আলোচনার সময় ছিল না। গতানুশোচনা এখন বিফল হইয়াছিল। লর্ড কানিঙ্ এখন পশ্চাতে দৃষ্টিপাত না করিয়া সম্মুখের কার্যে মনোনিবেশ করিলেন।

বোম্বাই হইতে পারশ্যে যে সকল সৈন্য গিয়াছিল, তাহারা এই সময় বোম্বাইতে ফিরিয়া আসিতেছিল। লর্ড কানিঙ্ ইহাতে আশ্বস্ত হইলেন। তিনি এখন চীনদেশে যে-সকল সৈন্য যাইতেছিল, তাহাদিগকে আপনার সাহায্য জন্য ভারতবর্ষে আনিতে ইচ্ছা করিলেন। এই সৈন্য ফিরাইয়া আনিতে গুরুতর দায়িত্ব স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু লর্ড কানিঙ্ এই দায়িত্ব-ভার আপনার স্কন্ধে লইতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইলেন না। তিনি মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া নির্ভীকচিত্তে এই গুরুতর ভার গ্রহণে অগ্রসর

হইলেন। তাঁহার সাহস কার্যকর হইল, চেষ্টা ফলবতী হইয়া উঠিল। চীনদেশে যে সকল সৈন্য যাইতেছিল, তৎসমুদয় তাঁহার সাহায্য জন্য ভারতবর্ষে আসিতে লাগিল।

লর্ড কানিঙ্ এইরূপে সেনা সংগ্রহ করিয়াই নিরস্ত থাকেন নাই; অন্য উপায়েও জনসাধারণকে শান্ত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। শারীরিক বল অপেক্ষা মানসিক বল দেখাইতে তাঁহার অধিকতর আগ্রহ ছিল। তিনি এখন এই মানসিক শক্তির পরিচয় দিতে অগ্রসর হইলেন। অনেকে যে, আপনাদের জাতিনাশ ও ধর্মনাশের গভীর আশঙ্কায় গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধাচারী হইয়াছে, ইহা তাঁহার স্পষ্ট বোধ হইয়াছিল। সিপাহীদিগের হৃদয়ে এইরূপ আশঙ্কা বদ্ধমূল হইয়াছিল। সুতরাং লর্ড কানিঙ্ সাধারণকে মিষ্ট কথায় আর-একবার গবর্নমেণ্টের সদুদ্দেশ্য বুঝাইতে ইচ্ছা করিলেন। একখানি ঘোষণা-পত্র প্রস্তুত হইল। গবর্নর জেনেরল এই ঘোষণা-পত্রে প্রকাশ করিলেন যে, অনেক প্রতারক এখন হিন্দু ও মুসলমান সৈন্য, এবং সাধারণ প্রজাদিগের বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছে যে, গবর্নমেণ্ট তাহাদের ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু গবর্নমেণ্ট কখনও এইরূপ দুরভিসন্ধি করেন নাই। আপনাদের প্রজাদিগকে প্রতারিত করিতে গবর্নমেণ্টের কখনো প্রবৃত্তি জন্মে নাই। গবর্নমেণ্ট এজন্য জনসাধারণকে সাবধান করিয়া দিতেছেন যে, তাহারা যেন প্রতারকদিগের এই সকল কথায় কখনো বিশ্বাস না করে। এই প্রতারকগণ সাধু ব্যক্তিদিগকেও বিপথে পরিচালিত করিয়া বিপদাপন্ন ও সর্বস্বান্ত করিবার চেষ্টা পাইতেছে। এই ভারতবর্ষের নানা ভাষায় ঘোষণা-পত্রের অনুবাদ হইল। গবর্নমেণ্ট এই সকল অনুবাদ ভিন্ন ভিন্ন সৈনিক-নিবাসে সমস্ত সিপাহীদিগের মধ্যে বিতরণ জন্য পাঠাইয়া দিলেন। জনসাধারণের মধ্যেও উহা বিতরিত হইল। ভারতের সমস্ত নগরে, সমস্ত পল্লীতে, সমস্ত বাজারে, সমস্ত সরাইতে এই ঘোষণাপত্র পঠিত হইতে লাগিল। কর্তৃপক্ষ আশা করিয়াছিলেন যে, এতদ্দ্বারা সাধারণের হৃদয় শান্ত হইবে। কিন্তু এই আশা ফলবতী হইল না। সাধারণের গভীর উত্তেজনা এখন গভীরতর হইয়াছিল। লর্ড কানিঙের ঘোষণা-পত্র এখন এই উত্তেজনার গতিরোধ করিতে পারিল না।

উক্ত ঘোষণা-পত্র প্রচার ব্যতীত লর্ড কানিং অন্য উপায়েও সৈনিক-পুরুষদিগকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। যাহারা সাহসে, উৎসাহে ও প্রভুভক্তিতে প্রশংসনীয় ছিল, তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিবার প্রস্তাব হইল। বাংলা ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর এবং অযোধ্যা ও পঞ্জাবের প্রধান কমিশনরগণ সৈনিক-গণের সমক্ষে এই সকল প্রশংসনীয় বীরপুরুষদিগকে গবর্নমেণ্ট-প্রদত্ত সম্মানে বিভূষিত করিবার ক্ষমতা পাইলেন। কিন্তু ইহাতেও কোনো ফল হইল না, সৈনিকদিগের গভীর উত্তেজনা ইহাতেও দূরীভূত হইল না। সকলের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সকলের প্রতিহিংসা বলবতী হইয়াছিল, কেহই গবর্নমেণ্টের প্রস্তাবে, গবর্নমেণ্টের কথায় কর্ণপাত করিল না। লর্ড ডালহৌসী যে বিষবৃক্ষের বীজরোপণ করিয়াছিলেন, এতদিনে তাহা ফলোন্মুখ হইয়া উঠিল।

এদিকে কলিকাতায় যে-সকল ইংরেজ রাজপুরুষ ছিলেন, তাহাদের অনেকে লর্ড

কানিঙ্‌কে যথাসময়ে যথোচিত সাহায্য করেন নাই। তাঁহারা কেবল আশঙ্কার গতি বিস্তার করিতেছিলেন। উপস্থিত বিপ্লবের বিষয় পল্লবিত করিয়া আপনাদের সম্প্রদায়কে আতঙ্কে অস্থির করাই যেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য হইয়াছিল। তাঁহারা এ সময়ে ধীরতার পরিচয় দেন নাই, আপনাদের কর্তব্য-কার্যের শৃঙ্খলা সম্পাদনেও অগ্রসর হন নাই। তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে ইংলন্ডেও আতঙ্ক বিস্তার করিতেছিলেন। লর্ড কানিঙ্‌ এই জন্য ইংলন্ডের কর্তৃপক্ষকে সাবধান করিতে সংকুচিত হন নাই। তিনি ইহাদিগকে স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন যে কলিকাতা-প্রবাসী ইংরেজেরা স্বদেশে আত্মীয়স্বজনের নিকট যাহা লিখিয়া পাঠাইবেন, তাহার উপর যেন সর্বতোভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা না হয়। লর্ড কানিঙ্‌ কলিকাতার সকল ইংরেজ রাজপুরুষের সাহায্য না পাইলেও কিছুমাত্র কর্তব্য-বিমুখ হন নাই। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে তাঁহার স্বদেশীয়গণ তাঁহাকে যথোচিত সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বোম্বাই ও মাদ্রাজের গবর্নর লর্ড কানিঙের প্রার্থনা পূরণে ঔদাসীন্য দেখান নাই। লর্ড হ্যারিস্‌ ১৮ই মে মাদ্রাজ হইতে সৈন্য প্রেরণ করেন। ইহার পর এলফিন্‌স্টোন বোম্বাই হইতে একদল সৈন্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। যে বিচক্ষণ রাজপুরুষদ্বয়ের উপর নবাধিকৃত পঞ্জাব ও অযোধ্যার শাসনভার সমর্পিত হইয়াছিল, তাঁহারাও এসময়ে আপনাদের কার্যপারদর্শিতা দেখাইতে উদ্যত হন। স্যার জন্‌ লরেন্স ও স্যার হেন্‌রি লরেন্স উভয়েই আপনাদের গুরুতর দায়িত্ব বুঝিয়া, কার্যসম্পাদনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। রাজ্যের শৃঙ্খলা-বিধানে, রাজনীতির মহত্ত্ব সংরক্ষণে, রাজ-কার্যের গুরুত্বের অবধারণে, উভয়েরই দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা ছিল, উভয় ভ্রাতাই ব্রিটিশ-শাসনের প্রাধান্য রক্ষায় স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। শত্রুর কুটিল ভ্রূকুটিপাতে, বিপদের প্রচণ্ড অভিঘাতে, উভয় ভ্রাতাই অটলভাবে থাকিয়া দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতেন। এখন ব্রিটিশ রাজ্যে বিপদাকীর্ণ দেখিয়া এই ভ্রাতৃদ্বয় লর্ড কানিঙকে যথোচিত সহায়তা করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহাদের উৎসাহ ও উদ্যম বাড়িয়া উঠিল, দৃঢ়তা পূর্ণমাত্রায় বিকাশ পাইল, সাহস ও অধ্যবসায়ের বৃদ্ধি হইল। তাঁহারা একাগ্রচিত্তে লর্ড কানিঙের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইলেন। লর্ড কানিঙ্‌ এই সকল রাজপুরুষের সাহায্যে ধীরভাবে উপস্থিত বিপদ হইতে আপনাদের ভারত-সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। যখন বিপদ বাড়িয়া উঠে, আশঙ্কা-উত্তেজনার গতি প্রসারিত হয়, আকস্মিক বিপ্লবের ভয়াবহ তরঙ্গে সকলেই যখন মুহূর্তে আন্দোলিত হইয়া বিভীষিকার বিকট দৃশ্য দেখিতে থাকে, তখন সকলেই আপনাদিগকে নিরাপদ করিবার জন্য নানা প্রস্তাব করিতে উদ্যত হয়। তখন বিপদ নিবারণের কোনোরূপ অবলম্বন, আত্মপক্ষ প্রবল করিবার কোনোরূপ উপায় সম্মুখে দেখিলে, সকলেই আশ্বস্ত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকে। উপস্থিত সময়েও ঠিক এইরূপ হইয়াছিল। ইংলন্ডের কর্তৃপক্ষের আদেশে চীনদেশের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় সৈন্য যাইতেছিল, এখন ঐ সকল সৈন্যের উপর সকলেরই দৃষ্টি নিপতিত হইল। সেনাপতি হিয়ারসে এই সৈন্য ভারতবর্ষে ফিরাইয়া আনিতে গবর্নমেন্টের সামরিক বিভাগের সেক্রেটারিকে পত্র লিখিলেন। স্যার হেন্‌রি লরেন্স এই সৈন্যের চীনদেশে গমন স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিতে

লাগিলেন। মাদ্রাজের প্রধান সেনাপতি গ্রাণ্টও এই সৈন্যের গতিরোধের জন্য একখানি দ্রুতগতি বাষ্পীয় পোত পাঠাইতে গবর্নমেণ্টে টেলিগ্রাফ করিলেন। এদিকে স্যার জন্ লরেন্স উপস্থিত বিপদ নিবারণ জন্য যে সকল কার্য করা উচিত তাহার বিস্তৃত বিবরণ লর্ড ক্যানিঙের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপে সকলেই আত্মপক্ষ রক্ষায় উদ্যত হইয়াছিলেন, সকলেই আপনাদের গৌরব, আপনাদের বাহুবলের মহিমা এবং আপনাদের তেজস্বিতার গরিমা দেখাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিলেন। এখন ভবিষ্যৎ বিপত্তি-পূর্ণ হইয়াছিল; প্রজ্বলিত বহ্নিশিখা মুহূর্তে মুহূর্তে আপনার সংহারিণী শক্তির পরিচয় দিতেছিল। ভারতের প্রধান প্রধান সৈনিকদল রাজনীতির সঙ্কীর্ণতায়, আশঙ্কার গভীরতায় ও উত্তেজনার প্রবলতায় ব্রিটিশ শাসনের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। তাহারা কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইল না, কিছুতেই তাহাদের উদ্যম নষ্ট হইল না। তাহারা একাগ্রচিত্তে অগ্রসর হইল এবং বিপুল উৎসাহে ভয়াবহ কার্য সাধনপূর্বক চারিদিক রুধিরে রঞ্জিত করিয়া ফেলিল।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, মিরাটে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় সৈনিক-নিবাস পরস্পর নিকটবর্তী ছিল না। উভয় সৈনিক-নিবাসের মধ্যভাগে অনেক বাড়ি ও দোকান ইত্যাদি ছিল। কালী নদীর একটি শাখা উভয় সৈনিক-নিবাসের মধ্যদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। এইরূপ দূরতাপ্রযুক্ত এতদ্দেশীয় সৈনিক-নিবাসের সকল ঘটনা, ইউরোপীয় সৈনিক-নিবাসের অধিবাসীদিগের গোচর হইত না, এবং ইউরোপীয় সৈনিক-নিবাসে যাহা হইতেছে, তাহার সংবাদও শীঘ্র শীঘ্র এতদ্দেশীয় সৈনিক-নিবাসে পৌঁছিত না। ৯ই মে শনিবার ৩ গণিত অশ্বারোহীদলের সৈনিক-পুরুষগণ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কারাগারে প্রবেশ করিয়াছিল। ইউরোপীয়গণ সমস্ত গোলযোগের শান্তি হইল ভাবিয়া আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। অপরাপর সিপাহীগণ গভীর মনোবেদনায় অধীর হইয়া আপনাদের আবাসে ফিরিয়া আসিয়াছিল। ইউরোপীয়গণ যখন শনিবারে রাত্রিতে নিদ্রার আবেশে শান্তি-সুখ অনুভব করিতেছিলেন, তখন সিপাহীরা আপনাদের দলস্থ লোকের শোচনীয় দশা চিন্তা করিতে করিতে ইংরেজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইতেছিল। দুশ্চিন্তার আবেগে তাহাদের নিদ্রা হয় নাই, প্রতিহিংসার কঠোর দংশনে তাহাদের শান্তি-সুখ জন্মে নাই এবং গভীর নৈরাশ্যে তাহাদের ধীরতা বদ্ধমূল থাকে নাই। তাহারা গভীর নিশীথে, গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছিল এবং চিন্তামগ্ন হইয়া আপনাদের অন্তর্নিহিত যাতনানলে আপনারাই বিদগ্ধ হইতেছিল। সময়ে এই অনলের অবস্থান্তর ঘটিল, সময়ে এই অনল আপনার জ্বালাময়ী শিখার চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া প্রতি মুহূর্তে মহাপ্রলয়ের সূচনা করিতে লাগিল।

রাত্রি প্রভাত হইল। বৈশাখের প্রচণ্ড সূর্য অনন্ত আকাশতলে উদ্ভাসিত হইয়া ধীরে ধীরে অনল-কণা বিকীর্ণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে চারিদিক প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। প্রকৃতির উৎফুল্লতার সহিত ইংরেজেরাও উৎফুল্ল হইয়া পবিত্র বিশ্রাম বারে প্রাতঃকালীন উপাসনার জন্য উপাসনা-মন্দিরে যাইতে লাগিলেন। এই সময়ে কোনোরূপ গোলযোগের আবির্ভাব দেখা যায় নাই, ইউরোপীয় সৈনিক-নিবাসে শান্তির নিস্তব্ধতা

ভঙ্গ হয় নাই, কিন্তু সহসা যেন কোনো বিষয়ে কোনো রূপ নিয়ম-ভঙ্গ দেখা গিয়াছিল, সহসা যেন কোনোরূপ বিপদের চিহ্ন অলক্ষ্যভাবে চারিদিকে প্রসারিত হইতেছিল। প্রাতঃকালে এতদ্দেশীয় ভৃত্যেরা ইউরোপীয় সৈনিক-নিবাসে উপস্থিত থাকিয়া, কর্তব্যকার্যে অভিনিবিষ্ট হয়, কিন্তু ১০ই মে প্রাতঃকালে ইহারা কেহই আপনাদের শ্বেতাঙ্গ প্রভুদিগের পরিচর্যায় আসে নাই। মিরাটে যে-সকল ভৃত্য সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তাহারা সকলেই এ সময়ে আপনাদের প্রভুদিগের গৃহ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। এই আকস্মিক নিয়মভঙ্গ তখন কেহই লক্ষ্য করে নাই। ইউরোপীয়গণ উহাতে ঔদাসীন্য দেখাইয়াছিলেন। তাঁহাদের ধারণা হইয়াছিল যে ভৃত্যগণ অবশ্য কোনো সামান্য কারণে, প্রাতঃকালে তাঁহাদের পরিচর্যার জন্য আসিতে পারে নাই। এই সামান্য কারণের অনুসন্ধানেও তখন তাঁহাদের ইচ্ছা হয় নাই। সুতরাং তাঁহারা ধীরভাবে ও প্রশান্তচিত্তে প্রাতঃকালীন উপাসনার জন্য আপনাদের পবিত্র মন্দিরে গমন করেন। উপাসনার কার্য যথানিয়মে সমাপ্ত হইলে ইংরেজেরা পূর্বের ন্যায় প্রশান্তচিত্তে আবাস-গৃহে ফিরিয়া আসিয়া আপনাদের দৈনন্দিন কার্যে ব্যাপৃত হইলেন। ক্রমে বেলা হইতে লাগিল। প্রচণ্ড প্রভাকর মধ্যগগন আশ্রয় করিয়া প্রখর রশ্মিজালে চারিদিক দগ্ধ করিতে লাগিল। এ সময়েও ইংরেজেরা অবশ্যম্ভাবী বিপদের আভাস প্রাপ্ত হন নাই। এতদ্দেশীয় সৈনিক-নিবাস হইতে দূরবর্তী থাকাতে তাঁহারা বিপ্লবের পূর্ব-সূচনা বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু এইদিন সিপাহীদিগের আবাস-ক্ষেত্রে, জনতাপূর্ণ বাজারে, পার্শ্ববর্তী পল্লীগ্রামে উত্তেজনার চিহ্ন স্পষ্ট লক্ষিত হইয়াছিল। অনেকেই যেন কোনো একটি গুরুতর কার্যসাধনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, অনেকের মধ্যেই দৃঢ়তার চিহ্ন দেখা যাইতেছিল, অনেকেই এইদিন যেন আপনাদের অপরিসীম উদ্যম-উৎসাহের পরিচয় দিতেছিল। সামান্য বালকেরা পর্যন্ত ইহা দেখিতে পাইয়াছিল, কিন্তু ইংরেজ-দিগের চক্ষে প্রথমে এই আকস্মিক পরিবর্তনের চিহ্ন পতিত হয় নাই। কোনো ইংরেজ-মহিলা বিপদ বুঝিতে পারিয়া উহার বিষয় আপনার আত্মীয়গণের গোচর করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তখন উহাতে বিশ্বাস করিয়া সেই বিপদের গতিরোধের চেষ্টা পান নাই।* এ দিকে উত্তেজিত সিপাহীরা সশস্ত্র হইতেছিল, অনেকে পার্শ্ববর্তী স্থান হইতে আসিয়া ইহাদের দল পরিপুষ্ট করিতেছিল। জাতিনাশ—ধর্মনাশের জন্য সকলেই ইংরেজের বিপক্ষে এইরূপ দলবদ্ধ হইতেছিল, ইংরেজের সর্বনাশসাধনে সকলেরই এইরূপ আগ্রহ দেখা যাইতেছিল।

---

* ৯ই মার্চ রাত্রিতে ১১ গণিত পদাতিক সৈনিকদলের অধ্যক্ষ কর্নেল ফিনিস যখন আপনার একজন বন্ধুর গৃহে ভোজনে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন একটি ইউরোপীয় মহিলা কহেন যে, নগরের প্রাচীরে বড় বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপন দিয়া, সমস্ত ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানকে ইংরেজদিগকে নিহত করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। কমিশনর গ্রিথেড্ সাহেবের পত্নী কহিয়াছেন সে সময় এই মহিলার কথায় কেহই বিশ্বাস করেন নাই। —*Martin, Indian Empire. Vol. II, p, 147*

ধীরে ধীরে বৈশাখের সুদীর্ঘ দিনের অবসান হইল। প্রচণ্ড সূর্য আপনার প্রভা-জাল সংযত করিয়া ধীরে ধীরে পশ্চিম-গগন-প্রান্তে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। দিবসের নিদারুণ রৌদ্র ধীরে ধীরে অন্তর্ধান করিল। স্নিগ্ধকর সান্ধ্য-সমীরণ ধীরে ধীরে আতপদগ্ধ লোকের হৃদয়ে শান্তিসুখ প্রসারিত করিতে লাগিল। মিরাটের ধর্মনিষ্ঠ ইউরোপীয়গণ সায়ন্তন উপাসনার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। একজন যাজক সস্ত্রীক উপাসনাগৃহে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে, তাঁহার ধাত্রী তাঁহাকে উপস্থিত বিপদের সংবাদ দিয়া কহিল যে, সিপাহীরা যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং এই সময় হইতেই সাবধান হওয়া উচিত। ধাত্রী এই বলিয়া আপনার প্রভুপত্নীকে গৃহে থাকিতে কহিল। কিন্তু যাজক ধাত্রীর কথায় কর্ণপাত করিলেন না। সে সময় ধাত্রীর কথা তাঁহার নিকট অলীক বলিয়া বোধ হইল। সুতরাং তিনি নির্ভীকচিত্তে স্ত্রী ও সন্তানগণের সহিত গাড়িতে চড়িয়া উপাসনাগৃহে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু ধাত্রী বিশ্বস্তভাবে সত্য কথা কহিয়াছিল। যাজক যখন উপাসনামন্দিরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার চৈতন্য হইল। তখন অদূরে বন্দুকধ্বনি তাঁহার শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। ধ্বনি ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠিল। উপাসনাগৃহে যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের মুখেই এখন গভীর আশঙ্কা, গভীর সংত্রাসের চিহ্ন পরিব্যক্ত হইতে লাগিল। এদিকে ভয়ঙ্কর শব্দের বিরাম হইল না। উত্তেজিত লোকের ভৈরব রবে, বন্দুকের গভীর শব্দে, ভেরীর তীব্র নিনাদে বিপন্নের ঘোরতর আর্তনাদে চারিদিক কোলাহলময় হইয়া উঠিল। যেন কোন অপূর্ব শক্তির মহিমায় মুহূর্ত মধ্যে চারিদিক সম্মথিত, তরঙ্গায়িত ও আন্দোলিত হইতে লাগিল। এখন ইংরেজেরা বুঝিতে পারিলেন যে, মিরাটের উত্তেজিত সিপাহীগণ যুদ্ধোন্মুখ হইয়া ভয়ঙ্কর কার্যসাধনে উদ্যত হইয়াছে।

সৈনিক বিভাগের কর্তৃপক্ষ পূর্বে যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, অপরিণাম-দর্শিতায় যে অকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এখন তাহার ফল প্রত্যক্ষীভূত হইতে লাগিল। যে নিদারুণ তুষানল অলক্ষ্যভাবে গতি প্রসারিত করিতেছিল, গবর্নমেন্টের সামরিক বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মচারিগণের অব্যবস্থিততায় এখন তাহা প্রচণ্ড হুতাশনে পরিণত হইল। বেলা অপরাহ্ন ৫ টার কিছু পূর্বে তৃতীয় অশ্বারোহীদলের সৈনিকগণ অশ্বারূঢ় হইয়া তীব্রগতিতে মিরাটের কারাগারের অভিমুখে ধাবিত হইল। এই স্থানে তাহাদের ৮৫ জন সঙ্গী শৃঙ্খলে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া কালাতিপাত করিতেছিল। এখন ইহাদের উদ্ধার-সাধনই অশ্বারোহীগণের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল। তাহারা কালবিলম্ব করিল না। কোনরূপ দুশ্চিন্তা, কোনরূপ ভীতি, কোনরূপ আশঙ্কা, এখন তাহাদের এই সঙ্কল্প-সিদ্ধির অন্তরায় হইল না। তাহারা প্রভূত-বিক্রমে, অবিচলিতসাহসে কারাগারে প্রবেশ করিয়া, অবরুদ্ধ সহযোগীদিগকে বিমুক্ত করিল, এবং একজন কর্মকার দ্বারা তাহাদের শৃঙ্খল ভাঙিয়া দিল। ৮৫ জন সিপাহী শৃঙ্খল-বিমুক্ত হইয়া, বিমুক্ত-কারীদিগের দলে মিশিল। এখন তাহাদের কারাবাস-ক্লেশের শান্তি হইল, দুর্বহ শৃঙ্খল-ভার-বহনের ক্লেশ দূরীভূত হইল। তাহারা এখন অশ্বারূঢ় হইয়া স্বাধীনভাবে আপনাদের সহযোগী-

দিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। তৃতীয় অশ্বারোহীদলের সৈনিকগণ আপনাদের অবরুদ্ধ সহযোগীদিগকে বিমুক্ত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল, এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ-করা ব্যতীত প্রথমে অন্য কোনো বিষয়ে তাহাদের দৃষ্টি পতিত হয় নাই ; সুতরাং তাহারা কারাগারের অন্য কোনোরূপ ক্ষতি করিল না। অপরাপর কয়েদী পূর্ববৎ রহিল। উত্তেজিত সৈনিকেরা কারাগৃহ দগ্ধ করিল না বা কারালয়ের ইউরোপীয় অধ্যক্ষেরও কোনো অনিষ্টসাধনে অগ্রসর হইল না।*

তৃতীয় অশ্বারোহীদলের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে পদাতিক সৈনিকদলও ইংরেজদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল। ১১ গণিত ও ২০ গণিত সৈনিকদলের সিপাহীগণ সাতিশয় উত্তেজিত হইয়াছিল, এবং ধর্মনাশের গুরুতর ভয়ে সকলেই দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল। ইংরেজের কার্যকলাপের উপর তাহাদের অপরিসীম বিরাগ ও ঘৃণার সঞ্চার হইয়াছিল। তাহারা এতদিন কেবল সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল, এখন সেই সুযোগ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। পূর্বে তাহারা আপনাদের ইউরোপীয় প্রভুদিগের নিকট যেরূপ নিরীহভাবে কার্য করিত, শান্তমতি সন্তানের ন্যায় যেরূপ নিরীহভাবে আপনাদের গুণগৌরবের পরিচয় দিত, এখন সে নিরীহভাব দূরীভূত হইল। হিংসার আবেগে, সন্দেহের অভিঘাতে, এখন তাহারা অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। অসহিষ্ণুতা প্রযুক্ত তাহারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া প্রকাশ্য যুদ্ধে অগ্রসর হইতে উদাসীন হইল না। এইদিন সন্ধ্যাকালে ১১ গণিত পদাতিক দলের অধ্যক্ষ কর্নেল ফিনিস অশ্বারোহণে সৈনিক-নিবাসে গিয়াছিলেন। আপনার সৈন্যের প্রভুভক্তির উপর তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে শান্তভাবে উপদেশ দিলে, তাঁহার সৈনিকেরা যুদ্ধে ক্ষান্ত থাকিবে। ফিনিস্ এই আশাতেই, সৈনিকদলের অপরাপর অফিসারদিগের সহিত সৈনিকনিবাসে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি যখন আপনার সৈনিকদিগকে উপদেশ দিতেছিলেন, তখন ২০ গণিত দলের একজন সিপাহী তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িল। গুলি কর্নেল ফিনিসের অধিষ্ঠিত অশ্বের শরীরে প্রবিষ্ট হইল। ইহার অব্যবহিত পরেই, আর একজন সিপাহীর নিক্ষিপ্ত আর একটি গুলি ফিনিসের

---

* কয়েদীদিগের বিমুক্তির সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। একজন নির্দেশ করিয়াছেন যে অশ্বারোহী সৈনিকগণের উপস্থিতির পূর্বেই, কারারক্ষক পদাতিক সৈন্যের সাহায্যে কেবল ৮৫ জন নয়, সমস্ত কয়েদীই মুক্তিলাভ করিয়াছিল। অশ্বারোহী সৈনিকেরা আসিয়া দেখে যে, তাহাদের সহযোগিগণ মুক্ত হইয়াছে। —*Dr O'Callaghan, Scattered Chapter on the Indian Mutiny* কাহারো মতে ৮৫ জন সিপাহী বিমুক্ত হইয়াছিল। ইহারা যে কারাগারে অবরুদ্ধ ছিল, সে কারাগারে অপর কোনো কয়েদী মুক্তিলাভ করে নাই। কিন্তু ইনি লিখিয়াছেন যে পুরাতন কারাগারের প্রায় ৭২৫ জন কয়েদীর মধ্যে ৩০ কি ৪০ জন বিমুক্ত হইয়াছিল। —***Commissioner William's Report. Comp. Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 58, note.***

পশ্চাদ্দেশে প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে, ২০ গণিত সৈনিকেরা নানা দিক হইতে গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। কর্নেল ফিনিস অশ্ব হইতে ভূপাতিত হইলেন, মুহূর্ত-মধ্যে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। এইরূপে ২০ গণিত দলের সিপাহীরা ১১ গণিত সৈনিকদলের অধ্যক্ষকে বধ করিল। তাহাদের নিক্ষিপ্ত গুলিসকল ১১ গণিত সৈনিক-দলের ইতস্ততঃ পড়িতে লাগিল। মুহূর্তকাল ১১ গণিত সিপাহীদল ২০ গণিত সিপাহীদিগের কার্য চাহিয়া দেখিল, মুহূর্তমধ্যে তাহাদের ললাটরেখা বিস্ফারিত হইল, মুহূর্তমধ্যে তাহারা ২০ গণিত সৈনিকদলের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া প্রকাশ্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

এইরূপে মিরাটের সমস্ত এতদ্দেশীয় সৈন্য যুদ্ধোন্মুখ হইল; পদাতিকগণ, অশ্বারোহিদল—সকলেই একসূত্রে গ্রথিত হইয়া, ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল; হিন্দু ও মুসলমান, সকলেই সমান একাগ্রতায়, জাতিনাশ—ধর্মনাশের সমান আশঙ্কায়, ইংরেজের ক্ষমতা বিনষ্ট করিবার জন্য অস্ত্রধারণ করিল। গভীর উত্তেজনায় তাহারা উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং তাহাদের দিগ্বিদিক জ্ঞান রহিল না। তাহারা ইংরেজ বালকবালিকাগণের শরীরেও অবাধে অস্ত্রসঞ্চালন করিতে লাগিল। কারাগারের কয়েদি-গণ বিমুক্ত হইয়াছিল। এই সকল কয়েদী এখন যুদ্ধোন্মত্ত সিপাহীদিগের সঙ্গে মিশিল। সিপাহীদিগের অভ্যুত্থানে সমস্ত মিরাট ভয়াবহ কাণ্ডের রঙ্গক্ষেত্র হইয়া উঠিল। এ সময়েও এতদ্দেশীয়গণের অনেকে আপনাদের কর্তব্যকর্মে উদাসীন থাকে নাই এবং আপনাদের চিরন্তন বিশ্বস্ততা হইতে বিচ্যুত হয় নাই। ধনাগারের রক্ষকগণ প্রভুত-সাহসে আপনাদের কর্তব্যসম্পাদন করিতেছিল, যুদ্ধোন্মত্ত সিপাহীরা ধনাগারের একটি টাকাও স্পর্শ করে নাই। রক্ষকেরা এইরূপ সাহসের সহিত ধনাগার রক্ষা করিয়া, শেষে ইউরোপীয় রক্ষকদিগের হস্তে উহার ভার সমর্পণ করিয়াছিল।

এই সময়ে মিরাটে দুইদল ইউরোপীয় সৈন্য ও একদল ইউরোপীয় কামান-রক্ষক ছিল। পদাতিক ও অশ্বারোহী সিপাহীদিগের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা সেই অভ্যুত্থানের গতিরোধ জন্য শ্রেণীবদ্ধ হয় নাই। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে সেনাপতি গিলিপ্সি কেবল একদল মাত্র ইউরোপীয় সৈন্য লইয়া বেলোড়ে শান্তিরক্ষা করিয়া-ছিলেন। ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে যে সার্বজনীন উপদ্রবের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা এই সৈনিক-পুরুষের দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ও কার্য কুশলতায় তিরোহিত হয়। কিন্তু উপস্থিত সময়ে, মিরাটের ইউরোপীয় সেনাপতিগণের অনেকে এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ও কার্যকুশ-লতার পরিচয় দেন নাই। তাঁহারা কেবল কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে, সমবেত সৈনিক-গণের সমক্ষে ৮৫ জন সিপাহীকে অস্ত্রচ্যুত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াই, আপনাদের কার্য-দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতে যে বিষবৃক্ষের উৎপত্তি হইবে, তাহা তাঁহারা ভাবেন নাই। যখন অপরাপর সিপাহীরা তাঁহাদের এই অন্যায়-কার্য দেখিয়া বিরক্ত হইয়াছিল, আপনাদের চিরন্তন ধর্ম ও চিরপবিত্র জাতির রক্ষায় দলবদ্ধ হইতেছিল, এবং অস্ত্র-পরিগ্রহ করিয়া আপনাদের শেষ প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল, তখনও তাঁহারা আত্মরক্ষায় যত্নশীল হন নাই। তাঁহারা শান্তভাবে আপনাদের সম্মুখে

শান্তি-সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন ; কিন্তু যখন তাঁহাদের এই সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ হইল, করাল অনল-শিখায় যখন সমস্ত মিরাট আচ্ছন্ন হইল, উন্মত্ত সিপাহীগণের ভীষণ শব্দ যখন অনন্ত আকাশে অনন্ত বায়ুরাশির সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিল, তখন তাঁহারা দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা রহিল না, একতা রহিল না, কার্যতৎপরতাও পরিস্ফুট হইল না। তাঁহারা তখন গোলযোগে বিভ্রান্ত হইয়া আপনাদের সম্মুখে আপনাদের সৈনিকগণের ভয়াবহ কার্য দেখিতে লাগিলেন।

মিরাটে তিনজন প্রধান ইউরোপীয় সেনাপতি ছিলেন। ইহাঁদের একজন তৃতীয় অশ্বারোহীদলের কর্নেল, একজন মিরাটের সৈনিক-নিবাসের ব্রিগেডিয়ার এবং আর একজন মিরাটের সমস্ত সৈনিকদলের সাধারণ অধ্যক্ষ। তৃতীয় অশ্বারোহীদলের অধ্যক্ষ উপস্থিত সময়ে আপনাকে নিরাপদ করিতেই ব্যস্ত ছিলেন। গোলযোগ উপস্থিত দেখিয়া যখন এই দলের অপরাপর অফিসারেরা শীঘ্র শীঘ্র অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সৈনিক-নিবাসের অভিমুখে গিয়াছিলেন, তখন কর্নেল স্মাইথ্ তথায় উপস্থিত হন নাই*। তৃতীয় অশ্বারোহীদল যুদ্ধোন্মুখ হইয়াছে, এই সংবাদ যখন কর্নেল স্মাইথের নিকট পেঁছে, তখন সৈনিক-নিবাসে উপস্থিত হওয়া তাঁহার প্রধান কর্তব্য হইয়া উঠিয়াছিল ; কিন্তু তিনি কর্তব্যসাধনে মনোযোগী হন নাই। তাঁহার এই অমনোযোগবশতঃ বিপদ গুরুতর হইয়া উঠে। তিনি কমিশনরের গৃহে গিয়াছিলেন, সেনাপতির বাসভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ব্রিগেডিয়ারের আলয়ে গমন করিয়াছিলেন ; এইরূপে সর্বত্রই তাঁহার গমনাগমন হইয়াছিল; কিন্তু তিনি আপনার সৈনিক-নিবাসে উপস্থিত হন নাই**। যখন তৃতীয় অশ্বারোহীদল রণমত্ত হইয়া উঠে, তখন হইতেই তাহারা আপনাদের সেনাপতির দেখা পায় নাই। সেনাপতি স্থানান্তরে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন। উন্মত্ত সিপাহীদিগের আক্রমণ নিবস্ত করিবার জন্য কামান সকল একত্র করা

* 'তৃতীয় অশ্বারোহীদলের প্রায় সকল অফিসারই শীঘ্র শীঘ্র অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সৈনিক-নিবাসের অভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে এই সৈনিক-দলের সেনাপতি তাঁহার কার্যস্থলে উপস্থিত হন নাই। সমস্ত রাত্রির মধ্যে একবারও তাঁহাকে সৈনিক-নিবাসে দেখা যায় নাই। কর্নেল স্মাইথ্ আপনাকে নিরাপদ করিবার জন্য ইউরোপীয় সৈনিক-নিবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।' —*Dr. O' Callughan, Scattered Chapter on the Indian Mutiny. Comp. Kaye, Sepoy War, Vol. II, p.63, note.*

** ২৯শে মে সন্ধ্যাকালে যাহা ঘটিয়াছিল, কর্নেল স্মাইথ স্বয়ং তাঁহার বিবরণ প্রকাশ করেন। তিনি ইহাতে উল্লেখ করিয়াছেন, 'আমি প্রথমে কমিশনর গ্রিথেড্ সাহেবের নিকট যাই। যাইয়া শুনিলাম, তিনি গৃহে নাই। অনন্তর আমি সেনাপতির গৃহে গমন করি। কিন্তু সেখানে যাইয়াও শুনিলাম যে, সেনাপতি এইমাত্র গৃহ হইতে বাহির হইয়াছেন। ইহার পর আমি ব্রিগেডিয়ারের বাসভবনে উপস্থিত হই। আমি কামান-রক্ষকদিগের আবাসক্ষেত্রে গমন করি। সেখানে গিয়া ব্রিগেডিয়ারকে উপস্থিত দেখি। আমি সমস্ত রাত্রি তাঁহার সহিত থাকি। পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহার সহিত দিল্লী যাইবার পথে গমন করি।' —*Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 64, note.*

হইতেছিল, ইউরোপীয় সৈনিকরা আসন্ন বিপদ দূর করিবার জন্য অস্ত্রপরিগ্রহ করিতেছিল; কিন্তু কর্নেল স্মাইথ্ আপনার সৈনিকদলের কার্যকলাপের দিকে দৃষ্টি রাখেন নাই। তিনি এইরূপে আপনার কর্তব্যবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন, এইরূপ সাহস দেখাইয়াই মিরাটের ইউরোপীয়দিগের রক্ষাবিধানে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, এবং এইরূপ দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াই আপনার বীরত্ববৈভব অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে তৃতীয় অশ্বারোহীদলের কাপ্তেন ক্রেগী স্মাইথের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। তিনি গোলযোগের সূত্রপাত হওয়ামাত্র আপনার সৈনিকগণের সম্মুখে উপস্থিত হন, এবং দৃঢ়তার সহিত তাহাদিগকে কাওয়াজের ক্ষেত্রে যাইতে কহেন। সৈনিকেরা কাপ্তেন ক্রেগীর আদেশপালনে উদাসীন হয় নাই। তাহারা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ধীরভাবে তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী হয়। তৃতীয় অশ্বারোহী সৈনিকদলে কাপ্তেন ক্রেগীর বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার সহৃদয়তায় সকলেই পরিতুষ্ট থাকিত। কাপ্তেন ক্রেগী এই সঙ্কটকালে যখন আপনার সৈনিকদিগের সম্মুখে অশ্বচালনা করিয়া তাহাদিগকে তাঁহার আদেশপালন করিতে কহিলেন তখন সকলেই একবাক্যে তাঁহার পক্ষ সমর্থনে উদ্যত হইল। তাহারা কহিল যে অবরুদ্ধ সিপাহীদিগের বিমুক্তির জন্য যুদ্ধ হইবে ইহা পূর্বেই তাহাদের গোচর হইয়াছিল, এখন তাহারা তাহাদের কাপ্তেনের আদেশপালনে প্রস্তুত রহিয়াছে। কাপ্তেন ক্রেগী ইহা শুনিয়া, তাহাদিগকে তাঁহার অনুসরণ করিতে কহিলেন। এই সময়ে একটি ইউরোপীয় ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি, সেনাপতি স্মাইথের নিকট হইতে কোন আদেশ পাওয়া গিয়াছে কিনা, এ বিষয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আগন্তুক উত্তর দিলেন,—'সেনাপতি আপনার প্রাণ লইয়া পলাইয়াছেন—কোন আদেশ দেন নাই *।' কাপ্তেন ক্রেগী আর কোনো কথা কহিলেন না, সবেগে অশ্বচালনা করিয়া উত্তেজিত অশ্বারোহী সৈনিক-দলের নিকট যাইতে লাগিলেন। তিনি কয়েদীদিগকে অবরুদ্ধ রাখিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উপস্থিতির পূর্বেই, উন্মত্ত সিপাহীরা সমুদয় কয়েদীদিগকে বিমুক্ত করিয়াছিল। যে ৮৫ জন অবরুদ্ধ সিপাহী আপনাদের সহযোগিগণের সাহায্যে শৃঙ্খল বিমুক্ত হইয়াছিল, এখন তাহাদের সহিত ক্রেগীর সাক্ষাৎ হইল। তাহারা সামরিক পরিচ্ছদে সজ্জিত ও দ্রুতগামী-অশ্বে আরূঢ় হইয়া দিল্লীর অভিমুখে যাইতেছিল। এই স্থলে বলা উচিত যে, তৃতীয় অশ্বারোহী সৈনিক-দলের অধিকাংশই মুসলমান; দিল্লীতে

* কেহ কেহ নির্দেশ করেন যে, এই কথা প্রকৃত নহে। যেহেতু কর্নেল স্মাইথ অফিসারদিগকে প্রস্তুত থাকিতে আদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু এই আদেশ তাঁহাদের নিকট পেঁছে নাই। পেঁছিলেও, তখন উহাতে কোন ফল হয় নাই। কর্নেল স্মাইথ্ স্বয়ং লিখিয়াছেন যে যুদ্ধোন্মত্ত সিপাহীরা পশ্চাদ্ধাবিত হওয়াতে ছয়জন অফিসার তাঁহার গৃহে আসিয়া লুক্কায়িত হন। উহার অব্যবহিতপরেই, তিনি সকল বিষয় জানিবার জন্য সেনাপতি হিউইটের নিকট গমন করেন। —*Colonel Smyth's Narrative. Comp. Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 149. note.*

গেলে তত্রত্য অনেক মুসলমানের সাহায্য পাওয়া যাইবে মনে করিয়া ইহারা তথায় যাইতেছিল। কাপ্তের ক্রেগী এই সময়ে ইহাদের সম্মুখবর্তী হইলেন। ইহারা আপনাদের কাপ্তেনকে চিনিতে পারিল, কিন্তু তখন কাপ্তেনের কোনো অনিষ্টসাধনে ইহাদের প্রবৃত্তি হইল না। ইহারা কাপ্তেনের সদাশয়তার পরিচয় পাইয়াছিল। আপনাদের সৎপরামর্শদাতা বন্ধু ভাবিয়া ইহারা কাপ্তেনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিত, এখন ইহাদের এ শ্রদ্ধার বিলয় হইল না। ইহারা এখন ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, ইংরেজ শাসন পর্যুদস্ত করিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, আপনাদের ধর্মনাশ ও জাতিনাশের আশঙ্কায় ইংরেজকে ঘোরতর বিদ্বেষভাবে চাহিয়া দেখিতেছিল। এই উত্তেজনার সময়েও ইহারা কাপ্তেন ক্রেগীর সদাশয়তার কথা ভুলিতে পারিল না। এখন ইহাদের পূর্বতন শ্রদ্ধার আবির্ভাব হইল. পূর্বতন প্রীতি, বিদ্বেষ ও বিরাগের আবেগ অতিক্রম করিল। ইহারা কাপ্তেন ক্রেগীকে সম্মুখে দেখিয়া আহ্লাদের সহিত কহিতে লাগিল যে, ইহারা মুক্তিলাভ করিয়াছে, বিমুক্ত হইয়া এখন ইহারা আপনাদের কাপ্তেনকে যথোচিত আশীর্বাদ করিতেছে। এই সঙ্কটকালেও, ইহাদের এইরূপ শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, ইহারা শ্রদ্ধা ও প্রীতি দেখাইয়া, আপনাদের দলের কাপ্তেনকে আশীর্বাদ করিয়াছিল। কাপ্তেন ক্রেগী আর কালবিলম্ব না করিয়া, তৃতীয় অশ্বারোহীদলের পতাকারক্ষার জন্য সৈনিক-নিবাসের দিকে যাইতে লাগিলেন। গন্তব্য-পথ রণমত্ত পদাতিক সৈনিকদল ও বাজারের লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ইহারা সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল, সকলেই ইংরেজদিগকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িতেছিল। একটি ইউরোপীয় মহিলা গাড়িতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে একজন সৈনিক-পুরুষ সহসা তাঁহাকে সঙ্গিন দ্বারা বিদ্ধ করিল। কাপ্তেন ক্রেগী উক্ত সৈনিককে হস্তস্থিত তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ড করিলেন। কিন্তু মহিলাটির প্রাণরক্ষা হইল না। ইহার মধ্যে বন্দুকের একটি গুলি কাপ্তেনের কর্ণের পার্শ্ব দিয়া সন্ সন্ করিয়া চলিয়া গেল। ক্রেগী পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একজন সামরিক পরিচ্ছদশূন্য সৈনিক তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া আবার গুলি ছুড়িতে উদ্যত হইয়াছে। দেখিয়াই কাপ্তেন ক্রেগী কহিলেন, 'আমাকে লক্ষ্য করিয়া কি পিস্তল ছুড়িতেছ।' সৈনিক পুরুষ উন্মত্ত হইয়াছিল। উন্মত্ত অবস্থায় বিকট চীৎকার করিয়া কহিল, 'হাঁ! আমি তোমার শোণিতপাত করিব।' কাপ্তেন ক্রেগী উপস্থিত বুদ্ধিবলে আত্মরক্ষায় উদ্যত হইলেন। তিনি সেই সিপাহীর প্রতি গুলি নিক্ষেপ করিলেন না। ভাবিলেন যে একবার গুলি ছুড়িলে, নিকটবর্তী অপরাপর সিপাহীরা সকলেই তাঁহার বিপক্ষে দাঁড়াইবে। সুতরাং তিনি পিস্তল না ছুড়িয়া সমীপবর্তী সিপাহীদিগকে কহিলেন যে, তাহারা কি সকলেই তাঁহাকে গুলিবিদ্ধ দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে? সমীপবর্তী সিপাহীরা একবাক্যে কহিয়া উঠিল,—'না'। ইহা কহিয়াই তাহারা সেই উন্মত্ত সিপাহীকে বারংবার পশ্চাদ্দিকে ঠেলিতে লাগিল, কিন্তু কেহই তাঁহাকে বধ বা অবরোধ করিতে চেষ্টা করিল না। কাপ্তেন ক্রেগী মুহূর্তমধ্যে তড়িৎগতিতে সৈনিক-নিবাসের দিকে ধাবিত হইলেন। যখন তিনি আপনার আবাস-ভবনের নিকট দিয়া চলিয়া যান, তখন তাঁহার সঙ্গে যে-সকল সিপাহী ছিল, তাহাদিগকে কহিলেন যে, তাহাদের

মধ্যে কেহ তাঁহার স্ত্রীকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত আছে কি না ? সমভিব্যাহারী সিপাহীরা সকলেই তাঁহার এই আদেশপালনে আগ্রহ দেখাইতে লাগিল। কাপ্তেন ক্রেগী কহিলেন, 'আমি কেবল চারিজনকে এই কার্যে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করি।" কাপ্তেন ক্রেগীর কথা শুনিবামাত্র সকল সিপাহীই 'আমি', 'আমি' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কাপ্তেন ক্রেগী প্রথম চারিজনকে আপনার আবাসগৃহে পাঠাইয়া, অবশিষ্ট লোকের সহিত সৈনিক-নিবাসের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। নির্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইয়া, কাপ্তেন সবিশেষ শৃঙ্খলার সহিত আপনার অধীন সৈনিক-পুরুষদিগকে কাওয়াজের ক্ষেত্রে আনিলেন। ক্রেগীর সৈনিকগণ তাঁহার কথার অবাধ্য হইল না। সেই রাত্রিতে, যখন অধিকাংশ সিপাহী উন্মত্তভাবে ভয়াবহ কার্য সাধন করিতেছিল,—বৈর-নির্যাতন-স্পৃহায় অধীর হইয়া চারিদিকে নর-শোণিত-স্রোত প্রবাহিত করিতেছিল, তখন কাপ্তেন ক্রেগীর সৈন্য বিশ্বস্তভাবে আপনাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে থাকে। সে সময়ে মিরাটের ইউরোপীয়গণ ইহাদের প্রগাঢ় প্রভুভক্তি, অটল সাহস ও অবিচলিত বিশ্বাসের পরিচয় পাইয়া ইহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ দিতে থাকেন। সহৃদয় ঐতিহাসিকের মধ্যে কেহই ইহাদের এই প্রভুভক্তির সম্মান করিতে বিমুখ হন নাই এবং কেহই এই বিশ্বস্ততার জন্য ইহাদের প্রশংসা করিতে নিরস্ত থাকেন নাই।

এই সময়ে কর্নেল উইলসন্ মিরাটের কামান-রক্ষকদিগের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সিপাহীদিগের সমুত্থানবার্তা অবগত হওয়ামাত্র কামান সজ্জিত করিয়া সৈনিক-নিবাসের অভিমুখে গমন করেন। এ-দিকে সিপাহীরা উন্মত্তভাবে ভীষণ অনলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহাদের গুলিবৃষ্টিতে ইউরোপীয়গণ অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল, অনেকের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছিল, অনেকে আত্মীয়স্বজনের প্রাণরক্ষার জন্য তাহাদিগকে লইয়া নির্জন ও নিরাপদ স্থানে আত্মগোপন করিতেছিল। সমস্ত মিরাট যেন কোন অভাবনীয় শক্তিতে, মহাপ্রলয়কাণ্ডের রঙ্গক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। সন্ধ্যাগমের সঙ্গে সঙ্গে যেন কোন সংহারিণী শক্তি বিকটভাবে মিরাটের সর্বত্র অসীম প্রভাবের পরিচয় দিতেছিল। ইংরেজ সেনাপতি সমস্ত ইউরোপীয় সৈন্য ও কামান লইয়া উত্তেজিত সিপাহীদিগের বিরুদ্ধে উপস্থিত হইতে-না-হইতেই অবিচ্ছেদে নরশোণিতস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। সিপাহীরা এই উত্তেজনার সময়ে আপনাদের যথোচিত উদ্যম-উৎসাহ দেখাইতেছিল। যদি তাহারা সবিশেষ শৃঙ্খলার সহিত যুদ্ধ করিত, কোনো রণনিপুণ, সেনাপতি যদি তাহাদের পরিচালনের ভার গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে নিরস্ত করা ইংরেজ সৈন্যের দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। কিন্তু এ সময়ে তাহারা সবিশেষ শৃঙ্খলাসহকারে ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই, কোনো রণপারদর্শী সেনাপতি তাহাদের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন নাই, যথারীতি যুদ্ধ করিতে তখন তাহাদের প্রবৃত্তি দেখা যায় নাই। তাহারা তখন উদ্ভ্রান্ত হইয়া কেবল প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধনেই ব্যাপৃত ছিল। অস্ত্রের সন্তাড়নে, গুলির আঘাতে আপনাদের ধর্মনিহন্তা ইংরেজদিগের হত্যা করাই তখন তাহাদের প্রধান কর্তব্য হইয়া উঠিয়াছিল। উত্তেজনার আবেগে তাহাদের বুদ্ধির স্থিরতা ছিল না,

ক্রোধের আবেশে তাহাদের কার্যের শৃঙ্খলা ছিল না এবং অধীরতার খর-প্রবাহে তাহাদের মূল উদ্দেশ্য রক্ষার সুপ্রণালী নির্ধারিত ছিল না। তাহারা আপনাদের অবরুদ্ধ সহযোগীদিগকে বিমুক্ত করিয়াই চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল এবং চারিদিক হইতে অস্ত্রবর্ষণ পূর্বক মিরাটের ইউরোপীয় সৈনিক-নিবাসে ভীষণ দৃশ্যের অবতারণা করিল।

উত্তেজিত সিপাহীদিগের আক্রমণ নিরস্ত করিবার জন্য ইউরোপীয় সৈন্যের ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইতে বিলম্ব হইয়াছিল। যখন সকল সৈনিক পুরুষ আপনাদের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইল, অদূরে কামান সকল যখন সিপাহীদিগের উপর গুলিবৃষ্টির জন্য রাখা গেল, তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছিল। অন্ধকার চারিদিক ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। ইংরেজ সৈনিকেরা এই সময় এতদ্দেশীয় সৈনিক-নিবাসে উপস্থিত হইয়া, কোনো সিপাহীর সাক্ষাৎ পাইল না। সকলে কোথায় গিয়াছে, তাহা কেহই জানিতে পারিল না। পদাতিক সৈনিক-নিবাস, কাওয়াজের প্রশস্ত-ক্ষেত্র, সমস্তই শূন্য বোধ হইল। সেনাপতি হিউইট্ কোনো সশস্ত্র সিপাহীকে সম্মুখে পাইলেন না। যাহাদের আক্রমণ নিরস্ত করিবার জন্য তিনি আপনাদের সৈনিকদল লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, যাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি দিতে, যাহাদের শক্তি সমূলে উৎপাটন করিতে তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছিল, তাহারা সকলেই তখন অন্তর্ধান করিয়াছিল। সেনাপতি ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইলেন, তাহার সমুদয় চেষ্টা এখন বিফল বোধ হইল। তাঁহার সৈনিকগণ যুদ্ধসজ্জায় দণ্ডায়মান ছিল, কামান সকল যথারীতি সজ্জিত রহিয়াছিল; কিন্তু যাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহাদের কাহারও দেখা পাওয়া গেল না। ক্রোধের সহিত সেনাপতির অনুশোচনার আবির্ভাব হইল। অশ্বারোহী সৈনিকদলের আবাসগৃহের নিকট কয়েকজন সিপাহীর দেখা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িবামাত্র তাহারা অন্ধকারের সহিত মিশিয়া গেল। নিকটবর্তী বৃক্ষবাটিকায় অথবা আবাসগৃহের পশ্চাদ্ভাগে তাহারা লুক্কায়িত আছে ভাবিয়া সেনাপতি সেইদিকে কামান ছুঁড়িতে আদেশ দিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল, কিন্তু নির্দিষ্ট সিপাহীদিগের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। রাত্রি সমাগমে কাহারও কোন নিদর্শন না পাওয়াতে কামানের সন্ধান ব্যর্থ হইল। ইংরেজ সৈনিকগণ কতকগুলি ফাঁকা আওয়াজ মাত্র করিয়া আপনারাই মনে মনে লজ্জিত হইতে লাগিল। সেনাপতি এখন বুঝিতে পারিলেন যে, সিপাহীরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহারা কোথায় গিয়াছে কি করিতেছে, কেহই ঠিক করিতে পারিলেন না। সিপাহীরা ইউরোপীয় সৈনিক-নিবাসের অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছে, ভাবিয়া কর্নেল উইলসনের পরামর্শে সেনাপতি সেইদিকে সৈন্য পরিচালনা করিলেন। সেনাপতির আদেশে ইংরেজ সৈনিক-পুরুষগণ আবার আপনাদের গৃহে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। এই সময় চন্দ্র উদিত হইয়াছিল। চন্দ্রালোকে চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইউরোপীয় সৈনিকেরা এই সময়ে দূরে আপনাদের আবাসগৃহ সকল প্রজ্বলিত হুতাশনে দেখিল। জ্বালাময়ী অগ্নিশিখা গগনে উত্থিত হইয়া ভয়ঙ্কর

দৃশ্য বিস্তার করিতেছিল। ইংরেজ সৈনিকেরা ইহা দেখিয়া ত্বরিতগতিতে ভয়াবহ দৃশ্যের রঙ্গভূমির নিকটবর্তী হইতে লাগিল। কিন্তু সেখানেও সিপাহীদিগের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। প্রচণ্ড হুতাশনে গৃহ সকল দগ্ধ হইতে ছিল, করাল অগ্নিশিখায় চারিদিক উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছিল, ভীষণ শব্দে দিগন্ত পরিপূরিত হইয়াছিল। ইংরেজ সৈনিকেরা এমন সময়ে সেই স্থানে আসিয়া বিস্ময়স্তম্ভিত হৃদয়ে সেই ভীষণ কাণ্ড চাহিয়া দেখিতে লাগিল; কিন্তু তাহাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার কোনো সুযোগ উপস্থিত হইল না তাহারা এইরূপে লক্ষ্যশূন্য হইয়া যুদ্ধবেশে আপনাদের কাওয়াজের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিল।

এই রাত্রিতে মিরাটের সৈনিক-নিবাসে যেরূপ ভয়ঙ্কর ঘটনার আবির্ভাব হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার যথোপযুক্ত বর্ণনা সম্ভবে না। গোধূলিসময়ে, যখন অনতিগাঢ় অন্ধকার সকল স্থলে প্রসারিত হইতেছিল, নিদাঘের সান্ধ্য সমীরণ যখন বৃক্ষের পত্রে পত্রে লীলা করিয়া বেড়াইতেছিল, তখন ইউরোপীয় সৈনিক-নিবাসে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। সন্ধ্যা যতই অতীত হইতে লাগিল, ততই অগ্নি ভীষণভাব পরিগ্রহ করিল। ইউরোপীয় সৈনিক-নিবাস হইতে অফিসারদিগের গৃহ, অফিসারদের গৃহ হইতে অন্যান্য ইংরেজ-দিগের আবাস-ভবন হুতাশনের প্রচণ্ড শিখায় ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল, চন্দ্র নৈশ গগন আশ্রয় করিল, তাহার অমল কিরণে সমস্ত জগৎ হাসিয়া উঠিল, কিন্তু অগ্নিশিখার করালভাবের বিলয় হইল না। প্রগাঢ় ধূমপুঞ্জে সমস্ত আচ্ছন্ন হইল, অনল শিখা এই ধূমরাশি ভেদ করিয়া বিবিধ আকারে, বিবিধ বর্ণে গগনমার্গে উঠিতে লাগিল। গৃহদাহের বিকট শব্দে, গৃহবাসীদের আর্তনাদে, উন্মত্ত সিপাহীদিগের ভৈরব হুঙ্কারে চারিদিক কোলাহলময় হইয়া উঠিল। অশ্ব সকল আস্তাবলে আবদ্ধ ছিল, উহারা বিকট চীৎকার করিতে করিতে প্রজ্বলিত অনলে আত্ম-বিসর্জন করিতে লাগিল। ইংরেজ বালকবালিকারা আত্মরক্ষার জন্য শশব্যস্ত হইল; কেহ অন্ধকারে কোনো গোপনীয় স্থানে আশ্রয় লইল, কেহ বিশ্বস্ত ভৃত্য ও সৈনিকগণের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিল, কেহ বা প্রাণের ভয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া অগ্নিরাশিতেই ভস্মীভূত হইল।

এই সঙ্কটকালে যে সকল ভারতবাসী আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও বিপন্ন ইংরেজদিগকে রক্ষা করে, অপক্ষপাত ঐতিহাসিকগণ অনন্তকাল সন্তোষ ও প্রীতির সহিত তাহাদের সাহস, তাহাদের বিশ্বস্ততা ও তাহাদের দয়ার গুণ-গৌরবের বর্ণনায় কখনও বিমুখ থাকিবে না। কমিশনর গ্রিথেড্ সাহেব এবং তাঁহার বনিতা বিশ্বস্ত ভারতবর্ষীয় ভৃত্যদিগের সাহায্যে আত্মরক্ষা করেন। এই সময়ে সর্দার বাহাদুর সৈয়দ মীর খাঁ নামক একজন আফগান সৈনিক-পুরুষ মিরাটে অবস্থিতি করিতেছিলেন। আফগান-যুদ্ধের সময়ে যে সকল ইউরোপীয় কাবুলে অবরুদ্ধ ছিলেন, সৈয়দ মীর খাঁ তাঁহাদের সবিশেষ সাহায্য করাতে, গবর্নমেণ্ট তাঁহার মাসিক ৬০০্ শত টাকা বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দেন। মিরাটের গোলযোগ উপস্থিত হওয়া মাত্র এই সৈনিক-পুরুষ এবং তৃতীয় অশ্বারোহীদলের একজন অফিসার, কমিশনরকে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে কহেন। কমিশনর তাড়াতাড়ি আপনার স্ত্রী ও আর কয়েকটি শরণাগত ইংরেজ

মহিলাকে লইয়া গৃহের ছাদের উপরে লুক্কায়িত হন। অবিলম্বে উন্মত্ত জনগণ সেখানে উপস্থিত হয় এবং অবিলম্বে গৃহের নীচে আগুন জ্বালাইয়া, গৃহস্থিত দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিতে থাকে। দেখিতে দেখিতে গৃহের নিম্নভাগ প্রজ্বলিত অগ্নিতে পরিব্যাপ্ত হয়। গৃহের চারিদিক ধূমরাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। মুহূর্তমধ্যেই অনলশিখা সবেগে গৃহের উপরিভাগে উঠিতে থাকে। কমিশনর কয়েকটি কুলনারীর সহিত ভীতচিত্তে ও নিরাশহৃদয়ে গৃহের ছাদে থাকিয়া আপনাদের জীবনের শোচনীয় পরিণাম ভাবিয়া আকুল হন। নিম্নভাগে নিদারুণ হুতাশন প্রভাববিস্তার করিয়াছিল, চারিদিকে ইংরেজের বিপক্ষ লোক দাঁড়াইয়া কমিশনরের জীবন নষ্ট করিতে আগ্রহ দেখাইতেছিল; এ সময়ে ভৃত্যগণ বিশ্বস্ততা না দেখাইলে, বিপন্নদিগের কখনও উদ্ধার হইত না। বিশ্বস্ত ভৃত্যগণ আপনাদের সদাশয়তা হইতে বিচ্যুত হইল না, উন্মত্ত—উত্তেজিত লোকদিগের পরিপোষক হইয়া আপনাদের দয়াধর্মে বিসর্জন দিল না, তাহারা আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও বিপন্ন প্রভুর উদ্ধারসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল। কমিশনরের একজন প্রধান মালী ছিল। ইহার নাম গোলাপ সিংহ। যখন আগুন বাড়িয়া উঠিল, সশস্ত্র লোকে যখন গভীর উত্তেজনার পরিচয় দিতে লাগিল, তখন গোলাপ সিংহ ভাবিল যে, আক্রমণকারিগণ সম্পত্তি-বিলুণ্ঠনের জন্য যেরূপ আগ্রহ দেখাইতেছে, তাহাতে ইহাদিগকে অন্য স্থানের কোনো সম্পত্তি লুঠ করিবার পরামর্শ দিলে ইহারা সহজেই প্রভুর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। গোলাপ সিংহ উপস্থিত বুদ্ধিবলে ইহা স্থির করিয়াই আক্রমণকারীদিগের প্রতি আপনার যথোচিত সমবেদনা দেখাইতে লাগিল এবং তাহাদিগকে বলিল যে, এখন আক্রান্ত গৃহে অনুসন্ধান করিয়া কোনো ফল নাই, যেহেতু তাহার প্রভু ও প্রভুপত্নী পূর্বেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গির্জার অভিমুখে গিয়াছেন। সুতরাং এই গৃহ ছাড়িয়া, যদি ইহারা তাহার সহিত আইসে, তাহা হইলে, সে অদূরে একটি প্রকাণ্ড গুদাম দেখাইয়া দিতে পারে। উহা লুঠ করিলে, অনেক সম্পত্তি লাভ হইবে। একটি খড়ের গাদার পশ্চাতে ফিরিঙ্গীরা পলাইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকেও পাওয়া যাইবে*। আক্রমণকারিগণ ইহা শুনিয়াই, কমিশনরের গৃহ পরিত্যাগ করিল। সেই স্থানে কমিশনরের যে সকল ভৃত্য ছিল, তাহারা সমুদয় জানিলেও বিপক্ষদিগকে কিছু কহিল না। সে সময়ে তাহাদের হৃদয়েও দয়ার আবির্ভাব হইয়াছিল, কর্তব্যনিষ্ঠা বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং তাহারা বিপন্ন প্রভুকে দুরন্ত শত্রুর হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইল না। আক্রমণকারিগণ নিষ্কোষিত তরবারি আস্ফালন করিয়া তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়াছিল, কিন্তু তাহারা ভীত হইয়া আপনাদের কর্তব্যবুদ্ধিতে বিসর্জন দিল না। সকলেই নির্ভয়ে ও দৃঢ়তাসহকারে গোলাপ সিংহের কথা সত্য বলিয়া নির্দেশ করিতে লাগিল। তাহাদের প্রভু যে ছাদের উপরে লুক্কায়িত রহিয়াছেন, তাহারা সে সম্বন্ধে বাঙনিষ্পত্তি করিল না। আক্রমণকারিগণ তাহাদের কথায়

* *Greathed's Letter, p 291. Comp. Martin, Indian Empire. Vol II, p. 150. Kaye, Sepoy War, Vol. I, pp. 68-69 and Appendix, pp. 664- 665.*

বিশ্বাস করিয়া কমিশনরের গৃহ পরিত্যাগ করিল। ভৃত্যগণ এখন সময় পাইয়া গৃহের প্রাচীরের একদিকে মই ফেলিয়া দিল। কমিশনর ও কয়েকটি মহিলা সেই মই অবলম্বন করিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই প্রচণ্ড অনলের প্রতাপে গৃহের ছাদ ভয়ঙ্কর শব্দের সহিত পড়িয়া গেল। নিকটে একটি উদ্যান ছিল, বিপন্নগণ তথায় যাইয়া আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। আক্রমণকারিগণ আর তথায় উপস্থিত হইল না। কমিশনর ও তাঁহার পত্নী অপর কয়েকটি ইউরোপীয় মহিলার সহিত সেই নির্জন উদ্যানে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে গোলাপ সিংহ একখানি গাড়ি আনিয়া দিলে, ইঁহারা মিরাটের সমরশিক্ষাগৃহে উপনীত হইলেন। এই প্রশস্ত শিক্ষাগৃহে অপরাপর ইউরোপীয়েরাও আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিরাটের দুর্গ ছিল না, এই শিক্ষাগারই উপস্থিত সময়ে দুর্গস্বরূপ হইয়াছিল। ইংরেজেরা এইখানে থাকিয়া আত্মরক্ষায় যত্নশীল হইয়াছিলেন।

কমিশনর গ্রিথেড্ সাহেবের জীবন যেরূপে রক্ষা পাইয়াছিল, মিরাটের সকল ইংরেজের অদৃষ্টে সেরূপ ঘটিয়া উঠে নাই। ইংরেজ সৈনিক-পুরুষেরা উত্তেজিত সিপাহীদের গতিরোধ জন্য সমরক্ষেত্রে গিয়াছিলেন, এ দিকে তাঁহাদের স্ত্রী ও শিশু-সন্তানগণ অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। উন্মত্ত লোকের অস্ত্রাঘাতে এই নিরপরাধ মহিলা ও বালকবালিকাদের প্রাণ নষ্ট হয়। মিরাটের সিপাহী অপরাপর লোকে তখন এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহাদের কিছুমাত্রও জ্ঞান ছিল না। দুর্দমনীয় প্রতিহিংসায় তাহাদের হৃদয় অধীর হইয়াছিল, আপনাদের জাতির ও ধর্মের অবমাননায় তাহাদের বিবেক অপসারিত এবং গভীর বিরাগে ও ক্রোধে তাহাদের কর্তব্য-বুদ্ধি কলুষিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইংরেজদিগকে সমূলে বিনষ্ট করাই এখন তাহাদের অদ্বিতীয় কার্য হইয়াছিল, তাহারা যে-কোনো ইংরেজের দেখা পাইয়াছে, যে-কোনো ইংরেজ মহিলা বা ইংরেজ বালকবালিকা তাহাদের দৃষ্টিপথবর্তী হইয়াছে, তাহাদের প্রতিই অস্ত্র চালনা করিতে তাহারা কিছুমাত্রও কাতর হয় নাই। ঘোরতর শত্রুতায় তাহাদের হৃদয় পাষাণময় হইয়াছিল। সুতরাং তাহারা কুলনারীর আর্তনাদে ও বালক-বালিকার মর্মস্পর্শী কাতরধ্বনিতে কিছুমাত্রও বিচলিত হয় নাই। তাহারা অবাধে এই সকল নিরপরাধ জীবের হত্যা করিয়াছিল। এই নৃশংস কার্যে তাহাদের কোনোরূপ বিরাগ জন্মে নাই। বালক-বালিকার শোণিতে তাহাদের অস্ত্র কলঙ্কিত হইয়াছিল, ইহাতেও তাহারা চমকিত হইয়া উঠে নাই। ইংরেজের শাসনগুণে ও ইংরেজের কার্যপ্রণালীতে এক সময়ে তাহাদের প্রকৃতি এইরূপ হইয়াছিল। এই ভয়ঙ্কর প্রকৃতি এক সময়ে তাহাদিগকে এইরূপ শোচনীয় কার্য সাধনে প্রবর্তিত করিয়াছিল।

কাপ্তেন ক্রেগী আপনার অধীন সৈনিকদিগকে এই ঘোরতর উত্তেজনার সময়ে যেরূপ শান্ত ও কর্তব্যকর্মে অভিনিবিষ্ট রাখিয়াছিলেন, তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। ক্রেগীর স্ত্রী আপনার আবাসগৃহে থাকিয়া উপস্থিত বুদ্ধিবলে এই দুর্ঘটনায় আত্মরক্ষা করেন। তিনি যে গৃহে ছিলেন, তাঁহার নিকটবর্তী আর একগৃহে একটি ইউরোপীয় মহিলা থাকিতেন। যখন বিপদ বাড়িয়া উঠিল, উন্মত্ত সিপাহীরা যখন গৃহে গৃহে

অগ্নি দিতে প্রবৃত্ত হইল, প্রজ্বলিত অনলে গৃহের-পর-গৃহ যখন ভস্মীভূত হইতে লাগিল, তখন কাপ্তেন ক্রেগীর স্ত্রী আপনার প্রতিবেশিনীকে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করিতে উদ্যত হন। তাঁহার আদেশে ভৃত্যগণ সেই ইংরেজ মহিলাকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে আনিতে গমন করে। ভৃত্যগণের তথায় যাইতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। এই বিলম্বেই সমুদয় শেষ হইয়া যায়। ক্রেগীর ভৃত্যেরা নির্দিষ্ট স্থানে যাইয়া দেখে, যে, যাহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহার ক্ষতবিক্ষত দেহ গৃহের মেঝেয় পড়িয়া রহিয়াছে, শোণিত-স্রোত অবিরল ধারায় বহির্গত হইয়া সমুদয় স্থান প্লাবিত করিতেছে, অসহায় কুলনারী নিদারুণ অস্ত্রাঘাতে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। সিপাহীরা এই হতভাগ্য জীবের হত্যা করিয়া উন্মত্তভাবে ক্রেগীর আবাস-গৃহের নিকটে আসিল। ক্রেগীর যে সকল ভৃত্য ছিল, তাহারা আপনাদের প্রভুপত্নীর প্রাণরক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। তাহাদের প্রভুভক্তি, তাহাদের বিশ্বস্ততা ও তাহাদের হিতৈষিতা কিছুতেই বিচলিত হইল না। তাহারা সকলেই একবাক্যে সবিশেষ দৃঢ়তার সহিত আক্রমণকারীদিগকে কহিতে লাগিল যে, তাহাদের প্রভু সকলেরই বন্ধু, তিনি সকলের সহিতেই সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন, সকলের হিতসাধন করিতেই তাঁহার সবিশেষ চেষ্টা ও আগ্রহ আছে, অতএব তাঁহার গৃহ দগ্ধ করা কাহারও উচিত নহে। ভৃত্যেরা এইরূপ কহিয়া আক্রমণকারীদিগকে গৃহ-প্রাঙ্গণ হইতে বাহির করিতে চেষ্টা করিল। তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। যখন ইংরেজদিগের সমস্ত গৃহ ভস্মরাশিতে পরিণত হইতেছিল, তখন ক্রেগীর গৃহ দগ্ধ হয় নাই* ।

উন্মত্ত সৈনিকগণ যখন ক্রেগীর অসহায় পত্নীকে অধিকতর বিপদাপন্ন করিয়া তুলে, তখন চারিজন অশ্বারোহী দ্রুতগতিতে তথায় উপস্থিত হয়। কাপ্তেন ক্রেগী এই চারিজন সৈনিককে তাঁহার গৃহরক্ষা ও তাঁহার প্রিয়তমা বনিতার উদ্ধারসাধনার্থ পাঠাইয়াছিলেন। অশ্বারোহী-চতুষ্টয় বিদ্যুৎবেগে আসিয়া অশ্ব হইতে অবরোহণ করিল এবং অতিদ্রুতবেগে গৃহের উপর তলায় চলিয়া গেল। ক্রেগীর স্ত্রী তাহাদের সাদর সম্ভাষণ জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন ; কিন্তু তাহারা তাঁহার হস্ত ধারণ না করিয়া অতি বিনয়ের সহিত অভিবাদনপূর্বক কহিল যে, তাহারা আপনাদের প্রাণ সঙ্কটাপন্ন করিয়াও তাহাকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত আছে। অসাধারণ প্রভুভক্তির সহিত তাহাদের সাহস ও উৎসাহ বাড়িয়া উঠিয়াছিল ; সুতরাং তাহারা কিছুতেই নিরস্ত হইল না, কিছুতেই গুরুতর কর্তব্যপথ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল না। এই ঘোর সঙ্কটকালে আপনাদের প্রভুপত্নীর জীবন রক্ষা করাই তাহাদের স্থিরসঙ্কল্প হইল। তাহাদের সহযোগিগণ অদূরে ভয়ঙ্কর কার্যসাধনে নিবিষ্ট ছিল, কিন্তু তাহারা উহাতে দৃক্‌পাত করিল না। সহযোগীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিতেও তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মিল না। তাহারা ভীতা প্রভুপত্নীকে স্থিরভাবে গৃহে থাকিতে

* *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 150.*

কহিল, গৃহের বারান্দায় গেলে যে, অধিকতর বিপদের সম্ভাবনা আছে, বিশ্বস্ত সৈনিক-পুরুষেরা ইহা পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিল। ক্রেগীর স্ত্রী তাঁহার স্বামীর জন্য সাতিশয় আকুল হইয়াছিলেন। তখন শত্রুপক্ষের ভৈরব রব ব্যতীত কিছুই শ্রুতি-প্রবিষ্ট হইত না, ঘোরতর ধূমরাশি ও জ্বালাময়ী অগ্নিশিখা ব্যতীত কিছুই দেখা যাইত না। এই বিপত্তিকালে ক্রেগীর স্ত্রী তাঁহার স্বামীর বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কাপ্তেন ক্রেগী এতক্ষণ আপনার কর্তব্যকার্যে নিবিষ্ট ছিলেন, আবাস-গৃহে আসিতে এতক্ষণ তাঁহার অবকাশ হয় নাই। এখন তাঁহার গুরুতর কর্তব্য শেষ হইয়াছিল, তিনি অশান্তির মধ্যে শান্তিস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার কর্তব্যপ্রিয় সৈনিকগণ শান্তভাবে আপনাদের কার্যসম্পাদন করিতেছিল, কাপ্তেন ক্রেগী এখন আপনার আবাস-গৃহে আসিতে সময় পাইলেন। কিন্তু তাঁহার আশঙ্কা বলবতী হইয়াছিল, উদ্বেগ বর্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল; তিনি ভাবিলেন, হয় তো তাঁহার গৃহ প্রচণ্ড অনলের করালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, হয় তো তাঁহার প্রিয়তমা প্রণয়িনীর কোমল দেহ বিপক্ষের কঠোর অস্ত্রাঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গিয়াছে। ক্রেগী ইহা ভাবিতে ভাবিতে ভীতচিত্তে ও কম্পিতহৃদয়ে আপনার আবাস-গৃহে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া দেখিলেন মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রসাদে তাঁহার বাস-ভবন অনলের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছে, তাঁহার প্রণয়িনী নিরাপদে অক্ষতশরীরে রহিয়াছেন, তাঁহার প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত সৈনিক-পুরুষগণ প্রাণপণ করিয়া, অবিচলিত সাহসে, অপ্রতিহত উদ্যমে ও অনমনীয় তেজস্বিতা-সহকারে তাঁহার গৃহলক্ষ্মীকে রক্ষা করিতেছে। ক্রেগী সুস্থির হইলেন, তাঁহার আশঙ্কা তিরোহিত হইল, উদ্বেগ অন্তর্ধান করিল। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া, আপনার স্ত্রী ও অপর কয়েকটি মহিলার সহিত গৃহপরিত্যাগ পূর্বক কোনো নিরাপদ স্থানে যাইতে উদ্যত হইলেন। মহিলাদের গ্রীষ্মকালোপযোগী তুষার-ধবল পরিচ্ছদ ছিল, পলায়ন সময়ে প্রজ্বলিত হুতাশনের আলোকে এই শ্বেত পরিচ্ছদ দেখিয়া, পাছে বিপক্ষগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে, এই আশঙ্কায় ক্রেগী ঘোড়ায় কৃষ্ণবর্ণ কাপড় দিয়া তাঁহাদিগকে ঢাকিলেন, এবং সকলকে সঙ্গে লইয়া তাড়াতাড়ি অদূরবর্তী একটি ভগ্ন মন্দিরে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। পলায়িতগণ এই ভগ্ন মন্দিরে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। অদূরে বিপক্ষদিগের ভয়ঙ্কর কোলাহল শ্রুতিগোচর হইতেছিল। পলায়িতগণ কোলাহল মধ্যে সেই জীর্ণ মন্দিরপ্রকোষ্ঠে নীরবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আবাস-ভবন তখন বিপক্ষগণের রঙ্গক্ষেত্র হইয়াছিল, কিন্তু এ সময়েও তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য ও সৈনিক-পুরুষেরা আপনাদের কর্তব্যকর্মে উদাসীন থাকে নাই, তাহারা এ সময়েও বিপুল সাহসের সহিত প্রভুর গৃহ রক্ষা করিতেছিল; ক্রমে ভয়ঙ্কর রাত্রি শেষ হইল, উন্মত্ত জনগণ ক্রমে আপনাদের ভয়ঙ্কর কার্য হইতে বিরত হইয়া, আত্মগোপন করিতে লাগিল। ক্রেগী বিষণ্নহৃদয়ে আপনার গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, গৃহস্থিত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার খিদ্‌মদ্‌গার অটল বিশ্বস্তার পরিচয় দেয়। ক্রেগী ও তাঁহার স্ত্রী যখন গৃহস্থিত দ্রব্যাদি একত্র করিতেছিলেন; তখন তাঁহারা ভোজনপাত্র প্রভৃতি কিছুই দেখিতে পান নাই। বিশ্বস্ত

খিদ্‌মদ্গার বিপক্ষদিগের আক্রমণের পূর্বেই সমস্ত পাত্রাদি মাটিতে পুঁতিয়া রাখিয়াছিল। যখন বিপদ অতিক্রান্ত হইল, ক্রেগী যখন আবাস-গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, তখন প্রভুভক্ত পরিচারক মাটি হইতে সমস্ত পাত্র উঠাইয়া বিনীতভাবে আপনার প্রভুর নিকট আনিয়া দিল। সেই ঘোর বিপ্লব-সময়ে, বিলুণ্ঠন, বিধ্বংস ও বিপ্লবের শোচনীয়কালে, যখন ইংরেজেরা আপনাদিগের প্রাণ লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, তখন তাঁহাদের সামান্য পরিচারকগণও অটল বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে উদাসীন থাকে নাই। তাহাদের প্রভুভক্তি এইরূপ অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাদের সাধুতা, তাহাদের কর্তব্যপ্রিয়তা, এই সময়ে তাহাদিগকে এইরূপ মহীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছিল। ক্রেগী আবশ্যক দ্রব্যাদি লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যে গৃহে তাঁহারা এক সময়ে শান্তি-সুখ অনুভব করিয়াছিলেন, যে গৃহ এক সময়ে তাঁহাদের শ্রান্তিবিনোদন করিয়াছিল, এখন এই অশান্তির সময়ে তাঁহারা বিষণ্ণহৃদয়ে, কাতরভাবে, সেই গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক ইউরোপীয় কামান-রক্ষকদিগের আবাসক্ষেত্রে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। যে বিশ্বস্ত সৈনিক-পুরুষেরা আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও তাঁহাদিগকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিল, যাহাদের কার্যকারিতায় তাঁহাদের অধ্যুষিত গৃহ দিগন্তব্যাপী সর্বগ্রাসী হুতাশনের সমক্ষেও অক্ষত রহিয়াছিল, তাহারা এখন ইউরোপীয় সৈনিক-নিবাসের অভিমুখে যাইতে সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। তাহারা সাহস ও প্রভুভক্তির একশেষ দেখাইয়াছিল, কিন্তু এখন প্রভুর সহিত সাহসসহকারে ইউরোপীয় সৈনিক-নিবাসে যাইতে তাহাদের আগ্রহ দেখা গেল না। তাহারা ভাবিতেছিল যে, ইউরোপীয়গণের নিকটবর্তী হইলেই তাহারা কারারুদ্ধ হইবে, তাহাদের সাধুতা ও কর্তব্যপ্রিয়তার জন্য পারিতোষিকের পরিবর্তে ইংরেজ হয় তো তাহাদিগকে দুর্বহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে, প্রভুদের প্রাণরক্ষা করিয়া হয় তো এখন তাহারা কর্তৃপক্ষের বিচারে কারাগারের যাতনা ভোগ করিতে থাকিবে। তাহাদের দুশ্চিন্তা এইরূপ বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল, দুশ্চিন্তার আবেগে তাহারা এইরূপ শঙ্কিত হইয়া, ইউরোপীয় সৈন্যের সম্মুখে যাইতে অনিচ্ছা দেখাইতেছিল। ইংরেজ সৈন্য কিরূপ কঠোরতা দেখাইয়া থাকে, ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া কিরূপ অকার্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা তাহাদের বিদিত ছিল; সুতরাং তাহারা সহজে এই অনিষ্টকারী ও ক্রোধোন্মত্ত সৈন্যের সম্মুখে যাইতে সম্মত হইল না। তাহাদের এই দুশ্চিন্তা দূর করিবার জন্য কাপ্তেনকে সবিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ইংরেজের শাসন-নীতিতে জনসাধারণের হৃদয়ে কিরূপ ভয় বদ্ধমূল হইয়াছিল, জনসাধারণ কিরূপ আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া মুহূর্তে মুহূর্তে আপনাদের শোচনীয় পরিণামের বিষয় চিন্তা করিতেছিল, তাহা ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এই শাসন-নীতির দোষেই উপস্থিত বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। ইতিহাসের এই গভীর সত্য স্মৃতিপটে অঙ্কিত রাখা কর্তব্য। ইংরেজ গবর্নমেণ্ট যে কার্যের সূত্রপাত করিতেছিলেন, যে বিচার-প্রণালীর অনুবর্তী হইতেছিলেন, যে শাসন-নীতির পরিচয় দিতেছিলেন, তাহাতে জনসাধারণের সন্দেহ ও আশঙ্কা বদ্ধমূল হইতেছিল। সিপাহীরা গবর্নমেণ্টের দিকে চাহিয়া আশ্বস্ত হয় নাই, গবর্নমেণ্টের কার্যকলাপের পর্যালোচনা করিয়া আত্ম-সুখের প্রত্যাশা করে নাই, তাহাদের চিত্তবৃত্তি

তখন এইরূপ বিকৃত হইয়াছিল। তাহারা কোনো সৎকার্য করিলেও ভাবিত, গবর্নমেণ্ট তাহাদিগকে ঘোর দুর্দশাগ্রস্ত করিবেন। এ সম্বন্ধে একজন ইংরজ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন—'আমরা যে-কোনো বিষয়ে অব্যবস্থিততা বা অধীরতা দেখাইতাম, তাহাতেই তাহারা (সিপাহীরা) মনে করিত, উহার মূলে কোনো গুপ্ত অভিসন্ধি আছে। মিরাটের এই ভয়ঙ্কর রাত্রিতে যে সকল সিপাহী শৃঙ্খলার সহিত আমাদের আদেশ পালন করিয়াছিল, তাহারাও স্পষ্ট প্রকাশ করে যে, সামরিক বিভাগের কর্তৃপক্ষের সদ্বিচার ও কৃতজ্ঞতার উপর তাহাদের কোনোরূপ আস্থা নাই, তাহারা কেবল আপনাদের কাপ্তেনের উপর নির্ভর করিয়াই রহিয়াছে; নচেত তাহারাও যুদ্ধোন্মত্ত সিপাহীদিগের দলে মিশিত।'* ভারতবর্ষীয় সৈনিকসম্প্রদায় গবর্নমেণ্টের কার্যকলাপের কিরূপ বিদ্বেষী হইয়াছিল, কর্তৃপক্ষের উপর কিরূপ আস্থাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা ইহাতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট যদি ধীরতার সীমা অতিক্রম না করিয়া, উদারভাবে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেন, লোকের চিরন্তন স্বত্ব, চিরন্তন বিশ্বাস ও চিরন্তন অনুভূতি সমস্তই পদদলিত না করিয়া যদি আপনাদের বিচার-গৌরবের পরিচয় দিতেন, তাহা হইলে প্রভুভক্ত সৈনিক-পুরুষেরা কখনো তাঁহাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইত না। ইহারা আপনাদের সেনাপতির উপর বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছিল, ঘোরতর বিপত্তিকালেও প্রাণপণ করিয়া সেনাপতির পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল, আপনাদের স্ব-শ্রেণী ও স্বদেশীয়গণের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করিয়াও বিদেশী ইংরেজের জীবন-রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু গবর্নমেণ্টের উপর বিশ্বাস স্থাপনে উন্মুখ হয় নাই। ইহাদের প্রভুভক্তি, ইহাদের বিশ্বাস ও ইহাদের ধীরতা পূর্ণমাত্রায় ছিল, কিন্তু গবর্নমেণ্টের কূট-নীতির বিচিত্র আবর্তে পড়িয়া তৎসমুদয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

এই রাত্রিতে মিরাটের বাজার ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের উত্তেজিত লোকে উন্মত্ত সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কার্যপ্রণালী দেখিয়া, সিপাহীদিগের ন্যায় ইহারাও ইংরেজের বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিল, উত্তেজনার তীব্রস্রোতে ভাসমান হইয়া এই রাত্রিতে ইহারাও ইংরেজের সর্বনাশ-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। ইহাদের এই ভয়ঙ্কর কার্য-সাধনের প্রবৃত্তি কিছুতেই তিরোহিত হয় নাই, ইহারা নরহত্যা, গৃহ-দাহ ও গৃহ-বিলুণ্ঠন পূর্বক মিরাটর সমস্ত ইউরোপীয়-নিবাস অশ্রুতপূর্ব শোচনীয় দৃশ্যের রঙ্গভূমি করিয়া তুলে। সমস্ত রাত্রি মিরাটে এইরূপ ভয়ঙ্কর কাণ্ড হইতে থাকে। ক্রমে ভয়ঙ্কর রাত্রি প্রভাত হয়, উষা অরুণ-রঞ্জিত হইয়া জগতীতল আশ্রয় করে, বৈশাখের প্রচণ্ড সূর্য পূর্বগগন প্রান্তে উদিত হইয়া সমস্ত নগর আলোকিত করিয়া তুলে। পলায়িত ইংরেজেরা সভয়ে ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া আপনাদের আশ্রয়স্থান হইতে বহির্গত হন। এখন তাঁহাদের দুরবস্থার একশেষ হইয়াছিল, তাঁহাদের অধ্যুষিত গৃহ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল, তাঁহাদের আত্মীয়গণের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছিল, তাঁহাদের গৃহস্থিত দ্রব্যাদি বিলুণ্ঠিত বা

* *Mnrtin, Indian Empire, Vol. II, p. 150.*

বিচূর্ণীকৃত হইয়াছিল। তাঁহারা এখন বাহিরে আসিয়া বিষণ্ণবদনে সজলনয়নে এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রমোদ-কানন, বিশ্রাম-ভবন সমস্তই এখন মহাশ্মশানের আকারে পরিণত হইয়াছিল। চারিদিকে ভস্মস্তূপ, মৃতদেহ, বিশৃঙ্খল ও বিক্ষিপ্ত ভগ্ন দ্রব্যাদি ব্যতীত আর কিছুই তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল না। তাঁহারা আত্মীয়গণের গতাসু দেহরত্ন দেখিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন, চির-সঞ্চিত সম্পত্তির বিলয় ও বিধ্বংস দেখিয়া নীরবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রতিহিংসা বর্ধিত হইল, কিন্তু তাঁহারা সেই প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধনে সমর্থ হইলেন না। বিপক্ষগণ স্থানান্তরে গিয়াছিল, বাজার ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোক আপনাদের নির্দিষ্ট স্থানে যাইয়া আপনাদের নির্দিষ্ট কার্যে ব্যাপৃত হইয়াছিল। ইংরেজেরা ইহাদের সন্ধান করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের সৈনিকগণ বিপক্ষদিগের বিধ্বংসসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সমক্ষে সঙ্কল্পসিদ্ধির সুযোগ উপস্থিত হইল না। মিরাটের ইংরেজেরা এখন দিশাহারা ও কর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই আকস্মিক বিপৎপাতে ভয়, উদ্বেগ ও শোকের তীব্র আবেগে তাঁহাদের বুদ্ধির স্থিরতা ছিল না। তাঁহারা উপস্থিত সময়ে বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিবার কোনো চেষ্টা করিলেন না। যখন মিরাটের ইউরোপীয় সৈনিকগণ আপনাদের নিবাসভূমিতে নীরবে দণ্ডায়মান ছিল, বিপক্ষসম্প্রদায় দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছে জানিয়া, যখন তাহারা ক্রমে সেই পথে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, তখন সিপাহীগণ নিরাপদে স্থানান্তরে যাইয়া আত্মরক্ষা করে।

এই সময়ে একজন ইংরেজ সৈনিকপুরুষ প্রদীপ্ত হিংসার তৃপ্তিসাধনে বিমুখ হন নাই। লেফ্টেনেণ্ট মোলার আপনার একজন বন্ধুর স্ত্রীকে বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে গতাসু দেখিয়া হত্যাকারীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তিনি জানিতে পারেন যে, বাজারের একজন কসাই এই নৃশংস কার্য করিয়াছে। মোলার অবিলম্বে বাজারে যাইয়া সেই ব্যক্তিকে ধরিয়া সৈনিক-নিবাসে উপস্থিত হন; মুহূর্তে মধ্যে বিচারের আয়োজন হয়, মুহূর্তে মধ্যে বিচার-কার্য শেষ হইয়া যায় এবং মুহূর্তে মধ্যে হতভাগ্য কসাইর প্রাণশূন্য দেহ নিকটবর্তী একটি আম্রবৃক্ষের শাখায় ঝুলিতে থাকে। সে সময়ে মিরাটের ইংরেজগণ প্রতিহিংসায় যেরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকের প্রাণ এইরূপে নষ্ট হইত। ইহারা যথাসময়ে সজ্জীভূত হইয়া সিপাহীদিগের সহিত সম্মুখযুদ্ধ করিতে পারেন নাই। যখন সিপাহীরা উন্মত্তভাবে ইউরোপীয় সৈনিক-নিবাস আক্রমণ করে, ইউরোপীয়দিগের গৃহ সকল যখন হুতাশনে ভস্মীভূত হইতে থাকে, তখন ইংরেজ সেনাপতি যুদ্ধবেশে ঘটনাস্থলে উপনীত হইয়া শান্তিস্থাপনে সমর্থ হন নাই। অনেক ইংরেজ তখন আপনার প্রাণ লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। ভগ্ন মন্দির, বিজন বৃক্ষ-বাটিকা প্রভৃতি তখন অনেকের আশ্রয়স্থান হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরেজেরা সভয়ে ঐ সকল স্থানে থাকিয়া মুহূর্তে মুহূর্তে আপনাদিগকে প্রনষ্টসর্বস্ব ও হতজীবন বলিয়া মনে করিতেছিলেন। যখন রাত্রি প্রভাত হইল, সিপাহীরা যখন স্থানান্তরে চলিয়া গেল, তখন ইঁহারা বাহিরে আসিয়া আপনাদের বীরত্ব পরাক্রম ও ক্ষমতা দেখাইতে অগ্রসর হইলেন।

বাজারের অনেক দোকানদার, পল্লীবাসী অনেক লোক ইঁহাদের বিষ-নয়নে পতিত হইল। ইঁহারা অনেককেই হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করিয়া ফাঁসি দিতেন অথবা গুলির আঘাতে বিনষ্ট করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সহসা এই কার্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন নাই; সুতরাং হিংসাপর ইংরেজেরা আপনাদের বাসনা পূর্ণ করিবারও সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই।

সিপাহীরা কোম্পানির কার্যকলাপে উত্তেজিত হইয়া ভয়ঙ্কর কাণ্ডের অবতারণা করিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর সময়ে প্রভুভক্ত ভারতবর্ষীয়গণ যেরূপ বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়াছিল, ইতিহাসে তাহার বিবরণ বর্তমান থাকিবে। ইহারা স্বদেশীয়দিগের করাল আক্রমণ হইতে বিপন্ন ইংরেজদিগকে রক্ষা করিতে বিমুখ হয় নাই। ইহাদের সৎকার্যের কথা পূর্বে একবার লিখিত হইয়াছে। উপস্থিত ক্ষেত্রেও দুই-একটির উল্লেখ করা যাইতেছে ঃ—১১ গণিত পদাতিক দলের দুইজন সিপাহী দুইটি ইংরেজ মহিলাকে তাহাদের সন্তানগণের সহিত সাবধানে ইউরোপীয় সৈনিক-নিবাসে লইয়া যায়। একজন মুসলমান কয়েকটি খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীকে আশ্রয় দিয়া তাহাদের প্রাণরক্ষা করে। ইহাতে যে, আপনার প্রাণহানির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, তাহা জানিয়াও আশ্রয়দাতা দয়াপ্রদর্শনে বিমুখ হয় নাই। একটি পরিচারিকা ও একজন ধোপা একটি বিপন্ন ইংরেজ মহিলার সন্তানগুলিকে রক্ষা করে। ইহারা আপনাদের কাপড় দিয়া উক্ত মহিলার মুখ অবগুণ্ঠিত করিয়া, তাহাকেও রক্ষা করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই। একজন আক্রমণকারী ঘোমটা খুলিবামাত্র মহিলাটিকে চিনিতে পারে এবং নিষ্কোষিত তরবারির আঘাতে তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলে। অভাগিনীর সন্তানগুলি কেবল পরিচারিকা ও রজকের সাহায্যে অক্ষতশরীরে থাকে।* মিরাটের ভীষণ কাণ্ডের রঙ্গস্থলেও এইরূপ মাধুর্যময় কোমল দৃশ্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। অতি সামান্য অবস্থার লোকেও এইরূপ মহত্ত্ব ও উদারতা দেখাইয়া বিনশ্বর জগতে অবিনশ্বর কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিল। অপক্ষপাত ইতিহাস কখনো এই পবিত্রতাময়—মধুময় চিত্র আপনার হৃদয় হইতে অপসারিত করিবে না এবং অপক্ষপাত বিচারকও এই পবিত্রতা ও মধুরতার যথোচিত সম্মান করিতে কখনো বিমুখ হইবেন না।

ইংরেজ ঐতিহাসিক ও ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞগণের অনেকে, মিরাটের এই গোলযোগের প্রসঙ্গে সেনাপতি হিউইটের প্রশংসা করেন নাই। যখন সিপাহীরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আপনাদের সহযোগীদিগের শৃঙ্খল-মোচনে অগ্রসর হয়, তখন সেনাপতি হিউইট প্রকৃতপ্রস্তাবে কিছুই করেন নাই। তাঁহার অধীনে অনেকগুলি ইউরোপীয় সৈন্য ও অনেকগুলি কামান ছিল। কিন্তু তিনি এই সমুদয় লইয়া যথাসময়ে বিপক্ষদিগের সম্মুখে উপস্থিত হন নাই। আকস্মিক বিপৎপাতে তিনি অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার কার্য-প্রণালীর কিছুমাত্র স্থিরতা ছিল না**; কেহ আবার

---

* *Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 74.*

** *Holmes, Indian Mutiny, p. 105.*

হিউইটের সঙ্গে ভারতের প্রধান সেনাপতির উপর দোষারোপ করিতেও বিমুখ হন নাই। লর্ড এলেন্‌বরা একদা আপনার বক্তৃতায় কহিয়াছিলেন,—'মিরাটের সিপাহীরা অপরাহ্ণ ৬ টার সময়ে আমাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়। এই সময়ে মিরাটে একদল ইউরোপীয় পদাতিক, একদল অশ্বারোহী ও অনেকগুলি কামান ছিল, তথাপি উন্মত্ত সিপাহীরা নিরাপদে ৩০।৪০ মাইল অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। কেন এরূপ হইল? মিরাটের সৈনিকগণ, যে সেনাপতির অধীন ছিল, সে সেনাপতির বিষয় তাহারা কিছুই জানিত না। কোনো গবর্নমেন্ট এইরূপ সেনাপতিকে সৈন্য পরিচালনায় নিযুক্ত করিয়া সাধুবাদ প্রাপ্ত হন না। এ সময়ে ভারতের প্রধান সেনাপতি কোথায় ছিলেন? তিনি কেন এই সময়ে আপনার সৈনিকগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন না? বিপদ যে, ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিতেছিল তাহা তিনি অবশ্য জানিতেন; এই বিপদ যে, ক্রমে তাঁহার চারিদিকে প্রসারিত হইতেছিল, তাহাও তিনি অবশ্য অবগত ছিলেন; তথাপি তিনি বিপদাক্রান্ত ভূখণ্ড পশ্চাতে ফেলিয়া সুখে শৈল-বিহার করিতে থাকেন। গুরুতর কর্তব্য-ভার যাঁহার হস্তে সমর্পিত আছে, তাঁহার কখনও এরূপ করা উচিত নয়*।'

সিপাহীরা কেন সহসা ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, কেন সহসা নর-শোণিত-স্রোত প্রবাহিত করিয়া আপনাদের সংহারিণী শক্তির পরিচয় দিয়াছিল, তাহার কারণ নির্দেশস্থলে অনেকে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তৃতীয় অশ্বারোহী সৈনিকদলের ৮৫ জন সিপাহীকে কঠোররূপে দণ্ডিত করাতেই, এইরূপ শোচনীয় ঘটনার আবির্ভাব হইয়াছিল। বিলাতের অনেক প্রধান রাজপুরুষও এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভূতপূর্ব সভাপতি কর্নেল স্কাইস্ কহিয়াছেন যে, সন্দেহযুক্ত টোটাগ্রহণে অসম্মতি প্রকাশহেতু যদি মিরাটের ৮৫ জন সিপাহীকে সাধারণ কয়েদীর ন্যায় দুর্বহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া, ১০ বৎসর কাল কঠোর পরিশ্রম করাইবার জন্য, কারাগৃহে রাখা না হইত, তাহা হইলে, সিপাহীরা তাহাদের অফিসরদিগের শোণিতে আপনাদের হস্ত কলঙ্কিত করিত না। স্কাইস সাহেব স্থলান্তরে কহিয়াছেন—'কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে যে মুহূর্তে সিপাহীদিগকে দুর্বহ লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়, সেই মুহূর্তেই সমস্ত সৈন্যের হৃদয়ে তড়িত-প্রবাহের ন্যায় সমবেদনার গতি প্রসারিত হইয়া উঠে। ইহার পূর্বে সিপাহীদিগের মনে সন্দেহ ও সন্ত্রাস জন্মিয়াছিল বটে, কিন্তু সকলে পরস্পর সমবেদনাসূত্রে আবদ্ধ হয় নাই, সকলের অনুভূতি ও সকলের ধারণাও সমান হয় নাই। কিন্তু যখন তাহারা আপনাদের দলের কতকগুলিকে কারাগারে অবরুদ্ধ দেখিল, তখন সকলেই সেই অপমান, সেই শোচনীয় অধঃপতন, আপনাদের বলিয়া ধরিয়া লইল**।' সেনাপতি হিউইট্ এই প্রসঙ্গে নির্দেশ করিয়াছেন যে মিরাটের সিপাহীরা, বোধ হয়, পূর্বে পরস্পর পরামর্শ করিয়া

* *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 154.*

** *Ibid, pp. 153-54.*

ইংরেজদিগকে আক্রমণ করে নাই। একদল সৈন্য তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইবার জন্য অগ্রসর হইতেছে, সহসা এইরূপ জনরব প্রচারিত হওয়াতে তাহাদের চিত্তবৃত্তি বিচলিত হয়। ৬০ গণিত ইউরোপীয় সৈনিকগণ সায়ংকালীন উপাসনার জন্য উপাসনাগৃহে যাইতে কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিল। যখন সিপাহীরা ইহাদিগকে সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সশস্ত্র দণ্ডায়মান দেখিল, তখন তাহাদের বিশ্বাস জন্মিল যে, জনশ্রুতি অমূলক নয়, ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত হইয়াছে, এখন এই সশস্ত্র সৈনিকগণ তাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্র হইতে বিচ্যুত করিবে ; সুতরাং তাহারা কালবিলম্ব না করিয়া উন্মত্তভাবে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইল।* একজন ইংরেজ ঐতিহাসিকও এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন।** কিন্তু উহা সিপাহীদিগেব অভ্যুত্থানের গৌণ কারণ মাত্র। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট দীর্ঘকাল হইতে উপস্থিত বিপ্লবের বীজরোপণ করিয়া আসিতেছিলেন। লর্ড ডালহৌসি যখন পঞ্জাবকেশরীর পঞ্চনদে ব্রিটিশ-পতাকা স্থাপন করেন, তখন হইতেই সিপাহীদিগের হৃদয় আন্দোলিত হইতে থাকে। ইহার পর সিপাহীরা যখন নাগপুর, ঝান্সি, সেতারা, অযোধ্যা—একে একে কোম্পানির অধিকার-ভুক্ত দেখিল, তখন তাহাদের হৃদয় অধিকতর আন্দোলিত হইতে লাগিল। তাহারা ভাবিল, কোম্পানি যেমন কৌশল-সহকারে পররাজ্য গ্রহণ করিতেছেন, তেমনি এক সময়ে কোনো কৌশলে তাহাদের জাতিগত ও সম্প্রদায়গত সম্মান নষ্ট করিতে উদ্যত হইবেন। সময়ের পরিবর্তনে ক্রমে ব্রিটিশ ভারতে অনেক অভিনব বিষয়—অনেক অভিনব পদ্ধতির আবির্ভাব হইতে লাগিল, ইংরেজি শিক্ষার প্রাদুর্ভাবে চিরাচরিত জাতীয় প্রথাও কিয়দংশে শিথিল হইয়া পড়িল ; তখন সিপাহীদের অধীরতা ক্রমে বাড়িয়া উঠিল। তাহাবা সুশিক্ষিত বা পরিণামদর্শী ছিল না, সুতরাং এইরূপ অচিন্তনীয় পরিবর্তনে সন্তুষ্ট হইল না। বরং ইহাতে পূর্ব-সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া, তাহাদের সমক্ষে নানারূপ আশঙ্কার উৎকট দৃশ্য প্রসারিত করিতে লাগিল। তাহারা ভাবিল, ইংরেজ যেরূপে পঞ্জাব প্রভৃতি অধিকার করিয়াছেন, সেইরূপে এখন সাধারণের ধর্মনাশ ও সম্ভ্রমনাশে অগ্রসর হইয়াছেন***। ইহার পর ক্রমে জনসাধারণের অপূর্ব কল্পনায় নানা কথার উৎপত্তি হইতে লাগিল, ক্রমে অপবিত্র টোটা ও অস্পৃশ্য ময়দার কাহিনী তড়িৎবেগে চারিদিকে প্রসারিত হইল। সিপাহীরাও ক্রমে গভীব সন্ত্রাসে জ্ঞানশূন্য হইযা পড়িল। এক সময়ে তাহারা জাতিনাশ ও ধর্মনাশের ভয়ে অস্থির হইত, আর এক সময়ে চির-ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র হইতে বিচ্যুত ও সৈনিকশ্রেণী হইতে নিষ্কাশিত হওয়ার আশঙ্কায় দিশাহারা হইয়া পড়িত। মিবাটের সিপাহীদিগেরও ঠিক এই দশা ঘটিয়াছিল। এই উত্তেজনা ও আশঙ্কার সময়ে সাধারণে প্রচার করে যে,

* *Indian Empire, Vol. II, p. 147.*

** *Kaye, Sepoy War, Vol. II, p.57.*

*** লক্ষ্ণৌতে স্যার হেনরি লরেন্সের সহিত যে জমাদারের কথোপকথন হয়, সেও ঠিক এই মত প্রকাশ করিয়াছিল। এই গ্রন্থের ৬৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

ইউরোপীয় সৈনিকেরা হঠাৎ আসিয়া সিপাহীদের অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইবে, এবং তাহাদের সকলকেই লৌহশৃংখলে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে। এই জনশ্রুতিতে সিপাহীদের আশঙ্কা ও উদ্বেগ বৃদ্ধি হয়, সিপাহীরা প্রত্যেক ইউরোপীয সৈনিকের প্রত্যেক কার্য‘ই আশঙ্কা ও উদ্বেগের সহিত দেখিতে থাকে; সুতরাং তাহারা ৬০ গণিত ইউরোপীয় সৈনিকদিগকে কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠে। তাহারা জনশ্রুতির উপর বিশ্বাস করিয়া ভাবিতে থাকে, এই সৈন্য তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইয়া, তাহাদিগকে ঘোরতর দুর্দশাগ্রস্ত করিবে। ৩ গণিত অশ্বারোহী দলই এই সময়ে সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের ৮৫ জন সঙ্গী সৈনিকশ্রেণী হইতে নিষ্কাশিত হইয়া, কারাগারে সাধারণ কয়েদীর ন্যায় অবস্থিতি করিতেছিল। ইহাতে যুগপৎ ঘৃণা, বিরাগ, লজ্জা ও ক্ষোভে তাহারা উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। বাজারের লোকেও নানাদিক হইতে আসিয়া, ঘৃণা ও বিরাগের সহিত তাহাদের প্রতিহিংসা বর্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল*। এখন ৬০ গণিত সৈনিকদলকে সমবেত দেখিয়াই সেই সকল সৈনিক-পুরুষ ভাবিল যে তাহাদিগকেও ইহাদের হস্তে তাহাদের সহযোগিগণের ন্যায দুর্দশাগ্রস্ত হইতে হইবে। তাহারা পূর্বেই ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের কার্যকলাপ দেখিয়া ভীত হইয়াছিল; এখন ভয়ের আবেগে তাহাদের ধীরতা দূরে হইল। ইউরোপীয় সৈনিকেরা যখন উপাসনা গৃহে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তখন সিপাহীরা অশ্বারূঢ় হইয়া তীরবেগে কারাগারের অভিমুখে ধাবিত হইল। ধূমায়মান বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সেই বহ্নি-শিখায় সমস্ত মিরাট পরিব্যাপ্ত হইল। গবর্নমেণ্টের রাজনীতির গুণে, সিপাহীদিগের মনে যে গভীর আশঙ্কার সূত্রপাত হয়, বসাযুক্ত টোটা, অস্থিচূর্ণ মিশ্রিত ময়দা বা নিরস্ত্রীকরণের কথায় তাহা ঘোরতর বিদ্বেষবুদ্ধিতে পরিণত হইয়া উঠে। পূর্বজাত তুষানল এতদিন অলক্ষ্যভাবে গতি বিস্তার করিতেছিল, টোটা প্রভৃতির কথারূপ বায়ুতে তাহা এখন প্রজ্বলিত হুতাশন হইয়া, ভারতের দিগ্‌দিগন্তে, দেশদেশান্তে আপনার জ্বালাময়ী শিখা প্রসারিত করে।

মিরাটের পর মহানসাগরী দিল্লী যুদ্ধোন্মত্ত সৈনিকদলে আক্রান্ত হয়। দিল্লীর

* এ সম্বন্ধে একজন ইংরেজ কহিয়াছেন যে, লোকের কথায় এই সিপাহীরা অধিকতর উত্তেজিত হয়। বাজারের লোক ইহাদিগকে এইরূপ কহিয়াছিল—‘তোমাদের ভাই সকল এইরূপ খাড়ুতে (অবরুদ্ধ সিপাহীদিগের পায়ের শিকল লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বলা হয়) অলঙ্কৃত হইয়া কারাগারে রহিয়াছে। কিসের জন্য? না, তাহারা আপনাদের ধর্মানুশাসন হইতে স্খলিত হইতে ইচ্ছা করে নাই। আর তোমরা কাপুরুষ, তোমাদের অদৃষ্টে কি হইবে কিছুই ভাবিতেছ না। যদি তোমাদের কিছুমাত্রও মনুষ্যত্ব থাকে, তাহা হইলে এখনি যাও তাহাদিগকে কারাগার হইতে মুক্ত কর।’ *J. C. Wilson, Moradabada Report. Comp. Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 57, note.*

প্রাচীন ইতিহাস অনেক ঘটনাবৈচিত্র্য পরিপূর্ণ। উপস্থিত সময়ে ইতিহাসের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ কথা জনসাধারণের স্মৃতি হইতে অপসারিত হয় নাই। হিন্দু রাজচক্রবর্তী মহাবীর পৃথ্বীরাজের প্রিয় নিকেতন, মোগলসম্রাট পুরুষশ্রেষ্ঠ আকবর সাহের প্রমোদভূমি উপস্থিত সময়েও অতীত গৌরবের নানা কথায় সাধারণের তৃপ্তিসাধন করিতেছিল। কালের কঠোর আক্রমণে দিল্লী পূর্ব গৌরব হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল, পরাক্রান্ত মোগলের বংশধর কালের কঠোর আক্রমণে ক্ষমতাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বিস্তীর্ণ রাজ্য পরহস্তগত হইয়াছিল, তাঁহাব বহুসংখ্যক প্রজা পরের রক্ষণাধীন হইয়া উঠিয়াছিল। যখন সিপাহী-বিপ্লবের সূত্রপাত হয়, তাহার অর্ধ শতাব্দী পূর্ব হইতে দিল্লীর মোগল অধিপতি সম্পত্তিচ্যুত ও ক্ষমতাচ্যুত হইয়া ব্রিটিশ কোম্পানির সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু তাঁহার বংশের পূর্বতন সম্মান ও পূর্বতন প্রভুশক্তির কথা অন্তর্হিত হয় নাই। আকবর শাহ যেরূপ ক্ষমতায় বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া সকলের বরণীয় হইয়াছিলেন, শাহ জঁহা যেরূপ প্রভাবে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিয়া আত্মপ্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, আওরঙ্গজেব ভারতের সর্বত্র আপনার প্রভুত্ব বদ্ধমূল রাখিতে যেরূপ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা তখনও লোকের স্মৃতিপটে জাগরূক ছিল। যদিও এখন মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংস হইয়াছিল, মোগলের বিজয়-পতাকা যদিও এখন ভারতের অনেক স্থান হইতে অপসারিত হইয়াছিল, তথাপি মোগলের ক্ষমতা ও মোগলের গৌরবের নিকট এখন সকলেই মস্তক অবনত করিতেছিল। এই ক্ষমতা ও গৌববের কাহিনী এখন জনশ্রুতিতে পরিণত হইলেও, উহা সাধারণের মনে এরূপ দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, কেহই সেই জনশ্রুতির অবমাননা করিতে সাহসী হয় নাই। ভারতে ব্রিটিশ কোম্পানির ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও, কিছুকাল দিল্লীর মোগল ভূপতির নামে টাকা প্রস্তুত হইয়াছিল। এখন এই ভূপতির অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু অবস্থান্তর প্রাপ্তিতেও তিনি সাধারণের অনাদর বা অশ্রদ্ধার পাত্র হন নাই। হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েই সমভাবে এক সময়ে মোগলের সরকারে প্রধান প্রধান রাজ-কার্যে নিয়োজিত ছিলেন, উভয়েই সমভাবে মোগলের সৈন্যচালনা করিতেন, রাজনৈতিক বিষয়ে মোগলকে সৎপরামর্শ দিতেন এবং মোগলের অধিকৃত প্রদেশে শাসনকর্তার পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আপনাদের ক্ষমতা ও সৎকার্যে গৌরবান্বিত হইয়া উঠিতেন। এখন তাঁহাদের সন্তানগণ দেখিলেন যে, তাঁহাদের সেই ক্ষমতা, সেই প্রাধান্য. সেই প্রভুত্ব—বর্তমান শাসনকর্তাদের রাজনীতির গুণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মোগলের রাজ্যে তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ যে গৌরবে সকলের বরণীয় হইয়াছিলেন, ইংরেজের অধিকারে তাঁহাদের সে গৌরব চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারা ইংরেজরাজ অপেক্ষা বর্তমান মোগল অধিপতিকেই অধিকতর শ্রদ্ধা ও অধিকতর সম্মানের সহিত চাহিয়া দেখিতেন। তাঁহাদের পূর্বপুরুষেরা, যাঁহার পূর্বপুরুষের সমদর্শিতা ও সুরাজনীতির গুণে সেনাপতি, রাজস্ব-মন্ত্রী, সুবাদার প্রভৃতি হইতেন, তাঁহার বর্তমান অধোগতিতেও, তাঁহারা সেই অতীত গৌরবের কথা ভুলিয়া যান নাই। দিল্লীর সুরম্য রাজপ্রাসাদ এখনও শোভাবিকাশ করিতেছিল। হিন্দু ও মুসলমান,

উভয়েই এই রাজপ্রাসাদ দেখিয়া ভাবিতেন যে তাঁহাদের পূর্বপুরুষেরা এক সময়ে এই রাজপ্রাসাদে সমাগত হইয়া রাজানুগ্রহে এবং আপনাদের ক্ষমতা ও প্রাধান্যের মহিমায় গৌরবান্বিত হইতেন, এখন তাঁহাদিগের সেদিন অন্তর্হিত হইয়াছে—সে আশা ও সে বিশ্বাসও সুদূরে অপসারিত হইয়া গিয়াছে। এখন তাঁহারা বর্তমান ভূপতির বিচারে ক্ষমতাচ্যুত, অধিকারচ্যুত ও সম্পত্তিচ্যুত হইয়াছেন।* মোগল সম্রাট তাঁহাদের পিতা বা তাঁহাদের পিতামহগণের প্রতি যে অনুগ্রহ জন্মাইতো বর্তমান ইংরেজ-রাজ তাঁহাদিগকে সে অনুগ্রহে বঞ্চিত করিয়াছেন; সুতরাং দিল্লীর ভূপতি অবনতিগ্রস্ত হইলেও, তাঁহাদের পূর্বতন গৌরব ও পূর্বতন সম্মানের উদ্দীপক ছিলেন। দিল্লী এখন রাজলক্ষ্মী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেও, আপনার পূর্ব-গৌরবে সাধারণের আদরণীয় ছিল। কবি যেমন উহা আপনার কবিত্ব-শক্তির উদ্দীপক ভাবিতেন, শিল্পী যেমন উহা আপনার শিল্পচাতুরীর বিকাশ-ক্ষেত্র বলিয়া মনে করিতেন, ঐতিহাসিক যেমন উহা আত্মগুণ-গরিমার পরিচয়স্থল ভাবিতেন, ভারতের হিন্দু ও মুসলমানগণও তেমনি উহা আত্মসম্মান ও আত্মগৌরবের নিদর্শনভূমি বলিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন।

সিপাহী-বিপ্লবে দিল্লীতে যে সকল ঘটনা উপস্থিত হয়, তৎসমুদয়ের বর্ণনা করিবার পূর্বে, দিল্লীর রাজবংশের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা উচিত। খ্রীঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লর্ড লেক ও লর্ড ওয়েলেসলি দিল্লীর সম্রাট্ শাহ আলমকে পরাক্রান্ত মারাঠাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করেন। এই সময়ে শাহ আলমের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল। তিনি জরাজীর্ণ ও অন্ধ হইয়া দীনভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন।**। মারাঠাদিগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, বৃদ্ধ মোগল সম্রাট্ এখন ইংরেজের হস্তে পড়িলেন। মারাঠাদিগের শেষ আশা নির্মূল হইয়া গেল, ফরাসীরাও দুর্বল হইয়া ভারতবর্ষের অধিকারের আশায় জলাঞ্জলি দিল। সর্বত্র ইংরেজের প্রতাপ ও ইংরেজের প্রাধান্য অব্যাহত রহিল। যাহা হউক, ইংরেজ বাহিরে বৃদ্ধ শাহ আলমের প্রতি কোনোরূপ অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই। ভারতের গবর্নর জেনেরলগণ, শাহ আলমের সমাদর করিতেন। কিন্তু সমাদর, সম্মান প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ বণিক কোম্পানি আপনাদের স্বার্থসাধনে উদাসীন থাকেন নাই। তাঁহারা শাহ আলমকে বিমুক্ত করিয়া, আপনাদের অধিকার বৃদ্ধি করেন, শাহ আলমের বিজিত রাজ্য কোম্পানির অধিকার-

* *Martin, Indian Empire, Vol II, p. 156.*

** লর্ড লেকের সহিত বৃদ্ধ শাহ আলমের সাক্ষাৎকারের বিষয় সরকারী কাগজপত্রে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে,—শাহ জহাঁর নির্মিত সুরম্য রাজপ্রাসাদে প্রধান সেনাপতি মোগল ভূপতির সমক্ষে উপনীত হন। ভূপতি অতি বৃদ্ধ ও অন্ধ হইয়াছিলেন। নানা দুর্ঘটনায় এই সময়ে তাঁহার অবস্থা সাতিশয় শোচনীয় হইয়াছিল। আপনার প্রাধান্য ও ক্ষমতা অন্তর্হিত হওয়াতে ভগ্নচিত্ত হইয়া, বৃদ্ধ ও অন্ধ ভূপতি প্রাসাদে একখানি সামান্য আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। সে সময়ে তাঁহার অবস্থা নিরতিশয় দীনভাবের পরিচয় দিতেছিল। —*Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 3, note.*

ভুক্ত হয়। দিল্লীর যুদ্ধে লর্ড লেক্ যখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের পরাক্রম খর্ব করিয়া, শাহ আলমের নিকট উপনীত হন, তখন তিনি মারাঠাগণ অপেক্ষা অধিকতর উদারতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। মারাঠাগণ শাহ্ আলমের ভরণপোষণার্থ যে সম্পত্তি বা বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দেন, লর্ড লেক্ তাহা কিছুই বাড়াইয়া দিতে সমর্থ হন নাই।

ইংরেজ কোম্পানি এইরূপে বৃদ্ধ শাহ আলমকে আপনাদের সম্পূর্ণ আয়ত্ত রাখিলেন। শাহ আলম্ এতদিন সমগ্র ভারতের সম্রাট্ বলিয়া সম্মানিত হইতেছিলেন, এখন সেই সম্রাটের প্রভুত্ব ও আধিপত্য সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। দিল্লীর অধিপতি এখন আপনার ও আত্মীয়-স্বজনের ভরণপোষণ জন্য বার্ষিক কিছু অধিক ১০ লক্ষ টাকা বৃত্তি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পরাক্রান্ত তৈমুরবংশের এইরূপে অধঃপতন হইল। সমগ্র ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট্, অপরিসীম প্রভুশক্তির অদ্বিতীয় অবলম্বন এইরূপে আপনার অসীম প্রভুত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া, ইংরেজ কোম্পানির নির্দিষ্ট বৃত্তিভোগ করিতে লাগিলেন। এই শোচনীয় অবস্থাতেও বৃদ্ধ শাহ আলম্ ধীরতায় ও আত্ম-সন্তোষে বিসর্জন দেন নাই। মোগল সম্রাট্গণের অনেকে ভাবুক ছিলেন, অনেকের রসময়ী লেখনী হইতে কবিত্বময়ী কোমল কথা নিঃসৃত হইত। বর্ষীয়ান্ অন্ধ শাহ আলম্ দুঃখদারিদ্র্যের চরম সীমায় পতিত হইয়াও আপনার ভাবুকতার পরিচয় দিয়াছেন। পার্থিব বৈভব ও পার্থিব গৌরব হইতে বিচ্যুত হইয়া এখন তিনি অপার্থিব বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। দীনতা ও হীনতার আবেগে সন্তাড়িত হইলেও এখন তিনি উচ্চতর মহান্ভাবে বিভোর হইয়া আপনার কবিত্বশক্তির পূর্ণ বিকাশ দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। বৃদ্ধ সম্রাট্ এই অবস্থায় কহিয়াছেন—'দুর্দশার প্রবল ঝটিকা উঠিয়া আমাকে পর্যুদস্ত করিয়াছে। উহা আমার সমস্ত গৌরব অনন্ত বায়ু-রাশির মধ্যে ছড়াইয়া দিয়াছে এবং আমার রত্ন-সিংহাসন অপসারিত করিয়া ফেলিয়াছে। গাঢ় অন্ধকারের গভীর গহ্বরে নিমগ্ন হইলেও, আমি এক সময়ে দুর্দশায় পবিত্র এবং সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের দয়ায় উজ্জ্বলতর হইয়া এই কষ্টময়—এই অন্ধকারময় স্থান হইতে উঠিতে পারিব*। বৃদ্ধ ভূপতি এইরূপে আপনার কবিত্বে আপনি সন্তৃপ্ত থাকিতেন, করুণ-রস-পূর্ণ গাথা রচনা করিয়া আপনিই আপনার চিত্ত-বিনোদন করিতেন, এবং উচ্চতর মহান্ভাবে বিভোর হইয়া আপনিই ঘোরতর দারিদ্র্য-দুঃখ, নৈরাশ্য ও বিষাদের কঠোর জ্বালা ভুলিতেন।

শাহ আলম্ দারিদ্র্যগ্রস্ত ও আধিপত্যশূন্য হইলেও, আপনার বংশোচিত উপাধি হইতে বিচ্যুত হন নাই। তাঁহার সম্রাট্ উপাধি এ সময়েও অসীম শক্তির অবলম্বন ছিল, দিল্লীর সম্রাটের নামে, এ সময়েও লোকের ভক্তি ও শ্রদ্ধা উদ্দীপিত হইয়া উঠিত। শাহ আলম্ সম্পত্তিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু জনসাধারণের সম্মান হইতে স্খলিত হন নাই। এই সময়ে লর্ড ওয়েলেস্লি ভাবিলেন যে, এই অধঃপতিত ভূপতি যদি আপনার

* *Martin, Indian Empire, Vol II, p. 456.*

পূর্বপুরুষগণের মনোহর প্রাসাদে অবস্থিতি করেন, তাঁহার চারিপার্শ্বে যদি তদীয় প্রভুভক্ত লোক থাকে, তাহা হইলে, এক সময়ে হয়তো, তাঁহার কোনো উত্তরাধিকারী প্রনষ্ট রাজত্বের ভগ্নাংশের উপর স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিবেন। ইহাতে এক সময়ে হয়তো, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টকে বিব্রত হইতে হইবে। এজন্য তিনি শাহ আলম্ ও তাঁহার সহচরবর্গকে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু স্থানান্তরিত হওয়ার সংবাদে বৃদ্ধ সম্রাট্ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। এই গভীর সন্ত্রাস ক্রমে তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে প্রসারিত হইল। পরিবারের যুবক-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ, আত্মীয়-স্বজন, সহচর-অনুচর—সকলেই সমভাবে ভীত হইয়া উঠিল; সুতরাং লর্ড ওয়েলেস্লি বৃদ্ধ ভূপতিকে আর অধিকতর অবনতির ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি এই ভাবিয়া শাহ আলম্কে দিল্লীর রাজপ্রাসাদে রাখিতে সম্মত হইলেন যে, ভবিষ্যতে যখন তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ আপনাদের পূর্বতন গৌরবের কথা ভুলিতে থাকিবেন, নির্ধারিত বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া যখন তাঁহারা সামান্যভাবে আমোদ-প্রমোদে কালাতিপাত করিবেন, তখন তাঁহাদিগকে সহজে স্থানান্তরিত করা যাইবে।

খ্রীঃ ১৮০৬ অব্দের ডিসেম্বর মাসে শাহ আলমের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। তদীয় পুত্র আকবর শাহ তাঁহার উত্তরাধিকারী হন! তিনি ইংরেজ কোম্পানি হইতে আপনার নির্দিষ্ট বৃত্তি গ্রহণ করিতে থাকেন এবং নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে শাহ আলমের ন্যায় আপনার সর্বতোমুখী প্রভুতার পরিচয় দেন। ভারতের হিন্দুগণ ও মুসলমান-সম্প্রদায় এ সময়েও শাহ আলমের উত্তরাধিকারীকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত চাহিয়া দেখিত, চির-প্রসিদ্ধ মোগল-বংশের প্রধান পুরুষ ভাবিয়া এ সময়ও লোকে ভারতের প্রধান সম্রাট বলিয়া তাঁহার অভিনন্দন করিত। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভূপতিগণ তাঁহার নিকট হইতে সনন্দ গ্রহণ করিতেন। এই সকল ভূপতির সিংহাসনে অধিরোহণ সময়ে আকবর শাহ সকলকে খেলাত দিয়া আপনার একাধিপত্যের নিদর্শন দেখাইতেন। যখন অভিনব গবর্নর জেনেরল এ দেশে উপস্থিত হইতেন, তখনও দিল্লীর অধিপতি, সময়ে সময়ে এই একাধিপত্যের পরিচয়সূচক তাঁহার নিকট খেলাত পাঠাইয়া দিতেন; খ্রী ১৮২৭ অব্দ পর্যন্ত ইংরেজ কোম্পানি তাঁহার অনুজ্ঞা ও তাঁহার স্বাক্ষরিত ফর্মান ব্যতীত কোনো নূতন প্রদেশ অধিকার করিতে পারিতেন না।* দিল্লীর ইংরেজ রেসিডেণ্টও পাদুকা লইয়া তাঁহার নিকটে গর্বিতভাবে উপস্থিত হইতে সাহসী হইতেন না। যে ইংরেজ কোম্পানি তাঁহার পিতাকে আপনাদের নির্দিষ্ট বৃত্তিভোগী করিয়াছিলেন, সেই কোম্পানির প্রতিনিধি যখন তাঁহার সমক্ষে আসিতেন, তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে কোনোও কথা কহিতে পারিতেন না, কোনোরূপ গর্ব বা প্রভুত্বের পরিচয় দিতে সাহস পাইতেন না। তিনি নিঃশব্দে নগ্নপদে দূর হইতে অভিবাদন করিতে করিতে তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেন। রাজপ্রাসাদে ইংরেজ কাপ্তেন যদি সম্রাট-কর্তৃক আহূত হইতেন, তাহা হইলে তিনি রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে জুতা পায়ে দিয়া বা ছাতা লইয়া আসিতে

* *Ball, History of the Indian Mutiny, Vol. I, p. 454.*

পারিতেন না।* দীনতা ও পরাধীনতার শোচনীয় সময়েও মহাপরাক্রান্ত তৈমুরের বংশধরের এইরূপ সম্মান ও এইরূপ গৌরব ছিল। এইরূপ গৌরব ও সম্মানে উন্নত হইয়া আকবর শাহ জনসাধারণের মনে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইংরেজ কোম্পানি তাঁহাকে বৃত্তিভোগী করিলেও তাঁহার রাজকীয় সম্মানের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই। এ পর্যন্ত মোগল সম্রাটের নামে মুদ্রা অঙ্কিত হইতেছিল। জনসাধারণ এ পর্যন্ত এই মুদ্রায় মোগল সম্রাটের অসাধারণ প্রভু-শক্তির নিদর্শন দেখিয়া সুখানুভব করিতেছিল।

সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। ইংরেজ কোম্পানি ধীরে ধীরে আপনাদের আধিপত্য বদ্ধমূল করিতে লাগিলেন। মারাঠাদিগের পরাজয়ে ও ফরাসীদিগের ক্ষমতানাশে ইংরেজের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রহিল। যাঁহারা এক সময়ে বাণিজ্য-সংক্রান্ত ক্ষতি-লাভ গণনার জন্য ভারতে পদার্পণ করিয়াছেন, ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত যাঁহাদের অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, সময়ের পরিবর্তনে এখন তাঁহারা ভারতের অনেক স্থলে আপনাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এখন ইংরেজের অন্তঃশত্রু নির্জিত হইল, বহিঃশত্রু আক্রমণেরও কোনো ভয় রহিল না। সুতরাং এখন হইতে কোম্পানি আপনাদের প্রাধান্যের পরিচয় দিতে অগ্রসর হইলেন। দিল্লীর মোগল সম্রাটের উপরেই সর্বপ্রথম তাঁহাদের দৃষ্টি নিপতিত হইল। মোগল সম্রাট এতদিন আপনার বংশোচিত প্রাধান্য দেখাইয়া আসিতেছিলেন, এতদিন তাঁহার নামে টাকা প্রস্তুত হইতেছিল; তাঁহার নামে খেলাত প্রদত্ত হইতেছিল, তাঁহার নামে ফর্মান বাহির হইতেছিল, তাঁহার নামে নজর দেওয়া হইতেছিল ; প্রাধান্যের এই সকল নিদর্শন, আনুগত্য স্বীকারের এই সকল প্রথা ইংরেজের সহ্য হইল না। ইংরেজ সময় পাইয়া এখন এই নিদর্শন তুলিয়া ফেলিতে এবং এই প্রথার গতিরোধ করিতে উদ্যত হইলেন। পূর্বে সম্রাটের অনুমতি ব্যতীত ইংরেজ কোম্পানি কোনো প্রদেশে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিতেন না, কোনো নূতন স্থান অধিকার করিতে হইলেই বাদশাহের ফর্মান গ্রহণ করিতে হইত। লর্ড আমহার্স্ট খ্রীঃ ১৮২৭ অব্দে সম্রাটের নিকট এইরূপ আনুগত্য স্বীকার করিতে অসম্মত হন। তিনি বৃদ্ধ আকবর শাহকে অতিরিক্ত ৫ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহাকে এই অঙ্গীকারপাশে আবদ্ধ করেন যে, অতঃপর কোম্পানি যখন কোনো স্থান অধিকার করিবেন, তখন তাঁহাদিগকে আর দিল্লীশ্বরের অনুমতি বা ফর্মানের প্রতীক্ষা করিতে হইবে না।** এইরূপে আরও অনেক বিষয়ে কোম্পানি আপনাদের সুবিধা করেন। কোম্পানি দিল্লীর সম্রাট-পত্নী ও সম্রাটের উত্তরাধিকারীকে নজর দিতেন। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভূপতিগণ এ অংশে যে প্রথার অনুসরণ করিতেন, ইংরেজ কোম্পানি

* *Russell's Letter, Times, August, 20th. 1858. Comp. Russell, My Diary in India. Vol. II, p 66. Martin. Indian Empire, Vol, II, p. 457.*

** *Ball, Indian Mutiny, Vol. I, p. 454,*

তাহার অণুমাত্রও ব্যতিক্রম করিতে সাহসী হইতেন না। খ্রীঃ ১৮২২ অব্দে কোম্পানি প্রথমে এই প্রথার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া আপনাদের স্বাধীনতার পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হন। খ্রীঃ ১৮২২ অব্দে কোম্পানির প্রধান সেনাপতির নজর দেওয়া বন্ধ হয়। দিল্লীর রেসিডেণ্ট কোম্পানির প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া যে নজর দিতেন ১৮২৭ অব্দে তাহাও বন্ধ হইয়া যায়। বৎসরের-পর-বৎসরের পরিবর্তনেও ইংরেজ কোম্পানির এইরূপ স্বাধীন-ভাবের গতিরোধ হইল না; তাঁহারা এক বৎসরের পর আর এক বৎসরে আত্ম-প্রাধান্যের পরিচয় দিতে লাগিলেন। খ্রীঃ ১৮৩৬ অব্দে ইংরেজ অফিসারদিগের নজর দেওয়া বন্ধ হইল। ইহার পর সম্রাট-পত্নীকে যে নজর দেওয়া হইত, তাহাও উঠিয়া গেল। এই আনুগত্য ও অধীনতার স্বীকারের পরিবর্তে কোম্পানি দিল্লীশ্বরকে বার্ষিক দশ হাজার টাকা দিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার প্রভুশক্তির দুর্গতির শেষ হইল না। ইংরেজ কোম্পানি আরও অনেকরূপে তাঁহার অবমাননা ও লাঞ্ছনা করিতে লাগিলেন। ভূপতি দিল্লীব বাহিরে আসিতে পারিতেন না। দিল্লীর রাজকুমারদিগের জন্য সম্মান-সূচক তোপধ্বনিও হইত না। রাজকুমারগণ রাজকীয় সম্মানের সহিত দিল্লী হইতে কোনো স্থানে যাইতে পারিতেন না।* এইরূপে সম্রাট-শ্রেষ্ঠ আকবরের গৌরবান্বিত বংশের প্রতি অগৌরব ও অসম্মান প্রদর্শিত হইতে লাগিল। দিল্লীর অধিপতি ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ এইরূপে প্রভুত্ব ও প্রাধান্যের সর্বপ্রকার চিহ্ন হইতে বঞ্চিত হইয়া কয়েদীর ন্যায় দিল্লীর প্রাসাদে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বৎসরের-পর-বৎসরে ইংরেজ কোম্পানি এক-একটি করিয়া দিল্লীর রাজলক্ষণের উচ্ছেদ করিতে লাগিলেন। অবশেষে দিল্লীর প্রধান রাজলক্ষণ স্খলিত হইল। যে প্রচলিত টাকা সর্বত্র দিল্লীশ্বরের প্রভাব বিকাশ করিতেছিল, তাহার রূপান্তর ঘটিল। খ্রীঃ ১৮৩৫ অব্দে দিল্লীশ্বরের নামাঙ্কিত মুদ্রার পরিবর্তে ভারতবর্ষে কোম্পানির মুদ্রা চলিতে লাগিল।** দিল্লীর মোগল-বংশের প্রধান পুরুষ সমুদয় রাজচিহ্ন হইতে বিচ্যুত হইয়া সামান্য লোকেব ন্যায় কোম্পানির বৃত্তিভোগ করিতে লাগিলেন। যাঁহার পূর্বপুরুষগণ এক সময়ে কোম্পানির বণিকদিগকে ভারতবর্ষে আশ্রয় দিয়াছিলেন, যাঁহার পূর্বপুরুষের সৌজন্যে বণিক কোম্পানি বাংলায় আপনাদের ব্যবসায় চালাইবার সুবিধা পাইয়াছিলেন এবং যাঁহার পিতা বণিক কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি দিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন, তিনিই এখন সেই বণিক কোম্পানির বিচারে, সেই বণিক কোম্পানির কৃতজ্ঞতায় এইরূপ ক্ষমতাশূন্য, প্রভুত্বশূন্য ও রাজলক্ষণশূন্য হইয়া পড়িলেন।

ইংরেজ কোম্পানী ত্রিশ বৎসরের মধ্যে মহিমান্বিত আকবরের বংশের এই দুরবস্থা ঘটাইলেন। ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যেন কোনো অভাবনীয় শক্তিতে মোগল-বংশের গৌরবসূর্য আকাশতল হইতে অন্তর্হিত হইল। ইংরেজ কোম্পানি আপনাদের স্বার্থসাধন ও প্রভুত্ব সংরক্ষণের উদ্দেশে এইরূপ করিলেন বটে, কিন্তু দিল্লীর রাজবংশ

* *Russell's letter, Times, August 20th. 1858. Comp. Diary in India, Vol. II, pp. 63-64. Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 459.*

** *Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 9, note.*

ও জনসাধারণের স্মৃতিতে যে চিত্র বিরাজ করিতেছিল, তাহার অপসারণে সমর্থ হইলেন না। এখনও দিল্লীর রাজপ্রাসাদ সাধারণের সমক্ষে অপূর্ব শোভাবিকাশ করিতেছিল। শাহ জঁহা যেখানে আপনার ভুবনবিখ্যাত রত্নসিংহাসন স্থাপন করিয়াছিলেন, আওরঙ্গজেব যেখানে 'জগজ্জয়ী' উপাধি পরিগ্রহ করিয়া শাসনদণ্ড অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা আজ পর্যন্ত সাধারণের মনে পূর্বতন মহত্ত্ব ও গৌরবের কাহিনী বদ্ধমূল রাখিয়াছিল। ইংরেজ কোম্পানি এই মহত্ত ও গৌরব-কাহিনীর ধ্বংস করিতে পারিলেন না। তাঁহারা যতই কঠোরতার পরিচয় দিতে লাগিলেন, আত্মপ্রাধান্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে যতই রাজনীতির নিদর্শন দেখাইতে লাগিলেন, ততই সাধারণের স্মৃতিতে সেই পুরাতন কথা নবীনভাবে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। সাধারণে দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত সমগ্র ভারতের অদ্বিতীয় অধিপতির শোচনীয় পরিণাম চাহিয়া দেখিল এবং দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত আকবর ও শাহ জঁহার কীর্তি-কলাপ স্মরণ করিয়া গভীর দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিল।

খ্রীঃ ১৮৩৭ অব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর ৮২ বৎসর বয়সে আকবর শাহ লোকান্তরিত হন। তদীয় পুত্র আবুল মুজঃফর সুরজউদ্দিন মহম্মদ বাহাদুর শাহ পাতশাহ উপাধি ধারণ পূর্বক দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করেন। তিনি ইতিহাসে সচরাচর বাহাদুর শাহ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বাহাদুর শাহ ধীর, শান্ত, কবিতাপ্রিয় ও স্বয়ং কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি বার্ষিক বৃত্তি বাড়াইয়া দিবার নিমিত্ত কোম্পানিকে সবিশেষ অনুরোধ করেন। বাহাদুর শাহের পক্ষে এই আপত্তি নূতন উপস্থিত হয় নাই। কোম্পানি যে বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে সমস্ত পোষ্যবর্গের ব্যয় নির্বাহ হইত না বলিয়া আকবর শাহ উক্ত বৃত্তি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি খ্রীঃ ১৮৩০ অব্দে বিলাতে ডিরেক্টরদিগের নিকটে একজন দূত পাঠাইয়া দেন। ডিরেক্টর-সভা ইহাতে এই প্রস্তাব করেন যে, তাঁহাদের উপর এখন দিল্লীর ভূপতির যে কিছু ক্ষমতা, বা যে কিছু অধিকার আছে, তাহা যদি ভূপতি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে, তাঁহারা বার্ষিক অতিরিক্ত ৩ লক্ষ টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু আকবর শাহ ডিরেক্টর-সভার এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। আপনার যে-কিছু সম্মান ও গৌরব অবশিষ্ট আছে, বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকার বিনিময়ে তাহা ছাড়িয়া দিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। তিনি এই বলিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করেন যে, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত যে সন্ধি হয়, তদনুসারে কোম্পানি তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ জন্য যথোপযুক্ত বৃত্তি দিতে ধর্মতঃ ও ন্যায়তঃ বাধ্য আছেন। কিন্তু তাঁহার এই কাতরোক্তিতে সে সময়ে কোনো ফল হয় নাই। এখন বাহাদুর শাহ ডিরেক্টরদিগের নিকটে আবার সেই আপত্তি উপস্থিত করেন। তাঁহার পিতা এ সম্বন্ধে যে যুক্তি দেখাইয়াছিলেন, তিনিও সেই যুক্তির অবলম্বন করিয়া কহেন যে, কোম্পানি এখন যে বৃত্তি দিতেছেন, তাহাতে তাঁহার বহুসংখ্যক পরিবারের ভরণ-পোষণ কিছুতেই নির্বাহ হইতেছে না। ১৮৩০ অব্দে যখন কোম্পানি দিল্লীশ্বরের প্রভুশক্তি সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য অতিরিক্ত ৩ লক্ষ টাকা

দিবার প্রস্তাব করেন, তখন তাঁহারা স্বীকার করিয়াছিলেন যে, দিল্লীর অধিপতিকে এখন যে টাকা দেওয়া যাইতেছে, তাহা অতি সামান্য। দিল্লীর রাজবংশ অতি বিস্তৃত, সুতরাং সকলের ভরণ-পোষণ জন্য ঋণ করিতে হইতেছে, এবং সকলে ক্রমে দারিদ্র্যকষ্টের একশেষ ভুগিতেছেন*। কোম্পানি মুখে এইরূপ সৌজন্য দেখাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কার্যে সে সৌজন্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। দিল্লীশ্বরের হস্তে তখন যে নামমাত্র ক্ষমতাটুকু ছিল, তাহাতেই তাঁহাদের অসুবিধা ভোগ হইয়াছিল। সে স্তিমিত দীপশিখা মুহূর্তে মুহূর্তে নির্বাণপ্রায় হইতেছিল, তাহা এখন ঘোর অন্ধকারে পরিণত করিতেই ইংরেজ কোম্পানি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা দিল্লীশ্বরের নামমাত্র সামান্য অধিকারের উচ্ছেদ করিবার প্রস্তাব করিয়া আপনাদের পরশ্রীকাতরতা দেখাইতে সঙ্কুচিত হন নাই। বাহাদুর শাহ আপনার বৃত্তি বাড়াইবার যে প্রস্তাব করেন, সাধারণের অর্থের অপব্যয় হইবে বলিয়া লেপ্টেনেন্ট গভর্নর প্রথমে সে প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন নাই। এই সময়ে লর্ড অক্‌ল্যান্ড্ ভারতবর্ষের গভর্নর জেনেরলের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাহাদুর শাহের প্রস্তাব তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তিনি এই মত প্রকাশ করিলেন যে, বাহাদুর শাহ যদি পূর্বপ্রস্তাবে সম্মত হন, তাহা হইলে তিনি বৃত্তি বাড়াইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু বাহাদুর শাহ, তাঁহার পিতার ন্যায় তেজস্বী ছিলেন, সুতরাং তিনি আত্মগৌরবের ক্ষতি করিতে সম্মত হইলেন না। যখন গবর্নর জেনেরলের নিকট তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল, তখন তিনি অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য বিলাতে একজন বিশ্বস্ত এজেন্ট দ্বারা আবেদন করিতে ইচ্ছা করিলেন।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, আকবর শাহ আপনার নির্ধারিত বৃত্তি বাড়াইবার প্রস্তাব করিয়া বিলাতে একজন দূত পাঠাইয়াছিলেন। এই দূত বঙ্গের চিরপ্রসিদ্ধ, চিরস্মরণীয়, প্রধান পুরুষ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। আকবর শাহ ইঁহাকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করিয়া ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু এই রাজকীয় সম্মান না পাইলেও প্রসিদ্ধ দূতের কোনোরূপ অবমাননা হইত না। রামমোহন যে অলোক-সাধারণ মহত্ত্ব ও উদারতায় অলংকৃত ছিলেন, যে ভূয়োদর্শিতায় তাঁহার হৃদয় উন্নত হইয়াছিল, সেই মহত্ত্ব, উদারতা ও ভূয়োদর্শিতার বলেই তিনি সমগ্র সভ্যসমাজের সম্মানের পাত্র হইয়াছিলেন। আজ পর্যন্ত তাঁহার নাম সাদরে পরিগৃহীত হইতেছে, আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সমগ্র শিক্ষিত-সম্প্রদায় তাঁহার প্রতি ভক্তি ও প্রীতি প্রকাশ করিতেছেন। রাজা রামমোহন ইংলণ্ডে যাইয়া আপনার অসাধারণ প্রতিভায় সকলকে চমকিত করিয়া তুলিলেন, কিন্তু যে কর্তব্যভার তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল, ডিরেক্টর-সভার বিচারগুণে তাহার কিছুই হইল না। অভিজ্ঞ দূত ডিরেক্টরদিগের নিকট মোগল ভূপতির বৃত্তি বাড়াইবার আবেদন করিলেন, নানা যুক্তি দেখাইয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন, কিন্তু ডিরেক্টরেরা কোনো কথায় কর্ণপাত করিলেন না। রাজা রামমোহনের প্রয়াস বিফল হইল। কোম্পানির কঠোরতায়

* *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 450.*

ও কোম্পানির স্বার্থপরতায় বৃদ্ধ মোগল ভূপতির শেষআশা নির্মূল হইয়া গেল। বাহাদুর শাহ যখন দেখিলেন যে, তাঁহার পিতার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না, তখন তিনি একজন ইংরেজ দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার আশা ছিল যে, বিলাতের কর্তৃপক্ষ অবশ্য তাঁহার আবেদনে কর্ণপাত করিবেন, অবশ্য তাঁহার ন্যায্য প্রার্থনা পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইবেন। এইরূপ আশা করিয়া, তিনি একজন সুবক্তা ও সমদর্শী ইংরেজের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন।

জর্জ টমসন্ নামক একজন ইংরেজ এই সময়ে আপনার উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতায় ইউরোপে সবিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিগৃহীত লোকের স্বার্থরক্ষার জন্য যেরূপ যত্ন করিতেছিলেন, তাহাতে অনেকেই তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। জর্জ টমসন্ ভারতবর্ষে আসিলে বাহাদুর শাহ তাঁহাকে দিল্লীতে আনিয়া, আপনার অভীষ্ট কার্যসাধনে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁহার অনেকগুলি অভিযোগ ছিল। পূর্বে কোম্পানির কর্মচারিগণ তাঁহাকে নজর দিতেন। লর্ড এলেন্‌বরার আদেশে উহা রহিত হয়*। ইহার পর গবর্নমেণ্ট তাঁহার বৃত্তি বাড়াইয়া

লর্ড এলেনবরার সেক্রেটারিগণ এক সময়ে তাঁহাকে না জানাইয়া দিল্লীর মোগল অধিপতি বাহাদুর শাহকে নজর দিয়াছিলেন। এই বিষয় যখন গবর্নর জেনেরলের গোচর হয়, তখন তিনি সাতিশয় বিস্মিত হন এবং ঘৃণার সহিত এই নজরদানরূপ-প্রথা রহিত করেন। অন্যতম সেক্রেটারি উইলিয়ম এড্‌ওয়ার্ডস সাহেব এইভাবে উক্ত নজর দেওয়ার বিবরণের বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—'গবর্নর জেনেরল দিল্লীতে উপস্থিত হইলে গবর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে কয়েকজন কর্মচারী পূর্বে সম্রাট্ সকাশে উপনীত হইয়া, তাঁহার শারীরিক কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিতেন। এই সময়ে তাঁহাদের সকলকেই নজরস্বরূপ নির্দিষ্ট-সংখ্যক মোহর দিতে হইত। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের উপর যে মোগল সম্রাটের আধিপত্য আছে, এবং ভারতবর্ষে গবর্নমেণ্টের যে সমস্ত অধিকার রহিয়াছে, তৎসমুদয় যে, সম্রাটের করদ রাজ্যের মধ্যে পরিগণিত, এই নজর দেওয়াতেই তাহার স্বীকার করা হইত। এই প্রথা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। ইহার বিরুদ্ধে কোনোরূপ আপত্তি উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং গবর্নর জেনেরলকে না জানাইয়া আমি, টমসন্ সাহেব ও কর্নেল ব্রডফুটের সহিত হাতিতে চড়িয়া, দিল্লীর রাজপ্রাসাদে যাত্রা করিলাম। আমাদের সকলের হাতেই এক একটি রেশমের ব্যাগ ছিল। সম্রাট্‌কে নজর দেওয়ার জন্য আমরা এই সমস্ত ব্যাগ মোহরে পূর্ণ করিয়াছিলাম। আমাদের সকলেরই পাদুকা পরিত্যাগ করার প্রয়োজন হইয়াছিল, যেহেতু ভারতবর্ষে সকল সময়েই এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে, অধীন কর্মচারীকে তাহার প্রভুর নিকট যাইতে হইলে, পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। উপস্থিত সময়ে আমরা আমাদের পাদুকা কাশ্মীর কাপড়ের খণ্ডে আচ্ছাদিত করিয়া, সম্রাট্ সকাশে উপস্থিত হওয়ার বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। আমরা এইভাবে ধীরে ধীরে "দেওয়ানিখাসে" উপনীত হইলাম। সম্রাট্ সিংহাসনে

দিতে অসম্মত হন। তিনি আত্মসম্মান ও আত্মগৌরবের ক্ষতি করিতে প্রস্তুত নহেন, সুতরাং তিনি আপনার চিরন্তন অধিকার পরিত্যাগ করিয়া গবর্নমেণ্টের প্রতিশ্রুত বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা গ্রহণে সম্মত হন নাই। এখন আপনার যে-কিছু সম্মান ও অধিকার আছে, তাহা অব্যাহত রাখিয়া ডিরেক্টর-সভা যাহাতে তাঁহার বৃত্তি

উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার বয়স ৭০ বৎসরের অধিক বোধ হইল। বয়সের আধিক্যে তিনি দুর্বল ও কৃশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমরা সিংহাসনের নিকট উপনীত হইয়া, সম্মানের সহিত অভিবাদন করিলাম, এবং আমাদের হাতে যে মোহরপূর্ণ ব্যাগ ছিল, একে একে তাহা সমর্পণ করিয়া অতি বিনীতভাবে সম্রাটের কুশল-জিজ্ঞাসা করিলাম। যে অধিপতিগণ অপ্রতিহতপ্রভাবে এক সময়ে এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, আমি যখন সেই অধিপতিদিগের উত্তরাধিকারীর নিকট ধীরে ধীরে উপনীত হইয়া, নজর সমর্পণ করি, তখন আমার মনে যুগপৎ ভক্তি ও ভয়ের আবির্ভাব হইয়াছিল। তৈমুর বংশীয় ভূপতির নিকটে এই শেষবার ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে নজর সমর্পিত হয়। সম্রাট নজর গ্রহণ পূর্বক আমাদিগকে খেলাত প্রদান করিতে আদেশ দিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল। আমরা খেলাত ধারণ করিলাম। মোগলাই পাগড়ি আমাদের মাথায় বাঁধিয়া দেওয়া হইল। আমরা সকলেই সম্রাটকে বিনম্রভাবে অভিবাদন করিয়া, সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম। রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া আমরা আবার হাতিকে উঠিলাম। সম্রাট্-প্রদত্ত এই মজার পরিচ্ছদ ধারণ করাতে আমাদের অবস্থান্তর ঘটিল। পূর্বে যে গাম্ভীর্য সম্মানের ভাব আমাদের মনে উদিত হইয়াছিল, তাহা দূরে হইল। আমি হাওদার উপর হইতে সেই মজার পোশাক খুলিয়া তাড়াতাড়ি সকলের আগে গবর্নর জেনেরলের শিবিরে উপনীত হইলাম। আমার আর দুইজন সঙ্গী কিভাবে আসিতেছেন, তাহা দেখিবার জন্য লর্ড এলেন্‌বরাকে বিনয়ের সহিত অনুরোধ করিলাম। আমার সঙ্গীদ্বয় যখন সেই বেশে হস্তীতে ছিলেন, তখন তাঁহাদিগকে ঠিক যেন পাগল বলিয়া বোধ হইয়াছিল। গবর্নর জেনেরল উপস্থিত ঘটনা জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করাতে আমি তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি সাতিশয় বিস্মিত হইয়া, আমাদিগকে অপমানিত বোধ করিতে লাগিলেন। এইবার উপস্থিতকার্য অবৈধ বলিয়া আমার স্পষ্ট প্রতীত হইল। ইহাতে অন্ততঃ প্রাচ্য ধারণানুসারে ভারতরাজ্যের অধীশ্বরী মহারানী বিক্‌টোরিয়াকে দিল্লীর সম্রাট-বংশের নিকট অবনতি স্বীকার করিতে হয়।

গবর্নর জেনেরল অবিলম্বে এই নজর দেওয়ার প্রথা রহিত করিবার জন্য আদেশ প্রচার করিলেন, এবং গত দশ বৎসর ধরিয়া দিল্লীর অধিপতিকে নজরস্বরূপ কত টাকা দেওয়া হইয়াছে, আমাকে তাহা ঠিক্ করিতে কহিলেন। যেহেতু এই টাকার একটা গড়পরতা ধরিয়া তিনি সম্রাটকে কিছু অতিরিক্ত বৃত্তি দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। —*William Edward's Reminiscenes of Benga Civilian. Comp. Kaye, Sepoy War, Vol. II, Appendix, pp. 661-63.*

বাড়াইয়া দেন, তাহার জন্য তিনি জর্জ টম্‌সন্‌কে আগ্রহ সহকারে অনুরোধ করেন। কিন্তু কোম্পানি পূর্বেই স্থির করিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহাদের প্রস্তাবিত বিষয়ে দিল্লীর ভূপতি সম্মত না হন, তাহা হইলে তাঁহাকে আর অতিরিক্ত বৃত্তি দেওয়া হইবে না। সুতরাং জর্জ টম্‌সন্‌ উপস্থিত বিষয়ে রাজা রামমোহন রায় অপেক্ষা অধিক কিছু করিতে সমর্থ ছিলেন না। ডিরেক্টর-সভা কিছুতেই আপনাদের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিলেন, 'এই প্রস্তাব (দিল্লীর ভূপতি আপনার সমুদয় স্বত্ব পরিত্যাগ করিলে তাঁহাকে বার্ষিক অতিরিক্ত বৃত্তি দেওয়ার) পরিত্যাগ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। মোগল ভূপতি এই প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে বুঝা যাইতেছে যে, আমরা তাঁহার উপকারের জন্য যে অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হইতেছি, তাহা গ্রহণ করা তাঁহার অভিপ্রেত নয়*।' ডিরেক্টরেরা কি ভাবে এই উপকার করিতে চাহিয়াছিলেন ? একজন অধঃপতিত ভূপতির শোচনীয় অবস্থায় দুঃখিত হইয়াই কি, তাঁহারা আপনাদের স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্যের পরিচয় দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন ? দয়া ও পরোপকার কি, আপনা হইতেই তাঁহাদিগকে অর্থসাহায্য করিতে বাধ্য করিয়াছিল ? দারিদ্র্যের কঠোর দংশনে যাঁহার হৃদয়গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইতেছে, দুঃখের অনন্ত সাগরে যিনি ভাসিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহার উদ্ধারের জন্যই কি, তাঁহারা আপনা হইতে হস্ত প্রসারণ করিয়াছিলেন ? সহৃদয় সমবেদনাপর ব্যক্তি গম্ভীরভাবে—বিরাগের সহিত উত্তর করিবেন—'না।' ডিরেক্টরেরা পরোপকার বৃত্তিতে পরিচালিত হন নাই, দয়া ও সৌজন্যের উপদেশে অর্থসাহায্য করিতেও অগ্রসর হন নাই। তাঁহারা স্বার্থসাধন-মানসে সেই অতিরিক্ত কয়েক লক্ষ টাকা দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। যে প্রাধান্য ও ক্ষমতা এক সময়ে আফগানিস্তানের পার্বত্য প্রদেশ হইতে সুদূরবিস্তৃত ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল, আকবর বা শাহ জহাঁ যে প্রাধান্য ও ক্ষমতায় সমগ্র ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট্‌ বলিয়া সম্পূজিত হইয়াছিলেন, সেই প্রাধান্য ও ক্ষমতার যে অতি ক্ষীণ ছায়া মাত্র এখন অবশিষ্ট ছিল, ডিরেক্টরেরা তাহারও উচ্ছেদসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এই সঙ্কল্পসিদ্ধির মানসেই তাঁহারা কয়েক লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হন। ইহা উপকার নহে, ঘোরতর অকৃতজ্ঞতা; দয়া নহে, ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা। বণিক কোম্পানি বাণিজ্যবেশে আসিয়া যাঁহার পূর্বপুরুষদিগের আশ্রয়ে বাস করিয়াছিলেন, যাঁহার পূর্বপুরুষগণের অনুগ্রহে ভারতে ব্রিটিশ কোম্পানির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এখন তাঁহার অসীম দুর্গতির সময় কোম্পানি তাঁহাকে কিছু টাকা দেওয়ার লোভ দেখাইয়া তাঁহার হস্তে যে-কিছু ক্ষমতা ছিল, সমস্তই গ্রহণ করিতে উদ্যত হন, এবং এইরূপ টাকা দেওয়ার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, জগতের সমক্ষে আপনাদের পরোপকারের পরাকাষ্ঠার পরিচয় দেন।

একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক (স্যার জন্‌ কে) এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন,

* *Letter of the Court of Directors, Feb. II, 1846. Comp. Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 12, note.*

'ফলতঃ, দিল্লীর ভূপতির বৃত্তি বাড়াইবার যথোপযুক্ত কারণ ছিল না। উদারভাবে দেখিতে গেলে মাসিক একলক্ষ টাকাই যথেষ্ট বোধ হয়, বহুপরিবারের পক্ষেও এই মাসিক একলক্ষ টাকাই যথেষ্ট। দিল্লীর নামমাত্র ভূপতিকে ইহার অতিরিক্ত টাকা দেওয়া অপব্যয় মাত্র*।' কিন্তু কে সাহেব যাহা পর্যাপ্ত বলিয়াছেন, আর একজন ইংরেজের নিকট তাহাই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই সহৃদয় ব্যক্তি দুঃখের সহিত লিখিয়াছেন, দিল্লীর রাজপ্রাসাদে ৫,০০০ লোক বাস করিত। ইহাদের মধ্যে ৩,০০০ ব্যক্তি তৈমুর বংশীয়, সুতরাং দিল্লীশ্বরের আত্মীয়**। দিল্লীর ভূপতি আপনার বহুসংখ্যক আত্মীয়ের ভরণপোষণ জন্য সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত থাকিতেন। রাজবংশীয়েরা সর্বদাই "আরও চাই" বলিত। ইঁহারা এরূপ দরিদ্র হইয়াছিলেন যে, অনেকের আহারের সংস্থান ছিল না। ইঁহাদের ভরণপোষণ জন্য যাহা নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ অপেক্ষা ইহাদের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল***।'

এই চিত্রে পরাক্রান্ত তৈমুরের আত্মীয়গণের শোচনীয় অবস্থা বেশ প্রতিফলিত হইয়াছে। ফলতঃ এই চিত্র গভীর শোক ও দুঃখের উদ্দীপক। যাহাদের বিস্তৃত রাজ্য অধিকার করিয়া কোম্পানি জগতে ধনসম্পত্তির মহিমায় গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন, এক সময়ে তাঁহারাই কোম্পানির শাসনে এইরূপ দুঃখ-দারিদ্র্যের একশেষ ভুগিতেছিলেন। দিল্লীশ্বরকে যে বৃত্তি দেওয়া হইতেছিল, তাহা পর্যাপ্ত হইলে দিল্লীর রাজবংশীয়গণ কখনও এইরূপ শোচনীয় দশায় পতিত হইতেন না, এবং কখনও আহারের অভাবে জীবন্মৃত হইয়া, দুঃসহ কষ্টে কালাতিপাত করিতেন না।

বাহাদুর শাহ একটি পরমাসুন্দরী পূর্ণযুবতীর পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই রাজমহিষীর নাম জেন্নত্ মহল। সৌন্দর্য-গরিমার সহিত জেন্নত্ মহলের সাহস, তেজস্বিতা ও আত্মাভিমান ছিল; ইংরেজ ঐতিহাসিকও ইঁহার কার্যদক্ষতা ও সাহসের প্রশংসাবাদে নিরস্ত থাকেন নাই।**** জেন্নত্ মহলের একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। এই রাজকুমার ইতিহাসে জোয়ান্ বখ্‌ত্ নামে প্রসিদ্ধ। বাহাদুর শাহ বৃদ্ধাবস্থায় এই পুত্র-রত্ন পাইয়া পরম আদর ও স্নেহের সহিত তাহার প্রতিপালন

* *Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 12* কে সাহেব বলেন যে, এই লক্ষটাকা ব্যতীত মোগল ভূপতি আপনার জমির উপস্বত্ব ও বাড়িভাড়া পাইতেন। ইহাতেও তাঁহার অনেক টাকা আয় হইত —*Sepoy War, Vol II, p. 12, note.* কিন্তু বহুসংখ্যক পরিবার থাকাতে এই আয়ও তাঁহার পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল না।

** বল্ সাহেব লিখিয়াছেন যে আত্মীয় ও অনুচরে দিল্লীর ভূপতির প্রাসাদে ১২,০০০ লোক থাকিত। —*Ball, Indian, Mutiny' Vol. I, p. 454.*

*** *Russells' Letter, Times, August 20th, 1858. Comp. Indian Empire, Vol. 11, p. 458. Russell, Diary, Vol II, p. 57.*

**** *Martin, Indian, Empire, Vol. II, p. 453.*

করেন। জোয়ান্ বখ্‌ত ক্রমে বৃদ্ধ পিতার এমন স্নেহের পাত্র হইয়া উঠেন যে, বাহাদুর শাহ অন্যান্য রাজকুমারকে অতিক্রম করিয়া ইঁহাকেই দিল্লীর রত্নসিংহাসন দিতে ইচ্ছা করেন। এদিকে জেন্নত্ মহল আপনার ক্ষমতা কার্যদক্ষতা, তেজস্বিতা—ইহার উপর, আপনার সৌন্দর্যগরিমায় বৃদ্ধ ভূপতির উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ভূপতি ইঁহার অভিমতের বিরুদ্ধে কোনো কার্য করিতেন না, কিংবা ইঁহার শাসন অতিক্রম করিয়াও একপদ অগ্রসর হইতেন না। জেন্নত্ মহল আপনার পুত্ররত্নকে দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে বাহাদুর শাহের নিকট সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রিয়তমা প্রণয়িনীর এইরূপ আগ্রহে বাহাদুর শাহের পূর্ব সঙ্কল্প দৃঢ়তর হইল। বাহাদুর শাহ ও জেন্নত্ মহল, উভয়েই একবাক্যে আপনাদের প্রিয়তম পুত্র জোয়ান্ বখতের পক্ষ সমর্থনে উদ্যত হইলেন। সুতরাং মোগল-বংশের রাজ-সিংহাসন লইয়া একটা গোলযোগের সূত্রপাত হইল।

এই গোলযোগের কথা সংক্ষেতে বর্ণনীয়। খ্রীঃ ১৮৪৯ অব্দে জ্যেষ্ঠ রাজকুমার দারা বখ্‌তের মৃত্যু হয়। এই সময়ে বাহাদুর শাহেব বয়স ৭০ বৎসরের অধিক হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার অন্তিমকাল বড় দূরবর্তী ছিল না। এজন্য গবর্নর জেনেরল দিল্লীর উত্তরাধিকারীর সম্বন্ধে কি করা কর্তব্য, তাহা ভাবিতে থাকেন। বলা বাহুল্য যে, এ সময়ে লর্ড ডালহৌসী ভারতবর্ষের গবর্নর জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি দিল্লীর এই অধঃপতিত রাজবংশের সমুচিত গৌরবরক্ষায় যত্নশীল ছিলেন না। পূর্বে এই বংশের প্রতি যেরূপ সম্মান প্রদর্শিত হইত, তাহাতে তিনি বড় বিরক্ত হইয়া উঠেন। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর মোগল ভূপতির সমস্ত রাজকীয় সম্মান বিনষ্ট করিতেই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা হয়। পূর্বে যখন একবার এই সম্মানের উচ্ছেদ সাধনের প্রস্তাব হয়, তখন বিলাতের ডিরেক্টর-সভা সহসা উহার অনুমোদন করেন নাই*। ডিরেক্টরেরা উপস্থিত বিষয়ের সমস্ত বিবরণ জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। সুতরাং গবর্নর জেনেরল উপস্থিত সময়ে দিল্লীর রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারীর সম্বন্ধে কিছুই মীমাংসা করিতে পারেন নাই। কুমার ফকির উদ্দীন্ নামক একটি ত্রিশ বৎসর বয়স্ক রাজকুমারের সিংহাসন পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এই রাজকুমার ইংরেজদিগের প্রিয় ছিলেন, ইংরেজ সমাজে যাইতেও তিনি ভালবাসিতেন। সুতরাং বাহাদুর শাহের স্থলে ইঁহাকে রাজসিংহাসন দিলে লর্ড ডালহৌসীর বাসনা অনেকাংশে পূর্ণ হইত। ডালহৌসী এই ইংরেজ-প্রিয় যুবককে অনায়াসে হস্তগত

* ১৮৪৪ অব্দের ১লা আগস্ট ডিরেক্টর-সভা উপস্থিত বিষয়ে এই মত প্রকাশ করেন,—'গবর্নর জেনেরল দিল্লীর এজেন্টকে এইরূপ আদেশ দিয়াছেন যে, দিল্লীর ভূপতির মৃত্যু হইলে গবর্নর জেনেরলের অভিমত ব্যতীত মৃত ভূপতির উত্তরাধিকারীকে রাজা উপাধির সম্বন্ধে যেন কিছু না বলা হয়। এই আদেশে যদি "রাজা" উপাধির উচ্ছেদ-সাধনে গবর্নর জেনেরলের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আমরা উপস্থিত বিষয়ের সমস্ত যুক্তির পর্যালোচনা না করিয়া উহার অনুমোদন করিতে পারি না।'—*Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 14, note.*

করিয়া, তাঁহার প্রভুশক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিতে সমর্থ হইতেন।

লর্ড ডালহৌসী আপনাদের অনেকগুলি অসুবিধা দূর করিবার জন্য এইরূপ বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এই সকলের মধ্যে দুইটি অসুবিধাই তাঁহার মতে প্রধান বোধ হইয়াছিল। উহার একটি এই—দিল্লীর ভূপতির এখন যে-কিছু প্রাধান্য ছিল, তাহা ইংরেজের চক্ষুঃশূল-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। লর্ড ডালহৌসী এই প্রভু-শক্তির গৌরবরক্ষায় সম্মত ছিলেন না। দিল্লীশ্বরের নিকটে কোনোও বিষয়ে অবনতি স্বীকার করা, তিনি অবমাননা বলিয়া বোধ করিতেন। যে-কোনো প্রকারেই হউক, সর্বত্র বণিক্ কোম্পানির প্রভুশক্তি অপ্রতিহত রাখাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তিনি স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিযাছেন, 'ভারতবর্ষের অধিপতিগণ পূর্বে যাহাই থাকুন না কেন, এখন তাঁহাদের রাজকীয় সম্মান অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় প্রভু হইয়া উঠিয়াছেন। দিল্লীশ্বরের পূর্বপুরুষগণ যে প্রভু শক্তির মহিমায় আপনাদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, এখন আমরা সেই প্রভু-শক্তির অধিকারী হইয়াছি। সুতরাং এখন দিল্লীর নামমাত্র সম্রাটকে প্রতিযোগী করিয়া তুলা উচিত নয়*।' পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, লর্ড ডালহৌসী ভারতের জাতীয় চরিত্র বুঝিতে পারেন নাই। ভারতের প্রাচীন রাজবংশের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র সমবেদনা ছিল না। ভারতবর্ষীয়গণ আপনাদের প্রাচীন বংশের প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করে, তাহা তিনি বুঝিতেন না। একজন প্রাচীন রাজ্যাধিপতিকে তাঁহার অধিকার হইতে বিচ্যুত করিলে, সাধারণে কিরূপ বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, তাহা তিনি জানিতেন না**।' সুতরাং লর্ড ডালহৌসী ভারতবর্ষকে ভারতবর্ষীয়দিগের চক্ষে দেখিতেন না। দিল্লীর রাজ্যাধিপতি ক্ষমতাশূন্য ও শোচনীয় দশাগ্রস্ত হইলেও সাধারণে তাঁহার চিরন্তন রাজকীয়-উপাধির ও রাজবংশের কিরূপ আদর করিত, তাহা লর্ড ডালহৌসী বুঝেন নাই। পরিবর্তনশীল সময়ে যদিও এখন সেই রাজবংশের পূর্বতন গৌরব নষ্ট হইয়াছিল, তথাপি সাধারণের পূর্ব-স্মৃতির অপসারণে সমর্থ হয় নাই। আপনাদের স্বার্থসাধনই লর্ড ডালহৌসীর একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং তিনি সাধারণের এই অনুভূতি বা সমবেদনার কিছুমাত্র সম্মান করিলেন না। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রভু-শক্তি অব্যাহত রাখিবার জন্য তিনি দিল্লীর মোগল ভূপতির রাজকীয় উপাধির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলেন। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার

* *Minute, February 10, 1849. Comp. Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 16.*

** সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে লর্ড ডালহৌসীর রাজ্যশাসনের সমালোচনা-প্রসঙ্গে এই বিষয় বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের ১৯৬ পৃষ্ঠা হইতে ২০০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়িলেই সমস্ত জানা হইবে। লর্ড ডালহৌসীর পররাষ্ট্র গ্রহণ নীতির সম্বন্ধে যে সমস্ত সহৃদয় ইংরেজ আপনাদের মত প্রকাশ করিয়াছেন, উক্ত গ্রন্থে তৎসমুদায়ও উদ্ধৃত হইয়াছে।

উত্তরাধিকারীকে এই রাজকীয় সম্মানে গৌরবান্বিত করা এখন তাঁহার নিকট রাজনীতি-বিরুদ্ধ,—অধিকন্তু অযৌক্তিক ও অপমানজনক বলিয়া বোধ হইল।

লর্ড ডালহৌসীর দ্বিতীয় প্রধান অসুবিধা—দিল্লীর রাজপ্রাসাদ আপনাদের দুর্গ-স্বরূপ করিতে সমর্থ না হওয়া। ঐ রাজপ্রাসাদে তৈমুরবংশের বহুসংখ্যক ব্যক্তি অবস্থিতি করিতেন। উহা উত্তর-ভারতের একটি প্রধান দুর্গ বলিয়া পরিগণিত হইত। উক্ত সুদৃশ্য দুর্গ অপরের হস্তে রাখা লর্ড ডালহৌসীর একান্ত অনভিপ্রেত ছিল। কোনোরূপে বৃদ্ধ ভূপতিকে স্থানান্তরিত করিয়া ঐ দুর্গ ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকার ভুক্ত করিতেই এখন তাঁহার ইচ্ছা হইল। দিল্লীর রাজপ্রাসাদ অধিকার করিয়া তিনি উহাতে অস্ত্রাগার স্থাপনে সচেষ্ট হইলেন*। তিনি এই বলিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন যে, এই দুর্গ কোম্পানির হস্তগত হইলে, শত্রুর প্রবল আক্রমণ হইতে কোম্পানি আত্মরক্ষায় সমর্থ হইবেন। সুতরাং এইরূপে উপযুক্ত স্থান হস্তগত করিতে বিলম্ব করা উচিত নয়। লর্ড ডালহৌসী বৃদ্ধ বাহাদুর শাহের মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি ভাবিলেন যে, বৃদ্ধ ভূপতিকে প্রলোভন দিয়া অনায়াসেই স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে। তিনি এই প্রস্তাব করিলেন যে, দিল্লীর প্রায় বার মাইল দক্ষিণে কুতবমিনার নামক প্রসিদ্ধ স্তম্ভের নিকটে দিল্লীশ্বরের আবাস-গৃহ রহিয়াছে। ঐ স্থানে একজন মুসলমান যোগীর—বিশেষ বাহাদুর শাহের পূর্বপুরুষদিগের সমাধি থাকাতে উহা দিল্লীর রাজবংশের নিকট পরম পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। বাহাদুর শাহকে সপরিবারে ঐ স্থানে আনিয়া রাখা যাইতে পারে। লর্ড ডালহৌসী এইরূপে অপূর্ব যুক্তি দেখাইয়া অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

* লর্ড ডালহৌসী যখন এই এই অভিমত প্রকাশ করেন, তখন স্যার চার্লস্ নেপিয়ার ব্রিটিশ ভারতের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি খ্রীঃ ১৮৪৯ অব্দের ১৫ই ডিসেম্বর দিল্লীর রাজপ্রাসাদে অস্ত্রাগার স্থাপন-সম্বন্ধে গবর্নর জেনেরলের নিকট এই পত্র লেখেন—'অস্ত্রাগার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কতকগুলি আপত্তি আছে ঃ—প্রথম। প্রাসাদ নগরের যে স্থানে অবস্থিত আছে, তাহার চারিদিকেই ঘন-সন্নিবিষ্ট লোকালয় রহিয়াছে। এই স্থলে বারুদাগার স্থাপন করিলে যদি উহা ফুটিয়া উঠে, তাহা হইলে বহুসংখ্যক লোকের জীবন নষ্ট হইতে পারে। দ্বিতীয়। এতদ্দ্বারা দিল্লীর মনোরম্য প্রাসাদও বিধ্বস্ত হইবে। তৃতীয়। ইহাতে গবর্নমেন্টের সম্পত্তিরও অনেক ক্ষতি হইবে। চতুর্থ। উহা সুরক্ষিত নহে, উহার প্রাচীর সুদৃঢ় নয়। কতকগুলি লোক একত্র হইলেই অনায়াসে ঐ প্রাচীর ভাঙিতে পারে। এই সকল কারণে আমার মতে কোনো নিরাপদ স্থানে অস্ত্রাগার নির্মাণ করা উচিত। নগরের ৩।৪ মাইল দূরে একটি সুদৃঢ় বাড়ি আছে। উহাকে অস্ত্রাগার করা যাইতে পারে। কিন্তু উক্ত গৃহের জীর্ণ-সংস্কার করা বহু ব্যয়সাধ্য। নগরের নিকটে একটি উপযুক্ত অস্ত্রাগার নির্মাণ করিলে যেরূপ সুবিধা হইবে, তাহার তুলনায় উক্ত গৃহের জীর্ণ সংস্কার-ব্যয় লাভজনক হইবে কি না, আমার সে বিষয় সন্দেহ আছে।'—*Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 17, note.*

উপরে যে দুইটি অসুবিধার বিষয় লিখিত হইল, তাহা ব্রিটিশ রাজপুরুষের নিকট অসুবিধা বলিয়াই বোধ হইতে পারে। কিন্তু গবর্নমেণ্ট আপনাদের এই অসুবিধা দূর করিতে উদ্যত হইলে, সাধারণে কতদূর সন্তুষ্ট হইবে, তাহা বোধহয় লর্ড ডালহৌসী ভাবেন নাই। আপনাদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ও প্রভু-শক্তি অপ্রতিহত রাখিবার জন্য অপরের চিরন্তন অধিকারে হস্তক্ষেপ করা লোকতঃ ও ন্যায়তঃ বিরুদ্ধ। বিশেষতঃ, যখন একজনের অনুগ্রহে আপনাদের আধিপত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন সময় বুঝিয়া সেই অনুগ্রহকারীর সন্তানের ক্ষমতা নষ্ট করিতে হস্ত প্রসারণ করা যার-পর-নাই অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক। কিন্তু লর্ড ডালহৌসীর হৃদয়ে এ সকল চিন্তা বা অনুভূতির আবির্ভাব হয় নাই। ভারতবাসী অনুগ্রহ করিলেও, তাঁহার নিকট যে, কৃতজ্ঞতা দেখাইতে হয়, এরূপ ধারণা কখনও তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। তিনি কেবল আপনাদের প্রাধান্য রক্ষার জন্য এইরূপ সঙ্কীর্ণ রাজনীতির পরিচয় দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার কিছুমাত্র উদারতা দেখা যায় নাই। তিনি মন্ত্রিসভার সদস্যগণের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াও কর্তব্যপথের অবধারণ করেন নাই। আপনার সংস্কার ও ধারণায় যাহা ভাল বোধ হইয়াছিল, তাহাই করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ; সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্ত ভুয়োদর্শনের উপর স্থাপিত হয় নাই। তিনি ভারতের প্রাচীন রাজবংশের সমুদয় চিহ্ন মুছিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এখন এই ইচ্ছা যাহাতে পূর্ণ হয়, তাহার দিকেই তাঁহার তীক্ষ্ন দৃষ্টি ছিল।

লর্ড ডালহৌসীর এই মতের সমর্থন করিতে যাইয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন যে লর্ড ডালহোসী দিল্লীর অধিপতির রাজকীয় সম্মান নষ্ট করিবার জন্য যে সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এখন সেই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। যখন বাহাদুর শাহ রাজ্যাধিপতি বলিয়া সম্মানিত হইতেছিলেন, তাঁহার রাজকীয় ক্ষমতা ও প্রাধান্যের নিকট যখন সকলেই মস্তক অবনত করিতেছিল, ভারতের দিগন্তে-দেশান্তে যখন তিনি প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাট বলিয়া পূজিত হইতেছিলেন, তখন দারা বখ্‌তের জন্ম হয়। দারা বখ্‌ত্ জীবিত থাকিলে তাঁহাকে রাজকীয় উপাধিতে বঞ্চিত করা অপেক্ষাকৃত দুরূহ হইত। যেহেতু তাঁহার স্মৃতিতে পিতার সেই রাজকীয় সম্মান, সেই রাজকীয় গৌরব, সেই ক্ষমতা ও সেই দিগন্তবিশ্রুত আধিপত্যের কথা পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিত। সুতরাং তিনি সহজে আত্মসম্মানের অবমাননা করিতে প্রস্তুত হইতেন না। কিন্তু ফকীর উদ্দীনের সম্বন্ধে ইহার কিছুই খাটিতে পারে না। যখন ফকির উদ্দীনের জন্ম হয়, তখন বাহাদুর শাহ কোম্পানির নির্দিষ্ট বৃত্তিভোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রভুশক্তি তখন সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছিল। তাঁহার পূর্বপুরুষ যে সময়ে দিল্লীর রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া সমগ্র ভারতের অদ্বিতীয় অধিপতি বলিয়া সম্মানিত হইতেন, সে সময় তখন অতীতকালের তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছিল। ফকির উদ্দীন সেই সময়ের সেই প্রভুত্ব ও আধিপত্যের বিকাশ স্বয়ং কিছুই দেখেন নাই। সুতরাং সে সময়ের সেই অপূর্ব চিত্র তাঁহার স্মৃতিপটে প্রতিফলিত হয় নাই। এ অবস্থায় ফকির উদ্দীনকে বাহাদুর শাহের উত্তরাধিকারী করিয়া তাঁহার রাজকীয় সম্মান নষ্ট করা বড় একটা দুরূহ

ব্যাপার নয়। তাঁহার পিতার যে সকল ক্ষমতা ছিল, সেই সকল ক্ষমতায় তাঁহাকে বঞ্চিত করাও ন্যায়বিরুদ্ধ নয়।* যখন ফকির উদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন তখন বাহাদুর শাহ নির্দিষ্ট বৃত্তি ভোগ করাতে ইংরেজ ঐতিহাসিক এইরূপ যুক্তি বিন্যস্ত করিয়াছেন। বাহাদুর শাহ কোম্পানির বৃত্তিভোগী হইলেও তাঁহার চিরন্তন ক্ষমতা ও অধিকারের উপর কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। বাহাদুর শাহ সে সময়েও সকলকে সনন্দ দিতে পারিতেন, সকলকে খেলাত দিয়া আত্মপ্রাধান্যের পরিচয় দিতে সমর্থ হইতেন এবং কোনো অভিনব প্রদেশাধিকারে সকলকে অনুমতি দিয়া সর্বোপরিতন প্রভুশক্তির নিদর্শন দেখাইতে পারিতেন। সুতরাং বৃত্তিভোগী ভূপতিকে কেহই তাঁহার বংশোচিত-ক্ষমতা-রহিত বা অধিকারশূন্য বলিয়া মনে করিত না। কুমার ফকির উদ্দীন বৃদ্ধ পিতার এই ক্ষমতা ও প্রাধান্য দেখিয়া আসিতেছিলেন। ইহাতে তাঁহার অবশ্য দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার পূর্বপুরুষ এক সময়ে সমস্ত ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট হইয়া এইরূপ প্রাধান্যের পরিচয় দিতেন। সুতরাং আপনাদের এইরূপ প্রাধান্যের বিষয় তাঁহার মনে ছিল। তাঁহার পিতা নির্দিষ্ট বৃত্তিভোগী হইলেও, যখন সেই সম্মান ভোগ করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে ঐ বিষয়ে বঞ্চিত করা কখনো ন্যায়পরতার অনুমোদিত হইতে পারে না। যদি অপক্ষপাতে বিচার করা যায়, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্তই সুনীতির অনুমোদিত বলিয়া বোধ হইবে। আর যদি কৃতজ্ঞতার কথা তোলা যায়, তাহা হইলেও এই সিদ্ধান্তের নিকটে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টকে অবশ্য মস্তক অবনত করিতে হইবে। যাঁহারা ন্যায়ের শাসন অতিক্রম করিয়া যথেচ্ছাচারের পরিচয় দিতে অগ্রসর হন, তাঁহাদের নিকটে ইহা অপসিদ্ধান্ত হইতে পারে। কিন্তু ন্যায়পর সূক্ষ্মদর্শী বিচারকের নিকটে উহা কখনো কোনোরূপ অবমাননা হইবে না।

লর্ড ডালহৌসীর অভিমত বিলাতের ডিরেক্টর-সভার গোচর হইল। ডিরেক্টরেরা এ সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন। এ সময় ডিরেক্টরদিগের মধ্যে দুই-একজন ডালহৌসীর মতের প্রধান পরিপোষক ছিলেন। কেহ কেহ কখনো কখনো তাঁহার রাজনীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতেন বটে, কিন্তু আর একদল দূরদর্শিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও উদারতায় সকলের অগ্রণী ছিলেন। শেষে এই পক্ষেরই জয় হইল। ডিরেক্টরদের অধিকাংশ লর্ড ডালহৌসীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। তাঁহাদের এই অভিমত যখন বোর্ড অফ কণ্ট্রোলে উপনীত হইল, তখন বোর্ড আবার তৎসম্বন্ধে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। বোর্ড ডিরেক্টর-সভার ন্যায় ততটা উদার মতের পক্ষপাতী ছিলেন না। সুতরাং ডিরেক্টরদিগের সিদ্ধান্ত তাঁহাদের অনুমোদিত হইল না, তাঁহারা লর্ড ডালহৌসীরই সমর্থন করিতে লাগিলেন। এ বিষয়ে বোর্ডের সহিত ডিরেক্টরদিগের অনেক বাদানুবাদ চলে; অনেক মন্তব্যলিপি লেখালেখি হয়। ডিরেক্টর-সভা স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করেন যে, গবর্নর জেনেরল নিজে কেবল এইরূপ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন। এ সম্বন্ধে মন্ত্রিসভার সদস্যদিগের অভিমত জানা যায় নাই। গবর্নর জেনেরল যে

* *Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 15.*

প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে উদারতা বা দূরদর্শিতা প্রকাশ হয় নাই। এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইলে ভারতবর্ষের সমস্ত মুসলমান বিরক্ত হইয়া উঠিবে। দিল্লীর ভূপতির অভিমত লইয়া তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিতে তাঁহারা প্রস্তুত আছেন। কিন্তু তাঁহারা বলপূর্বক ভূপতিকে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়ার প্রস্তাবের বিরোধী। ইহাতে ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত হইবে এবং গবর্নমেন্টের উপর সকলেরই অবিশ্বাস জন্মিবে। দীর্ঘকালের চেষ্টাতেও প্রজাসাধারণের এই অবিশ্বাস অপসারিত হইবে না। ইহার পর ডিরেক্টরগণ এই বলিয়া আপনাদের উদার অভিমত-লিপির উপসংহার করেন,—'যদি আমাদের প্রস্তাব রক্ষিত না হয়, বোর্ড যদি আমাদের অভিমতের বিরুদ্ধে দিল্লীর অধঃপতিত ভূপতির প্রতি কঠোরতা প্রদর্শনে উদ্যত হন, তাহা হইলেও আমরা আপনাদের পূর্বতন অভিমতের অণুমাত্রও পরিবর্তন করিব না। একটি প্রাচীন রাজবংশের প্রতি যেরূপ অবিচার করা হইতেছে, তৎসম্বন্ধে দায়িত্ব আমরা লইতে প্রস্তুত নহি। ইহাতে আমাদের ভারত সাম্রাজ্যের প্রজাসাধারণের হৃদয়ে গভীর বিরাগের আবির্ভাব হইবে এবং ভারতবর্ষে বা অন্যত্র ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের যে সুনাম আছে, তাহারও অনেক ক্ষতি হইবে।' কিন্তু ডিরেক্টরদিগের এই শেষ আবেদন—উদারতা, সদ্দর্শিতা ও ন্যায়পরায়ণতার এই শেষ প্রার্থনাও বিফল হইল। বোর্ড কিছুতেই আপনাদের নির্দিষ্ট পথ হইতে স্খলিত হইলো না। তাঁহাদের অটলতা, তাঁহাদের দৃঢ়তা কিছুতেই পর্যুদস্ত হইল না। ১৮৪৯ অব্দের শেষ দিন তাঁহারা আপনাদের মন্তব্য ভারতবর্ষের গবর্নর জেনেরলের নিকট পাঠাইবার আদেশ দিলেন।

ডিরেক্টরদিগের মধ্যে যাঁহারা আপনাদের উদার রাজনীতির সম্মান রক্ষায় সবিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে টুকর সাহেবের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করা উচিত। এই সময়ে টুকরের বয়স প্রায় আশি বৎসর হইয়াছিল। বয়সের আধিক্যে তাঁহার মনস্বিতা কিছুমাত্র নিস্তেজিত হয় নাই। দূরদর্শী বর্ষীয়ান পুরুষ দৃঢ়তার সহিত কহিয়াছিলেন—'দিল্লীর রাজবংশীয়দিগকে যে প্রলোভন দেখাইয়া স্থানান্তরিত করা যাইবে, ইহা আমি ক্ষণকালের জন্যও বিশ্বাস করিতে পারি না। আপনাদের পৈতৃক ভদ্রাসনের উপর ভারতবর্ষীয়দিগের কিরূপ মমতা, তাহা যাঁহারা ভারতবর্ষের অধিবাসী-দিগের আচার-ব্যবহারের বিষয় কিছুমাত্র অবগত আছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। উপস্থিত বিষয়ে এই মমতাবৃদ্ধির কতকগুলি কারণ আছে। পূর্বগৌরব ও পূর্বসমৃদ্ধির জন্য দিল্লীর রাজপ্রাসাদ অধঃপতিত রাজবংশীয়দিগের একান্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতির বিষয় হইয়াছে। যদি রাজবংশীয়দিগকে এখন স্থানান্তরিত করিতে হয়, তাহা হইলে সৈনিকদলের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের যার-পর-নাই অনুদারতা প্রকাশ হইবে এবং ব্রিটিশ নামেও যার-পর-নাই কলঙ্ক স্পর্শিবে। লর্ড ডালহৌসীর কার্যদক্ষতার উপর আমার শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু বোধ হয় যে, অন্য লোকের মুখে সকল বিষয় শুনাতে তিনি ভারতবাসীদিগের আচার-ব্যবহার এবং সংস্কার ও ধারণার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।' কিন্তু বৃদ্ধ রাজনীতিজ্ঞের এই উদার মত

বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের অনুমোদিত হয় নাই। বোর্ড রাজনীতির অবমাননা করিয়া যথেচ্ছাচারের অনুমোদন করেন। যাঁহারা দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে বাস করিয়া অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়াছেন, দীর্ঘকাল ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের আচার-ব্যবহারের তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহাদের অভিমত বোর্ডের নিকট উপেক্ষিত হয়।

বিলাতের কর্তৃপক্ষের মন্তব্যলিপি ১৮৫০ অব্দের বসন্তকালে লর্ড ডালহৌসীর নিকট উপস্থিত হয়। এ বিষয়ে যে ডিরেক্টর-সভা ও বোর্ডের মধ্যে ঘোরতর তর্কবিতর্ক হইয়াছিল, তাহা লর্ড ডালহৌসী পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন। শেষে কর্তৃপক্ষের আদেশলিপি তাঁহার নিকট পৌঁছিল, কিন্তু এখন তিনি পূর্বসঙ্কল্প অনুসারে কার্য করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; বিলাতের কর্তৃপক্ষ যদিও তাঁহাকে তাঁহার প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা দিয়াছিলেন, তথাপি এখন তাঁহার মনে যেন কেমন একটা সন্দেহ জন্মিল। তিনি এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'বিলাতের কর্তৃপক্ষ আমাকে উপস্থিত বিষয়ে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমি জানিতে পারিয়াছি যে, দিল্লীর ভূপতি সম্বন্ধে আমি যে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তাহা অনেক দূরদর্শী ও ভারতের অবস্থাভিজ্ঞ রাজপুরুষের অনুমোদিত হয় নাই। এখন যদিও আমার পূর্বসঙ্কল্প দৃঢ়তর রহিয়াছে, তথাপি যখন এই সকল দূরদর্শী রাজপুরুষ বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিয়াছেন, তখন আমি উপস্থিত বিষয় শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন করিবার কোনো প্রয়োজন দেখিতেছি না।' এইরূপে টুকর-প্রমুখ অভিজ্ঞ ডিরেক্টরের গুরুতর আপত্তি দেখিয়া লর্ড ডালহৌসী আপাততঃ নিরস্ত হইলেন। তিনি তাড়াতাড়ি যে রাজনীতি-বিরুদ্ধ কার্য-সম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা আপাততঃ স্থগিত রহিল। ডালহৌসী ইহার মধ্যে মন্ত্রিসভার সভ্যদিগের মত জানিতে উদ্যত হইলেন।

যখন দিল্লীর রাজপ্রাসাদ ও রাজসিংহাসন লইয়া তর্কবিতর্ক হইতেছিল, তখন বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ আপনার প্রিয়তমা মহিষী জীনত্ মহলের সবিশেষ অনুরোধে ফকির উদ্দীনের বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করেন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, জীনত্ মহলের জোয়ান বখত্ নামে একটি পুত্র ছিল। এই রাজকুমারের বয়স এখন এগার বৎসর হইয়াছিল। জীনত্ মহলের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, জোয়ান বখত্ বাহাদুর শাহের স্থলে দিল্লীর রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হয়। অভীষ্টসিদ্ধির জন্য তিনি বৃদ্ধ ভূপতিকে আপনার মতানুসারে কার্য করিতে অনুরোধ করেন। বাহাদুর শাহ মহিষীর কথামতো ফকির উদ্দীনের সম্বন্ধে এই আপত্তি উপস্থিত করেন যে, তাঁহার বংশে নিয়ম আছে, যদি রাজকুমারদিগের মধ্যে কাহারো কোনোরূপ অঙ্গচ্ছেদ হয়, তাহা হইলে তাহার রাজসিংহাসন প্রাপ্তির কোনো অধিকার থাকে না। ফকির উদ্দীনের ত্বকচ্ছেদ হইয়াছে, সুতরাং রাজসিংহাসনে তাঁহার কোনোও অধিকার নাই। দিল্লীর পূর্বতন সম্রাটগণের ত্বকচ্ছেদ হয় নাই।* বৃদ্ধ বাহাদুরের এই আপত্তি গবর্নর জেনেরলের গোচর হইল। কিন্তু

* বাহাদুর শাহের আপত্তির মূল ছিল। হুমায়ুনের পর দিল্লীর সম্রাটগণের কাহারো ত্বকচ্ছেদ হয় নাই। আকবর শাহ হইতে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছিল। তবে

লর্ড ডালহোসী কোনোরূপ চূড়ান্ত আদেশ দিলেন না। তিনি কেবল সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিরূপে বিনা গোলযোগে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে, তাঁহার কেবল সেই দিকে নজর ছিল। তিনি ফকির উদ্দীনকেই বাহাদুর শাহের উত্তরাধিকারী করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। যেহেতু, ফকির উদ্দিন বয়োজ্যেষ্ঠ, অধিকন্তু ইংরেজ সমাজের অনুরক্ত। এই ইংরেজপ্রিয় রাজকুমারকে সিংহাসন দিলে লর্ড ডালহৌসী অনায়াসে ইঁহাকে আপনাদের নির্দিষ্ট নিয়মে আবদ্ধ করিয়া অভীষ্ট বিষয়ে কৃতকার্য হইতে পারিবেন। সুতরাং তিনি বৃদ্ধ বাহাদুরের আপত্তি শুনিয়া আপাততঃ কোনো উত্তর দিলেন না।

এদিকে গবর্নর জেনেরলের মন্ত্রিসভার সদস্যগণ উপস্থিত বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত

আকবরের পূর্ববর্তী সম্রাটেরা ত্বকচ্ছেদ প্রথার অনুবর্তী হইতেন বটে, কিন্তু আকবর শাহের সময় হইতে উহা মোগল-রাজবংশের মধ্যে লোপ হয়। এ সম্বন্ধে মৌলবী সৈয়দ আহ্‌মদ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস-প্রণেতা কে সাহেবকে এইরূপ লিখিয়াছেন—

'তৈমুরের সময় হইতে মোগল-বংশের কাহারো ত্বকচ্ছেদ হইলে তিনি যে সিংহাসন পাইতেন না, ইহা ঠিক নহে। তৈমুর হইতে হুমায়ুন পর্যন্ত সকল মোগল সম্রাটেরই ত্বকচ্ছেদ হইয়াছিল। পরে এই সকল কারণে উক্ত প্রথার লোপ হয়—

যখন আকবরের জন্ম হয়, তখন তাঁহার পিতা হুমায়ুন শের শাহের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পারস্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই সময়ে হুমায়ুন এরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি নবজাত পুত্রের ত্বকচ্ছেদ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। যখন হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসন পুনরধিকার করেন, তখন আকবরের বয়স ১২ বৎসর, সুতরাং ত্বকচ্ছেদের সময় অতীত হইয়াছিল। রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির প্রায় ছয় মাসের মধ্যেই হুমায়ুনের মৃত্যু হয়। সুতরাং মুসলমান সম্প্রদায়ও এ সম্বন্ধে কোনোরূপ উচ্চবাচ্য করেন নাই। ইহুদিগণ যেমন এই প্রথা অবশ্যপালনীয় ও অতিপ্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন, মুসলমানগণ তেমন করেন না।

আকবর হিন্দুদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন। মোগল-রাজবংশে অনেক হিন্দু রাজকুমারীর বিবাহ হয়। ইহাতে অনেক হিন্দু-আচার ও হিন্দুরীতি মোগল-বংশে প্রবিষ্ট হয়। এই বিবাহে হিন্দু রাজকুমারীদিগের যে সকল পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, হিন্দুধর্মানুসারে তাহাদের ত্বকচ্ছেদ রহিত হইয়া যায়। কিছুকাল মধ্যে হিন্দুরীতি মোগল-সম্রাটবংশে এরূপ বদ্ধমূল হয় যে উক্ত প্রথা সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। কোনো শারীরিক কারণে ফকির উদ্দীনের ত্বকচ্ছেদ হয় না। কিন্তু ইহাতে তাঁহার সিংহাসন-প্রাপ্তির কোনো প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইতে পারে না। বাহাদুর শাহ তাঁহার মহিষীর ক্রীড়াপুত্তলস্বরূপ ছিলেন। এই মহিষী ফকির উদ্দীনের সিংহাস-প্রাপ্তির বিরুদ্ধে এইরূপ অলীক আপত্তি উপস্থিত করেন।'
—*Kaye, Sepoy War, Vol. II, Appendix, pp. 683—86.*

জীন্নত্ মহল অভীষ্টসিদ্ধির জন্য যেরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার তীক্ষ্নবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, ফকির উদ্দীন তাঁহার গর্ভজাত সন্তান হইলে তিনি কখনো এই কৌশল অবলম্বন করিতেন না।

প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রিসভায় তিনজন সভ্য (স্যার ফ্রেডারিক কারি, স্যার জন লিট্‌লার ও জন লোইস) ছিলেন। স্যার ফ্রেডারিক কারি বলিলেন, বাহাদুর শাহের যেরূপ বয়স হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার মৃত্যু সময় অধিক দূরবর্তী নহে। ভূপতির মৃত্যু হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারীর সহিত দিল্লীর রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করার সম্বন্ধে সুবিধামতো বন্দোবস্ত করা যাইবে। সেনাপতি লিট্‌লারের মতে উপস্থিত প্রস্তাব সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। তাঁহাব বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায় মোগল-রাজবংশের সাতিশয় সম্মান করিয়া থাকে। এখন এই বংশের কোনোরূপ অবমাননা করিলে তাহারা সকলেই বিরক্ত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিবে। এজন্য তাঁহার মতে উপস্থিত বিষয়ে ধীরভাবে কিছুকাল প্রতীক্ষা করা উচিত। ভূপতিকে বলপূর্বক স্থানান্তরিত না করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার মত লইয়া তাঁহাকে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া কর্তব্য। কিন্তু সিবিল কর্মচারী লোইস, সেনাপতি লিট্‌লারের এই কথায় উপহাস করিয়া বলেন যে, ভারতবর্ষের মুসলমানগণ যে দিল্লীর ভুপতির অনুরক্ত ইহাতে তিনি বিশ্বাস করেন না। যদি মুসলমান সম্প্রদায় মোগল ভূপতির প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করে তাহা হইলে যত শীঘ্র ভুপতিকে "সম্রাট" উপাধিতে বঞ্চিত ও স্থানান্তরিত করা যায় ততই ভাল।

মন্ত্রিসভার সভ্যগণ এইরূপে আপনাদের মত প্রকাশ করিলেন। অবশেষে স্থির হইল যে, দিল্লীর বর্তমান ভুপতির মৃত্যু পর্যন্ত উপস্থিত বিষয়ে কিছু করা হইবে না। বাহাদুর শাহের মৃত্যু হইলে ফকির উদ্দীনকে রাজপদ গ্রহণের যোগ্য বলিয়া স্বীকার করা যাইবে। কিন্তু তাঁহার আর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকাতে তাঁহার নিকট হইতে কোম্পানির অভীষ্ট বিষয়ে লাভের সুবিধা দেখিতে হইবে। তাঁহাকে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া কুতবে বাস কবার জন্য প্রলোভন দেওয়া হইবে। আবশ্যক হইলে এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য কিছু অতিরিক্ত বৃত্তি দেওয়ারও বন্দোবস্ত করা যাইবে। মন্ত্রি-সভার এই শেষ মীমাংসা বিলাতেব কর্তৃপক্ষকে জানান হইল। কর্তৃপক্ষ উহার অনুমোদন করিয়া গবর্নর জেনেরলকে পত্র লিখিলেন।

লর্ড ডালহৌসী যখন জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার প্রস্তাব কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত হইয়াছে, তখন তিনি গবর্নমেণ্টের অভিপ্রায় ফকিব উদ্দীনকে গোপনে জানাইবার জন্য দিল্লীর এজেণ্ট স্যার টমাস মেটকাফ (কোনো কোনো মতে থিওফিলাশ) সাহেবকে আদেশ দিলেন। অবিলম্বে ফকির উদ্দীনের সহিত এজেণ্টের সাক্ষাৎ হইল। এজেণ্ট গবর্নমেণ্টের অভিপ্রায় জানাইলেন। ফকির উদ্দীন গবর্নমেণ্টের প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না ; তবে এই মাত্র বলিলেন যে, তাঁহার রাজকীয় উপাধি পূর্ববৎ থাকিলে তিনি গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব অনুসাবে দিল্লীর রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া কুতব নামক স্থানে যাইতে প্রস্তুত আছেন। ফকির উদ্দীন যে এত সহজে গবর্নমেণ্টের প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিবেন, ব্রিটিশ এজেণ্ট তাহা পূর্বে কখনো ভাবেন নাই। এখন অতি সহজে উপস্থিত বিষয়ের মীমাংসা হইল দেখিয়া তিনি মনে মনে বড় সন্তুষ্ট হইলেন। সেই সময় একখানি অঙ্গীকারপত্র প্রস্তুত হইল। ফকির উদ্দীন এই অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। উপস্থিত বিষয় যে যথানিয়মে সম্পন্ন হইল, তাহার

প্রমাণ জন্য কয়েকজন সাক্ষীর নামও উহাতে স্থান পাইল। এইরূপে গোপনে গোপনে ব্রিটিশ এজেণ্ট আপনাদের অনুকূল অঙ্গীকারপত্রে ফকির উদ্দীনের স্বাক্ষর করিয়া লইলেন, গোপনে গোপনে গবর্নমেণ্ট আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধির সমস্ত আয়োজন করিলেন। অঙ্গীকারপত্র যথানিয়মে মোহর করা হইল। সুতরাং উহা গবর্নমেণ্টের চিরপোষিত কামনা পূর্ণ করার একখানি প্রধান দলিল হইয়া উঠিল। কাজ শেষ হইয়া গেল। ফকির উদ্দীন রেসিডেণ্টের নিকট বিদায় লইয়া আবাস-গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

অতি সহজে বাহাদুর সাহের উত্তরাধিকারীকে আপনাদের অভীষ্ট-বিষয় সম্পাদনে অঙ্গীকারবদ্ধ করাতে গবর্নমেণ্ট সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু যিনি অঙ্গীকার-বদ্ধ হইলেন, তাঁহার কিছুমাত্র সন্তোষ জন্মিল না। পূর্বপুরুষাগত রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগকরা তিনি যার-পর-নাই অপমানের বিষয় মনে করিয়াছিলেন। আপনাদের এই প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে নির্বাসিত হইলে যে, আত্মমর্যাদার ক্ষতি হইবে, তাহাও তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কার্যকরা তাঁহার ক্ষমতায়ত্ত ছিল না। রেসিডেণ্ট যখন তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, তখন তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া যার-পর-নাই ঘৃণা ও বিরাগের সহিত অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করেন। এই ঘৃণা ও বিরাগ তাঁহার হৃদয় হইতে অপসারিত হয় নাই। উহার তীব্র আবেগে তিনি কাতর হইলেন। পিতার উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য তাঁহার কিছুমাত্র আহ্লাদের আবিভাব হইল না। অনুশোচনার প্রবল আঘাতে এই আহ্লাদ সমূলে বিনষ্ট হইয়া গেল।

ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট ও ফকির উদ্দীনের মধ্যে উপস্থিত মীমাংসা গোপনে হইলেও, উহা দীর্ঘকাল বৃদ্ধ ভূপতি ও তাঁহার মহিষীর অবিদিত রহিল না। জীনত্ মহল আপনাদের গৌরবের ক্ষতিকর অঙ্গীকারের কথা শুনিয়া বড় বিরক্ত হইলেন। যুগপৎ ক্ষোভ, অভিমান ও বিরাগের তরঙ্গে তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত করিতে লাগিল। তিনি দুঃসহ মনোযাতনায় অধীর হইয়া প্রতি মুহূর্তে অবশ্যম্ভাবী অধঃপতনের বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ অভীষ্ট বিষয়ে ভগ্নোৎসাহ হইলেন বটে; কিন্তু একেবারে হতাশ হইলেন না। তিনি এখনো আপনার কনিষ্ঠ পুত্রকে সিংহাসন দিবার নিমিত্ত ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আশা ছিল যে, আপনার প্রিয়তমা মহিষীর যত্নে এক সময়ে জোয়ান বখতের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইবে। তিনি যেরূপ জরাজীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাতে সর্বদাই মৃত্যু সময় অতি নিকটবর্তী ভাবিতেন। কিন্তু তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, ঘটনাচক্রে তাহার বৈপরীত্য ঘটিল। বৃদ্ধ বাহাদুর জীবিত রহিলেন, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী ফকির উদ্দীন লোকান্তরিত হইলেন। খ্রীঃ ১৮৫৬ অব্দের ১০ই জুলাই এই ঘটনা হয়। অসময়ে অতর্কিতভাবে ফকির উদ্দীনের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। অনেকে সন্দেহ করেন, বিষ-প্রয়োগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।*

এইদিনের রাজপ্রাসাদের দৈনন্দিন লিপিতে এইরূপ লিখিত আছে,—'রাজকুমার ক্ষুধার্ত হওয়াতে ভাবেন যে, খালি পেটে থাকিলে পিত্ত বৃদ্ধি হইতে পারে।

মৃত্যু সময় আসন্ন হইলে দিল্লীশ্বরের চিকিৎসক আসানুল্লা তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার প্রদত্ত ঔষধ কোনো কার্যকর হয় নাই। কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই ফকির উদ্দীনের প্রাসাদ মর্মভেদী রোদন-ধ্বনিতে পূর্ণ হয়। ইহার কিছুকাল পরেই রাজপ্রাসাদে বৃদ্ধ ভূপতির নিকটে তাঁহার পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ পেঁছে।

বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ মহিষীর পরামর্শে ফকির উদ্দিনের পরিবর্তে জোয়ান বখ্‌তকে রাজ্যাধিকারী করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ফকির উদ্দিনের প্রতি কখনও স্নেহশূন্য হন নাই। এখন পুত্রের মৃত্যু-সংবাদে তিনি অধীর হইয়া শোকপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। জীন্নত্ মহল তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে সবিশেষ চেষ্টা করেন। ক্রমে শোকের আবেগ মন্দীভূত হয়। জীন্নত্ মহলের উৎসাহে বৃদ্ধ ভূপতি ক্রমে আবার জোয়ান বখ্‌তের পক্ষ সমর্থনে উদ্যত হন। ফকির উদ্দীনের মৃত্যুর পরদিন যখন ব্রিটিশ এজেন্ট রাজপ্রাসাদে আগমন করেন, তখন বাহাদুর শাহ জোয়ান বখ্‌তকে আপনার সিংহাসন দিবার প্রস্তাব করিতে বিমুখ হন নাই। ইহার পরদিন আর এক-জন প্রতিদ্বন্দ্বী ঘটনাস্থলে উপনীত হন, এই প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম মির্জা কোরেস্। উপস্থিত সময়ে, ইনিই বাহাদুর শাহের পুত্রদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন। মির্জা কোরেস্ আপনার অধিকার অব্যাহত রাখিবার জন্য দিল্লীর ব্রিটিশ রেসিডেন্টের নিকট একখানি আবেদন-পত্র সমর্পণ করেন। এই আবেদনে তিনি উল্লেখ করেন—'বৃদ্ধ পিতা জোয়ান্ বখ্‌তের পক্ষ প্রবল করিবার জন্য তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী—অর্থাৎ আমার ভ্রাতাদিগকে কোনোরূপ আপত্তি উত্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। বৃদ্ধ পিতার উপর আমার যথোচিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা আছে। তাঁহার যে-কোনো আদেশ পালনে, আমি সর্বদা প্রস্তুত রহিয়াছি। কিন্তু জীন্নত মহলের পরামর্শে যখন তিনি আমার অধিকার নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন আমি বাধ্য হইয়া ইংরেজ গবর্নমেন্টের নিকট আবেদন করিতেছি। আমার আশা যে, এই আবেদনের বিষয়ে অপক্ষপাতে বিচার করা হইবে। আমি এখন রাজকুমারদিগের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। এতদ্ব্যতীত আমি মক্কাতীর্থে গিয়াছি, সমস্ত কোরাণ আমার মুখস্থ রহিয়াছে, সাক্ষাৎ হইলে, আমার অন্যান্য গুণও আপনার গোচর হইবে।'

এজন্য তিনি তরকারির সহিত কিছু রুটি ভোজন করেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার বমি হইতে থাকে। অনবরত বমনপ্রযুক্ত তিনি বড় দুর্বল হইয়া পড়েন। তাঁহাকে রোগ-মুক্ত করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করা হয়, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। হাকিম আসানুল্লা যে ঔষধের ব্যবস্থা করেন, তাহাতেও কোনোও উপকার দেখা যায় নাই। ছয়টার সময়ে যুবরাজের অন্তিমকাল উপস্থিত হয়। মুহূর্তকাল পরেই যুবরাজের প্রাসাদে রোদনধ্বনি শুনা যাইতে থাকে। কিছুকাল মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ সম্রাটের নিকট উপস্থিত হয়। সম্রাট গভীর শোক প্রকাশ করেন। জীন্নত মহল তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে থাকেন।'—*Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 26 note*

এই সময়ে, লর্ড ক্যানিঙ্ গবর্নর জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাজ্যশাসন-জন্য অভিনব মন্ত্রিসভা সংগঠিত হইয়াছিল। এখন এই অভিনব গবর্নর জেনেরল ও অভিনব মন্ত্রিসভার নিকট দিল্লীর রাজ-বংশের বিষয় উপস্থিত হইল। লর্ড ক্যানিঙ্ অল্পদিন মাত্র ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয় তাঁহার সম্যক্ পরিজ্ঞাত হয় নাই, ভারতবাসীদিগের চিরন্তন আচার, ব্যবহার ও সামাজিক প্রথাও তিনি ভালরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। দিল্লীর রাজ-বংশের বিষয় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি পূর্ববর্তী গবর্নর জেনেরল ও তাঁহার মন্ত্রিগণের সমস্ত মন্তব্যলিপি পড়েন। লর্ড ডালহৌসী, দিল্লীর রাজপ্রাসাদ কোম্পানির অধিকারভুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। উহা কোম্পানির সামরিক কার্যের জন্য ব্যবহৃত হয়, ইহাই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। অভিনব গবর্নর জেনেরল এখন লর্ড ডালহৌসীর মতেরই অনুমোদন করিলেন। এ সম্বন্ধে লর্ড ডালহৌসী যে-সকল যুক্তি দেখাইয়া গিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার নিকট সমীচীন বোধ হইল।

দিল্লীর রাজপ্রাসাদ অধিকার করা উচিত বটে, কিন্তু দিল্লীর ভূপতির সম্বন্ধে কি করা কর্তব্য, লর্ড ক্যানিঙ্ তাহা ভাবিতে লাগিলেন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, তিনি অল্প দিন মাত্র এ দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। যে কয়েক মাস হইল, আসিয়াছিলেন, সে কয়েক মাস কলিকাতার বহির্ভাগে গমন করেন নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে পূর্ববর্তী গবর্নর জেনেরল যাহা নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন, এখন তাহাই তাঁহার অন্ধকারময় পথের আলোক-স্বরূপ হইল। তিনি কহিলেন,—'দিল্লীর রাজ-বংশের প্রায় সমস্ত অধিকার একে একে স্খলিত হইয়াছে। এখন যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে তাহাও নষ্ট করা কিছুই দুরূহ নয়। এখন বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর অনায়াসে তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের "রাজা" উপাধি লোপ করা যাইতে পারে। গবর্নর জেনেরল ও প্রধান সেনাপতি দিল্লীর ভূপতিকে যে নজর দিতেন, তাহা বন্ধ করা হইয়াছে, দিল্লীশ্বরের নামে মুদ্রা অঙ্কিত হইত, এখন সে প্রথাও রহিত হইয়া গিয়াছে। গবর্নর জেনেরলের মোহরে এখন আর দিল্লীশ্বরের নিকট অধীনতা-প্রকাশের কোনো চিহ্ন থাকে না। ভারতের রাজগণকেও এইরূপ মোহর ব্যবহার করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট আপনাদের প্রভু-শক্তির সম্মান-রক্ষার জন্য এইরূপ আনুগত্য স্বীকারে নিরস্ত হইয়াছেন। নজর প্রভৃতি রহিত করার সম্বন্ধে যে যুক্তি আছে, রাজা উপাধির উচ্ছেদের সম্বন্ধেও সেই যুক্তি খাটিতে পারে। এখন মির্জা মহম্মদ কোরেস দিল্লীশ্বরের উত্তরাধিকারী; ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট ইঁহার অধিকার রক্ষায় প্রস্তুত আছেন। মহম্মদ কোরেসের রাজা উপাধির উপর কোনো দাবি নাই। ইনি কখনও আপনার বংশে রাজকীয় ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ দেখেন নাই।' গবর্নর জেনেরলের এই অভিমত তাঁহার মন্ত্রিগণের অনুমোদিত হইল। অবিলম্বে দিল্লীর ব্রিটিশ এজেণ্ট মেট্‌কাফ্ সাহেবকে উপস্থিত বিষয়ে এইভাবে কার্য করিবার উপদেশ দেওয়া গেল—

'প্রথম। যদি দিল্লীর সম্রাটের পত্রের উত্তর দেওয়া আবশ্যক হয়, তাহা হইলে এজেণ্ট

সম্রাটকে জানাইবেন যে গবর্নর জেনেরল জোয়ান বখ্‌ত্‌কে রাজবংশের উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত নহেন।

দ্বিতীয়। ফকির উদ্দীনের সহিত যে নিয়ম হইয়াছিল, সেই নিয়মে মির্জা মহম্মদ কোরেস্‌ দিল্লীর রাজসম্পত্তি অধিকার করিতে পারিবেন না। বাহাদুর শাহ যতদিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সম্রাট্‌ বা তাঁহার বংশের কাহারও সহিত কোনো পত্র লেখালেখি হইবে না।

তৃতীয়। সম্রাটের মৃত্যু হইলে, গবর্নমেণ্ট মির্জা মহম্মদ কোরেসকে বংশের প্রধান ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিবেন। এ সম্বন্ধে ফকির উদ্দীনের সহিত যে-সকল নিয়ম হইয়াছিল, প্রায় তৎসমস্তই বলবৎ থাকিবে, কেবল "রাজা" পরিবর্তে মির্জা কোরেস্‌ "শাহজাদা" উপাধিতে বিশেষিত হইবেন। কিন্তু গবর্নমেণ্ট কোনোরূপ লেখাপড়া করিয়া, কোনোরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া বা অতিরিক্ত বৃত্তি দিয়া এই উপাধি দিতে প্রস্তুত হইবেন না।

চতুর্থ। ভবিষ্যতে যাঁহাকে উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে, রাজপ্রাসাদে রাজ-বংশের এমন কত ব্যক্তি অবস্থিতি করিতেছেন, তাহার তালিকা দিতে হইবে। পুত্রই হউক বা পৌত্রই হউক, কত ব্যক্তিকে এই অধিকার বর্তিতে পারে, তাহারও বিবরণ দিতে হইবে। কিন্তু পূর্ববর্তী ভূপতির কোনো দূরতর আত্মীয়কে ইহার মধ্যে ধরা হইবে না।

পঞ্চম। দিল্লীর রাজবংশের এখন যে বৃত্তি নির্ধারিত আছে, শাহজাদাকে তাহা হইতে মাসে ১৫ হাজার টাকা দেওয়া যাইবে।'

খ্রীঃ ১৮৫৬ অব্দের শেষে লর্ড কানিঙ্‌ দিল্লীর মোগল-বংশের সম্বন্ধে এইরূপ রাজনীতির পরিচয় দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এই রাজনীতি তাঁহার উদারতা ও মহত্ত্ব পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করে নাই। লর্ড কানিঙ্‌ উপস্থিত বিষয় আপনার চক্ষে দেখেন নাই, আপনার হৃদয়ে অনুভব করেন নাই, এবং আপনার মতেও মিলাইয়া লন নাই। লর্ড ডালহৌসী যাহা কহিয়া গিয়াছিলেন, যাহা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, লর্ড কানিঙ্‌ এ দেশে আসিয়া তাহাই কহিয়া, তাহাই শেষ করেন। এ বিষয়ে ডালহৌসীর ধারণার সহিত তাঁহার ধারণা এক হইয়াছিল, ডালহৌসীর হৃদয়ের সহিত তাঁহার হৃদয় মিশিয়া গিয়াছিল, এবং ডালহৌসীর অভিমতের সহিত তাঁহার অভিমত এক শ্রেণীতে সমাবেশিত হইয়াছিল। তিনি ভারতবাসীর চক্ষে দেখেন নাই, এবং ভারতবাসীর হৃদয়েও অনুভব করেন নাই। এই সময়ে ভারতবাসীর সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা বা দূরদর্শিতা ছিল না, তাঁহার জ্ঞান এ সময়ে কেবল ভারতের ব্রিটিশ রাজধানীতেই আবদ্ধ ছিল, সুতরাং তিনি ভারতবাসীদিগের ধারণা বা অনুভূতির বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। ভারতবাসী তাহাদের প্রাচীন রাজ-বংশের প্রতি কিরূপ সম্মান প্রদর্শন করে, প্রাচীন রাজ্যাধিপতিকে তাঁহার পূর্বতন স্বত্ব হইতে বিচ্যুত দেখিলে কিরূপ মর্মাহত হয়, তাহা তিনি অনুধাবন করেন নাই। দিল্লীর মোগল-বংশ যে, সমস্ত ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের—সমস্ত ভারতবাসীর শ্রদ্ধা ও

প্রীতির কেন্দ্রস্বরূপ ছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। লর্ড কানিঙ্ উপস্থিত বিষয়ে লর্ড ডালহৌসীর ছন্দানুবর্তী হইয়া সঙ্কীর্ণ রাজনীতির পরিচয় দিয়াছিলেন।

ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের শেষ সিদ্ধান্ত যখন জীন্নত্ মহলের গোচর হয়, তখন তিনি সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন। যাঁহার কিছুমাত্র আত্মাদর বা আত্মসম্মান আছে, তিনি কখনো অবলীলাক্রমে আপনার সমস্ত সম্মান বা অধিকারে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত হন না। জীন্নত্ মহলের আত্মসম্মান-বোধ ছিল, আত্মাদর পূর্ণ মাত্রায় বিকাশ পাইয়াছিল। তিনি যখন শুনিলেন যে তাঁহার বংশের চিরন্তন উপাধি ভবিষ্যতে অনন্ত-অতীত কাল-সাগরের গর্ভে নিমজ্জিত হইবে; তাঁহারা পুরুষানুক্রমে যে প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন, যে প্রাসাদ তাঁহাদের পূর্বতন গৌরব ও পূর্বতন মহিমার চিহ্ন সাধারণের মধ্যে অক্ষুন্ন রাখিয়াছিল, সে প্রাসাদ বণিক্ কোম্পানির অধিকৃত হইবে, তখন তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। ক্ষোভে অভিমানে তাঁহার ধীরতা বিচ্যুত হইল। ইহার উপর, প্রিয়তম পুত্র জোয়ান বখত্ উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকৃত না হওয়াতে তিনি মর্মজ্বালায় কাতর হইলেন। দুঃসহ যাতনায় তাঁহার হৃদয়গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল, কিন্তু এ অবস্থাতেও তিনি একেবারে হতাশ হন নাই, এ অবস্থাতেও তাঁহার হৃদয়গত বাসনা একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। ফকীর উদ্দীন যখন আপনাদের চিরন্তন সম্মানে বিসর্জন দেন, তখন তিনি সাতিশয় বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। শেষে মির্জা মহম্মদ কোরেসকে যখন উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়া গবর্নমেণ্ট মোগল-বংশের সমস্ত সম্মান নিঃশেষিত করিবার প্রস্তাব করেন, এবং যখন জোয়ান বখত্ গবর্নমেণ্টের নিকট উপেক্ষিত হন, তখন তাঁহার মানসিক যাতনা তীব্রতর হইয়া উঠে। বৃদ্ধ বাহাদুর শাহের স্থিরতা ছিল না, তেজস্বিতা ছিল না, এবং আত্মসম্মান রক্ষার জন্য সবিশেষ চেষ্টাও ছিল না। তিনি জানিতেন যে, গবর্নমেণ্ট তাঁহার উপাধি বা অবশিষ্ট সম্মানের উপর কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় উত্তরাধিকারীর সম্বন্ধে গবর্নমেণ্টের যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিতে পারেন; এ বিষয়ে গবর্নমেণ্টের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্যকরা তাঁহার ক্ষমতায়ত্ত নয়। এ সময়ে গবর্নমেণ্টকে আপনার বংশের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনে প্রবর্তিত করিতে পারেন, তাঁহার এমন সামর্থ্যও নাই; সুতরাং তিনি ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া বর্তমান অবস্থাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু জীন্নত্ মহল বৃদ্ধ স্বামীর ন্যায় বর্তমান বিষয়ে পরিতুষ্ট থাকেন নাই। সময় তাঁহার তেজস্বিতা-হরণে সমর্থ হয় নাই, বয়সও তাঁহার দৃঢ়তা বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি পূর্ণ যুবতী ছিলেন। যৌবনের পূর্ণাবস্থায় যেরূপ সামর্থ্য, দৃঢ়তা ও তেজস্বিতার সঞ্চার হয়, জীন্নত্ মহলে তাহার কোনো অভাব ছিল না। যৌবনের সহিত তাঁহার তেজস্বিতার সঞ্চার হইয়াছিল, এবং সৌন্দর্যের সহিত তাঁহার দৃঢ়তা বিকাশ পাইয়াছিল। তিনি সুসময়ের প্রতীক্ষায় রহিলেন। তাঁহার আশা ও সঙ্কল্প উভয়ই অটল রহিল। তিনি ভাবিলেন, জগতে কেহই অমর নহে। তাঁহার পুত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী কিছু দীর্ঘকাল জীবলোকে থাকিবেন না। এক সময়ে অবশ্য তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে, হয়ত সেই সময়ে প্রিয়তম

জোয়ান বখ্‌তের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইতে পারে। অধিকন্তু গবর্নমেণ্টও কিছু চিরকাল এক নীতির অনুবর্তী হইয়া চলিবেন না। সময়ে গবর্নমেণ্টের পূর্বতন নীতিরও পরিবর্তন হইতে পারে। সময়ে এই অভিনব নীতির গুণে জোয়ান বখ্‌তও রাজ সিংহাসনে বসিতে পারে। যতদিন বৃদ্ধ স্বামী জীবিত আছেন, ততদিন আশঙ্কার কোনোও কারণ নাই। গবর্নমেণ্টের ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য, এক সময়ে ভবিষ্যৎ উপায় দ্বারা বিফল করা যাইবে। জীনত্ মহল এইরূপ আশাস্বপ্নহৃদয়ে সুসময়ের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

যে রাজকুমারের জন্য বৃদ্ধ সম্রাট ও তাঁহার মহিষী প্রাণপণ করিয়াছিলেন, তিনি ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিলেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার তেজস্বিতা ও সাহস বাড়িতে লাগিল। তিনি জ্ঞানার্জনে, শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে, অভিজ্ঞতা সংগ্রহে উদাসীন রহিলেন না। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের উপর তাঁহার যেন কেমন একটা বিরাগ জন্মিল। এই বিরাগ ক্রমে ঘনীভূত হইতে লাগিল। জোয়ান্ বখ্‌ত্ ক্রমে ব্রিটিশ কোম্পানীর ঘোরতর বিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন।

জোয়ান বখ্‌তের এইরূপ ইংরেজ-বিদ্বেষের কারণ নির্ণয় করা কঠিন নহে। তাঁহার পিতা ও মাতা উভয়েই তাঁহাকে পূর্বপুরুষাগত রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সবিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট তাঁহাকে পিতার রাজ-পদবীর উত্তরাধিকারী করিতে সম্মত হন নাই। তাঁহার আশা ছিল যে, তিনি, পিতার মৃত্যুর পর রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া রাজ-সম্মানে গৌরবান্বিত হইবেন, কিন্তু গবর্নমেণ্টের বিচারে সে আশা নির্মূল হয়। এ ক্ষোভ তাঁহার হৃদয় হইতে দূর হয় নাই। এ বিষাদও অমনি বিলুপ্ত হয় নাই। আশাভঙ্গ হওয়াতে তাঁহার যে মর্মান্তিক যাতনা হয়, তাহা হইতে ক্রমে গভীর বিদ্বেষের সূত্রপাত হইতে থাকে। যাঁহাদের বিচারে তাঁহার আশালতা ছিন্ন হইয়াছে, তিনি তাঁহাদিগকে যুগপৎ ঘৃণা, বিরাগ ও বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতে থাকেন।

দিল্লীর সম্রাটের উত্তরাধিকারি-নির্ণয়-সময়ে জনসাধারণের মধ্যে যে, উত্তেজনা দেখা গিয়াছিল, তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। মির্জা মহম্মদ কোরেস্ ও জোয়ান বখ্‌ত্, উভয়েই জনসাধারণের সমান আদরের পাত্র ছিলেন। সুতরাং ইঁহাদের মধ্যে যিনিই দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হউন না কেন, তাহাতে সাধারণের কোনো আপত্তি ছিল না। সাধারণে ইঁহাদের একজনের পক্ষ সমর্থনার্থ দলবদ্ধ হয় নাই। এ সম্বন্ধে তাহারা উদাসীন ভাবেরই পরিচয় দিতেছিল। সুতরাং জোয়ান বখ্‌তের স্বপক্ষে সাধারণকে উত্তেজিত করিবার কোনো হেতু ছিল না। কিন্তু দিল্লীর রাজবংশের চিরন্তন স্বত্ব-লোপের প্রস্তাব হওয়াতে সাধারণের সাতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল*।

* যখন লর্ড ডালহৌসী দিল্লীর ভূপতির রাজকীয় উপাধির উচ্ছেদ সাধনের প্রস্তাব করেন, তখন দিল্লীর মুসলমানগণ ঘোরতর উত্তেজিত হইয়া উঠে।—*Indian Mutiny to the fall of Delhi, compiled by a former Editor of the 'Delhi Gazette', p. 7.*

যে প্রাচীন বংশ এক সময়ে আফগানিস্তানের পার্বত্য প্রদেশ হইতে ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত, আপনার আধিপত্য রক্ষা করিয়াছিল, ভারতবর্ষের সমস্ত অধিবাসী এক সময়ে যাহার অপ্রতিহত প্রভুশক্তির নিকট মস্তক অবনত রাখিয়াছিল, এখন সেই প্রাচীন রাজবংশের অবমাননা সাধারণে সহিতে পারে নাই। মির্জা মহম্মদ কোরেস্ বা জোয়ান বখ্‌ত, এই উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সাধারণের হৃদয় তরঙ্গায়িত না হইলেও সম্রাট-বংশের অবমাননায় চিরন্তন রাজকীয় উপাধি-লোপের আশঙ্কায়, সাধারণে বিরক্ত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল।

খ্রীঃ ১৮৫৭ অব্দের কয়েক মাস অতীত হওয়ার পরে দিল্লীর মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে সাতিশয় উত্তেজনার চিহ্ন দেখা যায়। পারস্য যুদ্ধের কথা লইয়া সাধারণে নানা-কথা নানাভাবে রঞ্জিত করিয়া লোকের হৃদয় উত্তেজিত করিয়া তোলে। অনেকেই নানা ইঙ্গিতে ইংরেজদিগের ক্ষমতাবিনাশের আভাস দিতে থাকে। অনেকেরই বিশ্বাস জন্মে, যে ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে একটি মহাশক্তি আবির্ভূত হইয়া ইংরেজ শাসন বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিবে। পারসীকেরা আটকে উপস্থিত হইয়াছে, তাহারা বোলান গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়াছে, এইরূপ নানাকথা বাজারে প্রচারিত হইতে থাকে। সাধারণে এই সময়ে আপনাদের কল্পনাশক্তির পরিচয় দিতে নিরস্ত থাকে নাই। রুশিয়ার অধিপতি পারস্যরাজের সহিত মিলিত হইয়াছেন, ফরাসী সম্রাট্ ও তুরস্কের সুলতানও ইঁহাদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, এইরূপ নানাকথা নানাভাবে পরিব্যক্ত হইতে থাকে। বাজারে, সৈনিক-নিবাসে, লোকালয়ে, মহাজনের দোকানে এই কথা সমভাবে সকলের যুগপৎ বিস্ময় ভীতি, হর্ষ ও আমোদের সঞ্চার করিতে থাকে। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্বেই প্রচার হইয়াছিল যে, ইংরেজেরা ভারতবর্ষে একশত বৎসর রাজত্ব করিবেন। ইহার পর তাঁহারা নিষ্কাশিত হইবেন, এবং তাঁহাদের স্থলে ভারতের রাজবংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে। এখন সকলে এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল বলিয়া, বোধ করিতে লাগিল*। কৌতূহলের আবেগে সাধারণে এই ভবিষ্যদ্বাণীর

---

* স্যার জেমস্ আউট্রাম খ্রীঃ ১৮৫৮ অব্দের জানুয়ারি মাসে লিখিয়াছিলেন,—'আমাদের সৈন্য আমাদের দল পরিত্যাগ করিয়া, আমাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু হিন্দুসিপাহী হইতেই এই যুদ্ধের উৎপত্তি হয় নাই। অযোধ্যা অধিকারের পূর্বেই মুসলমানেরা ইহার সূত্রপাত করিয়াছিল। এই সময়ে মুসলমান-দিগের মধ্যে ধর্মান্ধ লোকে নানাস্থানে এই কথা প্রচার করে যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী হইয়াছে, এক বিদেশী জাতি ভারতবর্ষে একশত বৎসর রাজত্ব করিবে। ইহার পর প্রকৃত বিশ্বাসিগণ (মহম্মদ ধর্মাবলম্বিগণ) আপনাদের ক্ষমতা পুনর্বার লাভ করিবে। যখন একশত বৎসর অতীত হয়, তখন মুসলমানেরা ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করিয়া হিন্দুসিপাহীদিগকে আপনাদের দলে আনিতে চেষ্টা করে। হিন্দু-সিপাহীরা সাতিশয় কৌতূহলপ্রিয়। তাহারা অপরের কথায় সহজেই বিশ্বাস করে। সুতরাং মুসলমানেরা যখন কহিল যে, ইংরেজেরা সকলের ধর্মনাশে কৃতসঙ্কল্প

প্রতি কোনোরূপ অসম্মান দেখায় নাই, তাহারা দূরদর্শিতা বা সুশিক্ষায় উন্নত ছিল না, সুতরাং উপস্থিত বিষয়ে ভালরূপে বিচার করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহাদের সমক্ষে সকলে আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত যাহা বলিত, কৌতূহল-প্রযুক্ত তাহারা তাহাতেই বিশ্বাস করিত। যখন ইংরেজের সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া নানাকথা প্রচারিত হয়, তখন তৎসমুদয়ে সহজেই তাহাদের আস্থা জন্মে। তাহারা আপনাদের দেশে প্রাচীন রাজ-বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতীক্ষা করিতে থাকে, এবং মুহূর্তে মুহূর্তে পারশী ও রুশ, ফরাসী ও তুর্কী আসিতেছে বলিয়া, স্বপ্ন দেখিতে থাকে।

কেহ কেহ এই প্রসঙ্গে নির্দেশ করিয়াছেন যে, পারশীক ভূপতির সহিত বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। পারশ্যের সাহায্যে প্রনষ্ট রাজ্যের উদ্ধার করা, উপস্থিত ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল। পারশ্যের যুদ্ধে যাহাতে পারশীকদিগের ক্ষমতা প্রবল হয়, তজ্জন্য দিল্লীর মুসলমানগণ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন। কিন্তু এই নির্দেশের কোনো মূল্য ছিল কি না, তাহা আজ পর্যন্ত সুস্পষ্টরূপে নির্ণীত হয় নাই*।

হইয়াছে, সমস্ত ভারতবাসীকে খ্রীস্টীয়ধর্মে দীক্ষিত করিতে প্রয়াস পাইতেছে, তখন হিন্দুরা স্থির থাকিতে পারিল না। তাহারা মুসলমান পতাকার আশ্রয়ে সজ্জিত হইয়া আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ উপস্থিত করিল।'

ভারতবর্ষের একখানি সংবাদপত্রে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এই কবিতায় উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী লিখিত হইয়াছিল। কবিতাটির ভাব এই,—'অগ্নির উপাসক ও খ্রীস্টীয়গণ একশত বৎসর কাল হিন্দুস্থান শাসন করিবে। যখন তাহাদের শাসনে যথেচ্ছাচার ও দৌরাত্ম্যের বিকাশ হইবে, তখন একজন আরব রাজকুমার জন্মগ্রহণ করিবেন, এবং অশ্বপৃষ্ঠে অধিরূঢ় হইয়া তাহাদের সকলকে নিহত করিয়া ফেলিবেন।' এই ভবিষ্যদ্বাণী শাহ মহম্মদ উল্লা নামক একজন মুসলমান ফকিরের নামে প্রচারিত হয়।

অযোধ্যা গ্রহণ করাতে যে সিপাহী বিপ্লবের সূত্রপাত হয়, স্যার জেমস্ আউট্রাম তাহা স্বীকার করেন নাই। কেবল সৈনিকদলের দুরভিসন্ধিতে এই যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, এ মতও তাঁহার অনুমোদিত হয় নাই। এই দুইটি যে সিপাহী যুদ্ধের মূল নহে, দেখাইবার জন্যই তিনিই উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও তৎপ্রযুক্ত মুসলমানদিগের উত্তেজনার কথার উল্লেখ করিয়াছেন। —*Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 36, note.*

* যখন বৃদ্ধ ভূপতির বিচার হয়, তখন সাক্ষীর এজাহারে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, পারশ্য যুদ্ধের কথা দিল্লীর রাজপ্রাসাদে কাহারও কৌতূহলের উদ্দীপক হয় নাই। এ সম্বন্ধে ভূপতির চিকিৎসক আসানুল্লা কহিয়াছেন, রাজপ্রাসাদে যে সকল সংবাদপত্র আসিত, তাহাতে যুদ্ধের অনেক সংবাদ থাকিত, কিন্তু ভূপতি সে বিষয়ে কিছুই মনোযোগ দিতেন না। পারশ্য যুদ্ধের সংবাদ জানিবার জন্য তিনি কোনোরূপ আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। এ বিষয়ে তাঁহার উদাসীনতাই লক্ষিত হইয়াছিল।—*Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 37, note.*

যখন ঐ বিষয় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর কল্‌বিন সাহেবের গোচর হয়, তখন তিনি উহাতে বিশ্বাস করেন নাই। উহা তাঁহার নিকট নিরবচ্ছিন্ন কল্পনামূলক বলিয়া বোধ হইয়াছিল। বস্তুতঃ, ইতিহাসে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, যাহাতে উপস্থিত বিষয়ে বৃদ্ধ বাহাদুর শাহের কলঙ্ক রটিতে পারে। পারশ্য যুদ্ধ বাহাদুর শাহের কৌতুহলের উদ্দীপক হয় নাই। পারশীকদিগের সাহায্যে তাঁহার প্রনষ্ট গৌরবের উদ্ধার হইবে, বাহাদুর শাহ কখনো ইহা ভাবেন নাই। তিনি বর্তমান অবস্থাতেই পরিতৃপ্ত ছিলেন, এবং পরিতৃপ্ত থাকিয়াই ভবিষ্যতের প্রতি আপনার উদাসীনভাব দেখাইয়া আসিতেছিলেন।

কি সূত্রে বাহাদুর শাহের উপর উল্লিখিত দোষের আরোপ হয়, এই স্থলে তাহার নির্দেশ করা উচিত। বাহাদুর শাহ যে, পারশ্যাধিপতির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, কেহ কেহ এই কারণ দেখাইয়া তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, এই কারণও কেবল অনুমানের উপর স্থাপিত হইয়াছিল ঃ—মুসলমানদিগের মধ্যে সিয়া ও সুন্নি, এই দুইটি সম্প্রদায় আছে। এই সম্প্রদায়ের একটির প্রতি আর একটি যার-পর-নাই বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া থাকে। দিল্লীর অধিপতি সুন্নি, পক্ষান্তরে অযোধ্যার নবাব ও পারশ্যরাজ সিয়ামতাবলম্বী ছিলেন। যখন বাহাদুর শাহ তাঁহার প্রিয়তমা মহিষীর বাসনা পূর্ণ করিতে পারিলেন না, ইংরেজ গবর্নমেণ্ট যখন জোয়ান বখ্‌ত্‌কে দিল্লীর ভবিষ্যৎ ভূপতি বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন না, তখন বৃদ্ধ বাহাদুরের সিয়ামত গ্রহণে ইচ্ছা হয়। অযোধ্যায় তাঁহার বংশের কয়েক ব্যক্তি অবস্থিতি করিতেছিলেন, ইঁহাদেরও সিয়ামত গ্রহণে প্রবৃত্তি জন্মে। ইঁহাদের একজন দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া কিছুদিন অবস্থিতি করেন। ইনি যখন দিল্লী হইতে প্রস্থান করেন তখন প্রচার হয় যে, অযোধ্যার নবাব ও পারশ্যাধিপতি, উভয়েই একত্র হইয়া বাহাদুর শাহকে ইংরেজের হস্ত হইতে বিমুক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। পারশীক ও রুষেরা সমবেত হইয়া দিল্লীর অধিপতির বিমুক্তির জন্য আসিতেছে, এই কিংবদন্তী এই সময় হইতেই দিল্লীর রাজ-প্রাসাদে, দিল্লীর বাজারে প্রচারিত হইতে থাকে। মোগল সম্রাট্‌ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া পূর্বের ন্যায় অপ্রতিহত প্রভাবে শাসন-দণ্ড চালনা করিতে পারিবেন, পূর্বের ন্যায় মোগল সম্রাটের ক্ষমতা ও গৌরব সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হইবে, এইরূপ নানাকথার সম্বন্ধে এই সময় হইতেই সাধারণের মধ্যে আন্দোলন হইতে থাকে*। কিন্তু বাহাদুর শাহ যে, এ বিষয়ে আগ্রহ ও উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন, তাহার কোনো প্রমাণ নাই; পারশ্যের সহিত সম্মিলিত হইলে তিনি যে, প্রনষ্ট রাজ্যের উদ্ধার করিতে পারিবেন, এ ভাবনাও তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। আর রুষের সম্রাট্‌ বা তুরস্কের

* আসানুল্লার এজাহারে এই বিষয় জানা গিয়াছিল। কে সাহেব সমস্ত সাক্ষীর মধ্যে ইঁহার এজাহারই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু বাহাদুর শাহ যে এ বিষয়ের উদ্‌যোগী ছিলেন, কে সাহেব তাহার কোনো প্রমাণ দিতে পারেন নাই।

সুলতান যে, তাঁহাকে ইংরেজের হস্ত হইতে বিমুক্ত করিয়া, স্বাধীন রাজ্যাধিপতির সম্মানিতপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবেন, ইহাও তিনি কখনো ভাবেন নাই। তিনি এ সকল বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। তাঁহার বিস্তৃত বংশের কোনো ব্যক্তি অলীক স্বপ্নে বিভ্রান্ত হইয়া সাধারণের হৃদয় উত্তেজিত করিতে পারেন, এই উত্তেজনার গতি দিল্লীর রাজপ্রাসাদ হইতে অন্যান্য স্থানে প্রসারিত হইতে পারে। কিন্তু বাহাদুর শাহ ইহাতে ভবিষ্যৎ সুখের আশায় উত্তেজিত হইয়া সাধারণকে উত্তেজিত বা উন্মত্ত করিয়া তুলেন নাই।

কেহ কেহ এইরূপও নির্দেশ করিয়াছেন যে, রাজপ্রাসাদের অনেক অনুচর উপস্থিত-বিষয় প্রসঙ্গে জনসাধারণকে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের সহিত শত্রুতাচরণে প্রবৃত্তি দিতেছিল। ইহাদের বাক্‌চাতুরীতে এবং ইহাদের কৌশল-জালে জনসাধারণের হৃদয় ক্রমেই উত্তেজনার তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে থাকে*। খ্রীঃ ১৮৫৭ অব্দে দিল্লীর মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যেরূপ উত্তেজনা দেখা যায়, তাহাতেই বোধ হয়, কেহ কেহ ঐরূপ বিশ্বাস করিয়াছিলেন। এই সময়ে যে, সাধারণের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু দিল্লীর বৃদ্ধ ভূপতি যে, এই উত্তেজনানলে ইন্ধন সংযোগ করিতে-ছিলেন, তাহা ইতিহাসের প্রমাণে দৃঢ়তর হয় নাই। যাহা হউক, ১৮৫৭ অব্দে দিল্লী তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। মোগল সম্রাটের রাজকীয় অধিকারের অধঃপতনে দিল্লীর মুসলমানগণ ক্রমেই বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল।

কোম্পানি নানারূপে যাঁহার দুর্দশা ঘটাইয়া সাধারণকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, এই উত্তেজনার সময়েও যিনি সাধারণকে উৎসাহ দানে উদ্যত হন নাই, তিনিই শেষে সিপাহী যুদ্ধে লিপ্ত থাকার অপরাধে অভিযুক্ত হন। কোম্পানির বিচারে তাঁহাকে কিরূপ নিগৃহীত হইতে হইয়াছিল, তাহা যথাস্থলে বিবৃত হইবে। এই দুর্দশাগ্রস্ত বৃদ্ধ ভূপতির সম্বন্ধে একজন সহৃদয় ইংরেজ উদ্দীপনাময়ী ভাষায় যাহা লিখিয়াছেন তাহার ভাবার্থ এই ঃ—'যাঁহার পূর্বপুরুষের বিস্তীর্ণ রাজ্য, বলেই হউক বা অন্য কোনোরূপেই হউক, ক্রমে ক্রমে অধিকার করা হইয়াছে, তিনি কেবল শূন্য রাজ-উপাধি ও অর্থশূন্য ভাণ্ডার লইয়া রহিয়াছেন। ঘোর দারিদ্র্যগ্রস্ত কপর্দকশূন্য আত্মীয়-স্বজনে যাঁহার প্রাসাদ পরিপূর্ণ রহিয়াছে, তাঁহাকে অকৃতজ্ঞতা-দোষে দূষিত করা বড় বিষম কথা। তিনি যে অবস্থায় পতিত হইয়াছেন, তাহার জন্য কি কোম্পানির নিকট তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত? ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট গরীব অন্ধ শাহ আলমকে মারাঠাদিগের হস্ত হইতে টানিয়া আনিয়া শেষে তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান পর্যন্ত লোপ করিয়াছিলেন; ইহার জন্য কি তিনি কোম্পানিকে আশীর্বাদ করিবেন? সত্য বটে, দিল্লীর মুসলমান ভূপতিরা ভারতসাম্রাজ্যে যে অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন, এখন আমাদেরও সেই অধিকার জন্মিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা যেভাবে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, আমরা সেভাবে উপস্থিত হই নাই। তাঁহারা দেশজয়মানসে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া ভারতে উপনীত হইয়াছিলেন, আমরা সামান্য ব্যবসায়ীর ন্যায় সভয়ে ধীরে ধীরে আসিয়াছিলাম। দিল্লীশ্বরের নিয়োজিত শাসনকর্তাদের দয়া ও অনুগ্রহের উপরই নির্ভর করিতেছিল। শাহ আলমের

* *Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 35.*

পূর্বপুরুষগণ আমাদের স্বদেশীয়গণের প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ দেখাইয়াছিলেন, তাহার তুলনায় শাহ আলমের প্রতি আমরা যে সৌজন্য দেখাইয়াছি তাহা কিছুই নয়।

'সিপাহী যুদ্ধের বহু পূর্ব হইতেই দিল্লীর ভূপতি সাতিশয় শোচনীয়ভাবে কালাতিপাত করিতেছিলেন। তাঁহার প্রাসাদ পরাধীনতার ও দাসত্বের আলয়-স্বরূপ ছিল। তিনি জানিতেন এখন তাঁহার প্রতি যে-কিছু রাজ-সম্মান প্রদর্শিত হইতেছে, কালে তাহাতেও তদীয় উত্তরাধিকারিগণকে বঞ্চিত হইতে হইবে, কালে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের আপনাদের প্রাসাদে বাস করিবারও কোনো ক্ষমতা থাকিবে না। দিল্লীর বহির্ভাগে কোনো স্থলে তাঁহাদিগকে নির্বাসিত ও অবরুদ্ধ থাকিতে হইবে। দিল্লীর ভূপতির যে সকল আত্মীয়স্বজন ছিলেন, আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের কোনো রাজকীয় কার্যে প্রবেশাধিকার দিই নাই। আমরা তাঁহাদিগকে ঘোরতর দারিদ্র্যগ্রস্ত করিয়াছি, ঋণজালে জড়িত করিয়া তুলিয়াছি, অথচ এদিকে তাঁহাদের পার্থিব বিষয়-বাসনার জন্য তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিতেও সংকুচিত হই নাই। আমরা তাঁহাদের সম্মুখে সৈনিক-বিভাগে প্রবেশাধিকারের পথ অবরুদ্ধ রাখিয়াছি—আমরা তাঁহাদিগকে সমস্ত বৈষয়িক কার্যেই বঞ্চিত করিয়াছি। আমরা তাঁহাদের হস্ত হইতে সমস্ত সম্মান, সমস্ত উচ্চাশার বিষয়ই কাড়িয়া লইয়াছি।⋯ এরূপ শোচনীয়ভাবে, এরূপ হীনতার সহিত কালাতিপাত করা অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর*।'

ইহার পর অন্য স্থানে এই সহৃদয় সুলেখকের রসময়ী লেখনী হইতে এইরূপ মর্মভেদী বাক্য নিঃসৃত হইয়াছে—'যখন দিল্লীর রাজবংশ আমাদের প্রতি সদ্ভাব দেখাইতেছিলেন এবং আমাদের সহিত বন্ধুত্ব-পাশে আবদ্ধ ছিলেন, তখন আমরা রাজকীয় সম্মানের ক্ষতিকর নিয়ম সকল প্রতিষ্ঠিত করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। আমরা দিল্লীর ভূপতির সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেছিলাম, তাহাতে আমাদের অবজ্ঞা ও অবহেলাই প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা এইরূপে সমস্তই করিয়াছি, তথাপি রত্ন-সিংহাসনের এই ক্ষমতাশূন্য ব্যক্তি যে আপনাকে জগতের অধিপতি, সমগ্র বিশ্বের এবং মাননীয় ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রভু, ভারতবর্ষের অধিপতি, গবর্নর জেনেরল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সসাগরা ধরিত্রীর অধিস্বামী ভাবিতেন, তাহাও আমাদের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল**।' কালের পরিবর্তনে দিল্লীর গৌরব এইরূপেই বিলুপ্ত হইয়াছিল, দিল্লীর সম্রাটগণ কালের পরিবর্তনে একদল বিদেশী বণিকের অধীন হইয়া এইরূপ লাঞ্ছনা ও কষ্ট ভোগ করিতেছিলেন।

১৮৫৭ অব্দের প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই উপস্থিত উত্তেজনার বিষয় কর্তৃপক্ষের গোচর হয়। মার্চ মাসের মধ্যভাগে দিল্লীর জুম্মা মসজিদে একখানি ঘোষণা-পত্র

* *Russell's Diary Vol. II, pp 50-51. Comp. Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 458.*

** *Russel's Letter, Times, August 20th. 1858. Comp. Indian Empire, Vol. II, p. 459.*

লাগাইয়া দেওয়া হয়। এই ঘোষণা-পত্রে উল্লেখ ছিল যে, ইহা পারশ্যের ভূপতির নামে প্রচারিত হইয়াছে। ঘোষণা-পত্রের মর্ম এই,—'পারশীক সৈন্য ইংরেজদিগের হস্ত হইতে ভারতবর্ষের উদ্ধার-সাধন জন্য অগ্রসর হইতেছে। অতএব এই সময়ে অবিশ্বাসীদিগের সহিত সমস্ত ধর্মানুরক্ত মুসলমানেরই যুদ্ধ করা উচিত।' ঘোষণা-পত্রে মহম্মদ সাদিকের নাম ছিল; কিন্তু মহম্মদ সাদিক কে, তাহা কেহই জানিত না। জনসাধারণকে যে ইংরেজ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা হইতেছিল, উপস্থিত ঘোষণা-পত্রেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যাহা হউক, উহা দীর্ঘকাল জুম্মা মসজিদে সংলগ্ন ছিল না; সুতরাং সর্বসাধারণে উহা দেখিতে পায় নাই। ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উহা ছিঁড়িয়া ফেলা হইয়াছিল। কিন্তু ঘোষণা-পত্র দীর্ঘকাল স্থায়ী না হইলেও এবং উহা সর্বসাধারণের চক্ষে না পড়িলেও উহার মর্ম প্রকারান্তরে সাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছিল। কথিত আছে, এই সময়ে এতদ্দেশীয় কোনো কোনো সংবাদপত্রে উক্ত বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত হয়। সম্পাদকগণ নানাভাবে, নানাছাঁদে এ সম্বন্ধে নানা সংবাদ প্রকাশ করিতে থাকেন। তাঁহারা সোজাভাবে কিছু না বলিয়া রূপকে বা দ্ব্যর্থভাবে সংবাদ লিখিতে থাকেন। এক সময়ে লিখিত হয়ঃ—'ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট সংবাদ আসিয়াছে যে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কাশ্মীর গ্রহণ করা হইবে। এ স্থলে কাশ্মীর স্বনাম-প্রসিদ্ধ দেশ নহে—দিল্লীর কাশ্মীর-তোরণ।* সুতরাং উক্ত সংবাদে ইহাই জানান হয় যে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দিল্লীর কাশ্মীর-দরওয়াজা গবর্নমেণ্টের অধিকৃত হইবে। এতদ্দেশীয় সংবাদপত্র এইরূপে দ্ব্যর্থভাবে নানা সংবাদ প্রচার করুক বা নাই করুক, উপস্থিত সময়ে যে দিল্লীর মুসলমানগণ উত্তেজনার পরিচয় দিতেছিল, তদ্বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। দিল্লীর রাজবংশের সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত হওয়াতে সাধারণের হৃদয়ও ক্রমে আন্দোলিত হয়। অনেকেই কহিতে থাকে যে শীঘ্র গুরুতর বিপ্লব উপস্থিত হইবে। এই বিপ্লবে কোম্পানির রাজ্য উৎসন্ন হইয়া যাইবে। দিল্লীর সিপাহীদিগের মধ্যেও এইরূপ নানাকথার আন্দোলন হইতে থাকে, কিন্তু বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ এইরূপ আন্দোলনে মনোযোগ দেন নাই। তাঁহার নামে অনেক কথার উৎপত্তি হইতেছিল, তাঁহার নামে অনেকে, অনেকের উত্তেজনা বৃদ্ধি করিতেছিল, কোম্পানির শাসন বিলুপ্ত করিবার জন্য তাঁহার নামে অনেক ষড়যন্ত্র হইতেছিল; কিন্তু তিনি স্বয়ং উহার কিছুই জানিতেন না, উহার কোনো আন্দোলনে মনোযোগ দিতেন না। মে মাসে যখন মিরাটের তৃতীয় অশ্বারোহীদলের স্বেচ্ছাচারের সংবাদ দিল্লীতে উপস্থিত হয়, দিল্লীর এতদ্দেশীয় কয়েকজন সৈনিক অফিসর যখন সেই অবাধ্য সৈনিকদিগের বিচারের জন্য মিরাটে গমন করেন, তখন অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের সম্বন্ধে আরও আন্দোলন উপস্থিত হয়। অনেকে মুক্তকণ্ঠে বলিতে থাকে যে, ভারতবর্ষে শীঘ্র মোগল-শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে, ভারতবর্ষীয়গণ শীঘ্র আবার মোগল সম্রাটের অধীনে প্রধান প্রধান কার্যে

---

* দিল্লী প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। উহাতে অনেকগুলি প্রবেশদ্বার আছে। এই প্রবেশদ্বারের একটির নাম কাশ্মীর-দরওয়াজা।

নিয়োজিত হইবে সিপাহীদিগের বাহুবলের মহিমায় কোম্পানির অধিকার সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপ আন্দোলন হইলেও বৃদ্ধ ভূপতি উহাতে কর্ণপাত করেন নাই কিংবা উহাতে মোহিত হইয়া, আপনার বিলুপ্ত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখেন নাই।*

১০ই মে রাত্রিকালে উন্মত্ত সিপাহীদিগের আক্রমণ নিরস্ত করিবার জন্য যখন ইংরেজ পদাতিক ও কামান-রক্ষক সৈন্য যুদ্ধবেশে মিরাটের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সমাগত হয়, তখন তৃতীয় অশ্বারোহীদল বায়ুবেগে দিল্লীর অভিমুখে ধাবিত হইতে থাকে। পদাতিক সিপাহীগণও দ্রুতগতিতে তাহাদের অনুসরণ করে। আকাশ পরিষ্কার ছিল, নির্মল আকাশে নির্মল চন্দ্রকিরণ বিস্তার করিতেছিল, মিরাটের উন্মত্ত সিপাহী-সৈন্য এই জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে তীরবেগে দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। চারিদিক জ্যোৎস্নাবিধৌত হওয়াতে তাহাদের গতির কোনো বিঘ্ন হইল না। তাহারা অবাধে, অবারিত বিক্রমে গ্রামের-পর-গ্রাম ছাড়াইতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল। ১১ই মে প্রাতঃকালে মহানগরী দিল্লী সিপাহীদিগের নেত্রপথবর্তী হইল। এই সময়ে সূর্য উদিত হইতেছিল। তরুণ সূর্যালোক যমুনার সুনীল জলে পতিত হওয়াতে অনুপম শোভা বিকাশ হইতেছিল। সূর্যকর-বিভাসিত সুনীল যমুনার উপর মোগল সম্রাটের রাজধানী দাঁড়াইয়া, আগন্তুক সিপাহীদিগের হৃদয়ে যুগপৎ আশা ও আহ্লাদের সঞ্চার করিল। দিল্লীর যে অংশ যমুনার দিকে, সেই দিকে একটি নৌ-সেতু ছিল। এই সেতুর একদিকে সলিমগড় অপরদিকে মিরাটে যাওয়ার পথ, পরস্পর সংযোজিত করিয়া দিয়াছিল। সুতরাং মিরাট হইতে যাত্রা করিয়া দিল্লীর অপর তীরে উপনীত হওয়ার পর এই সেতু অতিক্রম করিলেই সলিমগড়ের নিকট পেঁছিতে পারা যাইত। দিল্লী** লোহিত প্রস্তরের প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, ইহাতে এগারটি প্রধান প্রবেশদ্বার আছে। যেদিকে যমুনা প্রবাহিত হইতেছে, সেইদিক ব্যতীত আর সকল দিকে আটটি প্রবেশদ্বার আছে। এই আটটি প্রবেশদ্বারের নাম—কাশ্মীর, মোরী, কাবুল, লাহোর, ফরাস খাঁ, অজমীর, তুর্কমান এবং দিল্লী-দরওয়াজা। সম্রাটের বাসভবন নগরের প্রান্তভাগে যমুনাকুলে অবস্থিত। উহার তিনদিক লোহিত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। কাশ্মীর-দরওয়াজায় সৈনিক-নিবাস ছিল। নগর-রক্ষক সৈনিকেরা এইস্থানে অবস্থিতি করিত। মিরাটের অশ্বারোহী সিপাহীদের অগ্রগামী-দল বেলা আটটায় পূর্বে যমুনার নৌ-সেতু পার হয়, টোল-ঘাটের অধ্যক্ষকে বধ করে এবং টোলগৃহে আগুন লাগাইয়া

* যখন বাহাদুর শাহের বিচার হয়, তখন তাঁহার সেক্রেটারি আপনার এজাহারে প্রকাশ করেন যে, ভূপতি স্বয়ং ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে কোনো প্রস্তাব করিয়াছিলেন কিনা, তাহা তিনি অবগত নহেন। তবে তাঁহার অনুচরগণ রাজপ্রাসাদের দ্বারে বসিয়া বলিত,—সিপাহীরা গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া অতি শীঘ্র এখানে আসিবে এবং ইংরেজ-শাসনের উচ্ছেদ করিয়া মোগল-শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবে। —*Kaye, Sepoy War, Vol II, p. 42. note.*

** এ স্থলে সম্রাট শাহ জাঁহার নির্মিত নয়া বা নূতন দিল্লীর কথা বলা হইতেছে।

দিল্লীর প্রাচীরের নিকট উপনীত হয়। উত্তেজিত সৈনিক পুরুষেরা রাজপ্রাসাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াই বিকট চীৎকার করিয়া বলে যে, তাহারা মিরাটের ইংরেজদিগের হত্যা করিয়াছে, এখন ফিরিঙ্গীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্যত হইয়া সম্রাটের সাহায্য-প্রাপ্তির জন্য নগর-মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিতেছে।

রণমত্ত আগন্তুক সিপাহীদিগের কোলাহল শুনিয়া দিল্লীর বৃদ্ধ ভূপতি প্রাসাদ-রক্ষক সৈনিকদিগের অধ্যক্ষ কাপ্তেন ডগ্‌লাস্‌কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দেওয়ানিআমে* ভূপতির সহিত ডগ্‌লাসের সাক্ষাৎ হইল। ডগ্‌লাস্‌ কহিলেন যে, এই সৈনিকদিগকে ফিরিয়া যাইতে বলিবার জন্য, তিনি নীচে যাইতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু বাহাদুর শাহ তাঁহাকে নীচে যাইতে নিষেধ করিলেন, যেহেতু নীচে গেলে সিপাহীরা তাঁহার প্রাণ নষ্ট করিতে পারে। ভূপতির চলিবার তত শক্তি ছিল না, যষ্টির উপর ভর দিয়া এবং হাকিম আসানুল্লার হাত ধরিয়া তিনি দেওয়ানিআম আসিয়াছিলেন। ডগ্‌লাস্‌ নীচে যাইতে চাহিলেও বৃদ্ধ ভূপতি, পাছে তাঁহার প্রাণনাশ হয়, এই আশঙ্কায় যাইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে লাগিলেন। সুতরাং ডগ্‌লাস্‌ গবাক্ষদ্বার দিয়া আগন্তুক সিপাহীদিগকে কহিলেন যে, তাহাদের উপস্থিতিতে ভূপতির বড় বিরক্তি বোধ হইতেছে, সুতরাং তাহাদের এখনি ফিরিয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু ডগ্‌লাসের কথায় কোনো ফল হইল না, তাঁহার কথা যেন শূন্যে মিশিয়া গেল। উহা উত্তেজিত সৈনিক-পুরুষদিগের কর্ণে প্রবেশ করিল না। এ দিকে দিল্লীতে অনেকগুলি প্রবেশ-পথ ছিল। একপথ দিয়া নগরে প্রবেশ করার সুযোগ না হওয়াতে আগন্তুক সৈন্য অপর-পথে নগরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। যমুনার দিকে যে কয়েকটি প্রবেশদ্বার আছে, তাহার দুইটির নাম কলিকাতা-দরওয়াজা ও রাজঘাট-দরওয়াজা। কলিকাতা-দরওয়াজা সেতুর অতি নিকটবর্তী ছিল। যখন এই প্রবেশদ্বার রুদ্ধ হইল, তখন আগন্তুক অশ্বারোহীরা, যমুনানদী ও প্রাসাদ প্রাচীরের মধ্যবর্তী রাজপথ দিয়া রাজঘাট-দরওয়াজার দিকে ধাবিত হইল। তত্রত্য মুসলমানেরা এই দ্বার খুলিয়া দিল। মিরাটের উত্তেজিত সৈনিক-দল উক্ত দ্বার দিয়া নগরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

মিরাটের সিপাহীগণ যে তত্রত্য ইংরেজদিগের হত্যা করিয়া মোগলের রাজধানীর অভিমুখে উন্মত্তভাবে অগ্রসর হইতেছে, তাহা পূর্বে দিল্লীর ইংরেজগণ জানিতে পারেন নাই। দিল্লী ও মিরাটের মধ্যে টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কখন এই তার ছিন্ন হয়, তাহা কর্তৃপক্ষ জানিতে পারেন নাই। ১১ই মে প্রাতঃকালে যে

* দিল্লীর রাজপ্রাসাদে অনেকগুলি গৃহ আছে। ইহার মধ্যে দুইটি গৃহ সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহার একটি নাম দেওয়ানিআম ও অপরটির নাম দেওয়ানিখাস। দেওয়ানিআমে রাজসভা হইত। এইখানে শাহ জঁহার প্রসিদ্ধ ময়ূর-সিংহাসন ছিল। এইখানে নাদির শাহ প্রতারণাপূর্বক মহম্মদ শাহের নিকট হইতে জগদ্বিখ্যাত কোহিনুর হীরক লইয়াছিলেন। দেওয়ানিখাস সম্রাটের মন্ত্রণাগৃহ। এইস্থানে রাজ্য-সংক্রান্ত গোপনীয় মন্ত্রণা হইত।

উন্মত্ত সিপাহীদল ইংরেজের শোণিতপাতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অপ্রতিহততেজে মহানগরী দিল্লীর সম্মুখীন হইবে, তাহা সেই স্থানের ইংরেজেরা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তাঁহারা প্রফুল্লভাবে শয্যা হইতে উঠিয়াছিলেন এবং প্রফুল্লভাবে আপনাদের দৈনন্দিন কার্যে অভিনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। বিপদের আশঙ্কায়, সর্বধ্বংসের দুশ্চিন্তায় তাঁহারা বিচলিত হন নাই; বিপক্ষদল অতর্কিতভাবে তাঁহাদের নিকটবর্তী হইল এবং অতর্কিতভাবে তাঁহাদের জীবনের সহিত আশা ভরসা নির্মূল করিয়া ফেলিল।

১১ই মে প্রাতঃকালে দিল্লীর টেলিগ্রাফ অফিসের কর্মচারী টড্ সাহেব হঠাৎ বুঝিতে পারিলেন যে, দিল্লী ও মিরাটের মধ্যে টেলিগ্রাফের তার নষ্ট হইয়াছে। ইহা বুঝিতে পারিয়াই, তিনি সেই সময়ে যমুনার নৌ-সেতুর দিকে গেলেন। ইহার মধ্যেই মিরাটের তৃতীয় অশ্বারোহীদলের অগ্রভাগ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। আগন্তুকদিগের নিষ্কোশিত তরবারির আঘাতে তাঁহার প্রাণ নষ্ট হইল। কিন্তু এই হত্যা-সংবাদ দিল্লীর ব্রিটিশ রাজ-পুরুষদিগের গোচর হয় নাই। রাজ-পুরুষগণ সুখের আবেশে আপনাদের কার্য করিতেছিলেন, এ সংবাদ শীঘ্র শীঘ্র তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে আত্মরক্ষায় উদ্‌যোগী করিয়া তুলে নাই।

মিরাটের যে সমস্ত অশ্বারোহী দিল্লীতে উপনীত হয়, তাহাদের সংখ্যা বেশী ছিল না। ক্রমে মিরাটের পদাতিকগণ আসিয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয়। এদিকে দিল্লীর অনেক মুসলমান অধিবাসীও তাহাদের দল পরিপুষ্ট করে, এবং দিল্লীতে যে সকল সিপাহী-সৈন্য ছিল, তাহারাও ক্রমে তাহাদের পক্ষ-সমর্থনে উদ্যত হয়। কিন্তু দিল্লীর সমগ্র জনসাধারণ এই উন্মত্ত সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া আপনাদের উন্মত্তভাবের পরিচয় দেয় নাই। যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, আপনাদের জীবিকা সংস্থান করে, দৈনন্দিন পরিশ্রমে যাহাদের দৈনন্দিন আহারীয় সামগ্রী সংগৃহীত হয়, আপনাদের অবলম্বিত কার্যের কোনোরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইলেই, যাহারা উদরান্নের জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়ে—সংক্ষেপে, পরিশ্রমই যাহাদের জীবনরক্ষার অদ্বিতীয় অবলম্বন, তাহারা উপস্থিত বিপ্লবে মাতিয়া উঠে নাই। পূর্বে তাহারা যেরূপ নিরীহভাবে আপনাদের কার্য করিত, যেরূপ নিরীহভাবে উদরান্নের সংস্থান করিয়া, স্ত্রীপুত্রের সহিত অতিকষ্টে কালাতিপাত করিত, উপস্থিত সময়েও তাঁহাদের সেই নিরীহভাব দূর হয় নাই। কারবারের কোনো ব্যাঘাত হইলে, আপনাদের সবিশেষ কষ্ট হইবে, ইহা তাহারা বেশ জানিত। শান্তভাবে শান্তিময় পথে থাকিয়া কোনোরূপে আপনাদের জীবিকা-নির্বাহ করিতে পারিলেই, তাহারা অপরিসীম সুখানুভব করিত। কোনোরূপ বিপ্লবের অভিঘাতে এই সুখ নষ্ট হয়, ইহা তাহাদের ইচ্ছা ছিল না। দিল্লীর অধিকাংশ শ্রমজীবী শান্তির এইরূপ পক্ষপাতী ছিল। ইহারা বিপ্লবের পরিপোষক হইয়া আপনাদের অনিষ্টসাধন করে নাই*। কিন্তু দিল্লীর চারিপার্শ্বে একজাতীয় লোক বাস করিত, ইহারা গুজর নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা কেহ কেহ সামান্য রকম কৃষিকার্য করে বটে, কিন্তু অধিকাংশই এখানে ওখানে গৃহ-পালিত পশুদল লইয়া বেড়ায়, এবং যখন সুবিধা পায়, তখনি

* *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 157.*

পরস্বাপহরণ করিয়া আপনাদের জীবিকা সংস্থান করে। প্রধানতঃ এই সম্প্রদায়ের লোকই দিল্লীর উত্তেজিত মুসলমান ও উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত মিশিয়াছিল।

মিরাটের সিপাহীদিগের দিল্লীতে আগমন-প্রসঙ্গে কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন যে, ১১ই মে প্রাতঃকালে একদল হিন্দু তীর্থ-ভ্রমণের উদ্দেশে দিল্লী হইতে মোসুরীতে যাত্রা করে। ইহারা নৌ-সেতু পার হইয়া দিল্লীর অপর পারে উপস্থিত হইয়াছে, এমন সময়ে ১৮ জন অশ্বারোহী বায়ুবেগে আসিয়া, তাহারা কি উদ্দেশ্যে কোথায় যাইতেছে জিজ্ঞাসা করে। 'তীর্থযাত্রী, পুণ্যক্ষেত্র হরিদ্বারের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছে,' হিন্দুগণ আগন্তুক সৈনিক-পুরুষদিগকে এই উত্তর দেয়। এই উত্তর শুনিয়াই, অশ্বারোহীদল তাহাদিগকে দিল্লীতে ফিরিয়া যাইতে কহে, তাহাদের কথা প্রতিপালিত না হইলে, প্রাণ যাইবে, বলিয়া তাহাদিগকে ভয় দেখায়। তীর্থযাত্রীদল বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আইসে, এবং আগন্তুক অশ্বারোহীদিগকে, নৌ-সেতুর উপর একজন ইউরোপীয়ের হত্যার পর দিল্লী-তোরণ দিয়া নগরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখে। অবিলম্বে নগরের কোতোয়াল এই সংবাদ কমিশনর ফ্রেজার সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন*।

আগন্তুক সিপাহীদিগের উপস্থিতির পরক্ষণে দিল্লীর অবস্থার পরিবর্তন হয়। সহসা সমস্ত নগর সন্তাড়িত হইয়া উঠে, সহসা বিকট কোলাহলে চারিদিক পরিপূরিত হইতে থাকে, শান্তিপ্রিয় অধিবাসীগণ বিস্ময় ও ভয়ের সহিত আত্মগোপন করে, বাজারের দোকান সকল বন্ধ হইয়া যায়। যে সকল অধিবাসী প্রতি মুহূর্তে ফিরিঙ্গীবিনাশের স্বপ্ন দেখিতেছিল, যাহারা উন্মত্ত সিপাহীদিগের সহিত মিলিত হইয়া ভয়াবহ কার্য-সাধনে আপনাদের উদ্যম, উৎসাহ, সর্বোপরি আপনাদের ইংরেজ বিদ্বেষের পূর্ণ-ভাব দেখাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল, এবং মুহূর্তে মুহূর্তে এই বলবতী বাসনার তৃপ্তিসাধনের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহারা সকলেই উল্লাসসহকারে ভৈরব-রবে সিপাহীদিগের পরিপোষক হয়। ১০ই মে সন্ধ্যাকালে মিরাটে যে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিয়াছিল, ১১ই মে প্রাতঃকালে মোগল সম্রাটের প্রিয় নিকেতন মহানগরী দিল্লীতে তাহারই পুনরাবির্ভাব হয়। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, সিপাহীদিগের উত্তেজনা এরূপ বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, তাহাদের দিক্‌বিদিক-জ্ঞান ছিল না। তাহাদের বুদ্ধি, বিবেক এবং দয়া ও স্নেহ, সমস্তই দূর হইয়াছিল। কোমল বৃত্তির অন্তর্ধানে তাহাদের হৃদয় পাষাণে পরিণত হইয়াছিল। তাহারা ইংরেজ-কুল উৎসন্ন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল। এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে তাহাদের কিছুমাত্র ঔদাস্য বা কিছুমাত্র শৈথিল্য জন্মে নাই। তাহারা প্রমত্তভাবে নর-শোণিত পাত করিয়া আপনাদের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছিল। কোনো প্রবল ও প্রতিদ্বন্দ্বীর শাসন ও ক্ষমতা সমূলে নষ্ট করিতে যখন হৃদয় মাতিয়া উঠে, চিরন্তন ধর্ম ও চিরাচরিত জাতিগত প্রথার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে যখন হৃদয়ে অপরিসীম সাহস ও শক্তির সঞ্চার হয়, তখন পশ্চাতের দিকে দৃষ্টি থাকে না, পরে কি হইবে, তাহারও কোনো ভাবনা থাকে না, তখন সম্মুখের

* *Martin, Indian Empire Vol. II, p. 159.*

অন্তরায় নষ্ট করিতেই উৎকট আগ্রহ জন্মিয়া থাকে। শেষে যখন এই আগ্রহ প্রযুক্ত কার্য হয়, প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে যখন অস্ত্র সঞ্চালিত হইতে থাকে, তখন অদম্য হিংসার পরিতর্পণ ব্যতীত আর কোনোও বিষয়ে প্রবৃত্তি থাকে না। প্রতিদ্বন্দ্বীর স্বশ্রেণীর, স্বদেশের ও স্বধর্ম্মের যে-কেহই হউক না কেন, তাহাকেই প্রবল শত্রু বলিয়া বোধ হইতে থাকে। সময়ের গতিতে উত্তেজিত সিপাহীদিগের এই দশা ঘটিয়াছিল, সময়ের গতিতে সিপাহীরা এইরূপ উৎকট আগ্রহে অধীর হইয়া প্রতিহিংসার পরিতর্পণ করিতেছিল।

উপস্থিত সময়ে দিল্লীতে ৩৮, ৫৪ ও ৭৪ গণিত — তিনদল সিপাহী-সৈন্য ছিল। এই তিনদলে ৩,৫০০ সৈনিক-পুরুষ অবস্থিতি করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত একদল গোলন্দাজ সৈন্য ছিল। এই সৈনিকদলে ১৬০ জন সৈনিক অবস্থিতি করিত। ৫২ জন ইংরেজ সৈনিক-পুরুষ সেনা-সংক্রান্ত কার্যে নিয়োজিত ছিলেন।

মিরাটের উত্তেজিত সৈনিকগণ প্রবলবেগে নগরে প্রবেশ করিয়াছিল। ইহারা সম্মুখে যে সকল ইংরেজের সাক্ষাৎ পায়, তাহাদেরই হত্যা করে, এবং তাহাদের গৃহে আগুন লাগাইয়া কলিকাতা-তোরণের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে, যেহেতু ইহারা শুনিয়াছিল যে, এই স্থানে গেলে কমিশনর ফ্রেজার ও ডগলাস্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ইংরেজের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। যখন তাহারা "দীন দীন" রবে কলিকাতা-তোরণের অভিমুখে সবেগে অশ্বচালনা করে, তাহাদের ভীষণ যুদ্ধ-রব যখন পথের-পর-পথ অতিক্রম করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তখন দিল্লীর অনেক মুসলমান এই ভৈরব-রবে উন্মত্ত হইয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয়। উন্মত্ত সিপাহীরা জানিত যে, দিল্লীতে তাহাদের স্বদেশের যে সকল সৈনিক-পুরুষ আছে, তাহারা কখনোও আপনাদের চিরন্তন ধর্মরক্ষায় উদাসীন থাকিবে না, কখনোও আপনাদের ধর্মহন্তা চিরশত্রু ফিরিঙ্গীদিগকে বিনষ্ট করিবার জন্য, তাহাদের সাহায্য করিতে বিমুখ হইবে না। স্বদেশীয় সৈনিক-পুরুষগণ যে তরবারি ধারণ করিয়া বীর-ব্রত-রক্ষায় নিয়োজিত রহিয়াছে, যে বন্দুকের বলে আপনাদিগকে সকল বিষয়ে নিরাপদ রাখিতে চেষ্টা পাইতেছে, সে তরবারি বা সে বন্দুক কখনোও তাহাদের বিরুদ্ধে উত্তোলিত হইবে না। সুতরাং তাহারা আপনাদিগকে সহায়শূন্য ভাবে নাই। কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হওয়াতে, তাহাদের ভয়ও জন্মে নাই। তাহারা নির্ভয়ে, অবিকারচিত্তে দিল্লীতে প্রবেশ-পূর্বক ফিরিঙ্গীদিগের শোণিতস্রোত প্রবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হয়।

এই সময়ে ৩৮ গণিত সৈনিক-দলের কতিপয় সিপাহী রাজপ্রাসাদ রক্ষা করিতেছিল। যখন মিরাটের উত্তেজিত সিপাহীগণ প্রাসাদের একপ্রান্তে উপস্থিত হয়, তখন কাপ্তেন ডগলাস ও কমিশনর ফ্রেজার সাহেব অপর প্রান্তে থাকিয়া উক্ত প্রাসাদ-রক্ষক সৈনিক-দিগকে আপনাদের পক্ষে রাখিতে সবিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। মিরাটের রণমত্ত অশ্বারোহীগণ প্রবলবেগে উপস্থিত হইল, প্রাসাদ-রক্ষক সৈনিকেরা কমিশনর বা কাপ্তেন ডগলাসের কথায় কর্ণপাত না করিয়া আগন্তুকদিগের প্রতি সমবেদনা দেখাইতে লাগিল। জাতিনাশ ও ধর্মনাশের আশঙ্কায় দিল্লীর সিপাহীরাও সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের উত্তেজনা তিরোহিত হইল না।

যখন তাহারা মিরাটের সৈনিক-পুরুষদিগের চিরন্তন ধর্মরক্ষার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিল, তখন তাহারাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, সেই সৈনিক-পুরুষদিগের পরিপোষক হইতে লাগিল। এখন কর্তৃপক্ষেব কোনো কথা রক্ষিত হইল না। কর্তৃত্বে কোনোও ফল দেখা গেল না। ক্ষমতা, আজ্ঞা, সকলই এখন ব্যর্থ হইল। উত্তেজিত সিপাহীরা আর কাহারো ক্ষমতার নিকট মস্তক অবনত না করিয়া, আর কাহারো আদেশ পালনে অগ্রসর না হইয়া, আপনারাই আপনাদেব কর্তা হইয়া উঠিল, আপনারাই আপনাদের ইচ্ছানুসারে কার্য করিতে লাগিল। কমিশনর ও কাপ্তেন নিরুপায় হইলেন। তাঁহাদের ক্ষমতা, তাঁহাদের প্রভুত্ব, তাঁহাদের কর্তৃত্ব — এখন সমস্তই অন্তর্হিত হইল। এক মুহূর্ত পূর্বে যাহারা তাঁহাদিগকে দেখিয়া বিনয় ও সৌজন্যের সহিত অভিবাদন করিত, তাঁহাদের আদেশ-পালনে যাহারা সর্বদা প্রস্তুত থাকিত, এখন তাহারাই তাঁহাদের উপর কর্তৃত্ব দেখাইতে অগ্রসর হইল। এই আকস্মিক পরিবর্তনে— সময়ের এই বিচিত্র গতিতে ফ্রেজার ও ডগলাস, উভয়েই বিস্মিত হইলেন। বিস্ময়ের সহিত তাঁহাদের ভয়ের আবির্ভাব হইল। তাঁহারা প্রতিমুহূর্তে আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন বোধ করিতে লাগিলেন। যখন অশ্বারোহীরা তীব্রবেগে উপস্থিত হয়, তখন কমিশনর ফ্রেজার ও কাপ্তেন ডগলাস উভয়েই বগীতে চড়িয়া আক্রমণকারীদিগকে নিরস্ত করিতে প্রযাস পাইতেছিলেন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, নগরের কোতোয়াল কমিশনরকে উপস্থিত বিপদের সংবাদ জানাইয়া-ছিলেন। সংবাদ পাইয়াই কমিশনর সাহেব গুলিভরা বন্দুক লইয়া বগীতে চড়িয়া, দুইজন অশ্বারোহী আর্দালীর সহিত বাহিরে আসেন, কাপ্তেন ডগলাসও তাঁহার সহিত মিলিত হন। অশ্বারূঢ় সৈনিকেরা আর্দালীদিগকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করে —'তোমরা ফিরিঙ্গীদের জন্য না আপনাদের ধর্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছ? জিজ্ঞাসামাত্রেই দুইজন আর্দালী বিকটস্বরে "দীন দীন" করিয়া উঠে। ফ্রেজার ও ডগলাস সাহেব বহুদিনের পর মুসলমানের রাজধানীতে মুসলমানের যুদ্ধরব শুনিয়া ব্যাকুলভাবে গাড়ি হইতে নামিয়া পুলিশ স্টেসনে উপস্থিত হইলেন। এদিকে আক্রমণকারী অশ্বারোহীগণ তাঁহাদের সম্মুখীন হইতে লাগিল। ফ্রেজার সাহেব একজনকে গুলি করিলেন। তাঁহার নিক্ষিপ্ত আর এক গুলিতে আর একজনের অধিষ্ঠিত অশ্ব আহত হইল। কিন্তু ইহাতে আক্রমণকারীদিগের উদ্যম নষ্ট ও উৎসাহ ভঙ্গ হইল না। জনতা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, উত্তেজিত সিপাহীগণ ক্রমে দলবদ্ধ হইয়া প্রবলবেগে, বিপুল উৎসাহে আসিয়া পড়িল। ফ্রেজার সাহেব তখন পলায়ন ব্যতীত আর কোনো উপায় দেখিলেন না। তিনি আবার গাড়িতে উঠিয়া লাহোর-তোরণের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।*

---

* কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন, কমিশনর গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িয়া লাহোর-তোরণের নিকট যাইয়া সুবাদারকে দ্বার রুদ্ধ করিতে বলেন। সুবাদার কমিশনরের কথা রক্ষা করে। কমিশনর ও কাপ্তেন উভয়েই আগন্তুক অশ্বারোহীদিগের সহযোগী হওয়ার জন্য সুবাদারকে তিরস্কার করাতে সুবাদার কিছু ক্রুদ্ধ হয়। কিন্তু ক্রোধের আবেগে ইংরেজদিগের কোনো অনিষ্ট করে নাই; প্রত্যুত তাঁহাদিগকে পলায়ন করিতে কহে।—*Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 159.*

এদিকে কাপ্তেন ডগলাস প্রাসাদের পরিখায় লাফাইয়া পড়িলেন।* পতনে বড় আঘাত লাগিল। তিনি পরিখায় পড়িয়া আক্রমণকারীদিগের গুলিবৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু পতনজনিত আঘাতে তাঁহার শক্তি বিনষ্ট হইল। প্রাসাদের কয়েক জন চাপরাসী তাঁহাকে এই অবস্থায় ধরিয়া উপরে তুলিল এবং একজন তাঁহাকে পিঠে করিয়া তাঁহার গৃহে আনিল। কমিশনর ফ্রেজার সাহেব ও দিল্লীর কলেক্টর হচিনসন সাহেব (ইনিও আহত হইয়াছিলেন) এই স্থানে উপস্থিত হইলেন।**

আক্রমণকারীগণ ক্রমে কাপ্তেন ডগলাসের গৃহের নিকটবর্তী হইল। এই সময়ে একজন ইংরেজ পাদরী ও কতিপয় ইউরোপীয় মহিলা কাপ্তেনের গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন। পাদরী কোলাহল শুনিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন; আসিয়া দেখিলেন, কাপ্তেন ও হচিনসন উভয়েই নীচে রহিয়াছেন। তিনি কতিপয় প্রাসাদ-রক্ষক দ্বারা ইহাদিগকে উপরে লইয়া গেলেন। কমিশনর সাহেব নীচে সিঁড়ির. নিকট থাকিয়া, উত্তেজিত লোকদিগকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তিনি তরবারি হাতে করিয়া সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, এমন সময়ে একব্যক্তি তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করিল। মুহূর্তমধ্যে আর কয়েকজনের উত্তোলিত তরবারি তাঁহার দেহে নিপতিত হইল। মুহূর্তমধ্যে কমিশনর ফ্রেজারের জীবনশূন্য ক্ষত-বিক্ষত দেহ সিঁড়ির নীচে পড়িয়া গেল।

কমিশনরের হত্যার পর উন্মত্ত লোকেরা উপরে গেল। ডগলাস, হচিনসন প্রভৃতি ইংরেজ ও কতিপয় ইংরেজ মহিলা উপরের ঘরে ছিলেন। প্রথমে সিঁড়ির উপরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া আক্রমণকারীদিগকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু জনতার প্রবলবেগে দ্বার রোধকরা কাহারো সাধ্য হইল না। নিমিষমধ্যে সমুদয় শেষ হইয়া

* পূর্বে উক্ত হইয়াছে, দিল্লীর সম্রাটের বাসভবন একটি সুদৃঢ় দুর্গ বলিয়া পরিগণিত হইত। শাহজাঁহা উহা দুর্গস্বরূপ.করিয়াই প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সুতরাং উহা দুর্গ নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। দুর্গের প্রাচীর ৪০/৫০ ফুট উচ্চ, পরিখা বিস্তৃত ও অতি গভীর। বিখ্যাত ফরাসী ভ্রমণকারী বার্নিয়র লিখিয়াছেন যে, দুর্গের পরিখা জলপূর্ণ ও মৎস্য-বহুল ছিল। শেষে শুকাইয়া যায়। —*Travels of a Hindu. Vol. II, p. 288.*

** এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। দিল্লীর অধিপতি এবং মোগলবেগ নামক এক ব্যক্তির (এ ব্যক্তি ফ্রেজারের হত্যাকারী বলিয়া ধৃত হয়। ১৮৬২ অব্দে ইহার বিচার হয়) বিচারকালে যে সকল সাক্ষীর এজেহার লওয়া হয়, তাহাদের একজন বলে, হচিনসন সাহেব কাপ্তেন ডগলাসের সঙ্গে আসেন। আর-একজন নির্দেশ করে, তিনি ফ্রেজার সাহেবের সঙ্গে উপস্থিত হন। তৃতীয় ব্যক্তি বলে, কাপ্তেন ডগলাসের যখন কথা কহিবার সামর্থ্য জন্মিল, তখন তিনি হচিনসন সাহেবকে তাঁহার গৃহে লইয়া যাইতে আপনার চাপরাসীদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন। —*Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 78, note.*

গেল। নিমিষমধ্যে সকলের শব-নিঃসৃত-শোণিতস্রোতে সমস্ত গৃহ প্লাবিত হইল।

নর-শোণিত-প্রবাহে দিল্লীর সম্রাটের বাসভবন এইরূপে কলঙ্কিত হইল। এই হত্যাকাণ্ডে দিল্লীর বৃদ্ধ ভূপতিকে অপরাধী করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিছুদিন ধরিয়া অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, উন্মত্ত লোকেরা ইংরেজ মহিলাদিগকে টানিয়া বাহাদুর শাহের নিকট লইয়া যায় এবং বাহাদুরের সমক্ষে অথবা বাহাদুরের অনুমতিক্রমে ইহাদিগকে বধ করে। এই ঘটনা কল্পনায় রঞ্জিত হইয়া, নানা বিচিত্র কাহিনীর উৎপত্তি করে। কিন্তু শেষে উহা অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। বৃদ্ধ ভূপতির অনুমতিক্রমে যে ইংরেজ কুলনারীগণ নিহত হইয়াছিলেন, তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। প্রত্যুত দিল্লীশ্বর উপস্থিত সঙ্কটে ইংরেজদিগের সপক্ষতাই করিয়াছিলেন। ইহার অনেক প্রমাণ আছে। কাপ্তেন ডগলাস মৃত্যুর কিছু পূর্বে তাঁহার গৃহের মহিলাদিগকে বাহাদুর শাহের মহিষীর গৃহে পাঠাইবার জন্য ভূপতির নিকট পাল্কী চাহিয়াছিলেন। ভূপতি কাপ্তেনের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে উদাসীন হন নাই। পাল্কী পেঁছিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। ইহার মধ্যেই সমস্ত শেষ হইয়া যায়।* উত্তেজিত সিপাহীগণ বৃদ্ধ বাহাদুরের নামে সকল কার্য করিতেছিল বটে, কিন্তু বাহাদুর শাহ তাহাদের পক্ষ সমর্থনে অগ্রসর হন নাই। তাহাদিগকে কোনোরূপ উৎসাহ দিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে নাই। তিনি ইংরেজদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া মিরাট হইতে সাহায্য-প্রাপ্তির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যখন উন্মত্ত সিপাহীদিগের আক্রমণে সমস্ত নগরে গোলযোগ উপস্থিত হয়, ইউরোপীয়গণ পলায়িত বা নিহত হইতে থাকে, তখন দিল্লীর বর্ষীয়ান অধিপতি আগ্রায় কল্‌বিন সাহেবের নিকট একখানি পত্র পাঠাইয়া দেন। এই পত্রে তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, সমস্ত নগর এবং দিল্লীর দুর্গ সিপাহীদিগের হস্তগত হইয়াছে। তিনি নিজেও সিপাহীদিগের অধীনে রহিয়াছেন। উত্তেজিত সৈনিকগণ নগরের দ্বার খুলিয়া মিরাটের প্রায় একশত সিপাহীর সহিত মিশিয়াছে। ফ্রেজার-প্রমুখ ইংরেজেরা নিহত হইয়াছেন। এইপত্র পাইয়া কল্‌বিন সাহেব ১৫ই মে কলিকাতায় টেলিগ্রাম করেন। ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্ট এইরূপে কল্‌বিন সাহেবের নিকট হইতেই প্রথমে উপস্থিত দুর্ঘটনার সংবাদ অবগত হন।** যিনি প্রথমে সংবাদ দিয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্নরকে সতর্ক করিয়াছিলেন এবং যাঁহার সাহায্যে লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর প্রথমে গবর্নমেণ্টকে উক্ত সংবাদ জানাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি যে উত্তেজিত সিপাহীদিগকে উৎসাহ দিয়া ইংরেজদিগের সর্বনাশ ঘটাইতেছিলেন, তাহা কখনো সম্ভবপর নহে।

রাজপ্রাসাদে রণমত্ত সিপাহীদিগের কোলাহল শুনিয়া বৃদ্ধ ভূপতি সাতিশয় শঙ্কিত হইলেন। পূর্বে এই স্থানেই তাঁহার পূর্বপুরুষ বৃদ্ধ শাহ আলম একজন মুসলমানের অস্ত্রাঘাতে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন। পূর্ব কথা এখন বাহাদুর শাহের স্মরণ হইল। বাহাদুর শাহ এখন আপনার প্রাসাদে অভূতপূর্ব লোকারণ্যের আবির্ভাব

* *Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 80, note.*

** *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 159.*

দেখিয়া বড় গোলযোগে পড়িলেন। উত্তেজিত সিপাহীগণ শোণিত-রঞ্জিত তরবারির আস্ফালন করিতে করিতে নগরের লোকদিগকে তাহাদের অনুবর্তী হইতে কহিতেছিল। তাহাদের ভৈরব-রবে প্রতি মুহূর্তে সমগ্র প্রাসাদ কাঁপিয়া উঠিতেছিল। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ তৃতীয় অশ্বারোহী দল, ৩৮ গণিত সৈনিকগণ ও মিরাটের পদাতিক-দলে* পরিপূর্ণ হইয়াছিল। নগরের অনেক উত্তেজিত মুসলমান অধিবাসী চারিদিক হইতে আসিয়া ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছিল। প্রাসাদের বাহিরের গৃহগুলিকে অশ্বারোহী সৈনিকেরা আপনাদের অশ্বসকলের আস্তাবল করিল। মিরাটের পদাতিক সৈন্য সমস্ত রাত্রি হাঁটিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, তাহারা এখন মোগল সম্রাটের সুরম্য সভামণ্ডপে বিশ্রাম করিতে লাগিল। প্রাসাদের সর্বত্র সশস্ত্র রক্ষক সন্নিবিশিত রহিল। দেখিতে দেখিতে অসহায়, শোচনীয়-দশাগ্রস্ত অশীতিপর বৃদ্ধ বাহাদুর শাহের প্রশস্ত বাসভবন সুরক্ষিত সৈনিক-নিবাসে পরিণত হইল।

এদিকে দিল্লীর ইংরেজ-পল্লী দরিয়াগঞ্জে অবাধে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিতে থাকে। এই ভয়ঙ্কর ঘটনার কোন্‌টি কোন্ সময়ে সম্পন্ন হয়, তাহা সূক্ষ্মরূপে নির্দেশ করিবার কোনো উপায় নাই। বেলা দুই প্রহরের মধ্যেই প্রধান প্রধান ইংরেজেরা যুদ্ধোন্মত্ত সিপাহীদিগের আক্রমণে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকেন। দুই প্রহরের সময়ে দিল্লীর ব্যাঙ্ক আক্রান্ত ও বিলুণ্ঠিত হয়। ব্যাঙ্কের কর্মচারিগণ এই আক্রমণে বাধা দিতে গিয়া নিহত হন। ইংরেজের লিখিত ইতিহাসে এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। ঘটনাটি এই—দিল্লীর ব্যাঙ্কের কার্যাধ্যক্ষ বেরেস ফোর্ড সাহেব আপনার স্ত্রী ও সন্তানবর্গের সহিত বাহিরের একটি ছাদে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সাহেবের হাতে নিষ্কোশিত তরবারি ও তাঁহার স্ত্রীর হাতে সুতীক্ষ্ন বর্শা ছিল। সাহেব তরবারির সাহায্যে বহুক্ষণ আত্মরক্ষা করেন। একব্যক্তি উপস্থিত ঘটনাস্থলে ছিলেন। ইনি কহিয়াছেন—বিবি বেরেস ফোর্ডের বর্শার আঘাতে একজন আক্রমণকারী ধরাশায়ী হয়। কিন্তু শেষে ইঁহারা সকলেই বিনষ্ট হন। ব্যাঙ্ক অবাধে বিলুণ্ঠিত হয়।** "দিল্লী গেজেট" নামক সংবাদপত্রের ছাপাখানাও এইরূপে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। প্রায় দুই প্রহরের সময় ছাপাখানার খ্রীস্টধর্মাবলম্বী কম্পোজিটরগণ নিহত হন। আক্রমণকারিগণ ছাপাখানার সমস্ত অক্ষর মারাত্মক কার্যসাধনের জন্য লইয়া যায়। সিপাহীরা ইংরেজদিগের উপর এতদূর ক্রুদ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা যেখানে ইংরেজ বা তাহাদের স্বধর্মের কোনো ব্যক্তিকে দেখিতে পায়, সেইখানেই আপনাদের সংহারিণী-শক্তির পরিচয় দিতে থাকে। নগরের খ্রীস্টধর্মাবলম্বীগণ অবাধে নিহত হন। তাঁহাদের সম্পত্তি অবাধে বিলুণ্ঠিত হয় এবং তাঁহাদের গৃহ অবাধে দগ্ধ হইতে থাকে।***

---

* মিরাটের পদাতিক সৈনিক-দল কখন দিল্লীতে উপনীত হয় তাহা সূক্ষ্মরূপে জানা যায় নাই। এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন।

** *Kaye, Sepay War. Vol. II, p. 81.*

*** দিল্লী গেজেটের সহকারী সম্পাদক ওয়াজেণ্ট্রবার সাহেব এ বিষয়ে লিখিয়াছেন যে,

এই সময় হইতেই দিল্লীর সৈনিক-নিবাসে এতদ্দেশীয় সৈনিক-পুরুষদিগের মধ্যে উত্তেজনার চিহ্ন লক্ষিত হয়। নগরের কিছু দূরে পাহাড় আছে*। এই পাহাড় ও যমুনার মধ্যস্থলে দিল্লী অবস্থিত। নগরের প্রায় দুই মাইল দূরে—পাহাড়ের উত্তরে সৈনিক-নিবাস ছিল। দিল্লীর সিপাহীগণ পূর্বে কোনোরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই, কোনোরূপ বিরাগ বা কর্তব্য-সম্পাদনে কোনোরূপ ঔদাস্য পূর্বে তাহাদের অন্তর্নিগূঢ় বিদ্বেষের পরিচয় দেয় নাই। মীর মন্দুর আলি এবং সহায় সিংহ নামক দিল্লীর যে দুইজন অফিসর ৩ গণিত অশ্বারোহীদলের সৈনিক-পুরুষদিগের বিচারজন্য মিরাটের বিচারাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহারাও স্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন যে, দিল্লীর দুর্ঘটনার পূর্বে সিপাহীদিগের মধ্যে কোনোরূপ বিরাগের চিহ্ন দেখা যায় নাই**। যে দিন মিরাটের সিপাহীগণ ইংরেজদিগকে আক্রমণ করে, ইংরেজদিগের শোণিত-স্রোতে যে দিন মিরাট প্লাবিত হয়, সে দিন পর্যন্ত দিল্লীর সৈনিক-নিবাসের সিপাহীরা শান্তভাবে আপনাদের কার্যে নিবিষ্ট ছিল। কেহ কেহ কহিয়াছেন যে, এই দিন অপরাহ্নে একখানি গাড়ি দিল্লীর সৈনিক-নিবাসে উপস্থিত হয়। এই গাড়ি এতদ্দেশীয় লোকে পূর্ণ ছিল। ইহাদের সামরিক পরিচ্ছদ ছিল না, কিন্তু ইহারা যে, মিরাটের সিপাহী, তাহা জানা গিয়াছিল***। যাহা হউক, রবিবার পর্যন্ত দিল্লীর সৈনিক-নিবাসে কোনোরূপ গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই, সৈনিক-নিবাসের সিপাহীদিগের শান্তভাবের কোনো ব্যত্যয় দেখা যায় নাই। কিন্তু পরদিন এই অবস্থার পরিবর্তন হয়। পরদিন বলবতী বৈর-নির্যাতন-স্পৃহা ও ঘোরতর বিদ্বেষ-বুদ্ধিতে সিপাহীরা বিচলিত হইয়া উঠে।

সোমবার প্রাতঃকালে দিল্লীর ৩৮ সংখ্যক, ৫৪ সংখ্যক ও ৭৪ গণিত দলের সমস্ত সিপাহী এবং গোলন্দাজ সেন্য কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে সমবেত হয়। বারাকপুরের জমাদার ঈশ্বর পাঁড়ের বিচারের বিবরণ ও তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ-লিপি সমবেত

অশ্বারোহীরা আপনাদের অশ্বসকল বাহিরে রাখিয়া ইউরোপীয়দিগের গৃহে প্রবেশ করে। তাহারা বলিতে থাকে যে, তাহারা লুঠ করিবার জন্য আসে নাই—ফিরিঙ্গী-দিগের প্রাণ লইতে আসিয়াছে। যে গৃহে তাহারা ইউরোপীয়ের দেখা না পাইয়াছে, সে গৃহ নগরের উত্তেজিত লোকে বিনষ্ট করিতে ত্রুটি করে নাই। আধ ঘণ্টার মধ্যেই গৃহের সমস্ত জিনিস লুঠ করিয়া ইহারা সেই গৃহে আগুন লাগাইতে থাকে। —*Wagentreiber, Narrative. Comp. Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 82, note.*

* আরাবলী পর্বতের দুইটি শাখা ও যমুনার মধ্যে নূতন দিল্লী বা শাহজহাবাদ অবস্থিত। এই দুই পর্বত-শাখার নাম জুজুলা পাহাড় এবং বেজুলা পাহাড়। বেজুলা পাহাড়ের উত্তরে সৈনিক-নিবাস ছিল।

** *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 165.*

*** দিল্লীর অধিপতির বিচারে কাপ্তেন টাইট্‌লার আপনার এজাহারে এই কথা প্রকাশ করেন।—*Kaye, Sepoy War, Vol II, p. 83, note.*

সৈনিকদিগের সমক্ষে পঠিত হইতে থাকে। কর্তৃপক্ষ এই ঘটনা শুনাইবার জন্য, দিল্লীর সমস্ত সৈনিক-পুরুষকে কাওয়াজের ভূমিতে আনিয়াছিলেন। যখন উপস্থিত বিষয় তাহাদের সমক্ষে পঠিত হয়, তখন তাহারা উহার অনুমোদন করে নাই। জমাদারের প্রাণদণ্ডের কথা শুনিয়া তাহারা বিরক্তি প্রকাশ করে। বিরক্তি প্রকাশ ব্যতীত, সে সময়ে তাহাদের মধ্যে কোনোরূপ বিদ্বেষের চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই। সিপাহীরা কাওয়াজের প্রশস্তক্ষেত্র হইতে আপনাদের আবাস-গৃহে প্রত্যাগত হয়। ইংরেজ অফিসরেরা সকলে একত্র হইয়া, নিশ্চিন্তমনে নিকটবর্তী স্থানে প্রাতঃকালিক আহারে প্রবৃত্ত হন। ইহার পর তাঁহারা আপন আপন গৃহে যাইয়া যখন স্নানাদি করিয়া, দৈনন্দিন কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছিলেন, তখনো তাঁহাদের মনে কোনোরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হয় নাই, এই দিনে যে তাঁহাদের সমস্ত আশা ভরসা ফুরাইবে, তাহা তখনও তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু বেলা প্রায় ১০টার সময়ে তাঁহাদের মানসিক ভাবের পরিবর্ত হয়। এই সময়ে তাঁহারা অবগত হন যে, ৩ গণিত অশ্বারোহীগণ মিরাট হইতে ত্বরিতগতিতে নগরে উপস্থিত হইয়াছে। ভৃত্য ও আর্দালীরা আপন আপন অফিসরদিগকে শশব্যস্তে এই সংবাদ জানায়। অফিসরগণ তাড়াতাড়ি সজ্জিত হইয়া আপনাদের কর্তব্যসম্পাদনে উদ্যত হন। কিন্তু তখনোও তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, এই সিপাহীরা কেবল কারা-গারের কয়েদীদিগকেই বিমুক্ত করিবে তাহারা ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই করিতে সমর্থ হইবে না। যদি মিরাটের সিপাহীগণ প্রকৃতপক্ষেই যুদ্ধোন্মত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, তথায় যে সকল ইউরোপীয় সৈনা আছে, তাহারা অবশ্য এই উন্মত্ত সৈনিকদিগকে আক্রমণ করিবে। সুতরাং দিল্লীতে যদি মিরাটের সিপাহীরা আসিয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহাদের সংখ্যা খুব অল্প হওয়ার সম্ভাবনা। অফিসরেরা এইরূপ ভাবিয়াই মনে মনে আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু দেখিতে দেখিতে তাঁহারা উন্মত্ত সৈনিকদিগের নিদারুণ অস্ত্রাঘাতে আত্মবিসর্জন করিতে লাগিলেন।

ব্রিগেডিয়ার গ্রেবস্ দিল্লীস্থিত সমস্ত সৈনিকদলের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সৈনিক-দিগকে কাওয়াজের ক্ষেত্রে আনিয়া উপস্থিত বিপদ নিবারণের জন্য সকলকেই প্রস্তুত হইতে কহিলেন, সকলকেই বিশ্বস্তভাবে গবর্নমেণ্টের কার্যসাধনে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সৈনিকগণ ব্রিগেডিয়ারের কথায় যথোচিত উৎসাহ দেখাইতে লাগিল। অবিলম্বে ৫৪ গণিত সৈনিকদল নগরের অভিমুখে যাইতে আদিষ্ট হইল। ইহাদের সেনাপতি কর্নেল রিপ্লে আক্রমণকারীদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য ইহাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র নগরের কাশ্মীর-তোরণের অভিমুখে লইয়া যাইতে লাগিলেন। উন্মত্ত সিপাহীগণ উক্ত তোরণের দিকেই অগ্রসর হইতেছিল। সেনাপতি আপনার সৈনিকদিগকে বন্দুক ভরিতে দিলেন না, তিনি কেবল সঙ্গিনের বলেই আক্রমণকারীদিগকে নিরস্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। যখন এই সৈনিক-দল নগরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন ইহাদের মুখের ভাব দেখিয়া কেহই ইহাদিগকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া সন্দেহ করেন নাই। একজন তরুণ-বয়স্ক ইংরেজ অফিসর ও একটি ইংরেজ-মহিলা কহিয়াছেন যে, এই সৈনিক-দলের প্রভু-ভক্তির উপর তখনোও তাঁহাদের অবিশ্বাস জন্মে নাই। এই সিপাহীগণ যখন

প্রশান্তভাবে ও প্রসন্নমুখে অগ্রসর হয়, তখন তাহারা এই বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, উক্ত সাহসী সৈনিক-দল তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য, তাঁহাদের স্বপক্ষে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ৫৪ গণিত সৈনিক-দল কাশ্মীর-তোরণের নিকট আক্রমণকারী সিপাহীদিগের দেখা পায়। এই আক্রমণকারী অশ্বারোহী সৈনিকগণ তীব্রবেগে ও বিপুল উৎসাহে অগ্রসর হইতেছিল। তাঁহাদের পশ্চাৎ বহুসংখ্যক পদাতিক সৈন্য ছিল, ইহাদের লোহিত পরিচ্ছদ পথের ধূলিতে মলিন হইয়াছিল। সে সময়ে সূর্যালোক ইহাদের সঙ্গিনে প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব দৃশ্য বিকাশ করিতেছিল, আক্রমণকারীদের সংখ্যা কত ছিল তাহা কর্তৃপক্ষ নির্দেশ করেন নাই। বাহিরেব লোকেরা কেহ কেহ, ইহাদের সংখ্যা কুড়ি হইতে দেড়শত পর্যন্ত নির্দেশ করিয়াছে। যাহা হউক, ইহাদের দল যে, নগরের উন্মত্ত লোকে পরিপুষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আক্রমণকারী সিপাহীরা সৈনিক-নিবাসের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, এমন সময়ে ৫৪ গণিত সৈনিক-দল তাহাদের সম্মুখীন হয়। তাহারা এই সৈনিক-দলকে দেখিয়াও নির্ভয়ে অগ্রসর হইতে থাকে। অগ্রসর হইয়া, তাহাদিগকে কহে যে, তাহারা তাহাদের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয় নাই। তাহাদের অফিসরদিগের সহিতই তাহাদের বিবাদ। ৫৪ গণিত সৈনিকেরা বন্দুক ভরা নাই বলিয়া, বিপক্ষদিগের উপর গুলি চালাইতে বিলম্ব করে। কিন্তু যখন তাহাদিগকে গুলি ভরিতে আদেশ দেওয়া হইল, তখন তাহারা এই আদেশ পালন করিল বটে, কিন্তু তাহাদের নিক্ষিপ্ত গুলি বিপক্ষদিগের কাহারো গায়ে লাগিল না। এ দিকে বিপক্ষ অশ্বারোহী-দল প্রবলবেগে আসিয়া অফিসরদিগের হত্যা করিল। কর্নেল রিপ্লের দেহ অস্ত্রাঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল।* আর চারিজন ইংরেজ সৈনিক-পুরুষও এইরূপে নিহত হইলেন।

যখন ৫৪ গণিত সৈনিকেরা কর্নেল রিপ্লের অধীনে নগরের অভিমুখে গমন করে, তখন দুইটি কামান লইয়া যাওয়ার উদ্‌যোগ হইতেছিল। এই সৈনিক-দলের অবশিষ্ট দুই রেজিমেণ্ট সৈনিক-নিবাসে ছিল। কামান দুইটি সজ্জিত হইলে মেজর পটর্সন্‌ সেই কামান ও অবশিষ্ট দুই রেজিমেণ্ট লইয়া কাশ্মীর-তোরণের অভিমুখে অগ্রসর হন।

---

* কথিত আছে কর্নেল রিপ্লে স্বয়ং স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার নিজের সৈন্য তাঁহাকে সঙ্গিন দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল। তিনি এই অবস্থায় সৈনিক-নিবাসে আনীত হন। আহত কর্নেলকে ডুলিতে করিয়া দিল্লী হইতে স্থানান্তরিত করিবার উদ্‌যোগ হইয়াছিল। কিন্তু বেহারারা তাঁহাকে লইয়া যাইতে অসম্মত হয়। তাহারা গোলযোগে ভীত হইয়া আপনাদের গৃহে পলাইল বটে, কিন্তু রিপ্লেকে উন্মত্ত সিপাহীদিগের হস্তে সমর্পণ করে নাই। তাহারা সৈনিক-নিবাসের একস্থানে আহত রিপ্লেকে লুকাইয়া রাখে, কয়েক দিন পরে একজন উত্তেজিত সিপাহী তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বধ করে।—*Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 160*

গোলন্দাজ সৈনিকেরা যদিও সে সময়ে প্রকাশ্যে কর্তৃপক্ষের আদেশে ঔদাস্য দেখায় নাই, তথাপি তাহারা আপনাদের স্বদেশীয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক ছিল। তাহারাও অন্যান্য সিপাহীদিগের ন্যায় আপনাদের সমবেদনায় বিসর্জন দেয় নাই। উপস্থিত সময়ে সকলেই প্রগাঢ় সমবেদনা-সূত্রে আবদ্ধ ছিল, সকলেই একপ্রাণ হইয়া আপনাদের চিরন্তন বিশ্বাস ও চিরন্তন ধর্মের গৌরব-রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। মেজর পটর্সন, কামান ও ৫৪ গণিত অবশিষ্ট দুইদল সৈন্য লইয়া তাড়াতাড়ি কাশ্মীর-তোরণের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। তাঁহার উপস্থিতির পূর্বেই বিপক্ষগণ নগরের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। পটর্সন্ সাহেব নির্দিষ্ট স্থলে যাইয়া বিপক্ষদিগের সাক্ষাৎ পাইলেন না। তাঁহার সম্মুখে বিপক্ষ-দলের ভীষণ আক্রমণের চিহ্নসকল দেখা যাইতে লাগিল। তাঁহার সহযোগিগণের বিচ্ছিন্ন দেহসকল ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছিল। তাঁহারা কিছুকাল পূর্বে যাঁহাদের সহিত নানা আমোদ করিয়াছিলেন, নানা ক্রীড়াকৌতুকে নানা কথাবার্তায় পরম সুখে সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিচ্ছিন্ন গতাসু দেহ হইতে এখন অবিরল শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। কর্নেল পটর্সন্ মুহূর্তমধ্যে এই শোচনীয় ঘটনা দেখিয়া মর্মাহত হইলেন। কিন্তু এখন শোক-প্রকাশের সময় ছিল না। কাশ্মীর-তোরণের অভ্যন্তরভাগে একটি বাড়ি আছে। ইংরেজেরা উহা "মেইন গার্ড" নামে অভিহিত করিয়াছেন। কাপ্তেন ওয়ালেস্ নামক একজন সৈনিক-পুরুষ ৩৮ গণিত দলের কতিপয় সৈনিকসহ উক্ত স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কাপ্তেন আপনার অধীন সৈনিকদিগকে, আক্রমণকারীদের উপর গুলি চালাইতে আদেশ দেন। কিন্তু তাঁহার আদেশে কোনো ফল হয় নাই। কর্নেল পটর্সন্ মৃতদেহসকল এখন এইস্থানে লইয়া আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে যে কামান ও ৫৪ গণিত দলের যে অবশিষ্ট দুই রেজিমেণ্ট সৈন্য ছিল, তৎসমুদয়ও এইখানে উপস্থিত হইল। সমস্ত সৈন্য এইখানে সমবেত হইয়া প্রতিমুহূর্তে উত্তেজিত সিপাহীদিগের আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। নগরের মধ্যে কি ঘটিতেছে, তাহা এই স্থানের ইংরেজ সেনাপতিদিগের গোচর হইল না। এই সময়েও সেনাপতিগণ আশ্বস্তহৃদয়ে মিরাট হইতে সাহায্য প্রাপ্তির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মিরাটে যে ইউরোপীয় সৈন্য আছে, তাহারা হয় তো এতক্ষণ নগরের নিকটবর্তী হইতেছে, ইংরেজ সেনাপতিগণ কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিলেন।

মেজর পটর্সন্ যখন সৈনিক-দল ও কামান লইয়া মেইন গার্ডে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি কাপ্তেন ওয়ালেসকে ৭৪ গণিত পদাতিক সৈনিক-দল ও দুইটি কামান আনিতে সৈনিক-নিবাসে পাঠাইয়া দেন। এই স্থলে বলা উচিত যে, ৫৪ গণিত সৈনিক-দল সৈনিক-নিবাস হইতে প্রস্থান করিলে ৭৪ গণিত-দল, গোলন্দাজ সৈন্যের কাওয়াজের ক্ষেত্রে উপনীত হয়। এইখানে গোলন্দাজ সৈন্যের অধ্যক্ষ কাপ্তেন ডি টীসিয়র কতিপয় কামান ও সৈন্য লইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। মেজর আবট ৭৪ গণিত সৈনিক-দলের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বেলা এগারটার সময় শুনিতে পাইলেন যে, ৫৪ গণিত সৈনিক-দলের অফিসারেরা নিহত হইয়াছেন। মেজর আবট এই সংবাদ পাইয়া যাহ

করেন, তাহার বিষয় তিনি স্বয়ং এইভাবে লিখিয়াছেন—'আমি তৎক্ষণাৎ অশ্বারূঢ় হইয়া আমার সৈনিক-দলের লাইনে উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইয়াই, যাহাদের দেখা পাইলাম, তাহাদিগকে কহিলাম যে, এখন সকলেরই বিশ্বস্তভাবে কার্য করিবার সময় হইয়াছে। আমি কাশ্মীর-তোরণের অভিমুখে যাইতে উদ্যত হইয়াছি। আমার ইচ্ছা যে, বিশ্বস্ত সৈনিক-পুরুষেরা আমার অনুগমন করে। এই কথা বলার পর, সিপাহীদিগের সকলেই আমার সম্মুখীন হইল; আমি তাহাদিগকে বন্দুক ভরিতে আদেশ দিলাম, তাহারা মুহূর্তমধ্যেই আদেশ পালন করিল, এবং তেজস্বিতার সহিত নির্দিষ্ট স্থানে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমরা কাশ্মীর-তোরণের নিকট সৈন্য সন্নিবেশ স্থলে (মেইন গার্ডে) উপস্থিত হইলাম এবং মিরাটের সিপাহীদিগের আক্রমণে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলাম। কিন্তু বেলা ৩টা পর্যন্ত শত্রুপক্ষের কাহারো দেখা পাইলাম না। শত্রুগণ নগরে কি করিতেছে, তাহাও আমাদের গোচর হইল না*।'

বেলা প্রায় অতীত হইল। পশ্চিম গগনস্থিত সূর্যের মৃদু কিরণ ইংরেজ সৈন্যের সন্নিবেশ-গৃহ মেইন গার্ডে আসিয়া পড়িল। কিন্তু এখনো নগরের ঘটনা ইংরেজ সৈনিক-পুরুষদিগের গোচর হইল না। দুই-একটি পলাতক ইউরোপীয় প্রাণের দায়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া এইস্থানে উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু ইহাদের নিকট কোনো সংবাদ পাওয়া গেল না। ইহারা দুরন্ত আক্রমণকারীর কঠোর হস্ত হইতে কিরূপে আপনাদের প্রাণ বাঁচাইয়া পলাইয়া আসিয়াছে, তাহাই কেবল ভীতি-ব্যাকুলচিত্তে ভগ্নস্বরে কহিতে লাগিল। এই সময়ে ৩৮ গণিত ও ৫৪ গণিত দলের কতলোক মিরাটের সিপাহীদিগের সপক্ষতা করিতেছিল, তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু দিল্লীর সমস্ত ভারতবর্ষীয় সৈনিক-দলই যে, পরস্পর সমবেদনা-সূত্রে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে বোধহয়, সন্দেহ নাই। এইদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইহাদের অনেকে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সপক্ষতা করিতেছিল। কর্তৃপক্ষের আদেশের অবমাননা করিতে ইহারা তখনো প্রস্তুত হয় নাই। কিন্তু অনেকে আবার আপনাদের ধর্মনাশের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মেইন গার্ডে যে সকল এতদ্দেশীয় সৈনিক ছিল, ইংরেজ সেনাপতিগণ প্রতিমুহূর্তে তাহাদের উপরেও সন্দেহ করিতেছিলেন, প্রতিমুহূর্তে তাঁহাদের আশঙ্কা হইতেছিল যে, যে-সকল সৈনিককে তাঁহারা বন্দুক পুরিতে আদেশ দিয়াছেন, তাহারাই হয়তো উন্মত্ত হইয়া তাঁহাদের উপর গুলি-বৃষ্টি করিবে। এইরূপ আশঙ্কায়, এইরূপ দুশ্চিন্তায় ইংরেজ সৈনিক-পুরুষেরা উক্ত সৈন্য-সন্নিবেশ-স্থলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। প্রতিমুহূর্তে তাঁহাদের আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তার আবেগ পূর্বাপেক্ষা গভীরতর হইতে লাগিল। এই সময়ে অকস্মাৎ নগরের দিকে গভীর শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। মুহূর্তমধ্যে ধূম ও অগ্নিশিখা দৃষ্টিগোচর হইল। ইহার পরক্ষণেই কামানের ঘোরতর শব্দে উক্ত সেনা-নিবেশ-ভূমি কম্পিত হইয়া উঠিল। যে-দিকে শব্দ শুনা যাইতেছিল, ইংরেজ সৈনিক-পুরুষগণ সেইদিকে দেখিলেন যে, ধূমরাশি স্তম্ভাকারে উঠিয়া আকাশ

* *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 161.*

ঢাকিয়া ফেলিতেছে। প্রজ্বলিত বহ্নিশিখা এই গভীর ধূমস্তম্ভ ভেদ করিয়া অনন্ত গগনে উত্থিত হইতেছে। ইহা দেখিয়াই সকলেই বুঝিতে পারিল যে, দিল্লীর অস্ত্রাগার ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই ঘটনা লোকের ইচ্ছায় হইয়াছে, কি কোনো আকস্মিক কারণে ঘটিয়াছে, তাহা তখন কেহই বুঝিতে পারিল না। যখন মেইন গার্ডের সৈনিকগণ এই ভীষণ দৃশ্যের দিকে চাহিয়া রহিয়াছিল, তখন দুইজন ইউরোপীয় অফিসর সেইস্থলে উপনীত হইলেন। ইঁহারা গোলন্দাজ-দলের কর্ম্মচারী। নিবিড় ধূমরাশি ভেদ করিয়া আসাতে ইঁহাদের একজনের মুখ এরূপ কাল হইয়াছিল যে, সহসা দেখিলে ইঁহাকে চেনা যাইত না। ইঁহারা আসিয়া অস্ত্রাগারেব ভীষণ কাহিনী বিবৃত করিয়া, সকলকে চমকিত করিয়া তুলিলেন।

দিল্লীর প্রসিদ্ধ অস্ত্রাগার নগরের অন্তর্ভাগে রাজপ্রাসাদের কিয়দ্দূরে অবস্থিত ছিল। অস্ত্রাগারে সমস্ত আবশ্যক যুদ্ধোপকরণের, কিছুরই অভাব ছিল না। কামান, বারুদ, গোলা, গুলি—সমস্তই এই অস্ত্রাগারের যথাস্থলে যথানিয়মে সন্নিবেশিত ছিল*। লেপ্টেনেণ্ট জর্জ উইলোবি নামক একজন সৈনিক-পুরুষ এই অস্ত্রাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইঁহার অধীনে আট জন ইউরোপীয় কার্য করিতেন। অস্ত্রাগারের অবশিষ্ট লোক ভারতবর্ষীয়। সোমবার প্রাতঃকালে উইলোবি অস্ত্রাগারের কার্য পরিদর্শন করিতেছিলেন, এমন সময়ে, দিল্লীর ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট্ স্যার তমাস মেটকাফ্ তাঁহাকে জানান যে, মিরাট হইতে উত্তেজিত অশ্বারোহী সৈনিক-দল নদী পার হইতেছে। ইহাদিগকে বাধা দিবার জন্য রেসিডেণ্ট দুইটি কামান প্রার্থনা করেন। তিনি এই কামান যমুনার নৌ-সেতুতে রাখিয়া আগন্তুক অশ্বারোহীদিগকে উড়াইয়া দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি জানিতে পারিলেন যে, বাধা দিবার সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে। অশ্বারোহীগণ নদী পার হইয়া নগরে প্রবেশ করিয়াছে। ইহা অবগত হইয়াই মেটকাফ্ সাহেব অবিলম্বে কার্যান্তরে গেলেন, এবং উইলোবি আপনার অস্ত্রাগার রক্ষা করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন**। তাঁহার আশঙ্কা ছিল যে,

* প্রধান বারুদাগার সৈনিক-াসের নিকট। অস্ত্রাগারে যে বারুদখানা ছিল, তাহাতে ৫০ পিপার বেশী বারুদ ছিল না। স্যার চার্লস্ নেপিয়ারের প্রস্তাবানুসারে প্রধানবারুদাগার নগরের দুই মাইল দূরে স্থাপিত হয়। এই গ্রন্থের ১১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

** উইলোবির সহকারী লেপ্টেনেণ্ট ফরেস্ট অস্ত্রাগার বিধ্বংসের যে বিবরণ দেন, তাহাতে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন,—'১১ই মে প্রাতঃকালে বেলা ৭।৮ টার মধ্যে রেসিডেণ্ট মেটকাফ্ সাহেব আমার গৃহে আসিয়া আমাকে অস্ত্রাগারে লইয়া যাইয়া, আগন্তুক অশ্বারোহীদিগকে বাধা দিবার জন্য দুইটি কামান দিতে কহেন। আমরা অস্ত্রাগারে উপনীত হই এবং উইলোবির সঙ্গে অস্ত্রাগারের একটি উচ্চ স্থানে উঠিয়া, নদীর দিকে চাহিয়া দেখি যে, আগন্তুক অশ্বারোহীরা সেতু পার হইয়াছে। নগর-দ্বার রোধ করা হইয়াছে কি না, জানিবার জন্য, উইলোবি ও রেসিডেণ্ট শীঘ্র সে স্থান হইতে গমন করেন। কিন্তু ইহার মধ্যেই অশ্বারোহীরা নগরে প্রবেশ করে। উইলোবি ফিরিয়া আসিয়া অস্ত্রাগার রক্ষার উদ্যোগ করিতে থাকেন।—*Ball, Indian Mutiny. Vol. I, p, 76.*

আগন্তুক সৈনিকদিগের সহিত নগরে উন্মত্ত লোকে অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিয়া বারুদ-গোলা-গুলি ইত্যাদি লুঠিয়া লইতে পারে। মিরাট হইতে ইউরোপীয় সৈন্য না আসিলে তিনি দীর্ঘকাল এই অস্ত্রাগার রক্ষা করিতে পারিবেন না। অস্ত্রগারের একজন দ্বারবানের উপর উইলোবির সন্দেহ হয়। এই দ্বারবানের নাম করিম বক্স। উইলোবির বিশ্বাস জন্মে যে এইব্যক্তি শত্রুপক্ষের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিতেছে। এই বিশ্বাসে উইলোবি আপনার একজন ইউরোপীয় সহযোগীকে আদেশ দিয়াছিলেন যে, যদি করিম বক্স অস্ত্রাগারের দ্বারের দিকে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ যেন তাহাকে গুলি করা হয়। অস্ত্রাগারে আর যে-সকল এতদ্দেশীয় লোক ছিল, তাহারাও উন্মত্ত সিপাহীদিগের পক্ষসমর্থনে ত্রুটি করে নাই। উপস্থিত সময়ে, সকলেই ইউবোপীয়দের বিরুদ্ধে অলক্ষ্যভাবে একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল, এক আশঙ্কা, এক চিন্তা, এক অনুভূতি ও এক ধারণা—সকলকেই এক করিয়া তুলিয়াছিল। সে সময়ে অনেক ইংরেজ পূর্বে ইহা বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত হইল, তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, এক সময়ে যাহারা তাঁহাদের নিকট সৌজন্য ও নম্রতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহারা সকলেই এখন তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে, এবং সকলেই পরস্পর একতাসম্পন্ন হইয়া এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। অস্ত্রাগারে যে নয়জন ইংরেজ ছিলেন, তাঁহারা আত্মরক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন, এবং মিরাট হইতে শীঘ্র সাহায্য পাওয়া যাইবে ভাবিয়া, আশ্বস্তহৃদয়ে আপনাদের কর্তব্য-কার্যে মনোনিবেশ করিলেন। অস্ত্রাগারের দ্বার রুদ্ধ হইল। রুদ্ধ দ্বারদেশে গোলাপূর্ণ কামানসকল সাজাইয়া রাখা হইল। এক-একজন আগুন হাতে করিয়া এই সজ্জিত কামানের কাছে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই কাজ শেষ হইলে যে গৃহে বারুদ ছিল, সেই গৃহ হইতে অস্ত্রাগারের প্রাঙ্গণস্থিত একটি বৃক্ষ পর্যন্ত, মাটির নীচে বারুদ সাজাইয়া রাখা হইল। এইস্থানে অস্ত্রাগারের স্কলি নামক একজন কর্মচারী দাঁড়াইয়া রহিলেন। অদূরে বক্‌লি নামক উইলোবির একজন সহকারী শেষ আদেশ জানাইবার জন্য দণ্ডায়মান থাকিলেন। যদি আর কোনো উপায় না থাকে, তাহা হইলে উইলোবির আদেশে বক্‌লি সাহেব টুপি খুলিয়া ইঙ্গিত করিবামাত্র, মৃত্তিকার নিম্নস্থিত বারুদে আগুন লাগাইয়া, সমস্ত অস্ত্রাগার উড়াইয়া দেওয়া হইবে, এইরূপ বন্দোবস্ত করা হইল। স্কলি উইলোবির এই শেষ আদেশ পালনের জন্য মৃত্তিকার নিম্নস্থ সেই সজ্জিত বারুদের নিকট রহিলেন।

যখন অস্ত্রাগারের ইংরেজ রক্ষকগণ এইরূপ বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, তখন বিপক্ষ-দিগের কয়েকজন আসিয়া দিল্লীর সম্রাটের নামে, অস্ত্রাগার তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিতে কহিল। ইংরেজ-রক্ষকগণ কোনো উত্তর দিলেন না, নীরবে ঐ কথার প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইহার পর আরও অনেকে আসিয়া কহিতে লাগিল যে, সম্রাট অস্ত্রাগারের দ্বার খুলিয়া দিতে আদেশ দিয়াছেন, অস্ত্রাগারে যে সকল যুদ্ধোপকরণ রহিয়াছে, তৎসমুদয় তিনি সৈনিকদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু উইলোবি একথারও কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি নীরবে আত্মরক্ষার উপায় দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে

দেখিতে বিপক্ষগণ দলবদ্ধ হইয়া অস্ত্রাগারের প্রাচীরের নিকট দাঁড়াইল এবং প্রাচীরের গায়ে কতকগুলি মই ফেলিয়া দিল। অস্ত্রাগারের অভ্যন্তরে যে সকল এতদ্দেশীয় কর্মচারী ছিল, তাহারা অবিলম্বে অস্ত্রাগারের ছোট ছোট ঢালু ছাদ দিয়া প্রাচীরের উপর উঠিল, এবং অপর পার্শ্বস্থিত মই দিয়া নীচে নামিয়া আক্রমণকারীদিগের দলে মিশিল।

ইংরেজ-রক্ষকগণ এখন কালবিলম্ব না করিয়া, বিপক্ষদিগের উপর গোলা-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। গোলার-পর-গোলা আসিয়া বিপক্ষদলে পড়িতে লাগিল। বিপক্ষেরাও এই বাধা অতিক্রম করিতে লাগিল তাহাদের নিক্ষিপ্ত গুলিও রক্ষকদিগের বূ্যহভেদ করিতে লাগিল। নয়জন ইংরেজের মধ্যে দুইজন আহত হইলেন। এদিকে আক্রমণ-কারিগণ অবিশ্রান্ত গুলি-বৃষ্টি করিতেছিল। তাহারা কিছুতেই নিরস্ত হইল না। অনেকে অনুমান করেন যে, মিরাটের ১১ গণিত ও ২০ গণিত সৈনিক-দলই প্রধানতঃ এই কার্যসাধন করিতেছিল*। আর,দিল্লীর ৩৮ গণিত সৈনিকদিগেরও অনেকে ইহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিল**। যাহা হইক আক্রমণকারিগণ এরূপ প্রবলবেগে গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল যে, ইংরেজ-রক্ষকগণ আর কিছুতেই সেই আক্রমণের গতি রোধ করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের শেষ উদ্যম পর্যুদস্ত হইল। তাঁহারা আর অন্য উপায় না দেখিয়া, আপনাদের শেষ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে উদ্যত হইলেন। উইলোবি অবিলম্বে ইঙ্গিত করিলেন। ইঙ্গিত করামাত্র, বকলি মাথার টুপি খুলিয়া স্কলিকে দেখাইলেন। স্কলি নির্ভীকচিত্তে সজ্জিত বারুদে আগুন দিলেন। মুহূর্তমধ্যে ঘোরতর শব্দের সহিত অস্ত্রাগার ফুটিয়া উঠিল।

এই ভয়ঙ্কর ঘটনায়, ইংরেজ কর্মচারীদিগের নয়জনের মধ্যে, ছয়জনের প্রাণরক্ষা হইল। উইলোবি একজন সহকারীর সহিত মেইন গার্ডে উপনীত হইলেন। আর কয়েক জন ভিন্ন দিক দিয়া পলাইয়া, মিরাট প্রভৃতির নিরাপদ স্থানে পৌঁছিলেন। কিন্তু যিনি সজ্জিত বারুদে আগুন দিয়াছিলেন, তাঁহার প্রাণবায়ু ঊর্ধ্বগামী ধূমস্তরের সহিত মিশিয়া গেল। স্কলি অসীমসাহসে ও অম্লানভাবে প্রজ্বলিত বারুদে আত্মবিসর্জন করিলেন। এইরূপ অপূর্ব সাহস সংকৃত আত্মত্যাগে বীরপুরুষের বীরত্বকীর্তি অক্ষয় হইয়া রহিল।

এই ঘটনায় আক্রমণকারীদিগের অনেকের প্রাণ নষ্ট হয়। উইলোবি নির্দেশ করিয়াছেন যে, ইহাতে প্রায় এক হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। পূর্বে যে হরিদ্বার তীর্থ-যাত্রীদিগের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারাও এইরূপ নির্দেশ করিয়াছে। কিন্তু একজন সংবাদ লেখক (ইনি ভারতবর্ষীয়) বলিয়াছেন যে, বারুদাগার ফুটিয়া উঠাতে, নগরের ভিন্ন ভিন্ন রাস্তায় প্রায় পাঁচশত লোকের জীবন নষ্ট হয়। কোনো কোনো বাড়িতে এত গুলি আসিয়া পড়িয়াছিল যে, বালকেরা আপনাদের গৃহ প্রাঙ্গণ

* *Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 90, note.*

** *Martin, Indian Empire, Vol II, p. 162.*

হইতে কেহ একসের, কেহ দুইসের গুলি কুড়াইয়া লইয়াছিল*। অস্ত্রাগার এইরূপে বিধ্বস্ত হওয়াতে আক্রমণকারী সিপাহীদিগের একটি প্রধান উদ্দেশ্য বিফল হয়, যেহেতু তাহারা এই অস্ত্রাগারের যুদ্ধোপকরণ লইয়া আপনাদের পক্ষ। প্রবল করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল। উইলোবি, অধিকন্তু স্কাল এ বিষয়ে যেরূপ সাহস ও তেজস্বিতার পরিচয় দেন তাহাতে ইংলণ্ডের সকলে তাঁহাদের যথোচিত প্রশংসা করেন। উইলোবির পাঁচজন সহকারী** রাজকীয় সম্মানে ভূষিত হন। আর উইলোবি?—যাঁহার আদেশে এই প্রসিদ্ধ বারুদাগার বিনষ্ট হইয়াছিল—তিনি মিরাটে পলায়ন সময়ে নিহত হন***।

যে পাহাড় দিল্লী নগর ও সৈনিক-নিবাসের মধ্যে রহিয়াছে, তাহার সর্বোচ্চ ভাগে একটি গোলঘর আছে। ইংরেজি ইতিহাসে উহা ফ্লাগ্ স্টাফ টাউয়র বা পতাকা মন্দির নামে অভিহিত হইয়াছে****। ইউরোপীয়গণ এই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ৩৮ গণিত দলের সিপাহীরা এই গৃহের নিকট থাকিতে আদিষ্ট হয়। দুইটি কামান এই স্থানে স্থাপিত হয়। সৈনিক অফিসর ব্যতীত এই স্থানে উনিশজন মাত্র ইউরোপীয় বা

* *Indian Empire, Vol. II, p. 157*

** লেপ্টেনেণ্ট ফরেস্ট ও রেইনর, কণ্ডাক্টর বার্কলি ও সা এবং সার্জেণ্ট্ এড্ওয়ার্ডস্।

*** কথিত আছে লেপ্টেনেণ্ট উইলোবি পলায়ন সময়ে কোনো পল্লীর ব্রাহ্মণকে গুলি করিয়া বধ করেন। এজন্য পল্লীবাসীরা তাঁহাকে হত্যা করে।—*Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 169.*

কেহ নির্দেশ করিয়াছেন, যে স্কালিও পলায়ন সময়ে একজন সওয়ার কর্তৃক নিহত হন।—*History of the Seige of Delhi by an Officer, p. 38.*

**** উপস্থিত সময়ে দিল্লীর ইতিহাসে এই টাউয়র সবিশেষ প্রসিদ্ধ হয়। ১১ই মের পূর্বে কেহই উহার কোনো সন্ধান লয় নাই। উহা দ্বিতীয় অন্ধকূপ বলিয়াই ইংরেজরা জানিতেন। কিন্তু শেষে এই অন্ধকূপই বিপন্ন ইংরেজদিগের আশ্রয়স্থল হইয়া উঠে। ওয়াজেনট্রিবার সাহেব ঘটনাস্থলে ছিলেন। ইনি লিখিয়াছেন—'অনেকগুলি ইংরেজ মহিলা, বালক-বালিকা এই সঙ্কীর্ণ গৃহে একত্র হয়। গৃহের পরিধি ১৮ ফিটের বেশী হইবে না, অনেক পরিচারক পরিচারিকাও এইখানে ছিল। দুরন্ত গ্রীষ্মে অনেক মহিলা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনেকে আপনাদের স্বামী, আপনাদের ভ্রাতা, আপনাদের ভগিনী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের হত্যার সংবাদে কাতরভাবে রোদন করিতেছিলেন। অনেকের স্বামী তখনও উত্তেজিত সিপাহীদিগের মধ্যে আত্মকার্যে নিবিষ্ট ছিলেন। ইঁহাদের অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছে, তাহা তাঁহারা কিছুই জানিতে না পারিয়া অপরিসীম উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছিলেন। এই গৃহ একটি অন্ধকূপ। সকলেই অন্ধকূপে আবদ্ধ হইয়া কষ্টের একশেষ ভুগিয়াছিল।'—*Wagentreiber, Narrative. Comp. Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 92, note.*

খ্রীস্টধর্মাবলম্বী ছিল। এতদ্ব্যতীত অনেক ইংরেজ মহিলা ও বালক-বালিকায় গোলঘর পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এই গোলঘর হইতে অস্ত্রাগার ধ্বংসের চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়। গোলঘরের ইউরোপীয়গণ গগনোত্থিত নিবিড় ধূমরাশি স্পষ্ট দেখিতে পায়। তখন বেলা প্রায় ৪টা। ইংরেজেরা তখনও এইখানে থাকিয়া মিরাটের ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু যখন তাহাদের দেখা পাওয়া গেল না, সময় যখন ক্রমে অতীত হইতে লাগিল, উন্মত্ত সিপাহীরা যখন ক্রমে তাঁহাদিগকে অধিকতর বিপন্ন করিয়া তুলিল, তখন তাঁহারা হতাশ হইলেন। মিরাট হইতে ইউরোপীয় সৈন্য আপনা হইতেই তাঁহাদের সাহায্যার্থ আসিবে, এ আশায় তখন তাঁহাদিগকে জলাঞ্জলি দিতে হইল। একজন ইংরেজ আর উপায় না দেখিয়া, সাহসে ভর করিয়া উপস্থিত দুর্গতির সংবাদ মিরাটে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। ইঁহার নাম বাট্‌সন্‌। ইনি ৭৪ গণিত সৈনিক-দলের ডাক্তর। বাট্‌সন্‌কে মিরাটে যাইতে ইচ্ছুক দেখিয়া ব্রিগেডিয়ার গ্রেব্‌স্‌ একখানি পত্র লিখিয়া দিলেন। ডাক্তর আপনার স্ত্রী ও কন্যার নিকট বিদায় হইলেন এবং মুখে, হাতে, পায় রঙ্‌ মাখাইয়া সন্ন্যাসীর বেশে নগর হইতে বহির্গত হইলেন। হিন্দুস্থানী ভাষায় ডাক্তরের অধিকার ছিল। সুতরাং কথা-বার্তায় তাহাকে ধরিবার ততটা সুবিধা ছিল না। ডাক্তর বাট্‌সন্‌ এইরূপ সন্ন্যাসীবেশে সজ্জিত হইয়া নদী পার হইবার জন্য নৌ-সেতুর নিকট উপনীত হইলেন। কিন্তু তখন সেতু ভগ্ন হইয়াছিল, সুতয়াং তিনি সেস্থান হইতে সৈনিক-নিবাসের দিকে আসিয়া, খেয়া-নৌকায় নদীপার হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে ৩ গণিত অশ্বারোহীদলের কয়েকজন সৈনিক-পুরুষ তাঁহার নিকটবর্তী হইল। বাট্‌সনের ভিন্ন বেশ ছিল বটে কিন্তু এ বেশও প্রকৃত বিষয় গোপনে রাখিতে পারিল না। তাঁহার চক্ষুর বর্ণ তাঁহাকে ভিন্ন দেশীয় বলিয়া প্রকাশ করিয়া দিল। অশ্বারোহীরা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িতে লাগিল। নিকটবর্তী পল্লীবাসী গুজরেরা তাঁহার পরিচ্ছদাদি কাড়িয়া লইল। ডাক্তর বাটসনের দুর্দশার একশেষ হইল॥ হিন্দী ভাষায় তাঁহার অভিজ্ঞতা সন্ন্যাসীর ভাবে তাঁহার সাজসজ্জা, কিছুতেই তাঁহাকে বিপক্ষের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিল না; তিনি অনাবৃত গাত্রে কর্নালের দিকে ধাবিত হইয়া কোনোরূপে আপনার প্রাণ বাঁচাইলেন*। যদি ডাক্তর বাট্‌সন্‌ মিরাটে যাইতে পারিতেন, তাহা হইলেও মিরাটের কর্তৃপক্ষ যে, দিল্লীর বিপন্ন ইউরোপীয়দিগের উদ্ধারজন্য যত্নশীল হইতেন, অনেকে তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ করেন নাই। মিরাটের হতাবশিষ্ট ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষগণ যে আপনাদের পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে কতিপয় ইঙ্গরেজ এবং ইংরেজ মহিলা ও বালক-বালিকার জীবন সঙ্কটাপন্ন মনে করিয়া চমকিত হইয়া

* ডাক্তর বাট্‌সনের পূর্বে আর একজন ইংরেজ অশ্বারোহণে মিরাটে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিছুদূরে যাওয়ার পরই ৩৮ গণিত দলের একজন সিপাহীর গুলিতে তিনি নিহত হন। —*Holmes, Indian Mutiny p III. Comp. Cave-Browne, Paujab and Delhi, Vol. 1, p. 74.*

উঠিতেন, তাহা বোধ হয় না। যেহেতু ইহার পূর্বেই এইরূপ ভয়ঙ্কর ঘটনা তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। তাঁহারা আপনাদের সমক্ষে আত্মীয়-স্বজনের বিনাশ দেখিয়াছিলেন। নরহত্যা, গৃহদাহ ইত্যাদি শোচনীয় ফল পূর্বেই তাঁহাদের প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল।

ক্রমে বেলা শেষ হইল। সূর্য ক্রমে অস্তাচলশায়ী হইতে লাগিল। দিল্লীর যেখানে যত সিপাহী ছিল, তাহারা আপনাদের সেনাপতিদিগকে পরিত্যাগ করিতে ক্রমে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। চারিদিকেই উত্তেজিত সিপাহীদিগের অস্ত্রধ্বনিতে, উন্মত্ত জনগণের ভীষণ রবে সমস্ত নগর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। নগরের অভ্যন্তরে, বহির্ভাগে, সর্বত্রই উত্তেজিত লোকে চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল যে দিল্লীর সম্রাট তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন, তাহারা সম্রাটের জন্যই ফিরিঙ্গীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। প্রতাপান্বিত মোগলের সিংহাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং আপনাদের চিরন্তন ধর্মের গৌরব-রক্ষাই তাহাদের এই যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই সকল কথায় লোকের হৃদয় অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। জনসাধারণের অনেকে যখন ভাবিল যে চিরমান্য মোগল সম্রাট দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া পুনর্বার শাসনদণ্ড চালনা করিবেন, ভারতের সকলকেই সমভাবে প্রধান প্রধান রাজকীয় কার্যের ভার দিবেন এবং চিরন্তন ধর্ম ও চিরাচরিত প্রথার গৌরব-রক্ষায় যত্নশীল থাকিবেন, তখন তাহারা বিপুল উৎসাহে আক্রমণকারী সিপাহী-দিগের দলে মিশিল। মিরাটের ইউরোপীয় সৈনিকদিগকে উপস্থিত না দেখাতে তাহাদের সাহস বাড়িয়া উঠিল। ভীষণ বিপ্লবের তরঙ্গাঘাতে সমস্ত নগর আন্দোলিত হইতে লাগিল।

সিপাহীরা গৃহ-দাহ ও গৃহ-বিলুণ্ঠনেই নিযুক্ত থাকে নাই; তাহারা ইংরেজদিগের সহিত সম্মুখযুদ্ধ করিয়া আপনাদের পরাক্রম দেখাইয়াছিল। এই সময়ে দিল্লীতে সিপাহী-ইংরেজে প্রকৃত প্রস্তাবে যুদ্ধ হইয়াছিল।* ইংরেজেরা এই যুদ্ধে সিপাহী-দিগকে নিরস্ত করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা সংখ্যায় অল্প ছিলেন। আক্রমণকারী-দিগের প্রবল পরাক্রমে সহজেই তাঁহাদের ক্ষমতা পর্যুদস্ত হইয়া যায়। অনেকে বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন, অনেকে আর কোনো উপায় না দেখিয়া নানাদিকে পলায়ন করেন। যাঁহারা এই বিপ্লবের বিবরণ লিখিয়াছেন, তাঁহাদের অনেককে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, সিপাহীরা ইতস্ততঃ বিশৃংখলভাবে ছড়াইয়া পড়িয়া নরহত্যা বা গৃহ-বিলুণ্ঠনেই রত থাকে নাই এবং ইউরোপীয় প্রভুদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আপনাদের মধ্যেই বিবাদ-বিসংবাদে কালক্ষেপ করে নাই। তাহাদের অধ্যক্ষ না থাকিলেও তাহারা পরস্পর একীভূত হইয়া আপনাদের বিপক্ষদিগকে নির্জিত করিয়াছিল। তাহাদের সঙ্কল্প, তাহাদের উদ্দেশ্য এক ছিল। তাহারা একমতাবলম্বী হইয়া আপনাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল।

মেইন গার্ডে যে সকল ইউরোপীয় ছিলেন, ৩৮ গণিত দলের সিপাহীগণ তাঁহাদের

* *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 165.*

উপর গুলিবৃষ্টি করিতে থাকে। তিনজন অফিসর নিহত হন। অন্যান্য ইংরেজ উপায়ান্তর না দেখিয়া পলাইবার উদ্যোগ করেন। মেইন গার্ডের সম্মুখে সিপাহীরা অনবরত গুলিবৃষ্টি করিতেছিল; সুতরাং ঐ পথে পলায়নের সুবিধা ছিল না। মেইন গার্ডের প্রাচীরের উপরিভাগের কোনো কোনো স্থান কামান বসাইবার জন্য ঢালু করা ছিল। এই ঢালু স্থান দিয়া পরিখায় পড়িয়া পলায়ন করা ব্যতীত আত্মরক্ষার আর কোনো উপায় ছিল না। পরিখার গভীরতা প্রায় ত্রিশ ফিট। অফিসরেরা আর কালবিলম্ব না করিয়া শেষে এই উপায়ে আত্মরক্ষায় উদ্যত হইলেন। যখন তাঁহারা পলায়নের উদ্যোগ করিতেছেন, তখন মেইন গার্ডের গৃহ হইতে কাতরধ্বনি হইতে লাগিল। এই গৃহে যে সকল ইংরেজ মহিলা ছিলেন, তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অফিসরেরা ইঁহাদিগকে ফেলিয়া পলাইতে পারিলেন না। এদিকে মেইন গার্ডে থাকিতেও তাঁহাদের সাহস হইল না; সুতরাং তাঁহারা উক্ত গভীর পরিখায় পড়িয়া সকলেই আত্মরক্ষার কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অফিসরেরা আপনাদিগের কোমরবন্ধ খুলিলেন, পকেট হইতে রুমাল বাহির করিলেন। কোমরবন্ধের সহিত রুমাল বাঁধিয়া উহার সাহায্যে কয়েকজন নীচে পড়িলেন এবং উপরে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদিগকে একে একে ধরিয়া নীচে নামাইয়া আনিলেন। ইউরোপীয় মহিলাদিগকে এইরূপে পরিখার মধ্যে আনা হইল। পরিখার অপর পার্শ্বে ক্ষুদ্র জঙ্গল ছিল; সকলে পরিখা হইতে উঠিয়া ঐ জঙ্গলে বা অন্য কোনো স্থানে আত্মগোপন করিতে ইচ্ছা করিলেন। পরিখায় নামার ন্যায় পরিখা হইতে উঠাও বড় দুরূহ ব্যাপার ছিল। কিন্তু বিপদ যখন উপস্থিত হয়, জীবন যখন প্রতিমুহূর্তে সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে, তখন আপনা হইতেই অপূর্ব সাহস, অপূর্ব উৎসাহ, অপূর্ব শক্তি ও অপূর্ব অধ্যবসায়ের বিকাশ হয়। উপস্থিত সময়েও অফিসরদিগের অপরিসীম সাহস ও শক্তির সঞ্চার হইল। অপরিসীম অধ্যবসায় তাঁহাদিগকে সকল বাধা অতিক্রম করিতে উৎসাহ-যুক্ত করিল। সকলে বহু কষ্টে পরিখার অপর পারে উঠিলেন। উঠিয়া কেহ নিকটবর্তী জঙ্গলে লুকাইলেন, কেহ সৈনিক-নিবাসের দিকে গমন করিলেন, কেহ বা রেসিডেণ্ট মেটকাফ সাহেবের যমুনা-তীরবর্তী বাসগৃহের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন*।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, পাহাড়ের উপরিস্থিত গোলঘরে অনেক ইউরোপীয় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ গোলঘর ও সৈনিক-নিবাসের মধ্যে যে সকল ইউরোপীয় বাস করিতেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ঐ স্থানে যাইয়া লুক্কায়িত হইয়াছিলেন। যাঁহারা শহরে বাস করিতেন, তাঁহাদের অনেকে ঐ আশ্রয়-স্থানে যাইয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ

* যাহারা মেটকাফ্ সাহেবের গৃহে উপনীত হন, মেটকাফের ভৃত্যগণ খাদ্যসামগ্রী দিয়া তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন করে। এই স্থান হইতে তাঁহারা দেখিতে পান যে, সৈনিক নিবাসের দিকে প্রকৃতপ্রস্তাবে যুদ্ধ হইতেছে। সন্ধ্যাসমাগমে সমস্ত সৈনিক-নিবাস যখন জ্বলিয়া উঠে, তখন তাঁহারা যমুনার দিকে যাইয়া পলায়ন করেন।—*Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 165.*

হন নাই। যেহেতু অনেকের নিকট সংবাদ পাঠান হয় নাই, অনেকে আবার বহুবিলম্বে সংবাদ পাইয়াছিলেন। যাঁহারা যথাসময়ে সংবাদ প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের কেহই ঐ স্থানে যাইতে উদাসীন হন নাই*। ব্রিগেডিয়ার গ্রেবস্ ঐ স্থানে থাকিয়া উন্মত্ত সিপাহীদিগের গতিবিধি দেখিতেছিলেন। তিনি সৈনিক-নিবাস রক্ষা করিতে সবিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হইল না। এই স্থানে যে সকল সিপাহী ছিল, ক্রমে তাহাদের চিত্তবৃত্তি পরিবর্তিত হইল। বেলার যতই অবসান হইতে লাগিল, ততই তাহারা উন্মত্ত সিপাহীদিগের দলে মিশিতে আগ্রহযুক্ত হইয়া উঠিল। পাহাড়ের উপরিস্থিত পতাকা-মন্দির হইতে অস্ত্রাগার বিনষ্ট হওয়ার চিহ্ন স্পষ্ট লক্ষিত হইয়াছিল। সিপাহীরা উহা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিল না। কিন্তু তাহারা ইউরোপীয়দিগের বিনাশ-সাধনে উদ্যত হয় নাই। তাহারা উন্মত্ত সিপাহীগণের সহিত সম্মিলিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিল বটে, কিন্তু যে-সকল ইংরেজ তাহাদের সমক্ষে ছিল, তাহাদিগকে বিনষ্ট করে নাই। অস্ত্রাগার বিনষ্ট হওয়ার সংবাদে সিপাহীরা উত্তেজিত হইয়াছিল। কিন্তু এই উত্তেজনার আবেগে তাহারা ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করে নাই। এ পর্যন্ত তাহাদের শান্তভাব অব্যাহত রহিয়াছিল, এ পর্যন্ত তাহারা যুগপৎ আশা ভয় ও আশঙ্কার সহিত উন্মত্ত সিপাহীদিগের কার্যকলাপের পর্যালোচনা করিতেছিল। ইউরোপীয়গণ যখন তাহাদিগকে তাঁহাদের সঙ্কটাপন্ন জীবন রক্ষা করিতে কহেন, তখন তাহারা তাঁহাদের সেই কাতরভাবে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিল যে, অনেকে ভয়ব্যাকুলা ইংরেজ মহিলাদের সমক্ষে সঙ্গিন পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়, এবং সেই বিপন্ন কুলনারীদিগকে কোনো নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করে **।

ইউরোপীয়গণ অধিককাল গোলঘরে থাকিতে পারিলেন না। বিপদ পূর্বাপেক্ষা ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিল। উন্মত্ত সিপাহীরা কামান সকল দখল করিয়া সমুদয় ইউরোপীয়কে সমূলে উৎসন্ন করিতে উদ্যত হইল। ইংরেজেরা আর আত্মরক্ষার কোনো উপায় দেখিলেন না। ব্রিগেডিয়ার গ্রেবস্ যখন শুনিতে পাইলেন যে মেইন গার্ডে অফিসরেরা নিহত হইয়াছেন, উন্মত্ত সিপাহীরা দলবদ্ধ হইয়া অনেক স্থানে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে, তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া সকলকে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে কহিলেন। ব্রিগেডিয়ার পূর্বে এইরূপ আদেশ দিলে, অনেকের প্রাণ রক্ষা হইত। যখন মিরাটের সিপাহীরা দিল্লীতে উপস্থিত হয়, তখন ইউরোপীয়গণ অনায়াসে কর্নালে যাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন। দুঃখের বিষয় যে, ব্রিগেডিয়ার প্রাতঃকালে এই আদেশ দেন নাই***। যখন বেলা শেষ হয়, সূর্য যখন ধীরে ধীরে অস্তাচলশায়ী

* *Mutiny of the Bengal Army, p. 40.*

** *Ball, Indian Mutiny, Vol. I, p. 78.*

*** *Indian Mutiny to the fall of Delhi, compiled by a former Editor of the Delhi Gazette, p. 17.*

হইতে থাকে, উন্মত্ত সিপাহীদিগের প্রবল আক্রমণে যখন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে, তখন ব্রিগেডিয়ার আর কোনো উপায় না দেখিয়া সকলকে কর্নালে যাইতে আদেশ দেন। এখন কোনোরূপ শৃঙ্খলা ছিল না। তিনি যে উপায় সম্মুখে দেখিলেন, তিনি সেই উপায়ে আত্মরক্ষায় উদ্যত হইলেন। গোলঘরের নীচে ঘোড়া, গাড়ি প্রভৃতি ছিল। ইউরোপীয়েরা আপনাদের আত্মীয়-স্বজনকে এখন ঐ সকল গাড়িতে উঠাইয়া দিলেন, এবং কালবিলম্ব না করিয়া মিরাট বা কর্নালের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গাড়ি প্রভৃতির অভাবে অনেকে পদব্রজেও যাইতে লাগিলেন। যে সকল সিপাহী তাঁহাদের নিকটে ছিল, তাহারা এখন তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে আদিষ্ট হইল। এই সকল সিপাহী পলাতকদিগের সঙ্গে যাইতে অনিচ্ছুক হইলেও, বাহিরে তাঁহাদের আদেশের কোনোরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিল না। তাহারা অফিসরদিগের আদেশে শ্রেণীবদ্ধ হইল, এবং অফিসরদিগের আদেশে কিয়দ্দুর তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গেল, অবশেষে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া শহরের বাজারের দিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তিন-চার জন অফিসর তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু চেষ্টা ফলবতী হইল না। সিপাহীরা এই সময়ে অফিসরদিগকে আপন আপন প্রাণ বাঁচাইতে কহিল। তাহারা স্পষ্ট নির্দেশ করিতে লাগিল যে, উন্মত্ত জনগণ শীঘ্রই সৈনিক-নিবাসে আসিয়া পড়িবে, শীঘ্রই সমস্ত সৈনিক-নিবাস তাহাদের হস্তগত হইবে, অতএব এই সময়ে ইংরেজদিগের আত্মরক্ষা করা উচিত। তাহারা এইরূপে আপনাদের অফিসরদিগকে সাবধান করিল, এবং সাবধান করিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া অভীষ্ট স্থানে যাইতে লাগিল। সময়ের উত্তেজনায় সিপাহীরা আপনাদের অফিসরদিগকে ছাড়িল বটে, কিন্তু তাহাদের জীবনের অনিষ্টসাধনে উদ্যত হইল না। তাহারা অফিসরদের নিকটে শান্তভাব দেখাইয়াছিল। কিন্তু কোম্পানীর কার্যকলাপের উপর তাহাদের কোনোরূপ আস্থা ছিল না। তাহারা স্বশ্রেণীর, স্বজাতির অনেককে ইংরেজের বিরুদ্ধে সমুত্থিত দেখিল। দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, কতিপয় ইংরেজ অফিসরের অনুগমন করিলে, স্বশ্রেণীর, স্বজাতির লোকে তাহাদের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবে। অধিকন্তু ইংরেজের নিকটে থাকিলে, ইংরেজের কৌশলে তাহাদের জাতি ও ধর্ম নষ্ট হইবে। সুতরাং তাহারা আপনাদের অফিসরদিগকে ছাড়িয়া স্থানান্তরে গেল। কিন্তু পূর্বতন অনুরাগ ও পূর্বতন প্রীতির উপদেশে তাহারা সেই অফিসরদিগের কোনরূপ অনিষ্ট করিল না।

ব্রিগেডিয়ার গ্রেবস্ শেষ সময় পর্যন্ত সৈনিক-নিবাস রক্ষা করিতে স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। তিনি এইজন্য মেজর আবটকে দুইটি কামান পাঠাইয়া দিতে আদেশ করেন। মেজর আবট্ মেইন্ গার্ডে ছিলেন। তিনি ব্রিগেডিয়ারের আদেশপালনে সমর্থ হন নাই। কামান কেন ব্রিগেডিয়ারের নিকট পেঁছে নাই, মেজর আবট্ স্বয়ং তৎসম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন,—'আমি এই আদেশপালনে উদ্যত হইয়াছিলাম, এমন সময় মেজর পটর্সন আমাকে কহিলেন যে, আমি চলিয়া গেলে তিনিও এই স্থান ছাড়িবেন। ... ... । একজন ডেপুটি কলেক্টর আমাকে অনন্তঃ পনের মিনিট অপেক্ষা

করিতে কহিলেন। ব্রিগেডিয়ারের আদেশ অমান্য করা হয় বলিয়া, আমি ইহাতে আপত্তি করিতে লাগিলাম। শেষে ডেপুটি কলেক্টরের সবিশেষ অনুরোধে আমাকে পনের মিনিট অপেক্ষা করিতে হইল। নির্দিষ্ট সময় অতীত হইলে আমি মেইন্ গার্ড হইতে যাত্রা করিতে উদ্যত হইয়াছি, এমন সময়ে যে দুইটি কামান পাঠাইয়া দিয়াছিলাম, কয়েক জন সৈনিক-পুরুষ উহা লইয়া পুনরায় মেইন্ গার্ডে পেঁছিল। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহারা কহিল যে, কামান-পরিচালকেরা কামান ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহারা যাইতে পারে নাই। উত্তেজিত সিপাহীরা সৈনিক-নিবাসে যাইয়া, গুলি চালাইয়াছে কি না, আমি ইহা জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার আর্দালী কহিল যে, সে কয়েকবার বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়াছে। আর্দালী ইহা কহিয়াই আমাকে তাড়াতাড়ি সৈনিক-নিবাসে যাইতে বলিল। আমি তখন আমার লোকদিগকে যথানিয়ম শ্রেণীবদ্ধ হইতে আদেশ দিলাম। আমার আর্দালী কহিল—'আর শ্রেণীবদ্ধ হওয়ার সময় নাই, শীঘ্র এ স্থান হইতে প্রস্থান করুন।' ইহাতে আমি বুঝিলাম যে, আর্দালী আমাকে সৈনিক-নিবাস রক্ষার জন্য যাইতে বলিতেছে। আমি তখন আমার লোকদিগকে যাত্রা করিতে আদেশ দিলাম। কিছুদূরে অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময়ে, মেইন্ গার্ডের দিকে বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কেহ কেহ কহিল যে, ৩৮ গণিত দলের সিপাহীরা ইংরেজ অফিসরদিগকে গুলি করিতেছে। আমার সঙ্গে প্রায় একশত লোক ছিল। আমি ইহাদের সকলকেই আক্রান্ত অফিসরদিগের সাহায্যের জন্য মেইন্ গার্ডে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিলাম। ইহারা কহিল,—'এখন আর সময় নাই। ইহার মধ্যে সকলেই হত হইয়াছে। আমরা আর কাহাকেও রক্ষা করিতে পারিব না, কেবল আপনাকে রক্ষা করিয়াছি। এখন মরিবার জন্য আপনাকে কখনো সেখানে ফিরিয়া যাইতে দিব না।' ইহা কহিয়া সকলে আমাকে পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল এবং তাড়াতাড়ি আমাকে লইয়া সৈনিক-নিবাসে কিছুক্ষণ থাকিয়া, আমি "ফ্লাগ স্টাফ্ টাউয়রে" ব্রিগেডিয়ারের সন্ধান করিলাম। কিন্তু কোনো উত্তর পাইলাম না*।'

উপস্থিত সময়ে ইংরেজ সৈনিক-পুরুষদিগের কার্যপ্রণালী কিরূপ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা উল্লিখিত বিবরণে বুঝা যাইবে। বিপদ যখন গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল, তখন ইংরেজরা নানা চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়েন। সুতরাং তাঁহারা সকল বিষয়ে সমান মনোযোগ দিতে সমর্থ হন নাই। গোলঘর হইতে যখন পলায়নের আদেশ দেওয়া হয়, তখন কয়েকটি ইংরেজ কুলনারী এই বলিয়া দিল্লী পরিত্যাগ করিতে আপত্তি করেন যে, তাঁহাদের আপন আপন স্বামী আসিয়া না পেঁছিলে, তাঁহারা স্থানান্তরে যাইতে পারেন না। প্রাতঃকাল হইতে ইঁহাদের অনেকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই।

* *Martin, Indian Empire, Vol. II, pp. 162-63.* মেজর আবট্ ১৩ই মে মিরাট বিভাগের সহকারী আডজুটাণ্ট জেনেরলের নিকট দিল্লীর ঘটনার যে বিবরণ সমর্পণ করেন, তাহাতে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল।—*Ball, Indian Mutiny, Vol. I, p. 106-10.*

এখন ইঁহাদের কোনো সংবাদ না পাইলে তাঁহারা যাইতে পারেন না** । কিন্তু রাত্রি সমাগত দেখিয়া ৩৮ গণিত দলের কাপ্তেন টাইট্‌লার সকলকেই পলাইতে কহেন। ইংরেজ সৈনিক-পুরুষ, ইংরেজ কুলনারী, ইংরেজ বালক-বালিকা—সংক্ষেপে দিল্লীর হতাবশিষ্ট সমস্ত ইউরোপীয় ও খ্রীস্টধর্মাবলম্বী, প্রাণের দায়ে বিব্রত হইয়া নানাদিকে পলাইতে থাকেন।

এইরূপে পাহাড়ের শিখরস্থিত গোলঘর হইতে, নগর হইতে ইউরোপীয়েরা আপনাদের আত্মীয়-স্বজনের সহিত ভয়ব্যাকুলচিত্তে শশব্যস্তে বহির্গত হইতে লাগিলেন। পলায়নকালে ইঁহাদের দুর্গতির একশেষ হয়। ইঁহারা কিরূপে জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, কিরূপে ভগ্ন বাড়ি প্রভৃতিতে আশ্রয় লইয়াছিলেন, কিরূপে নানা সঙ্কট-পূর্ণ স্থল-পথ ও জল-পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন, খাদ্য-বিহীন হইয়া কিরূপে দিবসের প্রচণ্ড রৌদ্র ও রাত্রির দুরন্ত হিম মাথায় লইয়াছিলেন, ইঁহাদের কোমলাঙ্গী কুলনারীগণ আপনাদের স্বামিগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কিরূপ কষ্টে পড়িয়াছিলেন, এবং ইঁহাদের কোমলপ্রাণ শিশুসন্তানগণ মাতাপিতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কিরূপ যাতনাভোগ করিয়াছিল, অনেক ইংরেজ নিদারুণ অনুশোচনার সহিত তাহার বর্ণনা করিরাছেন। পলাতকগণ নানা বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া, কেহ কেহ মিরাটে, কেহ কেহ কর্নালে, কেহ কেহ বা অম্বালায় যাইয়া উপস্থিত হন। কেহ কেহ হাঁটিতে অশক্ত হওয়াতে তাঁহাদের সঙ্গিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। পথের অনন্ত কষ্টে, খাদ্যাদির অভাবে বা উত্তেজিত লোকের আক্রমণে কেহ কেহ মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া, সমস্ত যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করেন।

উন্মত্ত সিপাহীগণ ও বাজারের উত্তেজিত লোকের আক্রমণে যখন দিল্লীতে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিতেছিল, ঘোরতর বিদ্বেষ, বলবতী বৈরনির্যাতন-স্পৃহা, অসীম উত্তেজনা যখন এই সকল লোককে ইউরোপীয়দিগের ধন-প্রাণ বিনষ্ট করিতে প্রবর্তিত করিয়াছিল,—দয়া, সমবেদনা, কোমলতা প্রভৃতি সমস্তই অন্তর্ধান করাতে যখন ইহাদের হৃদয় পাষাণময় হইয়া উঠিয়াছিল, তখন অনেক স্থানে মাধুর্যময়ী কমনীয় মূর্তি প্রকাশ হইয়া অনেক পথশ্রান্ত, দুঃখার্ত, শোচনীয়-দশাগ্রস্ত ইউরোপীয়কে শান্তিসুখ প্রদান করে। দিল্লী ও দূরবর্তী লোকালয়ের অনেকে পলাতক ইংরেজদিগের যথোচিত সাহায্য করে। ইহাদের সাহায্য না পাইলে, বোধহয়, কোনো ইউরোপীয়ের প্রাণরক্ষা হইত না, এবং কোনো ইউরোপীয়, বোধহয়, এই ভয়ঙ্কর বিপ্লব হইতে রক্ষা পাইয়া লোকসমাজের সমক্ষে আপনাদের শোচনীয় কাহিনী বলিতে সমর্থ হইতেন না। পাহাড়ের উপরিস্থিত গোলঘর হইতে যখন ইংরেজরা ভয়-ব্যকুল-চিত্তে দলে দলে গাড়িতে উঠিয়া নানাদিকে পলায়ন করেন, অনেক গাড়বান্‌ তাঁহাদের গাড়ি হাঁকাইয়া লইয়া যায়, এবং তাঁহাদিগকে দূরতর স্থানে লইয়া গিয়া পলায়নের সুবিধা করিয়া দেয়। দিল্লীর অনেকে, আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও, নিরাশ্রয় ইংরেজদিগকে আশ্রয় দিতে বিমুখ হয় নাই। একজন

Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 163.

দর্জী অন্যান পাঁচজন ইউরোপীয়কে লুকাইয়া রাখিয়াছিল*। এইরূপে আরও অনেকে, দিল্লীবাসীদিগের সাহায্যে অনেক স্থানে লুকাইয়া আপনাদের প্রাণরক্ষা করে। এই সময়ে দিল্লীর কলেজে রামচন্দ্র নামক একজন খ্রীস্টধর্মাবলম্বী হিন্দু, গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ধর্মান্তর পরিগ্রহ করাতে ইঁনি সহজেই উন্মত্ত সিপাহীদিগের কোপে নিপতিত হন। বুধ সিংহ নামে অধ্যাপক রামচন্দ্রের একটি প্রাচীন ভৃত্য সাহায্য না করিলে, রামচন্দ্র কখনোও আপনার প্রাণ রক্ষা করিতে পারিতেন না। বিশ্বস্ত বুধসিংহ অধ্যাপককে উন্মত্ত সিপাহীদিগের হস্ত হইতে বিমুক্ত করিতে যেরূপ যত্ন করিয়াছিল, তাহাতে তাহার অসাধারণ প্রভু-ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অধ্যাপক সামান্য কুলির বেশে দিল্লী হইতে বহির্গত হইয়া ধীরাজকিপাহাড়ী নামক স্থানে উপনীত হন। এই স্থানে বুধ সিংহের পরিবারবর্গ অবস্থিতি করিত। অধ্যাপক রামচন্দ্র ধীরাজকিপাহাড়ী হইতে, নানা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, অক্ষতশরীরে ইংরেজ শিবিরে উপনীত হন। সঙ্গে কেবল তাঁহার সেই প্রাচীন ভৃত্য বুধ সিংহ ছিল**। দিল্লীতে ওয়ালিয়ত্ আলি নামক একজন খ্রীস্টধর্মাবলম্বী মুসলমান ছিলেন। ইঁহার স্ত্রীর নাম ফতেমা। উপস্থিত বিপ্লবে ফতেমা আপনার সন্তানগুলিকে লইয়া পলায়ন করেন। ওয়ালিয়ত্ আলি নিহত হন। ইনি যখন পলাইতেছিলেন, তখন একজন উত্তেজিত সৈনিক-পুরুষ আপনার সহযোগীদিগকে এই বলিয়া ইঁহার হত্যায় বিরত থাকিতে বলে যে, ওয়ালিয়ত্ আলির পিতা একজন ধার্মিক মুসলমান ছিলেন। তিনি পুণ্যতীর্থ মক্কায় যাইতেও ত্রুটি করেন নাই। এ ব্যক্তি অবশ্য টাকার লোভে পড়িয়া খ্রীস্টধর্ম অবলম্বন করিয়াছে, পুনর্বার মুসলমানও হইতে পারে***। সিপাহীরা আপনাদের ধর্মে কিরূপ আস্থাবান্ ছিল এবং আপনাদের ধর্ম রক্ষা করিতে কিরূপ যত্ন প্রদর্শন করিত, তাহা এই বিবরণে বুঝা যাইতেছে। বলা বাহুল্য যে, আপনাদের এই চির-পবিত্র—চিরন্তন ধর্মের বিনাশের আশঙ্কাতেই, তাহারা শেষে ঘোরতর উত্তেজিত হইয়া উঠে। ফতেমা স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি আপনার সন্তানগুলিকে লইয়া তিনদিন মীরজা হাজি নামক রাজ-পরিবারের এক ব্যক্তির বাড়িতে অবস্থিতি করেন। ইহার মধ্যে ঘোষণা প্রচার হয় যে, যাহারা খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদিগকে আশ্রয় দিবে, তাহাদের প্রাণ বিনষ্ট হইবে। সুতরাং ফতেমা উপায়ান্তর না দেখিয়া স্থানান্তরে যাইতে উদ্যতা হন। ইংরেজ গবর্নমেণ্ট এক সময়ে দিল্লীর রাজমহিষী জেন্নত্ মহলকে বিরক্ত করিতে ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু জেন্নত্ মহল উপস্থিত সময়ে প্রায় পঞ্চাশজন ইউরোপীয়কে লুকাইয়া রাখেন। তিনি লুক্কায়িত বিপন্নদিগের প্রাণ-রক্ষা করিতে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। যতক্ষণ

* *Martin, Indian Empire. Vol. II. p. 174. Comp. Ball, Indian Mutiny, Vol. I, p. 105.*

** *The Rev Sherring, The Indian Church during the great Rebellion, pp. 67-68.*

*** *Ibid. p. 48.*

তাঁহার ক্ষমতা ছিল, ততক্ষণ এই বিপন্নগণ আশ্রয়দাত্রী জেন্নত্ মহলের করুণায় নিরাপদ থাকেন। শেষে যখন উত্তেজিত সিপাহীদিগের পরাক্রমে সকলে ব্যতিব্যস্ত হইল, রাজপ্রাসাদ যখন সিপাহীদের হস্তগত হইল, তখন রাজমহিষী আর কোনো উপায় না দেখিয়া আশ্রিতদিগকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন।* এইরূপে অনেক সদাশয় লোকে বিপন্ন ইউরোপীয়দিগের রক্ষার জন্য যত্ন করিয়াছিল। ইউরোপীয়গণ কেহ কেহ সদাশয় আশ্রয়দাতাদিগের অনুগ্রহে প্রাণ রক্ষা করেন, কেহ কেহ আপনাদের বিশ্বস্ত পরিচারক বা পরিচারিকাদিগের অসীম প্রভুভক্তিতে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে বিমুক্ত হন।** দিল্লীর অভ্যন্তরে ভীষণ ভাবের সহিত যেমন কোমলতাময় অপূর্ব মধুর ভাববিস্তার হইয়াছিল, দিল্লীর বহির্ভাগেও ভীষণতার সহিত সেইরূপ মধুর ভাব প্রকাশ হয়। পলাতক ইউরোপীয়গণ এক সময়ে উত্তেজিত লোকের আক্রমণে মর্মাহত হইতেছিলেন, আর এক সময়ে দয়াপর পল্লীবাসীর অনন্ত করুণায় শান্তির অমৃতময় ক্রোড়ে স্থাপিত হইতেছিলেন। ৩৮ গণিত পদাতিকদলের একজন অফিসর আপনাদের পলায়ন-বৃত্তান্ত এইরূপ লিখিয়াছেন,—'আমরা তাড়াতাড়ি পলায়নের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলাম। সিপাহীরা তাহাদের অফিসরদিগকে শীঘ্র শীঘ্র পলাইয়া নিরাপদ স্থানে যাইতে কহিল। এমনকি তাহারা আপনাদের কুটীরেও বিপন্ন অফিসরদিগকে আশ্রয় দিতে চাহিয়াছিল।…আমরা দৌড়িতে লাগিলাম। অবশেষে পরিশ্রান্ত হইয়া একটি বৃক্ষের তলে বসিয়া পড়িলাম। কয়েক মিনিট বিশ্রামের পর আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। এই সময়ে চন্দ্র উঠিয়াছিল, সৈনিক-নিবাস অগ্নিশিখায় আচ্ছাদিত হইয়াছিল। প্রজ্বলিত হুতাশনের প্রভাবে রাত্রিতেও দিবসের ন্যায় আলোক প্রসারিত হইয়াছিল। আমরা সমস্ত রাত্রি এইরূপে অতিবাহিত করিলাম। কিয়দ্দূরে মাটির একটি ভগ্ন গৃহ ছিল। আমরা সকলে সেইখানে গিয়া লুকাইলাম। এই সময়ে কয়েকজন ব্রাহ্মণ আপনাদের কার্যে যাইতেছিলেন। তাঁহারা আমাদিগকে এইরূপ কদর্যস্থানে লুক্কায়িত দেখিয়া, আমাদের সকলকেই তাঁহাদের পল্লীতে লইয়া গেলেন এবং চপাটি ও দুগ্ধ দিয়া সকলের তৃপ্তিসাধন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমরা তাঁহাদের সাহায্যে পদব্রজে যমুনার একটি শাখা পার হইয়া যাই।…পথে একদল গুজর আমাদের দুরবস্থার একশেষ করে। শেষে কয়েকজন পরদুঃখকাতর দয়াপর ব্রাহ্মণ আমাদিগকে ভিকা নামক একটি পল্লীতে লইয়া উপস্থিত হন, ইঁহারা বিশ্রামের জন্য আমাদিগকে খাটিয়া দেন এবং আহারের জন্য আমাদের সম্মুখে রুটি ও ডাইল রাখেন। পল্লীবাসীরা নিরক্ষর হইলেও আমাদের

* *The Indian Church during the great Rebelion, p. 51.*

** দিল্লীর অনেক পরিচারক ও পরিচারিকা ইউরোপীয়দিগকে পূর্বেই সাবধান করিয়া দিয়াছিল। ইংরেজ সৈনিক-পুরুষেরা যখন গোলযোগে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, তখন ইহারা তাঁহাদিগকে সৈনিক-নিবাসে থাকিতে নিষেধ করে; যেহেতু ইহারা শুনিয়াছিল যে, সৈনিক-নিবাসের বাঙলা উত্তেজিত লোকে দগ্ধ করিবে। —*Martin, Indian Empire, Vol II, p 161.*

সহিত সাতিশয় সদয় ব্যবহার করেন।…কিন্তু একদল উত্তেজিত লোক হঠাৎ আসিয়া আমাদের দুরবস্থা ঘটায়। এই সময়ে একজন সন্ন্যাসী আমাদের প্রতি সবিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। তিনি আমাদিগকে তাঁহার গৃহে লুকাইয়া রাখেন। দিল্লী হইতে প্রস্থানের দুইদিন পরে একজন ভারতবর্ষীয় আমাদের সাহায্যার্থ মিরাটে সংবাদ লইয়া যাইতে উদ্যত হয়। ফরাসী ভাষায় একখানি পত্র লিখিয়া এই ব্যক্তির হস্তে দেওয়া হয়। দুইদিন পরে আমরা হরচাঁদপুর নামক স্থানে উপনীত হই। একজন বৃদ্ধ জর্মন এই স্থানের ভূস্বামী ছিলেন। ইঁহার নাম ফ্রান্সিস্ কোহেন্; বয়স প্রায় পঁচাশি বৎসর। বৃদ্ধ কোহেন আমাদিগকে তাঁহার গৃহে আশ্রয় দেন। আমাদের সঙ্গের যে সকল কুলনারী পথশ্রমে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা কোহেনের দ্বিতল গৃহে থাকিয়া শ্রান্তিবিনোদন করেন। ইহার মধ্যে মিরাট হইতে দুইজন সৈনিক পুরুষ ত্রিশজন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আমাদের সাহায্যার্থ সেইস্থলে উপস্থিত হন। এই সৈনিক-দলে কাপ্তেন ক্রেগীর ৩ গণিত সৈন্যও ছিল*। ইহারা আপনাদের বিশ্বস্ততা হইতে এ পর্যন্ত বিচ্যুত হয় নাই। ফরাসী ভাষায় যে পত্র মিরাটে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেই পত্র পৌঁছুলেই ইহারা হরচাঁদপুরে উপনীত হয়। ইহারা বিপন্নদিগের সাহায্যার্থ ভিকা হইতে হরচাঁদপুর পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ মাইল অতিক্রম করিয়া আসে। দিল্লী হইতে পলায়নের অষ্টম দিন রাত্রিকালে আমরা ইহাদের সঙ্গে মিরাটে উপনীত হই।'

৩৮ গণিত সিপাহী-দলের চিকিৎসক উড্ সাহেব আপনার স্ত্রী ও অপর একটি ইউরোপীয় মহিলার (ইঁনি লেপ্টেনেন্ট পিলি নামক একজন সৈনিক অফিসরের স্ত্রী) সহিত পলায়ন করেন। ডাক্তর উডের মুখে গুলির আঘাত লাগিয়াছিল। এই আঘাতে তাঁহার চিবুক ভাঙিয়া যায়। পলাতকগণ দিল্লীর কোম্পানির বাগানে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাগানের লোকে তাঁহাদিগকে বসিবার জন্য খাটিয়া দেয়, এবং আপনাদের কুটিরে লুকাইয়া রাখে। বাগান-রক্ষক তাঁহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে ত্রুটি করে নাই। একদল দস্যু ইহার মধ্যে আসিয়া পলাতকদিগের গাড়ি ভাঙিয়া দেয়, এবং ঘোড়া লইয়া যায়। পলাতকগণ সেখানে অধিকক্ষণ না থাকিয়া প্রস্থান করেন। ১১ই মে রাত্রি ৩ টার সময়ে ইঁহারা একটি পল্লীতে উপস্থিত হন। পল্লীবাসিগণ ইঁহাদিগকে দুগ্ধ ও রুটি এবং শুইবার জন্য খাটিয়া দেয়। একজন প্রাচীন হিন্দু এই পল্লীর মণ্ডল ছিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল; বিপন্নগণ তখন খোলা জায়গায়

* মিরাটের বিপ্লবের সময়ে কেবল কাপ্তেন ক্রেগীর সৈনিকগণই আপনাদের অধিনায়কের নিকট শান্তভাব দেখায় নাই। অন্যান্য দলের অনেক সিপাহীও বিশ্বস্ত রহিয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন দলে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশজন সিপাহী ক্রেগীর অধীনে সজ্জিত হয়। প্রবল হুতাশনের মধ্যে ক্রেগীর গৃহ রক্ষা করে এবং ক্রেগীর সঙ্গে ইউরোপীয় সৈনিক-নিবাসে উপস্থিত হয়। দুই-একজন ব্যতীত ইহারা কখনো কোনো ঘটনায় উন্মত্ত সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হয় নাই। মিরাটের সিপাহীদিগের মধ্যে কেবল ইহাদিগকেই সৈনিক-শ্রেণীতে থাকিতে অনুমতি দেওয়া হয়—*Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 167-68, note.*

অবস্থিতি করিতেছিলেন। সিপাহীরা আসিয়া পাছে ইঁহাদের কোনো অনিষ্ট করে, এই আশঙ্কায়, উক্ত গ্রামাধ্যক্ষ ইঁহাদিগকে গোশালায় লুকাইয়া থাকিতে পরামর্শ দেন, এবং গোশালা হইতে গরুগুলি বাহির করিয়া লন। পলাতকেরা ঐখানে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। অবিলম্বে গ্রামের একটি মহিলা আসিয়া ইঁহাদিগকে নীরবে থাকিতে কহে, যেহেতু কয়েকজন সিপাহী তখন গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিল। ইঁহারা প্রথমে ভাবিলেন, মহিলাটি বুঝি অনর্থক ভয় দেখাইতেছে; কিন্তু শেষে উক্ত মহিলার কথা ঠিক হইল। ইঁহারা যেখানে লুক্কায়িত ছিলেন, সেইখানেই একজন সিপাহী আসিয়া দাঁড়াইল। এই সিপাহী আপনাদের দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করিবার জন্য গরু ও গাড়ি লইতে আসিয়াছিল। সদাশয় প্রাচীন গ্রামাধ্যক্ষ কালবিলম্ব না করিয়া সিপাহীদিগকে গরু ও গাড়ি দিলেন। সিপাহী অভীষ্ট বিষয় পাইয়া চলিয়া গেল। গ্রামাধ্যক্ষ সিপাহীকে শীঘ্র শীঘ্র গ্রাম হইতে বিদায় দিতে ইচ্ছা করিয়াই, তাড়াতাড়ি গরু ও গাড়ি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। যেহেতু তিনি জানিতেন যে, সিপাহী গ্রামে কিছুক্ষণ থাকিলেই বিপন্ন ইংরেজদিগের সন্ধান পাইবে। ডাক্তর উড্ ও দুইটি কুলনারী এইরূপে বর্ষীয়ান গ্রামাধ্যক্ষের দয়ায় আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। যাইবার সময়ে গ্রামের লোক ইঁহাদিগকে আহারের জন্য কয়েকখানি রুটি এবং পানের জন্য পাত্র পূরিয়া জল দিল। ইঁহারা পথ চিনিতেন না, এজন্য গ্রামের একটি যুবক ইঁহাদের সঙ্গে কিছু দূরে যাইয়া পথ দেখাইয়া দিয়া আসিল। অনেক বিঘ্ন-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া, ইঁহারা রাত্রি চারটার সময়ে আর একখানি গ্রামে পৌঁছিলেন এবং গ্রামের প্রান্তভাগস্থিত একটি বৃক্ষের তলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। রাত্রি শেষ হইল। প্রাতঃকালে গ্রামবাসীগণ আপনাদের কার্যে যাইতে লাগিল। ইহা একটি হিন্দুপল্লী। একজন প্রাচীন হিন্দু পলাতক-দিগকে এইরূপ বিপন্ন দেখিয়া গ্রামে লইয়া গেলেন, এবং দুগ্ধ ও রুটি দিয়া ইঁহাদের তৃপ্তিসাধন করিলেন। ডাক্তরের আহত স্থান পরিষ্কৃত করিবার জন্য, এই দয়াপর আশ্রয়দাতা জল গরম করিয়া আনিয়া দিতেও ত্রুটি করেন নাই। নিকটবর্তী আর-একটি পল্লীতে একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। বিপন্ন ইংরেজ ও ইংরেজ-মহিলারা নিকটবর্তী গ্রামে আসিয়াছেন শুনিয়া, এই ব্রাহ্মণ স্বগ্রামের অনেকগুলি লোক লইয়া ইঁহাদিগকে দেখিতে গমন করেন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, গুলির আঘাতে ডাক্তর উডের মুখের নিম্নভাগ ভাঙিয়া গিয়াছিল। এজন্য ডাক্তর দুগ্ধ পান করিতে পারিতেন না। উক্ত ব্রাহ্মণ আসিয়া ডাক্তরকে কাঠের নলদ্বারা দুগ্ধ টানিয়া পান করিতে কহেন, এবং এইজন্য নিজে একটি কাঠের নল প্রস্তুত করিয়া আনিয়া দেন। দয়ালু ব্রাহ্মণের সৎপরামর্শে ডাক্তর উডের অনেক উপকার হয়। ডাক্তার উড্ নলদ্বারা দুগ্ধ পান করিয়া অনেক সুস্থ হন। বিপন্ন ইংরেজ ও ইংরেজ-মহিলারা এইরূপে প্রাচীন পল্লীবাসীর আশ্রয়ে সমস্ত দিন অতিবাহিত করেন। শেষে আশ্রয়-দাতার আশঙ্কা বাড়িয়া উঠে। ইংরেজেরা তাঁহাদের গ্রামে লুক্কায়িত রহিয়াছে, ইহা জানিতে পারিলেই, দিল্লীর সিপাহীরা তাড়াতাড়ি আসিয়া গ্রাম জ্বালাইয়া দিবে।

এজন্য উক্ত প্রাচীন ব্যক্তি ডাক্তর উড্ প্রভৃতিকে স্থানান্তরে যাইতে কহেন। আশ্রিত ইংরেজেরা অধিকতর বিপন্ন হন, ইহা উক্ত আশ্রয়দাতার অভিপ্রেত ছিল না। তিনি উন্মত্ত সিপাহীদিগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যেই আশ্রিতদিগকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে যাইতে কহিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রচণ্ড সূর্যের উত্তাপে সমস্ত দিক যেন দগ্ধপ্রায় হইতেছিল, উত্তপ্ত বায়ু প্রবলবেগে বহিতেছিল; সুতরাং ইংরেজ-মহিলাদ্বয় আহত ডাক্তারকে লইয়া অন্যত্র যাইতে সাহসী হইলেন না। গ্রামের আর এক ব্যক্তি এই বিপত্তিকালে ইঁহাদিগকে একটি জীর্ণ ক্ষুদ্র গৃহে লইয়া যায়, এবং দুইটি বিছানা আনিয়া দিয়া ঘুমাইতে কহে। নিদারুণ গ্রীষ্মকালে যখন প্রচণ্ড সূর্য অনলকণা বিকীর্ণ করিতেছিল, তখন বিপত্তিগ্রস্ত পলাতকগণ দরিদ্র পল্লীবাসীর অসীম করুণা ও অনুগ্রহে আশ্রয় পাইয়া, বিশ্রামসুখ অনুভব করিতে থাকেন। ক্রমে বেলা শেষ হইল। ক্রমে রাত্রি সমাগত হইয়া দিবসের প্রচণ্ড উত্তাপের শান্তি করিল। ডাক্তর উড্ ও দুইটি কুলনারী আপনাদের আশ্রয়স্থান হইতে বহির্গত হইয়া পথ অতিবাহনে প্রবৃত্ত হইলেন। পাঁচদিন হইল, ইঁহারা দিল্লী হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তথাপি দশ মাইলের অধিক যাইতে পারেন নাই। যাহা হউক, পরদিন বেলা দুটার সময়ে ইঁহারা আর-একটি পল্লীতে উপস্থিত হন। এই পল্লীর অধিবাসিগণও ইঁহাদের সহিত যথোচিত সদ্ব্যবহার করে। উপস্থিত সময়ে বিপন্নদিগের প্রতি যতদূর সম্ভব দয়া ও অনুগ্রহ দেখাইতে ইহারা কাতর হয় নাই। পলায়িতেরা যাহা প্রার্থনা করেন, পল্লীর মহিলারা সদয়চিত্তেও সরলভাবে তাহাই আনিয়া দেয়। ইহাদের প্রদত্ত শীতল জলে পলায়িতদিগের তৃষ্ণা শান্তি হয়। ডাক্তরের মুখ ধৌত করিবার জন্য ইংরেজ কুল-নারীগণ একটি জলপাত্র চাহেন। পল্লী-বাসিনীরা সন্তুষ্টচিত্তে উহা আনিয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত ইহারা ইঁহাদের আহারের জন্য নানাবিধ শাকসব্জিতে ভাল তরকারি রাঁধিয়া আনে। ইঁহাদের মধ্যে একটি ইংরেজ মহিলা কহিয়াছেন যে, দিল্লী পরিত্যাগ করা অবধি এরূপ সুস্বাদু দ্রব্য আর কখনো আহার করেন নাই। এইরূপে পল্লিবাসিনীগণ বিপন্নদিগকে আহারীয় ও পানীয় দিয়া পরিতোষিত করে। পলাতকগণ পরে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া বলগড় নামক আর এক পল্লীতে উপনীত হন। রাজপুতবংশীয়া একটি রানী এই স্থানে কর্তৃত্ব করিতেন। বলগড়ের রানী বিপন্নদিগের কষ্ট দেখিয়া, ইঁহাদিগকে আপনার গৃহে আনিয়া আশ্রয় দিলেন, এবং ইঁহাদিগের আহারের জন্য খাদ্য-সামগ্রী প্রস্তুত করিতে কহিলেন। ডাক্তর উড্ ও তাঁহার সঙ্গিনী মহিলাদ্বয় রানীর এইরূপ অনুগ্রহে আহারপানে পরিতুষ্ট হইয়া ঐ রাত্রি সেইখানে অতিবাহিত করিলেন। পরদিন মেজর পটর্সন অতর্কিতভাবে বল-গড়ে উপস্থিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে লেপ্টেনেণ্ট পিলিও আর-এক দিক হইতে সেইখানে পৌঁছিলেন। পিলি আপনার সহধর্মিণীকে অক্ষতশরীরে দেখিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। সকলে এখন আশান্বিত হৃদয়ে বলগড় হইতে প্রস্থান করিলেন। এই সময়ে ডাক্তর উডের চলিবার শক্তি ছিল না। গুরুতর আঘাতে ডাক্তর উড্ বড় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। উপস্থিত সময়ে পথের কয়েকজন দরিদ্র মজুর আপনাদের সদাশয়তা ও দয়ার একশেষ দেখায়। ইহারা চলৎশক্তিশূন্য ইংরেজ-চিকিৎসককে বহন

করিয়া 'এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে লইয়া যায়। দরিদ্র ও নিরক্ষর লোকেও পথে বিপন্নদিগের দুর্গতি দেখিয়া সাহায্যদানে বিমুখ হয় নাই। এইরূপ সাহায্য করিলে যে, উন্মত্ত সিপাহীদিগের কোপে পতিত হইতে হইবে, তাহা ইহারা জানিত, তথাপি ইহাদের করুণা, ইহাদের সমবেদনা এবং ইহাদের উপকারের ইচ্ছা কিছুতেই অন্তর্হিত হয় নাই। ইংরেজেরা আপনাদের কুলনারীদিগকে লইয়া এইরূপ দরিদ্র পল্লীবাসীদিগের অসীম অনুগ্রহ ও অনন্ত করুণায় নিরাপদে ও অক্ষত-শরীরে কর্নালের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পাতিয়ালার মহারাজ ইঁহাদিগের দুর্গতির সংবাদ পাইয়া সাহায্যার্থে চল্লিশজন সুসজ্জিত অশ্বারোহী পাঠাইয়া দেন। এই সৈনিক-পুরুষেরা যেরূপ দ্রুতগামী অশ্বে অধিষ্ঠিত ছিল, সেইরূপ সুদৃশ্য পরিচ্ছদে পরিশোভিত ছিল। ইহারা ২০শে মে বিপন্নদিগকে কর্নালে পৌঁছাইয়া দেয়*।

৭৪ গণিত সিপাহীদলের ডাক্তর বাট্‌সন্ যে হিন্দুস্থানী ভাষায় সবিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। একজন সন্ন্যাসী ডাক্তরের জীবন সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া তাঁহাকে দাদুপন্থী যোগীর বেশে সজ্জিত করেন। উক্ত যোগী তাঁহার কাপড় রঙ্ করিয়া দেন, এবং তাঁহার গলদেশে রুদ্রাক্ষ-মালা সমর্পণ করেন। দয়াশীল সন্ন্যাসী বিপন্ন ডাক্তরের জীবন রক্ষার জন্যই তাঁহাকে এইরূপ ভিন্ন বেশ পরিগ্রহ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ডাক্তর এইরূপে সন্ন্যাসীর বেশে পঁচিশদিন এখানে-ওখানে ঘুরিয়া বেড়ান, কখনও বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে কখনও বা লোকালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। একদা কয়েকজন হিন্দু সন্ন্যাসীবেশধারী বাট্‌সন্‌কে দেখিয়া কহেন,—'আপনি কখনো সন্ন্যাসী নহেন। আপনার কটা চক্ষুই আপনাকে ভিন্নজাতীয় বলিয়া পরিচিত করিতেছে। আপনি নিশ্চিতই ফিরিঙ্গী।' কিন্তু এই সকল হিন্দু, ডাক্তরকে ইংরেজ বলিয়া চিনিতে পারিলেও তাঁহার প্রতি কোনোরূপ অসদ্ব্যবহার করেন নাই**। একজন প্রাচীন লোক একটি অসহায়া ইংরেজ মহিলা ও তাহার সন্তানকে অনেক দিন রক্ষা করেন। আশ্রয়দাতা, ইঁহাদিগকে সিপাহীদিগের ভয়ে এক গ্রাম হইতে আর এক গ্রামে লইয়া যান, এবং অপরের অগোচরে গোপনীয় স্থানে লুকাইয়া রাখেন। ইঁহাদের আশ্রয়স্থান যখনই উন্মত্ত লোকের সন্দেহের বিষয় হইয়াছে, তখনই বৃদ্ধ আশ্রয়দাতা ইঁহাদিগকে সে স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া গিয়াছেন***। মিরাটের কমিশনর গ্রিথেড্ সাহেব এই সময় লিখিয়াছিলেন—'দিল্লী হইতে যে সকল পলাতক আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, অনেক লোকে তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছে, এবং তাঁহাদের প্রতি যথোচিত সৌজন্য দেখাইয়াছে। একজন সন্ন্যাসী যমুনায় একটি ইউরোপীয়

* *Martin, Indian Empire, Vol. II, pp. 168-69. Comp. Ball, Indian tMutiny o the fall of Delhi, pp. 20-30*

** *Indian Empire. Vol. II, p. 169. Comp Ball, Indian Mutiny, Vol. 1, p. 97.*

*** *Ball, Indian Mutiny to the fall of Delhi, Vol. II, p. 20.*

শিশুসন্তান পাইয়া এখানে লইয়া আসে। তাহাকে পারিতোষিক দিতে চাহিলে, সে উহা লইতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া কহে যে, যদি কোনো পারিতোষিক দিতে ইচ্ছা হয় তাহা হইলে যেন তাহার এই কার্যের জন্য তাহার নামে একটি কূপ খনন করিয়া দেওয়া হয়। আমি তাহার এই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হই*। কাপ্তেন হলাণ্ড্ নামক একজন সৈনিক-পুরুষ কহিয়াছেন—'আমি যে গ্রামে উপস্থিত হই, সেখানে দুধ না পাওয়াতে পল্টু নামক একজন ঝাড়ুদার এবং তাহার পরিবারের কয়েক ব্যক্তি প্রত্যহ নিকটবর্তী গ্রাম হইতে দুধ আনিয়া দিত।' ইহার পর তিনি কহিয়াছেন—'আমি যমুনাদাস নামক একজন ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে ছয়দিন থাকি। বাড়ির যে ঘরটি সর্বাপেক্ষা ভাল, ব্রাহ্মণ তাহাই আমার বাসের জন্য ছাড়িয়া দেন, এবং তিনি যত ভাল খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহাই দিয়া আমার তৃপ্তিসাধন করেন**। একজন ইংরেজ ডেপুটি কলেক্টরের স্ত্রী যখন দিল্লী হইতে পলায়ন করেন, তখন দুইজন বিশ্বস্ত চাপরাশী তাঁহার সবিশেষ সহায়তা করে। ইহাদের একজন আজমীর-তোরণ অতিক্রম-সময়ে উত্তেজিত লোকের হাতে পড়িয়া নিহত হয়। অপর জন ডেপুটি কলেক্টরের স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইয়া তাঁহাকে নিরাপদ স্থানে লইয়া যায়***। যে সকল ইউরোপীয় মিরাটের পরিবর্তে অম্বালার অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে কর্নালের নবাবের সদাশয়তায় সবিশেষ উপকৃত হন। দিল্লীর জর্জ বস্ সাহেব কর্নালে উপস্থিত হইলে নবাব তাঁহাকে কহেন, 'উপস্থিত গোলযোগের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে রাত্রিতে আমার নিদ্রা হয় নাই। এখন আমি আপনাদের পক্ষ সমর্থনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। আমার তরবারি, আমার সম্পত্তি এবং আমার অনুচরবর্গ—এখন সমস্তই আপনাদের জন্য সমর্পিত হইতেছে।' নবাব কেবল এই কথা বলিয়াই নিরস্ত থাকেন নাই। ইংরেজদিগের সাহায্য জন্য তিনি পঞ্জাবি পুলিশ সৈন্যের অনুকরণে একশত অশ্বারোহী সেনা রাখেন****। উপস্থিত বিপ্লবে এইরূপে অনেকেই ইংরেজের সাহায্য-দানে অগ্রসর হইয়াছিলেন, অনেকেই অনুকম্পা ও অনুগ্রহ দেখাইয়া বিপন্ন ইউরোপীয়-দিগের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। দরিদ্র পল্লীবাসী হইতে সম্ভ্রান্ত ধনী-সম্প্রদায়, নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর লোক হইতে উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিগণ—সংক্ষেপে প্রধান প্রধান ভূস্বামী হইতে সামান্য ঝাড়ুদার পর্যন্ত, সকল শ্রেণীর লোকই বিপন্ন ইউরোপীয়দিগের উদ্ধারসাধনে উদ্যত হইয়াছিল। ইহারা আপনাদের সম্পত্তি, আপনাদের আবাস-পল্লী, অধিক কি—আপনাদের জীবন পর্যন্ত সঙ্কটাপন্ন করিয়াও নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে, বিপন্নকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে কাতর হয় নাই। এই ভয়ঙ্কর সময়ে এইরূপ

---

* *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 169.*

** *Kaye, Sepoy War. Vol. II, p. 98, note.*

*** *Ball, Indian Mutiny, Vol. I, pp. 100-01. Comp. Indian Empire, Vol, II, p. 169.*

**** *Indian Empire. Vol. II, pp. 169-70.*

দয়া ও এইরূপ সদাশয়তা প্রদর্শিত না হইলে, নিরুপায়, নিরাশ্রয় ইউরোপীগণ কখনো নিরাপদ স্থানে উপনীত হইতে পারিতেন না। যখন ইংরেজেরা কোমলমতি শিশুসন্তান ও কোমলাঙ্গী মহিলাদিগকে লইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করেন, কেহ কেহ আহত হইয়া রুধীরাক্ত-শরীরে দিবসের প্রচণ্ড রৌদ্র, রাত্রির প্রচণ্ড হিমের মধ্যে দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিবাহনে প্রবৃত্ত হন, আপনাদের গাড়ি, পাল্কি সমস্তই ফেলিয়া কখনও বিজন অরণ্যে, কখনও সঙ্কীর্ণ লোকালয়ে, কখনও বা অপরিষ্কৃত গহ্বরে আত্মগোপন করেন এবং প্রাণের দায়ে বিব্রত হইয়া নিম্নতর হইতে নিম্নতম শ্রেণীর লোকের নিকটে কাতরভাবে সাহায্য প্রার্থনা করেন, তখন ঐ সকল সদাশয় ভূস্বামী, ঐ সকল উচ্চশ্রেণীর দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর লোক, ইঁহাদিগকে আশ্রয় না দিলে ইঁহারা নিঃসন্দেহে পথপ্রান্তে বা নির্জন অরণ্যমধ্যে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইতেন।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, উন্মত্ত সিপাহীদিগের দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান ছিল না। নগরের যে সকল উত্তেজিত লোক ইহাদিগের সহিত মিলিত হয়, তাহাদেরও ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি ছিল না। সকলেই তখন ইংরেজদিগের স্বধর্মের, স্বশ্রেণীর, স্বজাতির ব্যক্তিদিগের বিনাশ-সাধনে উদ্যত হইয়াছিল। ইহাদের কেহই তখন শান্তভাব অবলম্বন করে নাই, কেহই তখন গভীর উত্তেজনায় আপনাদের ভয়ঙ্কর কার্য-সাধনে নিশ্চেষ্ট থাকে নাই। দিল্লীর ইউরোপীয়দিগের অনেকে আপনাদের স্ত্রী-পুত্র লইয়া স্থানান্তরে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল বটে, কিন্তু আরও অনেক ইউরোপীয় বা খ্রীস্টধর্মাবলম্বী তখনো দিল্লীতে ছিল। ইহাদের অধিকাংশই দিল্লীর দরিযাগঞ্জ নামক ইংরেজ-পল্লীতে বাস করিত। ১১ই মে প্রাতঃকালে যখন ইহারা শুনিতে পাইল যে, মিরাট হইতে উন্মত্ত সৈনিকগণ প্রবলবেগে যমুনার সেতু পার হইতেছে, তখন ইঁহারা একটি সুবিস্তৃত ও সুদৃঢ় গৃহে আত্মরক্ষার জন্য সমবেত হন। কিন্তু শেষে এই গৃহ ভস্মসাৎ হইল। ইঁহারা সকলে রাজপ্রাসাদে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। কথিত আছে, ইহারা পাঁচদিন এইস্থানে অবস্থিতি করেন। ১৬ই মে ইঁহাদের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়। উত্তেজিত সিপাহীরা এইদিন গুলি বা তরবারির আঘাতে ইঁহাদিগকে বিনষ্ট করে *। ইংরেজ কোম্পানি যে, কঠোর রাজনীতির পরিচয় দিয়া আসিতে-

* কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে, সম্রাটের বাসভবনে একটি ভূগর্ভস্থ সঙ্কীর্ণ গৃহে এই সকল লোককে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা লইয়া প্রায় পঞ্চাশজন খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী এইখানে ছিল। পাঁচ দিনের পর ইহাদিগকে কারাগার হইতে বাইরে আনিয়া প্রথমে গুলি করা হয়। কিন্তু ঘটনাক্রমে লক্ষ্য ব্যর্থ হওয়াতে দিল্লীর ভূপতির একজন অনুচর বিনষ্ট হয়। এজন্য শেষে তরবারির আঘাতে ইঁহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করা হয়। কথিত আছে দুইজন লোক তরবারি লইয়া এই ভয়ঙ্কর কার্যসাধন করে। একটি মহিলা আপনার তিনটি সন্তান লইয়া কোনোরূপে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন।—*Kaye, Sepoy War, Vol II, pp. 99-100.*

ছিলেন, যে কঠোর রাজনীতির বলে প্রদেশের-পর-প্রদেশ, রাজবংশের-পর-রাজবংশ, রাজ্যের-পর-রাজ্য, একে একে ব্রিটিশ পতাকায় শোভিত হইয়াছিল, সেই কঠোর রাজনীতিতেই সিপাহীদিগের প্রকৃতি এইরূপ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। গবর্নমেন্ট দীর্ঘকাল সুনীতি, সদাশয়তা ও সুবিচারের নামে ধীরে ধীরে যেরূপ কঠোর কার্যসাধন করিতেছিলেন, যেরূপ অসমীক্ষ্যকারিতার পরিচয় দিতেছিলেন, সিপাহীরা একদিনেই অসির আঘাতে বা অবিশ্রান্ত গুলি বৃষ্টিতে তাহার প্রতিশোধ লয়। ইহারা অভিজ্ঞ ছিল না। অভিজ্ঞতার সহিত কূটবুদ্ধি সংযোজিত হইলে, অলক্ষ্যভাবে ধীরে ধীরে পরের অনিষ্ট-সাধনে যেরূপ প্রবৃত্তি জন্মে, ইহারা সেরূপ প্রবৃত্তির পরিচয় দেয় নাই। ইহাদের সাহস, উৎসাহ ও কার্যক্ষমতা ছিল ; কিন্তু তাদৃশ দূরদর্শিতা ছিল না। যখন উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইল, জাতিনাশ ও ধর্মনাশের আশঙ্কা যখন বলবতী হইয়া উঠিল, ইংরেজদিগকে যখন চিরন্তন মর্যাদার, চিরন্তন সম্মানের সংহারক বলিয়া প্রতীতি জন্মিল, তখন সেই উৎসাহ, সাহস ও কার্যক্ষমতা তাহাদিগকে তাহাদের জাতীয় ধর্মের অবমাননাকারীদিগের বিনাশ-সাধনে প্রবৃত্তি দিল। তখন তাহাদের প্রকৃতি কঠোর হইল এবং দয়া ও পরদুঃখানুভূতি বিলুপ্ত হইয়া গেল। তাহারা আপনাদের শত্রুবর্গের শোণিত পাত করিয়া বলবতী প্রতিহিংসার পরিতর্পণ করিতে লাগিল। তাহাদের একাগ্রতা এরূপ প্রবল হইয়াছিল যে, তাহারা পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করে নাই। তাহারা জানিত যে, প্রবল পরাক্রমে কোম্পানি বাহাদুর তাহাদের এই কার্যের প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হইবেন। কিন্তু ইহা জানিলেও তাহারা স্থির থাকিতে পারে নাই। কোম্পানির সমুদয় চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া ফেলিতে তাহাদের হৃদয়ে অপরিসীম বলের সঞ্চার হয়। তাহারা নির্ভয়ে নির্বিকারচিত্তে নিষ্কোষিত অসি পরিগ্রহপূর্বক আত্মসম্মানের জন্য আত্মজীবনের উৎসর্গ করে।

এই সময়ের সংবাদপত্রে অনেক লোমহর্ষক ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত হয়। ইংরেজ কুলনারীর প্রতি ঘোরতর অত্যাচারের কথা প্রকাশ করিয়া, ইংরেজেরা সাধারণকে চমকিত করিয়া তোলেন। উত্তেজিত পশু-প্রকৃতি লোকের পাশব প্রবৃত্তিতে কোমলমতি কোমলাঙ্গী মহিলারা, অবিবাহিতা সরলতাময়ী যুবতীরা কিরূপ নিগৃহীত হইয়াছিলেন, নিগ্রহ ও কষ্টের একশেষ ভোগ করিয়া নিষ্ঠুর লোকের অস্ত্রাঘাতে কিরূপে ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা এই সময়ের অনেক সংবাদপত্রে, অনেক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়া সহৃদয় পাঠকের মনে নিদারুণ ক্ষোভ, রোষ ও ঘৃণার আবেগ তুলিয়া দেয়। কিন্তু এই সকল বর্ণনা যে প্রকৃত ঘটনামূলক, সে বিষয়ে কেহ কোনোরূপ বিশদ প্রমাণ দেখাইতে পারেন নাই। লেখকেরা বোধহয়, অনেক স্থলে মোহিনী কল্পনায় উদ্ভ্রান্ত হইয়াই আপনাদের এইরূপ বিভীষিকাময়ী বর্ণনায় পাঠকদিগকে চমকিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। একজন সহৃদয় ইংরেজ ঐতিহাসিক এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—'এই সকল ঘৃণিত অত্যাচারের বর্ণনা কেবল বাজার-গুজবের উপর স্থাপিত হইয়াছিল কিংবা নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর লোকের কথায় ঐরূপ বর্ণনা করা হইয়াছিল। এই সকল লোক বেশ জানে যে, যে কথা যতই অতিরঞ্জিত ও পল্লবিত করা যায়, সে কথা অপরের

মনোযোগ ততই আকর্ষণ করিয়া থাকে। বোধহয়, সে সময়ে উচ্চশ্রেণীর লোকে এইরূপ অতিরঞ্জিত ও পল্লবিত কাহিনীতে অপরের কৌতুহল চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করেন নাই। অত্যাচারের যেরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা কেবল মানবের উচ্চতর কল্পনাতেই শোভা পায়, ঘোরতর দুরাচারের অবতারেরাই কেবল সেই সকল অমানুষিক ভয়ঙ্কর কার্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে। ইংরেজ মহিলাদের উপর যে অত্যাচারের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ব্রাহ্মণ হউক বা ক্ষত্রিয় হউক, দ্বি-জাতি হিন্দুগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইলেই তাহাদের জাতি-নষ্ট হইয়া থাকে। অধিকন্তু ইহাদের চরিত্র ও অত্যাচারও এইরূপ পাপ-কার্যের একান্ত বিরোধী। যে সকল গুজব সর্বদা পরস্বাপহরণ করিয়া বেড়ায়, তাহারাও এইরূপ পাপকার্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না। তাহারা লুঠতরাজ ব্যতীত আর কিছুতেই মনোযোগ দেয় না। সম্পত্তি হরণের অনুরাগে বিবাহিতা মহিলার পরম আদরের ধন বিবাহের অঙ্গুরীয়ক টানিয়া লইতেও তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মে। ইহাতে যে মহিলার পবিত্র বন্ধনের পবিত্রতা নষ্ট হইবে, তাহা তাহারা বুঝে না। ফলতঃ এই পবিত্রতা নষ্ট করিবার জন্যই, তাহারা উক্ত অঙ্গুরীয় গ্রহণ করে না। মুসলমানদিগের কথা স্বতন্ত্র. কোরাণের উপদেশের সম্বন্ধে আমরা যাহাই মনে করি না কেন, নামমাত্র খ্রীস্টধর্মাবলম্বী বিজেতেরা ইউরোপের যুদ্ধে নগরসমূহ যেরূপে উৎসন্ন করিয়াছিলেন, তাহার যে লোমহর্ষণ চিত্র ইতিহাসে রহিয়াছে তাহার তুলনায় দিল্লীর উপস্থিত সময়ের দৌরাত্ম্য ও নিষ্ঠুরতার বিবরণ যে অধিকতর ভয়ঙ্কর সে বিষয়ে সন্দেহ আছে*।'

খ্রীস্টধর্মাবলম্বিগণ কেবল ইউরোপেই আপনাদের অত্যাচারের পরিচয় দেন নাই। ইঁহাদের আক্রমণে কেবল ইউরোপের সুদৃশ্য লোকালয়ই বিধ্বস্ত হইয়াই যায় নাই, ইউরোপের ইতিহাস কেবল ইহাদের এই ভয়ঙ্কর কার্যের চিত্র দেখিয়া অপরকে চমকিত করিয়া তুলে নাই। ভারতের এই সিপাহী বিপ্লবের ইতিহাসেও ইঁহাদের বলবতী প্রতিহিংসা এবং তৎপ্রযুক্ত ভয়াবহ কার্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। ইঁহারা দিল্লীর উক্ত দুর্ঘটনার পর পথিমধ্যে সাতজন লম্বরদারের (ইজারদারের) ফাঁস দেন এবং চারিখানি গ্রাম জ্বালাইয়া ফেলেন। যেহেতু, ইঁহাদের সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে, লম্বরদারেরা পলায়িত ইংরেজ মহিলাদিগের হত্যা করিয়াছিল**। আর একজন খ্রীস্টধর্মাবলম্বী সৈনিক-পুরুষ (সেনাপতি নীল) এলাহাবাদ হইতে যাত্রাকালে এত লোক বিনষ্ট করেন যে, শেষে তাঁহার সৈনিক-দলের একজন অফিসর, আর লোক পাওয়া যাইবে না বলিয়া, তাঁহাকে সেই সর্ববিধ্বংস হইতে নিরস্ত থাকিতে অনুরোধ করেন***। খ্রীস্টধর্মাবলম্বী সৈনিক-পুরুষ নিরস্ত্র লোকদিগকে গুলি করিয়া বধ করিয়াছেন, হিন্দুর পবিত্র দেবমন্দির বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন, অধিক কি শরণাগত নিরপরাধ বালকেরও প্রাণনাশ করিয়া আপনার বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন****। যথাস্থলে এই সকল ঘটনা বিবৃত

* *Martin, Indian Empire, Vol. II, pp 172-73.*

** *Ball, Indian Mutiny, Vol. I, p. 106.*

*** *Russell, Diary Vol. I, p. 222.*

**** *Ibid, Vol. I, pp 219, 220, 222, 348.*

হইবে। যাঁহারা দিল্লী হইতে পলায়ন করেন, তাঁহাদের একজন আশ্রয়গ্রহণ জন্য যে স্থানে উপস্থিত হন, সেই স্থানের অধিবাসীদিগকে এই বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন যে যদি তাহারা আশ্রয় না দেয়, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে গুলি করিয়া বধ করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না*। এইরূপ সৌজন্য ও এইরূপ কাতরতা দেখাইয়াই উক্ত পলায়িত, বিপন্ন, খ্রীস্টধর্মাবলম্বী ব্যক্তি পল্লীবাসীদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ফলতঃ গভীর উত্তেজনায় অধীর হইয়া খ্রীস্টধর্মাবলম্বিগণও এই সময়ে ভয়ঙ্কর কার্যসাধনে বিরত থাকেন নাই। বাজারগুজব অথবা নিম্নশ্রেণীর লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া, এবং কল্পনার তরঙ্গে ভাসমান হইয়া লেখকেরা সংবাদপত্রাদিতে যে বীভৎসকাণ্ডের বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা এই সকল ঘটনা অপেক্ষা গুরুতর বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

ইংরেজদিগের স্বদেশের, স্বধর্মের সকল লোক দিল্লী হইতে নির্বাসিত বা দিল্লীতে নিহত হইল। ১৬ই মের পর, একজন ইউরোপীয় শহরে বা সৈনিক-নিবাসে রহিল না। ইংরেজেরা মোগলের রাজধানী হইতে অপসারিত হইলেন, এবং অনেকে শশব্যস্তে পলায়ন করিয়া আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। উত্তেজিত সিপাহীরা এখন বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে দিল্লীর হর্তা, কর্তা ও বিধাতা বলিয়া স্বীকার করিল। ইংরেজেরা মিরাটে নিগৃহীত হইলেন, এবং দিল্লীতে দুরবস্থার একশেষ ভোগ করিলেন। সিরাজ উদ্দৌলার আক্রমণ ও তৎসহকৃত অন্ধকূপ ঘটনার পর হইতে, বোধহয় তাঁহাদিগকে আর কখনো এরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইতে হয় নাই। তাঁহারা আপনাদের দেশীয়দিগকে নিহত হইতে দেখেন, এবং আপনারা আপনাদের আধিপত্য ও ক্ষমতা ভুলিয়া গিয়া, সমস্ত সম্পত্তি দূরে রাখিয়া নগ্নদেহে নগ্নপদে পলাইতে থাকেন। উত্তেজিত সিপাহীরা—নগরের উন্মত্ত মুসলমানেরা, বৃদ্ধ সম্রাটের নামে তাঁহাদিগকে এইরূপ দুর্দশাগ্রস্ত করে। সম্রাট কিছু না করিলেও, কেবল তাহার নামই এই উত্তেজনার সময়ে সিপাহী ও নগরবাসীদিগের হৃদয়ে অপরিসীম বল ও অপরিসীম সাহসের সঞ্চার করে। কবির উক্তি ঃ—

"ভূপতির নামই উচ্চ শক্তির মন্দির"

* কথিত আছে, থানেশ্বরের লোক এই সাহেবকে আশ্রয় দিতে অসম্মত হওয়াতে, সাহেব তাহাদিগকে এইরূপ ভয় দেখাইয়াছিলেন। সাহেব সস্ত্রীক ছিলেন, সঙ্গে বোধহয়, একটি শিশু সন্তানও ছিল। যিনি সহধর্মিণী ও শিশু সন্তানের সহিত ঘোরতর বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার সে সময়ের কঠোর ব্যবহারের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা, অনুচিত হইতে পারে। কিন্তু সে সময়ে কিছু নম্রতা দেখাইলেই অধিক কাজ হইত। ব্রিটিশ কোম্পানি উত্তরাধিকারীর অভাব দেখাইয়া থানেশ্বর-বিভাগ আপনাদের অধিকারভুক্ত করেন। এজন্য থানেশ্বরের লোকে ইংরেজদিগের উপর বিরক্ত হয়। এই বিরক্তি-প্রযুক্ত বোধহয় তাহারা উক্ত সাহেবকে আপনাদের পল্লীতে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। এরূপ স্থলে নম্রভাব দেখাইলেই পল্লীবাসী-দিগের হৃদয় দয়ার্দ্র হইত।—*Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 164,*

সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছিল। দিল্লীর মোগল সম্রাট্ সাধারণের হৃদয়ে এইরূপ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন ; পূর্বতন গৌরব, পূর্বতন সম্মান ও পূর্বতন আধিপত্যের মহিমায় তাঁহার নাম সাধারণকে এইরূপই সাহস ও শক্তি দিয়াছিল। মিরাটের অগ্রগামী সৈন্যদলের অধিষ্ঠিত অশ্বের পদধ্বনি যখন যমুনার সেতু হইতে উত্থিত হয়, তখনই দিল্লীর ইউরোপীয়দিগের সর্বনাশের সূত্রপাত হইতে থাকে। সেই শব্দেই যেন সর্বসংহারক কাল দূরে হইতে দিল্লীর ইউরোপীয় প্রবাসীদিগকে আহ্বান করিতে থাকে। প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্যন্ত ইউরোপীয়েরা আশ্বস্ত হৃদয়ে মিরাট হইতে সাহায্য প্রাপ্তির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যখন সূর্য অস্ত হইল, সায়ংকালীন অন্ধকার যখন ধীরে ধীরে সমস্ত দিল্লী ঢাকিয়া ফেলিল, তখন মিরাটের ইউরোপীয় সৈন্যের কোনো চিহ্ন না দেখিয়া হতাবশিষ্ট ইংরেজগণ হতাশ হইয়া পড়েন, এবং হতাশ হইয়াই প্রাণের ভয়ে ইতস্ততঃ পলাইতে থাকেন।

কথিত আছে, এই সময়ে দিল্লীর দরিয়াগঞ্জ বাজার উত্তেজিত সিপাহীদলের আবাস-ক্ষেত্র হইয়াছিল। নগরের সর্বপ্রধান পথ চাঁদনী চকের সমস্ত দোকান বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পাঁচদিন পর্যন্ত দোকান সকল এই অবস্থায় থাকে। শেষে সম্রাট্ স্বয়ং নগরে বাহির হইয়া সকলকে দোকান খুলিতে বলেন। তিনি সিংহাসনে বসিয়া যাইতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন ; কিন্তু উত্তেজিত সিপাহীরা তাঁহাকে কহে যে কলিকাতা হইতে পেশাবর পর্যন্ত, সমুদয় স্থানের ইংরেজেরা এইরূপে নিহত হইয়াছে। ভূপতি শেষে সিংহাসনে বসিতে সম্মত হন*। বলা বাহুল্য যে, বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ এই সময়ে উন্মত্ত সিপাহীদিগের সম্পূর্ণ অধীন হইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, এই উত্তেজনার সময়ে সিপাহীদিগের কোনো কথায় অসম্মত হইলে, তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিবে। সুতরাং তিনি কোনো উপায় না দেখিয়া সিপাহীদিগের প্রস্তাব অনুসারে কার্য করিতে সম্মত হন। সিপাহীরা, তাঁহাকে সমগ্র ভারতের স্বাধীন সম্রাটের গৌরবান্বিত পদে স্থাপিত করে। তাহারা এখন এই স্বাধীন সম্রাটের নামেই সকল কার্য করিতে থাকে। কথিত আছে, বাহাদুর শাহ নগরের সমস্ত মহাজনকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি তাহারা উত্তেজিত সিপাহীদিগের প্রার্থনা পূরণ না করে, তাহা হইলে তাহাদেরও প্রাণ যাইবে। মহাজনেরা সিপাহীদিগকে কুড়িদিনের জন্য ডাইল, রুটি দিতে সম্মত হয়। কিন্তু সিপাহীরা ইহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করাতে অবশেষে প্রত্যেক অশ্বারোহীকে রোজ এক টাকা এবং প্রত্যেক পদাতিককে রোজ চারি আনার হিসাবে দেওয়া হইতে থাকে। লেপ্টেনেণ্ট উইলোবি অস্ত্রাগারের একঅংশ মাত্র বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সমস্ত গোলা, গুলি, বন্দুক, তরবারি নষ্ট করিতে পারেন নাই। এখন ঐ সকল দ্রব্য উত্তেজিত লোকের হস্তগত হয় ও বাজারে বিক্রীত হইতে থাকে**।

---

* *Martin, Indian Empire. Vol. II, p. 174.*

** অস্ত্রাগারের ৯ লক্ষ টোটা, ৮ হাজার কি ১০ হাজার বন্দুক ও নানাবিধ কামান,

দিল্লীর এই ভয়ানক ঘটনার সম্বন্ধে মেজর আবট্‌ কহিয়াছেন,—'আমি যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে আমার নিঃসন্দেহ বোধ হইয়াছে যে, দিল্লীর রাজপ্রাসাদে এই দুর্ঘটনার বীজ রোপিত ও অঙ্কুরিত হইয়াছিল। ভূপতি আপনার বিনষ্ট ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের আশায় এ বিষয়ের অনুমোদন করিয়াছিলেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে নিকটবর্তী প্রদেশের অধিপতিদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতেও নিরস্ত থাকেন নাই। ইংরেজ গবর্নমেণ্ট সকলের ধর্মনাশের চেষ্টা করিতেছেন এবং সকলকে বলপূর্বক খ্রীস্টীয় ধর্মে দীক্ষিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এই মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিয়া তিনি ৩৮ গণিত পদাতিক সিপাহীদিগকেও আপনার দলে আনিতে চেষ্টা করেন।

'এইরূপ ৩৮ গণিত সৈনিক-দল উত্তেজিত হইয়া ৫৮ ও ৭৪ গণিত সিপাহীদিগকে আপনাদের দলে আনে। ·· আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ৫৮ গণিত ও ৭৪ গণিত সিপাহীদিগকে ভয় দেখাইয়া, আমাদের বিপক্ষের দলে আনা হইয়াছিল। ৭৪ গণিত সিপাহীরা যদি বিপক্ষদলে না যায়, তাহা হইলে ৩৮ গণিত ও ৫৮ গণিত সিপাহীরা তাহাদিগকে সমূলে বিনষ্ট করিবে বলিয়া ভয় দেখায়। আবার ৫৮ গণিত সিপাহীরা যদি এই প্রস্তাবে সম্মত না হয়, তাহা হইলে, ৩৮ গণিত ও ৭৪ গণিত সিপাহীরা তাহাদিগকে এইরূপে বিনষ্ট করিবে বলিয়া, ভীত করিয়া তুলে। ৩৮ গণিত সিপাহীরাই প্রথমে আমাদের বিরুদ্ধাচরণে অগ্রসর হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস যে, এই দলের সিপাহীরা যদি প্রাসাদ-রক্ষার কার্যে কাশ্মীর-তোরণে না থাকিত, তাহা হইলে এ দুর্ঘটনা হইত না ।

'ডাকঘর, টেলিগ্রাফ আফিস, ব্যাঙ্ক, দিল্লী গেজেটের ছাপাখানা এবং সৈনিক-নিবাসের সমস্ত গৃহ বিনষ্ট হইয়াছিল। যাঁহারা হত্যাকাণ্ড হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন। তাঁহারা বিনাসম্বলে পথ চলিতে থাকেন। আফিসরদিগের যাহা-কিছু ছিল, সমস্তই নষ্ট হইয়াছিল। আমাদের মধ্যে কেহ পরিচ্ছদ-পরিবর্তনেরও সময় পান নাই।'

মেজর আবট্‌ দিল্লীর বৃদ্ধ ভূপতির সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, কোনোরূপ প্রমাণে সেই মত দৃঢ়তর করা হয় নাই। একজন সহৃদয় ইংরেজ ঐতিহাসিক স্পষ্টই কহিয়াছেন যে, এ পর্যন্ত এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, যাহাতে দিল্লীর ভূপতিকে উক্তরূপে দোষী করা যাইতে পারে। আর ৩৮ গণিত দলের সমস্ত সিপাহীর উপর যে দোষের আরোপ করা হইয়াছে ঘটনাদ্বারা বোধহয়, তাহারও সমর্থন করা যায় না। যেহেতু, এই সিপাহীদলের অধ্যক্ষ কর্নেল নিবেট অথবা কোনো আফিসর নিহত হন নাই* ।

তরবারি ইত্যাদি ছিল। সৈনিক-নিবাসের বারুদাগারে ১০ হাজার পিপা বারুদ ছিল। এই সময়ে এক একটি বন্দুকের মূল্য ঊর্ধ্বসংখ্যা আট আনার বেশী ছিল না। একখানি ভাল তরবারি চারি আনার এবং একটি ভাল সঙ্গিন এক আনায় পাওয়া যাইত।— *Martin, Indian Empire,. Vol II, p. 174. Comp. Ball, Indian Mutiny, Vol. I, p. 72.*

* *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 165.*

মিরাট হইতে ইউরোপীয় সৈনিকগণ কেন বিপন্নদিগের সাহায্যার্থ দিল্লীতে উপস্থিত হইল না? এই উদাসীনতার জন্য সেনাপতি হিউইট্‌ ও ব্রিগেডিয়ার উইলসন, ইঁহাদের মধ্যে কে অধিকতর দোষী? সেনাপতি কহিয়াছেন যে, মিরাট ষ্টেসনের সৈন্য-পরিচালনের ক্ষমতা ব্রিগেডিয়ার উইলসনের উপর ছিল। পক্ষান্তরে উইলসন সৈনিক-বিভাগের কর্তৃপক্ষের নিকট এই কৈফিয়ৎ দিয়াছেন—'কোনো ষ্টেসনের ব্রিগেডিয়ারের হস্তে কত অল্প ক্ষমতা আছে, তাহা সেনা-সংক্রান্ত আইনের সপ্তদশ ধারা দেখিলেই বুঝা যায়। বিভাগের সেনাপতি স্বয়ং উপস্থিত থাকাতে আমি স্বয়ং কোনো ক্ষমতার পরিচালনা করিতে পারি নাই। আমি কেবল সেনাপতির আদেশানুসারে সৈন্যসংক্রান্ত সমস্ত কার্য করিতে বাধ্য। সেনাপতির সম্বন্ধে আমি যে অভিমত প্রকাশ করিলাম, তাহা ঠিক হউক, বা না হউক, আমি স্বয়ং যাহা ভাল বুঝিয়াছি, তদনুসারেই কার্য করিয়াছি। উত্তেজিত সৈনিকগণ, কোন্‌ দিকে প্রস্থান করিয়াছে, পূর্বে তাহা নির্দিষ্ট না থাকাতে আমার এখনও বিশ্বাস যে আমি যাহা করিয়াছি, তাহাই ঠিক। ইউরোপীয় সৈনিক-দল যদি উত্তেজিত সিপাহীদিগের নিকটবর্তী হইবার আশায়, বিনা লক্ষ্যে ষ্টেসন হইতে যাত্রা করিত, এবং আমাদের মহিলা, বালক-বালিকা, পীড়িত ব্যক্তিগণ ও বহুমূল্য যুদ্ধোপকরণ যদি অরক্ষিত অবস্থায় থাকিত, তাহা হইলে মিরাটের সেনাপতিদিগের বিরুদ্ধে এখন যে দোষের আরোপ করা হইতেছে, তাহা অপেক্ষা গুরুতর দোষ আরোপিত হইত*।

ব্রিগেডিয়ার আত্মদোষ ক্ষালনের জন্য এইরূপ কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে কে সাহেব লিখিয়াছেন যে, ব্রিগেডিয়ার যে ষ্টেসনের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন, সেই ষ্টেসন নিরাপদ রাখাই তাঁহার প্রধান কর্তব্য ছিল। আপনার রক্ষণীয় স্থান অধিকতর বিপদাপন্ন হইবে ভাবিয়া, তিনি মিরাটের ইউরোপীয় সৈন্য স্থানান্তরিত করিতে প্রস্তুত হন নাই। কিন্তু সেনাপতি হিউইট্‌ সমস্ত মিরাট বিভাগের সেনাপতি ছিলেন। দিল্লীর ন্যায় একটি প্রধান সৈনিক ষ্টেসনও এই বিভাগের অন্তর্গত ছিল। সুতরাং এই বিভাগের সেনাপতির দিল্লীর বিষয় ভাবাও উচিত ছিল। সেনাপতি হিউইট যে ষ্টেসনে অবস্থিতি করিতেন, কেবল সেই ষ্টেশন রক্ষা করিতেই সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার রক্ষাধীন অপর ষ্টেসনের দশা কি হইবে তাহা তিনি ভাবেন নাই। যাহাহউক, ইংরেজরা দিল্লীর ইউরোপীয়দের শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া যাঁহার উপরেই দোষারোপ করুন না কেন, উপস্থিত সময়ে তাঁহারা নিজেও নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় হইয়া, আপনারাই আপনাদের সমক্ষে দোষী হইয়াছিলেন। ইংরেজ কোম্পানি যখন সঙ্কীর্ণ রাজনীতির পরিচয় দিয়া উপস্থিত বিপ্লবের বীজ রোপণ করিতেছিলেন, তখন আত্মরক্ষার কোনো উপায় অবলম্বন করেন নাই। এ সম্বন্ধে একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন,—'আমরা আমাদিগকে মিছামিছি নিরাপদ ভাবিতেছিলাম। বিপদের অনেক চিহ্ন আমাদের গোচর হইয়াছিল, কিন্তু তৎসমুদয় আমরা উদাসীনভাবে দেখিতেছিলাম। আমাদের কাছে সমস্তই নির্মল বোধ

* *Kaye, Sepoy War, Vol. II, pp. 101-02.*

হইতেছিল। করাল কাদম্বিনীর আবির্ভাব হইলেও, প্রবল ঝটিকার পূর্বসূচনা দেখিলেও, আমরা সমস্ত আকাশ নির্মল মনে করিতেছিলাম। ··· বারাকপুর এবং বহরমপুরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাতে আমাদের লোকের চৈতন্য হয় নাই। আমরা আসন্ন বিপদের গতি রোধে যত্নশীল হই নাই। সৈনিক-বিভাগের প্রধান প্রধান সেনাপতিকে এই বলিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন যে, নবীন নীরদ শীঘ্রই অপসারিত হইবে। এই বিশ্বাসেই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, সার্হিন্দে, কানপুরে, মিরাটে—সৈনিক অফিসরেরা নিশ্চেষ্টভাবে কালাতিপাত করিতেছিলেন। শেষে যখন প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হইল, তখন সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের আত্মরক্ষার আয়োজন ছিল না; সুতরাং কিরূপে উপস্থিত বিপদের গতি রোধ করিতে হইবে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না। এই সময়ে উপস্থিত বিপদ নিবারণের কোনো চেষ্টা না হওয়াতে আমাদের বড় ক্ষতি হইয়াছিল। সিপাহীরা মিরাটে ইংরেজদিগকে পরাজিত করিয়াছে এবং দিল্লীতে বৃদ্ধ মোগলকে সম্রাটের সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছে, এই সংবাদ একস্থান হইতে আর একস্থানে প্রচারিত হয়। একস্থান হইতে আর একস্থানে এই জনরব হয় যে, ফিরিঙ্গিরা আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হইয়াছে। এই আক্রমণে তাহাদের সকলেই নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছে।

'এ সম্বন্ধে আর একটি কথা প্রসঙ্গক্রমে এই স্থলে লিখিত হইতেছে। এই সিপাহী বিপ্লবের ইতিহাসের আলোচনা করিয়া দেখিলে বোধহয় যে, সিপাহীরা সকলেই একটি নির্দিষ্ট দিনে আমাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। মিরাটের তৃতীয় অশ্বারোহী দল হঠাৎ অসময়ে যুদ্ধোন্মুখ হওয়াতে এই ষড়যন্ত্র বিফল হইয়া যায়। ইহাতেই আমাদের ভারত-সাম্রাজ্য রক্ষা পাইয়াছে।··· যুদ্ধের অবসান হইলে গবর্নমেণ্ট অপরাধীদিগকে শাস্তি ও নিরপরাধ লোকদিগকে পারিতোষিক দিবার অভিপ্রায়ে ক্রাকফট্ উইলসন্ সাহেবকে কমিশনর করেন। উইলসন্ সাহেব লিখিয়াছেন,—'লোকের মুখে সকল কথা শুনিয়া আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ১৮৫৭ অব্দের ৩১শে মে রবিবার, সমস্ত সিপাহী-সৈন্যের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার দিন ঠিক হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে এক-একটি সমিতি সংগঠিত হয়। প্রত্যেক সৈনিকদলের তিনজন সৈনিক-পুরুষ ঐ সমিতির সদস্য ছিল। সমিতি অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে থাকে।··· ৩১শে মে সকল স্থানের সমস্ত ইউরোপীয়কে বধ করিতে হইবে, ধনাগার অধিকার করিতে হইবে এবং কয়েদীদিগকে খালাস দিতে হইবে, সমিতি ইহা সমস্ত সিপাহীদিগের গোচর করে।···দিল্লীতে যে সৈন্য ছিল, তাহাদিগকে দিল্লী ও উহার নিকটবর্তী স্থানের অস্ত্রাগার এবং দুর্গ অধিকার করিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল।··· এইরূপে সমুদয় বন্দোবস্ত হয়। সিপাহীরা গোপনে গোপনে আমাদের সর্বনাশের জন্য যে আয়োজন করিয়াছিল, তিন সপ্তাহ পূর্বে তাহার কোনো বিষয় সাধারণকে জানাইতে তাহারা ইচ্ছা করে নাই। কিন্তু হঠাৎ ১০ই মে রাত্রিকালে এই আয়োজনের চিহ্ন পরিব্যক্ত হয়। ১০ই মে রাত্রিতে হঠাৎ যে ভীষণ ঘটনার সূত্রপাত হয়, ভারতে ব্রিটিশ অধিকারের প্রতিষ্ঠা অবধি সেরূপ ঘটনা পূর্বে আর কখনোও দেখা যায় নাই।'

একজন উপযুক্ত লোক এইরূপে আপনার মত প্রকাশ করিয়াছেন।…'ইংরেজেরা যেরূপ নিশ্চেষ্ট ছিলেন, তাহাতে যদি সিপাহীরা উক্ত নির্দিষ্ট দিনে সহসা ভারতবর্ষের সকল স্থানে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত, তাহা হইলে বোধহয় আমাদের অতি অল্প লোকই জীবিত থাকিত এবং ভারতবর্ষ পুনরায় জয় করা আমাদের পক্ষে দুরূহ কার্য হইত। হয়ত এই বিপুল সাম্রাজ্য একেবারে ব্রিটিশ জাতির হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িত। কিন্তু মানুষ উক্তরূপ সঙ্কল্প করুক বা নাই করুক, ঈশ্বরেব করুণায় উহা সিদ্ধ হয় নাই। মিরাটের দুর্ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরেই তাড়িতপ্রবাহ ভারতবর্ষের সর্বত্র ঐ দুঃসংবাদ লইয়া যায়, দেশের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঐ সংবাদ প্রকাশিত হয় এবং যে কোনো স্থানে একজন ইংরেজ ছিলেন, সেই স্থানেই তিনি আত্মরক্ষার যথোচিত উপায় অবলম্বন করিতে থাকেন*।'

ইংরেজের ইতিহাসে, ইংরেজ রাজপুরুষের বিজ্ঞাপনীতে এইরূপ সর্বব্যাপী ষড়যন্ত্রের বিষয় জানা যায়। যদি সিপাহীরা একদিনে ভাবতবর্ষের সর্বত্র ইংরেজদিগকে আক্রমণ কবিত, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে প্রায় সমস্ত ইংরেজই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেন। এরূপ অবস্থায় ভারতে পুনরায় আধিপত্য স্থাপন অবশ্য ইংরেজের দুঃসাধ্য হইত। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসের আলোচনা করিলে আরো একটি বিষয় জানিতে পারা যায়। উত্তেজিত সিপাহীরা ইংরেজদিগের সহিত প্রকৃষ্ট-পদ্ধতিক্রমে ও ধারাবাহিকরূপে যুদ্ধ করে নাই। কোনো কোনো যুদ্ধে তাহারা অসাধারণ পরাক্রম দেখাইয়াছে, সাহস ও বীরত্বের যথোচিত পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু তাহারা দেশের একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত একজন সুদক্ষ সেনাপতির অধীনে পরিচালিত হয় নাই। তাহারা নানা কারণে ইংরেজদিগের বিদ্বেষী হইয়াছিল। ঘোরতর বিদ্বেষ-বুদ্ধিতে পরিচালিত হইলেও তাহারা সামরিক রীতিতে—একীভূত মন্ত্রণায় ইংরেজ-শাসন পর্যুদস্ত করিবার চেষ্টা করে নাই। তাহাদের মধ্যে সুশিক্ষিত যোদ্ধা ছিল, সুদৃঢ় অস্ত্রশস্ত্র ছিল, তথাপি তাহারা প্রকৃত-প্রস্তাবে সামরিক রীতির অনুসরণ করে নাই। তাহারা এখানে-ওখানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এখানে-ওখানে ইংরেজদিগের হত্যা করিয়াছে, এখানে-ওখানে ইংরেজ বীর-পুরুষের সমক্ষে আপনাদের বীরত্ব দেখাইয়াছে, কিন্তু একটি মহাদলে পরিণত হইয়া একটি নির্দিষ্ট নিয়ম ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুসারে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হয় নাই। যে প্রণালীতে বীরপ্রবর নেপোলিয়ন ইউরোপের সর্বত্র আপনার আধিপত্য-বিস্তার করিয়াছিলেন, যে প্রণালীতে প্রসিদ্ধ ওয়েলিংটন এই বীরপ্রবরের ক্ষমতানাশে উদ্যত হইয়াছিলেন, উত্তেজিত সিপাহীগণ সে প্রণালীর অনুবর্তী হয় নাই। যদি তাহারা ঐরূপ নির্দিষ্ট নিয়মে নির্দিষ্ট লক্ষ্য-সাধনের জন্য ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত, তাহা হইলে তাহারা একদিনে সকলে সকল স্থানে যুদ্ধে উদ্যত হউক বা নাই হউক, আপনাদের আধিপত্য-প্রতিষ্ঠায় বোধহয়, অসমর্থ হইত না। সৌভাগ্যবশতঃ এরূপ একীভূত মন্ত্রণায় পরিচালিত ও একবিধ লক্ষ্যসাধনে নিয়োজিত সর্বব্যাপী সৈনিকদলের আবির্ভাব হয় নাই।

* *Kaye, Sepoy War, Vol. II, pp, 101-10.*

সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস ॥ দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

১৩৫ পৃষ্ঠার টিপ্পনীতে দেওয়ানিআম ও দেওয়ানিখাসের সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কয়েকটি কথা আছে। সম্রাট্ শাহ জাঁহা প্রতিদিন দুই প্রহরের সময় দেওয়ানিআমে বসিয়া প্রজাদিগের অভিযোগ শুনিতেন এবং বিচারের পর যথাযোগ্য আদেশ দিতেন। কেহ কেহ বলেন, এইস্থানে শাহ জহাঁর প্রসিদ্ধ ময়ূর-সিংহাসন ছিল*। কিন্তু গ্রন্থান্তরে দেখা যায় যে, উক্ত সিংহাসন দেওয়ানিখাসে রহিয়াছিল**। দেওয়ানিআমে একখানি মার্বেল প্রস্তরের সিংহাসন ছিল। সম্রাট্ এই সিংহাসনে বসিতেন। তদীয় পুত্রগণ সুসজ্জিত হইয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিতেন। ইঁহাদের পশ্চাতে খোজাগণ সুদৃশ্য পরিচ্ছদে শোভিত হইয়া, দণ্ডায়মান থাকিত। সিংহাসনের সম্মুখে তিন ফীট উচ্চ রূপার বেলে পরিবেষ্টিত শ্বেত মার্বেলের বেদী ছিল। আবেদনপত্র সম্রাটের হস্তে সমর্পণ জন্য, এই বেদীতে উজীর প্রভৃতি অমাত্যগণ থাকিতেন। তাঁহাদের পশ্চাতে অধীন প্রদেশের রাজারা ও ভিন্ন দেশের দূতগণ দাঁড়াইতেন। তাহার পর মনসব্দারেরা এবং সকলের পশ্চাৎ প্রজারা দাঁড়াইয়া থাকিত।

দেওয়ানিখাসে সম্রাটের খাস দরবার হইত। এইস্থানে ময়ূরসিংহাসন ছিল। মহারাষ্ট্ররাজ প্রবলপরাক্রম শিবজী এইস্থানে সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক অপমানিত হইয়াছিলেন, এইস্থানে নাদির শাহের সহিত মহম্মদ শাহের সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং এইস্থানেই নাদির প্রতারণাপূর্বক জগদ্বিখ্যাত কোহিনূর হীরক হস্তগত করিয়াছিলেন।

ইংরেজ গবর্নমেণ্টের সমরবিভাগে 'জেনেরল' 'ব্রিগেডিয়ার' প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ পদসূচক অনেকগুলি কথা আছে। উপস্থিত গ্রন্থে আবশ্যক মতো ঐ সকলের উল্লেখ করা হইয়াছে। উহার কোন্ কোন্‌টি কি অর্থ প্রকাশ করে, তাহা এই স্থলে সংক্ষেপে নির্দেশ করা যাইতেছে।

জেনেরল—সৈনিকদলের প্রধান অধিনায়ক 'জেনেরল' নামে অভিহিত হন। জেনেরলের অব্যবহিত পরে যাঁহারা সৈনিকদলে কর্তৃত্ব করেন, তাঁহারা 'লেফ্টেনেণ্ট-জেনেরল' 'মেজর জেনেরল' বলিয়া উক্ত হন।

ব্রিগেডিয়ার—সৈনিকদিগের দুই-তিনটি দল লইয়া একটি বড় দল হয়। এই দলের নাম "ব্রিগেড"। যিনি ইহার উপর আধিপত্য করেন, তাঁহার নাম "ব্রিগেডিয়ার"। যেমন দিল্লীর ৩৮ গণিত, ৫৪ গণিত ও ৭৪ গণিত সৈনিক-দল লইয়া একটি ব্রিগেড্ হইয়াছিল। ব্রিগেডিয়ার গ্রেবস্ ইহার অধ্যক্ষ ছিলেন।

আডজুটাণ্ট জেনেরল—সৈনিক বিভাগে যে কর্মচারী সৈনিক-দলের শৃঙ্খলার সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করেন, কর্তৃপক্ষের আদেশ ব্রিগেডে পাঠাইয়া দেন,

---

* *Ball, Indian Mutiny, Vol. I, p. 454, note.*

** *Bholanath Chunder, Travels of a Hindu, Vol. II, p. 297.*

এবং সমস্ত সৈন্যের অবস্থার সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রস্তুত করেন, তাঁহার নাম "আডজুটাণ্ট জেনেরল"।

কোয়ার্টর মাস্টার জেনেরল—সৈনিক-দলকে একস্থান হইতে আর একস্থানে যাইতে হইলে যিনি পূর্বে সেই স্থান পর্যবেক্ষণ করেন, সৈনিকদিগের শিবির-সন্নিবেশ-স্থল ও গমন-পথ নির্ধারিত করিয়া দেন, তিনি "কোয়ার্টর মাস্টার জেনেরল" বলিয়া অভিহিত হন।

সৈনিক-দলে "কর্নেল" "লেপ্টেনেণ্ট কর্নেল" "মেজর" প্রভৃতি থাকেন। "কর্নেল" সৈনিক-দলের সাধারণ অধিনায়ক। কিন্তু ইঁনি সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে সৈনিক-দলে কর্তৃত্ব করেন না। এই ভার লেপ্টেনেণ্ট-কর্নেলের উপর সমর্পিত থাকে। কর্নেলের পদ প্রদেশের অধিপতিদিগকেও দেওয়া হয়। ইঁহারা অবৈতনিক কর্নেল হন। "মেজর" প্রতিদলের তত্ত্বাবধান করেন, কর্নেলের আদেশ কার্যে পরিণত করেন, এবং কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে বিশেষ কার্যসাধনের জন্য নির্বাচিত করিয়া থাকেন। আডজুটাণ্টের কার্য মেজরের কার্যের অনুরূপ। কিন্তু আডজুটাণ্ট মেজরের নিম্নপদস্থ।

প্রতি সৈনিকদলে ৮, ১০ কি ১২টি করিয়া উপদল থাকে। প্রতি উপদলে এক-একজন অধ্যক্ষ থাকেন, ইঁহাদের নাম "কাপ্তেন"। কাপ্তেন কাওয়াজের সময়ে উপস্থিত থাকেন, এবং সৈনিকদিগের পরিচ্ছদ ও অস্ত্রাদি ভাল অবস্থায় আছে কি না, তাহা দেখেন। সংক্ষেপে আপন আপন দলের সমস্ত বিষয়ের জন্য ইঁহাকে দায়ী থাকিতে হয়। কাপ্তেনের নীচে প্রতি দলে এক-একজন লেপ্টেনেণ্ট থাকিয়া, কাপ্তেনের সহায়তা করেন।